Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

সম্পাদনা : মাওলানা ইমদাদুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর (পঞ্চম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭২
ইফা প্রকাশনা : ১৯৮৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0573-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য ঃ ৪১০.০০ টাকা মাত্র ।

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (5th Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর

গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির পঞ্চমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

সূচিপত্র

দশম পারা

সূরা তাওবা (৯৪-১২৯ আয়াত)

সূরা ইউনুস

Contents

Contents

সূরা ইউসুফ

Contents

সূরা রা'দ

[পনের]

সূরা ইব্‌রাহীম

Contents

[ষোল]

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

সূরা তাওবা

মাদানী, ৯৪— ১২৯ আয়াত

(٩٤) يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا
لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٥) سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا
عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٩٦) يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৯৪. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে; বলিও অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন আর তাঁহার রাসূলও। অতঃপর

যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞতা তাঁহার দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে এবং তিনিই তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।

৯৫. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহ্র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম উহাদের বাসস্থান।

৯৬. উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন হে রাসূল! তোমরা জিহাদ হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ আসিয়া জিহাদে না যাইবার পক্ষে তোমাদের নিকট মিথ্যা ওযর ও অসুবিধা পেশ করিবে। হে রাসূল! বলো—'তোমাদের ওযর পেশ করায় লাভ নাই। আমরা কখনো তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অচিরেই দুনিয়াতে তোমাদের কার্যের বিষয় লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। অতঃপর আখিরাতে তোমাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে অবগত আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। সেখানে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমল ও বদ আমল সকল বিষয়ে অবগত করিবেন।' হে রাসূল! তোমরা মদীনাতে ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিবে যে, তাহাদের জিহাদে না যাইবার কারণ ছিল প্রকৃত ওযর ও অসুবিধা। তাহাদের এইরূপ মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য এই থাকিবে যে, 'তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে তিরস্কার করিবে না।' তোমরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিও না। তাহাদের আত্মা অপবিত্র। তাই তাহারা ঘৃণা ও ভ্রূক্ষেপহীনতা পাইবার যোগ্য। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভালবাসিতেও যাইও না এবং ভালবাসা সহকারে তাহাদিগকে তিরস্কারও করিও না। তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম। উহা তাহাদের পাপের প্রতিফল। তাহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম করিবে। তোমরা তাহাদের মিথ্যা কসমে বিভ্রান্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই অবাধ্য পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।'

শব্দার্থ ঃ (اَلْفَاسِق) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের বাহিরে চলিয়া যায়। (الفسق) বহির্গত হওয়া; নিষ্ক্রান্ত হওয়া। ইঁদুরের এক নাম হইতেছে (فُوَيْسِقَةٌ—

নিষ্ক্রমণশীল ক্ষুদ্র জীব)। কারণ, উহা মানুষের ক্ষতি করিবার জন্যে গর্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত ও বহির্গত হইয়া থাকে।

(فسقت الرطبة) অর্থাৎ— খেজুরের ছড়ার খোলা হইতে ছড়া বাহির হইয়াছে।

(٩٧) اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(٩٨) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ
الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٩٩) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৭. কুফরী ও কপটকালে বেদুঈনগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদেরই অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. বেদুঈনদের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহা অর্থদন্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ভাগ্যচক্র উহাদের মন্দ হউক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯. বেদুঈনদের কেহ কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'যাহারা (মরুভূমির) গ্রামে বাস করে তাহাদের মধ্যে কাফির, মুনাফিক এবং মু'মিন সকল শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে; তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির ও মুনাফিক তাহাদের কুফ্র ও নিফাক নগরের অধিবাসী কাফিরদের কুফ্র অপেক্ষা এবং নগরের অধিবাসী মুনাফিকদের নিফাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিধি-বিধান সম্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞ হইয়া থাকে।

ইব্‌রাহীম (র) হইতে আ'মাশ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্‌রাহীম (র) বলেন, একদা এক বেদুঈন যায়েদ ইবনে সুহান-এর নিকট উপস্থিত ছিল। যায়েদ ইবনে সুহান তখন স্বীয় সহচরদের সহিত কথা বলিতেছিলেন। উল্লেখ্য যে, যায়েদ ইবনে সুহান-এর বাম হাতখানা নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছিল। বেদুঈন লোকটি তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার কথাগুলি আমার নিকট ভাল লাগিতেছে; কিন্তু তোমার হাতখানা আমি কাটা দেখিতেছি, এই কারণে আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ জাগিতেছে। (অর্থাৎ—সে মনে করিল চুরির কারণে যায়েদ ইবনে সুহান-এর হাত কাটা গিয়াছে।) যায়েদ ইব্‌নে সুহান বলিলেন, "আমার হাত কাটা দেখিয়া তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন? উহা তো বাম হাত।" সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! চুরির কারণে চোরের ডান হাত কাটিতে হয় অথবা বাম হাত কাটিতে হয়, তাহা আমি জানি।" যায়েদ ইবনে সুহান বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَنْ لَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ الاية-

"যাহারা বেদুঈন, যাহারা কুফ্‌র ও নিফাকে অধিকতর অগ্রগামী ও জঘন্য আর আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যে বিধি-বিধান নাযিল করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাহারা অধিকতর অজ্ঞ।"

ইমাম আহমদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি (মরুভূমির) গ্রামে বসবাস করে, সে ব্যক্তি কর্কশ ও রুক্ষ স্বভাবের লোক হইয়া যায়; যে ব্যক্তি শিকারের পশ্চাতে লাগিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অবহেলা-পরায়ণ ও কর্তব্যচ্যুত হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন বাদশার কাছে আসে, সে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক) বিপদে পতিত হয়।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন 'উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ গ্রহণযোগ্য তবে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়াত। উহা সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

যেহেতু বেদুঈনদের স্বভাব হইতেছে রুক্ষ ও কর্কশ, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে কোনো ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠান নাই। সকল রাসূলই ছিলেন নগর (القرية)-এর অধিবাসী। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى -

"আর আমরা আপনার পূর্বে যাহাদিগকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের সকলেই ছিল মানব, যাহাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাইতাম এবং যাহারা জন-পদের অধিবাসী" (ইউসুফ-১০৯)।

একদা জনৈক 'আরাবী (الْأَعْرَابُ) বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু হাদিয়া উপস্থিত করিল। নবী করীম (সা) যতক্ষণ না তাহাকে উহার পরিবর্তে উহার কয়েক গুণ মাল দান না করিলেন, ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট হইল না। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আগামীতে কোরাইশ গোত্রের লোক, সাকীফ গোত্রের লোক, আন্‌সার গোত্র-সমূহের লোক এবং দাওস গোত্রের লোক, ইহাদের নিকট হইতে ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করিব না।' উক্ত গোত্র-সমূহের লোকেরা মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং ইয়ামান দেশের নগরে বাস করিত। উহারা ছিল নগরের অধিবাসী। উহাদের স্বভাব ছিল নম্র ও বিনয়ী। পক্ষান্তরে, বেদুঈনগণ ছিল উহার বিপরীত। তাহাদের স্বভাব ছিল কর্কশ ও রুক্ষ।

শিশুদিগকে চুম্বন করা সম্পর্কিত হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম (র)...হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, একদা একদল বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া সাহাবীদিগকে বলিল, তোমরা কি তোমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকো? সাহাবীগণ বলিলেন, 'হাঁ, আমরা আমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকি।' বেদুঈনগণ বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কিন্তু আমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করি না।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের নিকট হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন, তবে আমি কী করিব? ইবনে নুকায়েরের বর্ণনা মতে, তোমাদের অন্তর হইতে'। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঈমান ও ইল্‌ম অর্জনের যোগ্য তাহা তিনি ভাল জানেন। তেমনি তিনি তাঁহার বান্দার আলেম, জাহেল, মু'মিন, কাফের, মুনাফিক দলের উদ্ভবকে প্রজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি তাঁহার ইল্‌ম ও প্রজ্ঞার কার্যকরী সম্পর্কে কাহারও কাছে জবাবদেহী হইবেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে জানাইতেছেন, বেদুঈনদের কেহ কেহ আল্লাহ্‌র পথে অর্থব্যয়কে অর্থদন্ড মনে করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ্ পাক বলেন, তাহাদেরই মন্দ ভাগ্য হউক। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সব প্রার্থনা ও বক্তব্য শোনেন এবং কোন বান্দাকে সাহায্য করিবেন আর কাহাকে বিপর্যয় দান করিবেন তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন।

অতঃপর তিনি বেদুঈনদের প্রশংসিত দলের উল্লেখ করে এবং তাহাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র পক্ষে দানকে আন্তরিক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে খুশী করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসূলের দু'আ লাভের জন্যেই অর্থ দান

করে। তাই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, তাহারা বাস্তবিক সান্নিধ্য পাইবে এবং অচিরেই তাহারা তাঁহার রহমতের ছায়ায় ঠাঁই পাইবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٠٠) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাহারা প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে এবং যাহারা নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারা আল্লাহ্তে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসার— যাহারা ঈমান এবং আমলেও প্রথম হইয়াছে আর পরবর্তীকালে যাহারা ঈমান ও আমলে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে এইরূপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাদের নিম্নদেশ দিয়া নদী প্রবহমান রহিয়াছে। তাহারা তথায় চিরদিন বসবাস করিবে। বস্তুতঃ উক্ত পুরস্কার করা হইতেছে মহা কৃতকার্যতা।

শা'বী (র) বলেন, 'প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা—যাহারা হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে বৃক্ষের নীচে বায়'আতুর রেযওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ) করিয়াছিলেন।' হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা), সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব, মুহাম্মদ ইব্নে সীরীন, হাসান (বস্রী) এবং কাতাদাহ্ (র) বলেন, 'প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা— যাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত দুই কেবলা (কা'বা ও আল-বায়তুল-মুকাদ্দাস)-এর দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্নে কা'ব কুরযী (র) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি লোকের কাছ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে এই আয়াত وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الاية – পড়িতে শুনিয়া তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— তোমাকে কে এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল, 'হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা)

আমাকে উহা ঐরূপে শিখাইয়াছেন।' হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে উবাই ইব্‌নে কা'ব-এর নিকট লইয়া যাইব। উহার পূর্বে তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি লোকটিকে হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা)-এর নিকট লইয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই লোকটিকে এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? তিনি বলিলেন হাঁ; আমি তাহাকে উহা ঐরূপেই শিখাইয়াছি। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি কি উহাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ঐরূপেই শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি উহাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ঐরূপে-ই শুনিয়াছি। হযরত উমর (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমি মনে করিতাম—আমাদিগকে এইরূপ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা হইয়াছে, যে মর্যাদায় আমাদের পর আর কেহ পৌঁছিতে পারিবে না। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব বলিলেন, সূরাই জুমু'আ-এর নিম্নোক্ত আয়াতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ - وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"আর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য একদলকেও —যাহারা এখনো তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আর তিনি হইতেছেন, মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়" (জুমুআ-৩)।

সূরা-ই হাশর-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ - الاية -"আর যাহারা তাহাদের পরে আসিয়াছে" (হাশর- ১০)।

সূরা-ই আন্‌ফাল এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ - الاية

"আর যাহারা তোমাদের সহিত ঈমান আনিয়াছে, হিজ্‌রত করিয়াছে, এবং জিহাদ করিয়াছে।"

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নে জারীর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'হাসান বস্‌রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত (الْاَنْصَارِ) শব্দটিকে (السَّابِقُوْنَ) শব্দের (مَعْطُوْفٌ) বানাইয়া উহাকে (رفع কর্তৃকারকের বিভক্তি) দিয়া পড়িতেন।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ— যাহারা ছিলেন ঈমান ও আমলে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী এবং পরবর্তীকালে যাহারা

তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের আলোকে বলিতেছি, যাহারা সকল সাহাবীকে অথবা কোনো একজন সাহাবীকে গালি দেয়, তাহারা কতইনা হতভাগা আর কতইনা কপাল পোড়া! তাহারা ধ্বংসে পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রেষ্ঠতম সাহাবী শ্রেষ্ঠতম সিদ্দীক (اَلصِّدِّيْقُ — সত্যের পক্ষে মহা সাক্ষ্যদাতা) এবং শ্রেষ্ঠতম খলীফা হযরত আবূ বকর ইব্নে কোহাফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু-কে গালি দেয়— মুসলিম-সমাজে তাহাদের ন্যায় হতভাগা ও কপাল পোড়া আর কে হইতে পারে? উল্লেখযোগ্য যে, রাফেযী (اَلرَّافِضَةُ শীয়া সম্প্রদায়ের উপদল-বিশেষ; সম্বন্ধ-প্রকাশক শব্দ হইতেছে, اَلرَّافِضِىُّ) সম্প্রদায়ের লোকেরা হয্রত সিদ্দীকে আক্বার (রা) সহ উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন সাহাবায়ে-কেরাম (রা)-কে গালি দিয়া থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহা হইতে আশ্রয় লইতেছি। তাহাদের উক্ত কার্য ইহা প্রমাণ করে যে, তাহাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর তথা বিবেক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কালাম সাক্ষ্য দিতেছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম যুগের মুহাজির ও আন্সারী সাহাবী এবং তাহাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অথচ উহারা সেই সকল সাহাবীকে গালি দিয়া থাকে। এমতাবস্থায় কুর্আন মাজীদের প্রতি ইহাদের ঈমান আনিবার দাবী কীরূপে সত্য হইতে পারে? পক্ষান্তরে, 'আহলুস্সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) ' সম্প্রদায়ের লোকগণ— আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং মহব্বত করেন। তাহারা— আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে গালি দিয়াছেন, তাহাদিগকে গালি দেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে ভালবাসেন ও মহব্বত করেন, এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে শত্রুরূপে দেখেন, তাহাদিগকে শত্রুরূপে দেখেন। বস্তুতঃ তাহারা হইতেছেন— কুর্আন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল-এর অনুসারী। তাহারা কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল বিরোধী কোনো আকীদা বিশ্বাস বা আচার-আচরণ উদ্ভাবিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই দলই হইতেছে আল্লাহ্র দল আর ইহারাই হইতেছে আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা তথা সাফল্য লাভকারী ব্যক্তি।

(١٠١) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۚ

১০১. বেদুঈনদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক্ এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধহস্ত।

তুমি উহাদিগকে জাননা আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে মু'মিনগণ! মদীনার চতুরপার্শ্বে বসবাসকারী বেদুঈনের মধ্যে এবং স্বয়ং মদীনাতে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে একদল মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা নেফাককে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। হে রাসূল! আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগকে চিনি। আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব। অতঃপর তাহাদিগকে দোযখের মহা শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে।'

مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ –"নেফাককে ধরিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে" (তাওবা-১০১)।

এই অর্থেই বলা হইয়াছে— شَيْطَانٌ مَّرِيْدٌ ও شَيْطَانٌ مَّارِدٌ অবাধ্য শয়তান। আরো বলা হয় تمرد فلان على الله অর্থাৎ অমুক আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অহংকারী করিয়াছে এবং গোয়ার্তুমী করিয়াছে।

لَا تَعْلَمُهُمْ – نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ –"হে রাসূল আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগকে জানি।"

উক্ত আয়াতাংশ নিম্নোক্ত আয়াতাংশের বিরোধী নহে ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ – وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ

"আর যদি আমরা চাহিতাম, তবে নিশ্চয় তাহাদিগকে আপনার নিকট চিহ্নিত করিয়া দিতাম; ফলে আপনি তাহাদিগকে তাহাদের চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় চিনিতে পারিতেন। তবে আপনি তাহাদের বচন-ভঙ্গিমা দ্বারা নিশ্চয় তাহাদিগকে চিনিতে পারিবেন" (মুহাম্মদ-৩০)।

অনেক মুনাফিকই সকাল-সন্ধ্যায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করিত। তিনি তাহাদের আচার-আচরণ ও বচন-ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে চিনিলেও যাহারা তাঁহার নিকট কম আস-যাওয়া করিত অথবা আদৌ আসা-যাওয়া করিত না—তাহাদের অনেকের পরিচয়ই নবী করীম (সা)-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল।

উপরোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ের একটিতে মুনাফিকদের একাংশের পরিচয় নবী করীম (সা)-এর জানিবার কথা এবং অন্যটিতে তাহাদের আরেক অংশের পরিচয় তাঁহার না জানিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহাদের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। ইমাম আহমদ (র)...হযরত জোবায়ের ইব্নে মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন— একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকে বলে, 'আমরা মক্কায় থাকিয়া যে ঈমান আনিয়াছি এবং যে

নেক আমল করিয়াছি, উহার পরিবর্তে কোনো নেকী বা পুরস্কার পাইব না।' নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা শিয়ালের গর্তের মধ্যে থাকিলেও নিশ্চয় সেখানে তোমাদের পুরস্কার পৌঁছিবে। অতঃপর নবী করীম (সা) আমার দিকে মাথা ঝুকাইয়া বলিলেন, "আমার নিকট যাহারা আসা-যাওয়া করে, তাহাদের মধ্যে একদল মুনাফিক রহিয়াছে।" উক্ত রেওয়ায়াতের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অনেক সময়ে লোকদের মধ্যে ভিত্তিহীন কথা এবং গুজব ছড়াইয়া দিত। হযরত জোবায়ের ইব্‌নে মুতইম (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখিত যে কথাটি উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে— উহা ছিল মুনাফিকগণ কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচার। (উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) মুনাফিকদের অস্তিত্ব ও তাহাদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে অবগত ও সতর্ক ছিলেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি প্রতিটি মুনাফিককে-ই চিনিতেন।)

ইতিপূর্বে এই সূরা-এর অন্তর্গত وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا আর তাহারা এইরূপ ঘটনা ঘটাইতে চাহিয়াছিল— যাহা তাহারা ঘটাইতে পারে নাই।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা), হযরত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট চৌদ্দজন অথবা পনেরজন মুনাফিকের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) কতকগুলি মুনাফিককে চিনিতেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, 'তিনি প্রত্যেক মুনাফিককে চিনিতেন।' আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনে আসাকির (র) হযরত আবুদ্‌দার্‌দা (র) হইতে একদা হার্‌মালা নামক জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, 'ঈমান থাকে এই স্থানে।' 'এই স্থানে' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করিল। 'আর নিফাক থাকে এই স্থানে।' 'এই স্থানে' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের হৃৎপিন্ডের দিকে ইশারা করিল। লোকটি মাত্র কয়েক বার আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে এইরূপ একটি জিহ্বা দান করো—যাহা তোমার নাম যিকির করে; আর তুমি তাহাকে এইরূপ একটি অন্তর দান করো— যাহা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর গোযার হয়। আর তুমি তাহার অন্তরে আমার প্রতি মহব্বত এবং আমাকে যে মহব্বত করে, তাহার প্রতি মহব্বত আনিয়া দাও। আর তুমি তাহার অন্তরকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাও।' ইহাতে লোকটা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কতগুলি মুনাফিক সঙ্গী ছিল। আমি তাহাদের নেতা ছিলাম। আমি কি তাহাদিগকে আপনার নিকট উপস্থিত করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন, যদি কেহ নিফাক ত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসে, তবে আমরা তাহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্‌তিগফার করিব। আর যদি কেহ নিফাককে

আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্-ই তাহার সর্বোত্তম বিচারক। তুমি কাহারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিও না।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ আহ্‌মাদ হাকিম (র) রাবী হিশাম ইব্‌নে আম্মার অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)... কাতাদাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্ (র) বলেন, আখিরাতে কে জান্নাতে যাইবে এবং কে দোযখে যাইবে— যাহারা উহা জানিবার ভান করে, তাহারা বড় বিভ্রান্ত। তাহারা বলে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে এবং অমুক ব্যক্তি দোযখে যাইবে।' কিন্তু তাহাদের কাহারো নিকট তাহার নিজের ভাগ্যে জান্নাত ও দোযখের কোন্‌টি রহিয়াছে— তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে, 'আমি জানি না।' তুমি অন্যের অবস্থা যতটুকু জানো, নিশ্চয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানো নিজের অবস্থা। এমতাবস্থায়ও তোমার নিজের ভাগ্যে কী রহিয়াছে— তাহা যখন তুমি বলিতে পারো না, তখন অন্যের ভাগ্যে কী রহিয়াছে— তাহা কীরূপে নিশ্চয়তা সহকারে বলিয়া দাও? প্রকৃতপক্ষে তুমি এইরূপ ভবিষ্যদ্বানী করিতেছ— যাহা করিতে তোমার পূর্বে আল্লাহ্‌র নবীগণও সাহস পান নাই। হযরত নূহ (আ) বলেন ঃ

وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –"আর তাহারা কী করিত— তাহা আমি জানি না।"

হয্‌রত শো'আয়েব (আ) বলেন ঃ

بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ –

"আল্লাহ্ যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্যে উত্তম— যদি তোমরা মু'মিন হও। আর আমি তোমাদের উপর শক্তি-প্রয়োগকারী নহি"(হূদ-৮৬) ।

আর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে স্বীয় নবীকে বলিতেছেন ঃ

لَاتَعْلَمُهُمْ – نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ –"আপনি তাহাদিগকে চিনেন না। আমরা তাহাদিগকে চিনি।"

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ –'অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব। সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) সূত্রে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, একদা জুম'আর দিনে নবী করীম (সা) খুত্‌বা দিবার কালে বলিলেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। আর হে অমুক ব্যক্তি। তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। এইরূপে নবী করীম (সা) কতগুলি মুনাফিকের নিফাকের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মাসজিদ

হইতে তাহাদের বাহির হইবার সময়ে হযরত উমর (রা) সালাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদের দিকে আসিতেছিলেন। তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন— ইহারা সালাত আদায় করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। মাসজিদে আসিতে বিলম্ব করায় তিনি সালাত আদায় করিতে পারিলেন না— এই ভাবিয়া লজ্জায় তিনি তাহাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে তাহারা এই ভাবিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া গেল যে, তিনি মাসজিদ হইতে তাহাদের বহিষ্কৃত হইবার ঘটনা জানিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সালাত আদায় সম্পন্ন হয় নাই। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! সুসংবাদ শুনুন— আজ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (র) বলেন, 'মুনাফিকদের উপরোক্ত অপমান ও লাঞ্ছনা হইতেছে— তাহাদের প্রথম শাস্তি। তাহাদের দ্বিতীয় শাস্তি হইতেছে— কবরের আযাব।' সুফিয়ান সাওরী (র) ও সূদ্দী (র) সূত্রে আবূ মালিক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ—অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিবঃ একবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করাইয়া এবং আরেকবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে বন্দী করাইয়া।

অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে মুজাহিদ বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের শাস্তির একটি হইতেছে— কবরের শাস্তি।'

ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে— দুনিয়ার শাস্তি এবং আরেকটি হইতেছে— কবরের শাস্তি।' হাসান বসরী (র) হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) হইতে সাঈদ উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্নে যায়দ (র) বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশের উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে তাহাদের ধন-দৌলত তাহাদের সন্তান-সন্তুতি।' তিনি বলেন, ধন-দৌলত সন্তান-সন্তুতি মু'মিনদের জন্যে হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবার অসীলা ও মাধ্যম ; পক্ষান্তরে, উক্ত দুইটি বস্তু কাফিরদের জন্য হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে শাস্তি ভোগ করিবার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

"তাহাদের ধন-দৌলত ও তাহাদের সন্তান-সন্তুতি যেনো তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ শুধু ইহা-ই চাহেন যে, তিনি উহাদের দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করিবেন" (তওবা- ৫৫)।

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক (র) বলেন, 'আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে—মুসলমানদের অভাবিত পূর্ব বিজয় দর্শনে মুনাফিকদের অন্তরে সৃষ্ট মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা। তাহারা মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া নিদারুণ মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা ভোগ্ করিত। তাহাদের আরেক শাস্তি হইতেছে—কবরের শাস্তি।'

ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ –"অতঃপর তাহাদিগকে আখিরাতে দোযখের মহা শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে" (তাওবা-১০১)।

সাঈদ (র) কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'একদা নবী করীম (সা) গোপনে হয্‌রত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট বারজন মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন— উহাদের মধ্য হইতে ছয় জন মরিবে আগুনের অঙ্গারে। উক্ত অঙ্গার যেনো জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ। উক্ত অঙ্গার তাহাদের স্কন্ধ দিয়া শরীরে প্রবেশ করতঃ তাহাদের বক্ষে পৌঁছিবে। অবশিষ্ট ছয়জন মরিবে স্বাভাবিক মৃত্যুতে।' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'হযরত উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল— এইরূপ কোনো লোক মরিয়া গেলে— যাহাকে মুনাফিকদের দলভুক্ত মনে করা হইত, তিনি তাহার সালাতে জানাযা পড়িবার ব্যাপারে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে অনুসরণ করিতেন। হয্‌রত হোযায়ফা (রা.) তাহার সালাতে জানাযা পড়িলে হয্‌রত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন। হযরত হোযায়ফা (রা) তাহার সালাতে জানাযা না পড়িলে হয্‌রত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন না।' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছেঃ 'একদা হযরত উমর (রা), হয্‌রত হোযায়ফা (রা)-কে বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি— আমি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি তো? হযরত হোযায়ফা (রা) বলিলেন, না; আপনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অতঃপর আমি আর কাহারো নিকট এই বিষয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করিব না।'

(١٠٢) وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০২. এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ যে সকল মুনাফিক তাহাদের কুফ্‌র ও নিফাকের কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের

বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল গোনাহ্গার মু'মিনের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—যাহারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অলসতা ও আরাম-প্রিয়তার দরুন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— 'আরেক দল লোক তাহাদের যুদ্ধে না যাইবার অপরাধ বিনয়ের সহিত আল্লাহ্র নিকট স্বীকার করিয়াছে। তাহারা মুমিন এবং ইতিপূর্বে তাহারা নেক আমল করিয়াছে। নিজেদের নেক আমলের সহিত তাহারা যুদ্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার বদ আমলটি যুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা তওবা করিয়াছে। আল্লাহ্র নিকট হইতে আশা করা যায়— তিনি তাহাদের তওবা কবূল করিবেন এবং তাহাদিগকে মা'আফ করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

আলোচ্য আয়াতটি যদিও নির্দিষ্ট কতকগুলি গোনাহগার ও অপরাধী বান্দা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, তথাপি উহাতে বর্ণিত আল্লাহ্র বিধান এইরূপ প্রতিটি গোনাহ্গার ও অপরাধী বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হইবে— যাহারা গোনাহ্ ও অপরাধ করিয়া ফেলিবার পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যথোচিতভাবে তওবা করে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার এই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কোনো বান্দা কোনো গোনাহ্ বা পাপ করিয়া ফেলিবার পর সে যদি লজ্জিত হইয়া তাহার যথোচিত বিনয় ও কাকুতি সহকারে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা (اَبُوْ لُبَابَةَ) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। আবূ লুবাবা ছিলেন একজন মু'মিন ব্যক্তি; তিনিও তাবুকের যুদ্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। নিজের এই গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া তিনি বানূ কোরায়যা গোত্রের লোকদিগকে বলিলেন, 'এই হইতেছে যবেহ করিবার স্থান।' 'এই' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে তিনি নিজের গলার প্রতি ইশারা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা ও তাহার একদল সঙ্গী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা ছিলেন মু'মিন ব্যক্তি ; কিন্তু অলসতা ও আরাম প্রিয়তার কারণে তাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা করিলে তিনি তাহাদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।' তাহারা আবূ লুবাবাসহ কতজন ছিলেন সে সম্বন্ধে তাফ্সীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট ছয়জন ছিলেন।' কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট আটজন ছিলেন।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট দশজন ছিলেন।' 'নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে মাসজিদে নববী-এর

খুঁটিসমূহের সহিত বাঁধিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল ছাড়া অন্য কেহ যেনো আমাদের বাঁধন খুলিয়া না দেয়।' এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। উহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাদের বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত সামুরা ইব্নে জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, 'গত রাত্রিতে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক আসিয়া আমাকে একটি শহরে লইয়া গেলেন। উক্ত শহরটির দালান-কোঠা স্বর্ণের ইট ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমরা এইরূপ কতগুলি লোক দেখিতে পাইলাম— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কদাকার। আমার পরিচালকদ্বয় তাহাদিগকে একটা নদী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমরা ঐ নদীতে নামিয়া গোসল করিয়া আসো।' তাহারা সেই নদীতে গোসল করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমরা দেখিলাম, তাহাদের দেহের কুৎসিত ও কদাকার রূপ দূর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত দেহ অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আমার পরিচালকদ্বয় আমাকে বলিলেন, এই হইতেছে আদ্ন (عَدْنٌ) নামক জান্নাত এবং এই হইতেছে আপনার মান্যিল, বাস-ভবন। অতঃপর তাহারা বলিলেন, এই লোকগুলি— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কাদাকার— নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী উক্ত রেওয়ায়াতকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٠٣) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(١٠٤) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৩. উহাদের সম্পদ হইতে সাদকা গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে দু'আ করিবে। তোমার দো'আ উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১০৪. উহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— 'হে রাসূল! তুমি মু'মিনদের মালের একটি অংশকে সাদকা হিসাবে গ্রহণ করো। উক্ত সাদকা তাহাদের আত্মাকে পবিত্র ও কলুষ-মুক্ত করিবে। আর তুমি তাহাদের জন্যে দু'আ করিও। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে। আর আল্লাহ্ তোমার দু'আ শুনেন এবং তিনি জানেন কে তোমার দু'আ পাইবার যোগ্য।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মালদার মু'মিনের নিকট হইতে সাদকা গ্রহণ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের (مِنْ اَمْوَالِهِمْ) অংশের অন্তর্গত (هُمْ) সর্বনামটির পদ বাচ্য হইতেছে— সকল মালদার মু'মিন। কেহ কেহ বলেন, 'উহার পদ-বাচ্য হইতেছে— পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত গোনাহ্গার মু'মিনগণ— যাহারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও অলসতা ও আরাম-প্রিয়তার কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার দরুন গোনাহ্গার হইয়াছিল এবং এইরূপে যাহারা নিজেদের নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল।' আলোচ্য সর্বনামের পদ বাচ্য পূর্বোক্ত গোনাহ্গার মু'মিনগণকে ধরিলেও আয়াতে বর্ণিত সাদকা গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান সকল মালদার মু'মিনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মালদার মু'মিন হইতেই সাদকা আদায় করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মালদার মু'মিনের নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) সংগ্রহ করিবার জন্যে স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ তাঁহার রাসূলের সকল খলীফার প্রতিও প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ— মু'মিনদের নেককার ও ন্যায়-পরায়ণ খলীফাগণ— যাহারা আল্লাহ্র রাসূলেরও খলীফা বটেন— মালদার মু'মিনগণের নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) আদায় করিবেন।

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের নব-দীক্ষিত একদল মুসলমান প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাকাত অর্পণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। তাহারা তাহাদের উক্ত আচরণের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতকে পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল— এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন তাঁহার রাসূলকে। আল্লাহ্র রাসূলের ইন্তেকালের পর মুসলমানদের কোনো আমীর বা খলীফা তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার কোনো অধিকার রাখেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই অধিকার বা ক্ষমতা দেন নাই।

খলীফার হস্তে যাকাত প্রদান করিতে যাহারা অসম্মতি জানাইয়াছিল— তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি যে ভ্রান্ত ছিল, তাহা সাহাবায়ে কিরাম (রা) হয্‌রত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে জীবিত সকল সাহাবী (রা) হয্‌রত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উপরোক্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া খলীফার যাকাত প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর যুগে যেরূপে তাঁহার হস্তে যাকাত প্রদান করিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সেইরূপে তাঁহার হস্তে উহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের বিষয়ে হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক এতো দৃঢ় ও কঠোর ছিলেন যে, তিনি তাহাদের যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইবার ব্যাপারে বলিয়াছিলেন— 'তাহারা যদি একটি বাচ্চাও— অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে বকরির— যাহা তাহারা নবী করীম (সা) যুগে যাকাত হিসাবে প্রদান করিত— প্রদান করিতে অসম্মতি জানায়, তবে নিশ্চয় উহার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।'

'وَصَلِّ عَلَيْهِمْ হে রাসূল! তুমি তাহাদের জন্যে দু'আ ও ইস্‌তেগ্‌ফার করিও।'

হয্‌রত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী আওফা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— হয্‌রত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)- নিয়ম ছিল— তাঁহার নিকট কোনো গোত্রের লোকদের সদকার মাল উপস্থাপিত হইলে তিনি তাহাদের জন্যে দু'আ করিতেন। একদা আমার পিতা (হয্‌রত আবূ-আওফা রা) তাহার মালের সদকা (যাকাত) লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে নবী করীম (স) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি আবূ আওফা-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি রাহ্‌মাত নাযিল করো।'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'একদা জনৈকা মহিলা নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্যে এবং আমার স্বামীর জন্যে দু'আ করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং তোমার স্বামীর প্রতি রাহ্‌মাত নাযিল করুন।'

إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ –"হে রাসূল! আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে শান্তিপ্রদ (তাওবা–১০৩-১০৪)

হয্‌রত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থাৎ— আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে রহ্‌মাত।' কাতাদাহ (র) বলেন, إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থাৎ— আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে শান্তি।' অধিকাংশ ক্বারী (صلوة) শব্দটিকে একবচন রূপে পড়িয়াছেন; তবে কেহ কেহ উহাকে (صَلَوَاتَكَ) অর্থাৎ বহুবচন রূপে পড়িয়াছেন।

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ– 'হে রাসূল! আল্লাহ্ আপনার দু'আ শুনিয়া থাকেন এবং তিনি জানেন— কে আপনার দু'আ পাইবার যোগ্যতা রাখে।'

ইমাম অহমদ (র)....হযরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'তিনি বলেন নবী করীম (সা) যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে দু'আ করিতেন, তখন তিনি তাহার সহিত তাহার পুত্র-কন্যাসহ এবং তাহার পৌত্র-পৌত্রীগণ ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণের জন্যেও দু'আ করিতেন।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্মাদ আবার আবূ নু'আইম (র)....ইব্নে হোযায়ফা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদের রাবী মিস্আর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত রেওয়ায়াতকে তাহার শায়েখ একবার হযরত হোযায়ফা (রা)-এর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথে সাদকা প্রদান করিবার জন্যে এবং তাঁহার নিকট তাওবা করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দুইটি নেক আমল বান্দার বদ আমলকে তাহার আমল-নামা হইতে দূর করিয়া দেয়। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'আল্লাহর যে সকল বান্দা গোনাহ্ হইতে তাঁহার নিকট তাওবা করে, তিনি তাহাদের তাওবা কবূল করিয়া থাকেন আর তাহার যে সকল বান্দা হালাল পথে উপার্জিত মাল হইতে তাঁহার পথে সাদকা প্রদান করে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন এবং কবূল করেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোনো বান্দার সাদকাকে কবূল করিলে তিনি উহাকে বৃদ্ধি করিতে করিতে উহার একটা খেজুরকে ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য করিয়া দেন।

ইমাম তিরমিযী (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাদকা কবূল করেন এবং উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহাকে এইরূপে লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকেন। যেরূপে তোমরা অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকো। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-এর উক্ত বাণীর সমর্থন রহিয়াছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"তাহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্— তিনি-ই স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল করিয়া থাকেন এবং সাদকাসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন? আর (তাহারা কি জানে না) যে, তিনিই তাওবা কবূলকারী ও কৃপাময়" (তাওবা-১০৩)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলিতেছেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ –"আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করিয়া দেন এবং সাদকাসমূহকে বর্ধিত করিয়া দেন" (বাকারা-২৭৬)।

সাওরী ও আমাশ (র)...হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে্ মাস্উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হয্রত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) বলিলেন– 'সাদকার মাল সাদকা-গ্রহীতার হাতে পড়িবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে পড়িয়া থাকে।' অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الاية – (তাওবা-১০৪)

ইব্নে আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে শাযির সাক্সাকী দামেশ্কী-এর জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ হয্রত মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনের যুগে একদা একদল মুসলমান আবদুর রহমান ইব্নে খালেদ ইব্নে ওয়ালীদ-এর সেনাপতিত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। উক্ত যুদ্ধে জনৈক মুস্লিম সৈনিক একশত রোমীয় স্বর্ণ-মুদ্রা আত্মসাৎ করিল। যোদ্ধাগণ যুদ্ধ শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে অর্থ-আত্মসাৎকারী সৈনিকটি স্বীয় কার্যের জন্যে লজ্জিত হইয়া সেনাপতির নিকট আগমন করতঃ তাহাকে উক্ত আত্মসাৎ-কৃত অর্থ ফেরত লইবার জন্যে অনুরোধ জানাইল। কিন্তু, তিনি উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মুজাহিদগণ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কিয়ামতের দিনে তুমি উহা লইয়া আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবা। লোকটি সাহাবীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়া তাহাদের নিকট তাহার বিপদ-উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সকলেই তাহাকে একই উত্তর দিলেন। অতঃপর দামেশ্কে পৌছিয়া লোকটি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করতঃ তাহার নিকট উক্ত অর্থ ফেরত লইতে অনুরোধ জানাইল। তিনি উহা ফেরত লইতে অসম্মতি জানাইলেন। ইহাতে লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলিতে বলিতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দরবার হইতে বাহির হইয়া গেল। এই অবস্থায় সে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে শাযির সাক্সাকী-এর নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেনো? সে তাঁহার নিকট নিজের ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার উপদেশ মানিবেতো? সে বলিল, 'হাঁ; মানিব।' তিনি বলিলেন, 'যাও; মু'আবিয়ার কাছে যাও। গিয়া তাহাকে বলো– 'আপনি আমার নিকট হইতে বায়তুল-মালের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া তাহার নিকট বিশটা স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করে। অবশিষ্ট

আশিটা স্বর্ণ-মুদ্রা উহার প্রাপক মুজাহিদদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাদকা করিয়া দাও। "আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল করিয়া থাকেন।" তিনি সেই সব মুজাহিদদের নাম-ধাম সবই ভালরূপে জানেন। লোকটি তাহা-ই করিল। হযরত মুআবিয়া (রা) উহা শুনিয়া বলিলেন— আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাযির লোকটাকে যে ফতোয়া দিয়াছেন— তাহাকে আমার সেই ফতোয়া দেওয়া এখন আমার নিকট আমার সমস্ত ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় মনে হইতেছে।

(١٠٥) وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟

১০৫. এবং বল, তোমরা কার্য করিতে থাক; আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখিতে থাকিবেন এবং তাহার রাসূল ও মু'মিনগণও এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা জানাইয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি অবাধ্য বান্দাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।'

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন—'মানুষের আমল—আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ প্রত্যক্ষ করিবেন।' কিয়ামতের দিন নিশ্চয় উহা ঘটিবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

"সেইদিন তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে। সেদিন কোনো গোপন বিষয়-ই তোমাদের নিকট হইতে গোপন থাকিবে না" (হাক্কা–১৮)।

আরো বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ "যে দিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে" (ত্বারেক-৯)।

আরো বলিতেছেন ঃ

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ –"আর যে সকল বিষয় বক্ষে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে" (আদিয়া-১০)।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো মানুষের আমল দুনিয়াতেও প্রকাশ করিয়া দেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ ইমাম আহমদ (র),....হয্রত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোনো ব্যক্তি যদি দরজা-জানালা বিহীন নিশ্চিদ্র পাথরের মধ্যে থাকিয়াও কোনো আমল করে, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা উহা মানুষের সম্মুখে নিশ্চয় প্রকাশ করিবেন।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহকে তাহাদের স্ব-স্ব মৃত আত্মীয় ও আপন জনদের সম্মুখে 'আলম-ই-বারযা عَالَمُ الْبَرْزَخ – মানবাত্মা উহার দেহ ত্যাগ ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে যে জগতে বাস করে সেই জগৎ)'-এ উপস্থাপিত করা হয়।' আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)....হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে তাহাদের কবরে উপস্থাপিত করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে, হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের অন্তরে নেক আমল করিবার ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে পেশ করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে– 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে যেরূপে সত্য পথ দেখাইয়াছ– সেইরূপে তাহাদিগকে সত্য পথ না দেখাইয়া মৃত্যু দিওনা।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম বোখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন— কোনো মুসলিম ব্যক্তির নেক আমল তোমাকে বিস্মিত করিলে তুমি বলিও–

اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"তোমরা আমল করিতে থাকো। আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ অচিরেই তোমাদের আমল দেখিবেন" (তাওবা-১০৫)।

হযরত আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত বাণীর প্রায় অনুরূপ বাণী স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন— 'তোমরা কাহাকেও নেক আমল অথবা বদ আমল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইও না; বরং তাহার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করো; কারণ, এইরূপ ঘটিতে পারে যে, একটি

বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া নেক আমল করিতে থাকিল। তাহার নেক আমলের পরিমাণ এত বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে জান্নাতে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে বদ আমল করা আরম্ভ করিল। আবার এইরূপও ঘটিতে পারে যে, 'আল্লাহ্র একটি বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া বদ আমল করিতে থাকিল। তাহার বদ আমলের পরিমাণ এতো বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে দোযখে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে নেক আমল করিতে আরম্ভ করিল।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে রাহমাত করিতে চাহেন, তখন তিনি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দিয়া নেক আমল করান। সাহাবীগণ আরয করিলেন— হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দিয়া কিরূপে নেক আমল করান? নবী করীম (সা) বলিলেন— আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নেক আমল করিবার জন্যে তাওফীক দান করেন। তাহার সে নেক আমল করিবার পর তিনি তাহাকে মৃত্যু দেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে শুধু ইমাম আহমাদ হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٠٦) وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১০৬. এবং আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল যে, তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইক্‌রিমা এবং যাহ্হাক (র) সহ একদল তাফ্সীরকার বলেন— 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই তিনজন সাহাবীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন— যাহাদের তওবা কবূল করাকে আল্লাহ তা'আলা বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তাহারা হইতেছেন— মোরারা ইব্নে রবী' (مُرَارَةَ ابْنِ رَبِيْعٍ); কা'ব ইবনে মালেক (كَعْبُ ابْنِ مَالِكٍ); এবং হেলাল ইব্নে উমাইয়া (هِلَالِ ابْنِ اُمَيَّةَ)।

উক্ত সাহাবীত্রয় মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও আরো কয়েকজনসহ অলস্তা, আরাম প্রিয়তা, ফল-আহ্রণের লোভ ইত্যাদি কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। কোন প্রকার মুনাফিকীর কারণে নয়। তাহাদের মধ্য হইতে হযরত আবূ-লোবাবা (اَبُوْلُبَابَةَ) (রা)-সহ কয়েকজন সাহাবী নিজেদের অপরাধের কারণে নিজদিগকে মাসজিদে নবুবী-এর খুঁটিসমূহের সহিত বাঁধিলেন; কিন্তু উপরোক্ত তিনজন সাহাবী তাহা করিলেন না। যাহারা নিজদিগকে মাস্‌জিদে নবুবীর খুঁটি-সমূহের সহিত

বাঁধিলেন— তাহাদের তাওবা আল্লাহ্ তাআলা অন্যদের তাওবা কবূল করিবার পূর্বে কবূল করিলেন। উক্ত তিনজন সাহাবী— যাহারা নিজদিগকে মাস্‌জিদে নবুবী-এর খুঁটি সমূহের সহিত বাঁধিলেন না—এদের তাওবা কবূল করাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিলম্বিত করিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বিলম্বে তাহাদের তাওবা কবূল করিয়া নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ
رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ
الصَّادِقِيْنَ -

তাহাদের ঘটনার বিবরণ এই সূরার অন্তর্গত উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে বিবৃত হইবে ইন্‌শা আল্লাহ্।

(١٠٧) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ
لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(١٠٨) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ
يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৭. যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিপদে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে। আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮. তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইওনা। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিকতর যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

তাফসীর ঃ শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয় ও উহার পরবর্তী আয়াতদ্বয় নিম্নোক্ত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমন করিবার পূর্বে তথায় খাযরাজ গোত্রে 'আবূ-আমের রাহেব (اَبُوْعَامِرْ رَاهِبْ)' নামক একটা লোক বাস করিত। সে জাহেলী যুগে খৃস্টান হইয়া গিয়াছিল এবং আহ্লে-কিতাব জাতিসমূহের গ্রন্থাবলী পাঠ করতঃ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। জাহেলী যুগে সে বেশ ইবাদত বন্দেগী করিত এবং খাযরাজ গোত্রে সে বিপুল সম্মানের অধিকারী ছিল। নবী করীম (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর যখন লোকে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং দিন দিন ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল আর আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগকে মুশরিকদের উপর মহা বিজয় দান করিলেন, তখন উক্ত আবূ-আমের রাহেবের গাত্র-দাহ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাহার শত্রুতা চরমভাবে প্রকাশ পাইল। সে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে কোরাইশ গোত্রের মুশ্রিকদিগকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় পালাইয়া গেল। তাহার প্ররোচনায় মক্কার মুশরিকগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমমনা লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ওহোদের ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে মহা পরীক্ষায় ফেলিলেন। উহাতে যাহারা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। তবে আখিরাতের নি'আমাত, কৃতকার্যতা এবং বিজয় মুত্তাকীদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। ওহোদের যুদ্ধে উপরোক্ত অভিশপ্ত সত্য-দ্বেষী আবূ-আমের রাহেব উভয় পক্ষের সৈন্য শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে কতগুলি গর্ত খুড়িয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (সা) উহাদের একটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার ফলে তিনি মাথায় ও মুখ-মন্ডলে দারুন আঘাত পাইয়াছিলেন। উহার ফলে শ্রেষ্ঠতম মানব-প্রেমিক ও মানব-হিতৈষী এবং সকল মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানব আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা মুহাম্মাদ মুস্তফা আহ্মাদ মুজ্তাবা (সা)-এর পবিত্র দাঁতের নীচের পাটীর ডানদিকের সম্মুখের দাঁতটা শহীদ হইয়া গিয়াছিল। মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি যে দুঃসহ যন্ত্রণাকে তিনি সহিয়া গিয়াছেন, উহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি মহা শান্তি ও রহমাত নাযিল করুন।

যুদ্ধের প্রারম্ভে উপরোক্ত অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে নিজ দলে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা দিল। তাহারা তাহার কুমতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিল– 'হে সত্যের শত্রু! হে আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্

তোমাকে শান্তি হইতে বঞ্চিত করুন।' তাহারা তাহাকে গালি-গালাজ করিতে লাগিল। ইহাতে সে নিরাশ হইয়া এই বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেল— 'দেখিতেছি– আমার অনুপস্থিতিতে আমার গোত্রের লোকেরা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

আবূ-আমের রাহেব মক্কায় পালাইয়া যাইবার পূর্বে নবী করীম (সা) তাহাকে ইসলামের দিকে দাও'আত দিয়াছিলেন এবং তাহাকে কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সে ঘাড় বাঁকাইয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার প্রতি এই বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, 'সে যেনো বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' বলা অনাবশ্যক যে, আল্লাহ্র রাসূলের উক্ত বদ দু'আ স্বভাবতই আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়াছিল এবং অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায়ই মরিয়াছিল।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ছিল আল্লাহ্র তরফ হইতে আগত একটা পরীক্ষা মাত্র এবং উহা ছিল একটা সাময়িক পরাজয় মাত্র। উক্ত যুদ্ধের পর আল্লাহ্র দ্বীন পূর্বের ন্যায়ই ক্রমবিস্তৃত ও ক্রমশক্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে রোমান সম্রাট হেরাক্ল (هِرَقْل)-এর নিকট চলিয়া গেল। সম্রাট হেরাক্ল তাহাকে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহাকে নিজের নিকট স্থান দিল। ইহাতে সে নিজ গোত্রের একদল লোক— যাহারা মুনাফিক ছিল এর নিকট পত্র লিখিয়া জানাইল যে, 'সে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অচিরেই সম্রাট হেরাক্ল-এর নিকট হইতে একটা সেনাবাহিনী লইয়া মদীনায় আগমন করিতেছে। যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া সে তাহাকে তাহার বর্তমান মর্যাদা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে।' পত্রে সে তাহাদিগকে নির্দেশ দিল তাহারা যেনো তাহার জন্যে একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে। অতঃপর যাহারা তাহার পক্ষ হইতে সংবাদ বাহক হিসাবে মদীনায় আগমন করিবে, তাহারা উক্ত আশ্রয়-স্থানে অবস্থান করিবে। এতদ্ব্যতীত সে নিজে যখন মদীনায় আগমন করিবে, তখন উহাতেই সে অবস্থান করিবে। তাহার নির্দেশে তাহার গোত্রের মুনাফিকগণ 'কোবা'র মাসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি স্থানে একটি মাস্জিদ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহাকে যথাসাধ্য মযবুত ও সুদৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিল। তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে তাহাদের মাসজিদের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইল। উহার নির্মাণ কার্যের সমাপ্তির পর তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারা উহা উদ্বোধন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাকে তথায় প্রথম সালাত আদায় করিতে অনুরোধ জানাইল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল— নবী করীম (সা) তাহাদের মাসজিদে সালাত আদায় করিবার ফলে তাহারা মুসলমানদিগকে বলিবে যে, 'আল্লাহ্র রাসূল এই মাস্জিদে সালাত আদায়

করিবার মাধ্যমে ইহাকে মাস্জিদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।' তাহারা উক্ত মাস্জিদ নির্মাণ করিবার পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা যুক্তি উপস্থাপিত করিল। তাহারা নবী করীম (সা)-কে জানাইল— 'যে সকল মু'মিন শারীরিক দিক দিয়া দুর্বল– তাহারা সালাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে দূরে অবস্থিত 'কোবা'র মাস্জিদে যাইতে পারে না এবং অসুস্থ মু'মিনগণ শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী 'কোবা'র মাসজিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে পারে না। তাহাদের সুবিধার জন্যে আমরা উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে উক্ত মাস্জিদে সালাত আদায় করা হইতে রক্ষা করিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন— 'আমরা সফরে যাইতেছি। সফর হইতে ফিরিয়া ইন্শা আল্লাহ্ মাসজিদ উদ্বোধন করিব।' নবী করীম (সা)-এর তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন মদীনা আর মাত্র একদিন বা উহার কম সময়ের পথের দূরত্বে রহিল, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইয়া মুনাফিকদের উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। হয্রত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন যে, 'মুনাফিকগণ কুফ্রের প্রচারের উদ্দেশ্যেই এবং 'কোবা'র মাস্জিদের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত মাস্জিদ নির্মাণ করিয়াছে।' ইহাতে নবী করীম (সা) উক্ত মাস্জিদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে একদল সাহাবীকে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর মদীনাতে পৌঁছিবার পূর্বে-ই উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবী-তাল্হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সম্বন্ধে হয্রত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন— আবূ আমের নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি একদা আনসার গোত্রের মুনাফিকদিগকে বলিল– 'তোমরা একটা মাস্জিদ নির্মাণ করো এবং যথাসাধ্য বেশী পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকো। আমি রোমক সম্রাট কায়সার (قَيْصَرْ- রোমক সম্রাটের উপাধি)-এর নিকট যাইতেছি। তাঁহার নিকট হইতে একদল যোদ্ধা আনিয়া মুহাম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিব।' মুনাফিকগণ তাহার আদেশে একটা মাস্জিদ নির্মাণ করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা একটা মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনি গিয়া উহাতে সালাত আদায় করিবেন এবং আমাদের জন্যে বরকতের দু'আ করিবেন।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল করিলেন ঃ

لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا – اِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى – وَاللّٰهُ لَا يَهْدِىْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

(তাওবা-১০৮)

সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ, উর্ওয়া ইব্নে যোবায়ের এবং কাতাদাহ (র) প্রমুখ একদল আহ্লে-ইলম হইতেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

যুহ্রী, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর এবং আছেম ইব্নে আমর ইব্নে কাতাদাহা (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে মুহাম্মদ ইব্নে ইস্হাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহারা বলেন— মুনাফিকগণ 'মাস্জিদে যেরার (مَسْجِدُ الضِّرَارِ – ইস্লামের বিরুদ্ধে নির্মিত মাস্জিদ)'-এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিবার পর নবী করীম (স)-এর তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে তাঁহার নিকট উপস্থিতি হইয়া বলিল—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্য হইতে অনেক লোক অসুস্থতা বা কর্ম-ব্যস্ততার কারণে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে পারেন না। আবার বৃষ্টির রাত্রিতে এবং শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাওয়া লোকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এই সব অসুবিধার কারণে আমরা আমাদের বসতিতে একটি মাস্জিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনি উক্ত মাস্জিদে আসিয়া সালাত আদায় করিবেন'। নবী করীম (সা) বলিলেন— 'আমি যুদ্ধে যাইতেছি। বর্তমানে আমি যুদ্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছি বিধায় এই সময়ে আমার পক্ষে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভবপর নহে; তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্ চাহেনতো তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করিব।' নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন 'যূ-আওয়ান (ذُو أَوَانٍ) ' নামক স্থানে— যাহা মদীনা হইতে মাত্র একদিনের কম সময়ের পথের মাথায় অবস্থিত— পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার নিকট (আল্লাহ্র তরফ হইতে) উক্ত 'মাস্জিদে যেরার' সম্পর্কিত সংবাদ আসিল। তিনি বানূ-সালেম ইব্নে আওফ গোত্রের মালেক ইব্নে দুখশুমকে এবং বানূ আজ্লান গোত্রের মা'ন ইব্নে আদীকে (مَعْنُ ابْنِ عَدِيٍّ) অথবা তাহার ভ্রাতা আমের ইব্নে আদী (عَامِرُ ابْنِ عَدِيٍّ) কে ডাকিয়া বলিলেন— 'তোমরা দুইজনে গিয়া এই মাস্জিদকে— যাহার বাশিন্দাগণ যালিম— বিধ্বস্ত করো এবং জ্বালাইয়া দাও।' তাহারা দ্রুত মালেক ইব্নে দুখশুম-এর গোত্র বানূ-সালেম ইব্নে-আওফ-এর বসতিতে পৌঁছিলেন। তাহাদের এখানে পৌঁছিবার পর মালেক ইব্নে দুখশুম মা'ন ইব্নে আদীকে (অথবা আমের ইব্নে আদীকে) বলিলেন— 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর আমি আমার নিজ লোকদের নিকট হইতে আগুন লইয়া আসি।' অতঃপর মালেক ইব্নে আদী নিজ লোকদের নিকট গমন করতঃ একটি খেজুরের ডাল লইয়া উহাতে আগুন ধরাইলেন। অতঃপর তাহারা দুইজনে দ্রুত 'মাসজিদে যেরার' এ উপস্থিত হইলেন। উহাতে তখন কতগুলি মুনাফিক বসা ছিল। এই অবস্থায় তাহারা দুইজনে উহাকে পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। যে সকল মুনাফিক উহার

মধ্যে বসা ছিল, তাহারা সকলে ছত্র-ভঙ্গ হইয়া গেল। উক্ত মাস্‌জিদ এবং উহার নির্মাণকারী মুনাফিকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেনঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ - (তাওবা-১০৭)

যাহারা মাস্‌জিদে যেরার নির্মাণ করিয়াছিল— তাহারা সংখ্যায় ছিল বারো জন। তাহাদের নাম হইতেছে এই ঃ খেযাম ইব্‌নে খালেদ (خِذَامُ ابْنِ خَالِدْ)। সে ছিল বানূ আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের একটি শাখা-বানূ আবদ ইব্‌নে যায়েদ এর লোক। তাহারাই গৃহ হইতে উক্ত মাস্‌জিদের স্থান বাহির হইয়াছিল। সা'লাবা ইব্‌নে হাতেব (ثَعْلَبَةَ ابْنِ حَاطِبْ)। সি ছিল বানূ উমাইয়া ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের মিত্র— বানূ-উবায়েদ গোত্রের লোক। মু'আতাব ইব্‌নে কোশায়ের (مُعَتَّبُ اِبْنِ قُشَيْر)। সে ছিল বানূ যাবীআহ্ ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের লোক। আবূ হাবীবা ইব্‌নে আয্‌আর (اَبُوْحَبِيْبَةَ اِبْنِ اَزْعَرْ)। সে ছিল বানূ-যাবীআহ ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের লোক। আব্বাদ ইব্‌নে হানীফ (عَبَّادُ اِبْنِ حَنِيْفْ) সে ছিল সাহ্‌ল ইব্‌নে হানিফের এর ভাই এবং বানূ আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের লোক। হারেছা ইবনে আমের (حَارِثَةَ اِبْنِ عَامِرْ)। মুজাম্মা' ইব্‌নে হারেসা (مُجَمِّعُ اِبْنِ حَارِثَةَ)। যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (زَيْدِ اِبْنِ حَرِثَةَ) উহারা দুইজন ছিল উপরোক্ত হারেসা-এর পুত্র। নাব্‌তাল আল-হারেছ (نَبْتَلُ الْحَارِثْ) মাখ্‌রাজ (مَخْرَجْ) বিজাদ ইব্‌নে ইম্‌রান (بِجَادُ اِبْنِ عِمْرَانْ)। শেষোক্ত ছয়জন ছিল বানূ যাবীআহ্ গোত্রের লোক। ওয়াদী'আহ্ ইবনে সাবেত (وَدِيْعَةَ اِبْنِ ثَابِتْ) সে ছিল আবূ লোবাবা ইব্‌নে আব্‌দুল মুন্‌যির-এর গোত্র বানূ উমাইয়া-এর মিত্র গোত্রের লোক।

وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

অর্থাৎ— 'যে সকল মুনাফিক ইসলাম তথা মু'মিনদের সাহিত শত্রুতা করিয়া মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছে— তাহারা নিশ্চয় শপথ করিয়া বলিবে— 'মাস্‌জিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে মানুষের উপকার করা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।' আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা তাহাদের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী (তাওবা-১০৮)। তাহারা মাস্‌জিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য থাকিবার কথা ব্যক্ত করিয়াছে—প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মাসজিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে সে উদ্দেশ্য নাই। বরং উহার পশ্চাতে রহিয়াছে—'কোবা'র মাস্‌জিদের ক্ষতি সাধন করা, আল্লাহ্‌র প্রতি কুফ্‌র করা, মু'মিনদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্‌র যে শত্রু ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, সেই আবূ আমের রাহেব—তাহার প্রতি লা'নাত বর্ষিত হউক—এর জন্যে আশ্রয় নির্মাণ করা।'

لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে নবী করীম (সা) কে মাস্জিদে যেরার-এ সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উক্ত নিষেধ নবী করীম (স)-এর উম্মত—যাহারা সর্বক্ষেত্রে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছে— এর প্রতিও প্রযোজ্য। আয়াতে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'মাসজিদে কোবা'তে সালাত আদায় করিবার জন্যে নবী করীম (সা) কে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত মাস্জিদে কোবা-এর পরিচয় কী? উহা সেই মাস্জিদ— নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে কোবায় পৌঁছিয়া যাহাকে ইস্লাম ও মুসলমানদের আশ্রয় স্থান বানাইবার উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে যে মাস্জিদে সালাত আদায় করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই মাস্জিদ হইতেছে 'কোবা'র মাস্জিদ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কোবা'র মাস্জিদে একবার সালাত আদায় করা একবার উম্রাহ্ আদায় করিবার সমতুল্য নেকীর কাজ।' সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) কখনো উট বা ঘোড়ায় চড়িয়া এবং কখনো পায়ে হাটিয়া 'কোবা'র মাস্জিদ পরিদর্শন করিতে যাইতেন' হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার পূর্বে কোবা নামক স্থানে বানূ আমর ইব্নে আওফ গোত্রের বসতিতে অবতরণ করিয়া প্রথম দিনে যখন 'কোবা'র মাস্জিদ নির্মাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ)-ই তাঁহাকে কেব্লার দিক চিনাইয়া দিয়াছিলেন।' আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন,

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা 'কোবা'র অধিবাসী সাহাবীদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। তাহাদেরই প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিয়াছেন।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্নে মাজা ও উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্নে হারেস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইউনুস ইব্নে হারেস একজন দুর্বল (ضَعِيْفٌ) রাবী। উক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন— উক্ত রেওয়ায়াত শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে।

তাবরানী (র)....হযরত ইব্‌নে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা عويم ابن ساعده (র)-এর নিকট সংবাদ বাহক পাঠাইয়া প্রশ্ন করিলেন— যে পবিত্রতাকে তোমাদের পছন্দ করিবার কারণে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন পবিত্রতা? হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা (রা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের প্রতিটি নারী ও প্রতিটি পুরুষ মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।' নবী করীম (স) বলিলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এই পবিত্রতারই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন।'

ইমাম আহমদ (র).... হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা আন্‌সারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) 'কোবা'র মাস্‌জিদে আগমন করিয়া উহার অধিবাসী সাহাবীদেরকে বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাস্‌জিদের ঘটনা বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী যাহার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন" তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এই বিষয়টা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা যে, আমাদের কতগুলি ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিত। আমরা মল ত্যাগ করিবার পর তাহাদের ন্যায় পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।" উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্‌নে খোযায়মা স্বীয় 'সহীহ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন।

এবং হুশাইম (র)....ইবরাহীম ইব্‌নে মুআল্লা আন্‌সারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ তাআলা فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশে তোমাদের যে পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন— উহা কোন্ পবিত্রতা? তাহারা বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।"

ইব্‌নে জরীর....হযরত খোযায়মা ইব্‌নে সাবেত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশে যে সকল সাহাবীর প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে— তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) (কোবায়) আগমন করিয়া (উহার অদিবাসী সাহাবীদিগকে) বলিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতা পছন্দ

করিবার কারণে তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী? তাহা আমাকে বলো তো।' তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উক্ত পবিত্রতাকে আমরা তাওরাতে আমাদের জন্যে ফরয হিসাবে লিখিত পাই। উহা হইতেছে— (মল ত্যাগ করিবার পর) পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা।

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ
يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -(তাওবা-১০৮)

আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা যে 'কোবা'র মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন— তাহা একদল সালাফ (سَلَفٌ – পূর্বযুগীয় বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেমগণ) সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে তাল্হা উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাযযাক (র) উর্ওয়া ইব্নে যোবায়ের হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতিয়্যা আওফী, আব্দুর রহমান ইব্নে যায়েদ ইব্নে আস্লাম, শা'বী এবং হাসান বসরী (র)ও উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং কাতাদা (র) হইতেও ইমাম বাগাবী (র) উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ 'মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত মাস্জিদই—যাহা মাসজিদে নবুবী নামে বিখ্যাত—হইতেছে সেই মাস্জিদ— যাহা 'তাক্ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' উক্ত হাদীসও সহীহ। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় এবং উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয় এই উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধীতা নাই ; কারণ 'কোবা'র মাস্জিদ তাক্ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ হইলে মদীনার মাসজিদে নবুবী অধিকতর উত্তমরূপে 'তাক্ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— 'তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'তাকওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠত মাস্জিদটি হইতেছে আমার এই মাস্জিদ (অর্থাৎ— মাস্জিদে নবুবী)।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) সাহ্ল ইব্নে সা'দ সায়িদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোন্টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। এক সাহাবী বলিলেন, "তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে—মাসজিদে নবুবী।" অন্য সাহাবী বলিলেন, 'তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে— 'কোবার মাস্জিদ।' তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি হইতেছে 'আমার এই মাস্জিদ।' উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্মদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)....সাঈদ ইব্নে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ কোনটি— এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন বলিলেন, 'উহা হইতেছে কোবার মাস্জিদ।' অন্যজন বলিলেন, উহা হইতেছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী)! নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমার এই মাস্জিদ।' উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্মদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোনটি— এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে কোবার মাস্জিদ।' অন্যজন বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে নবী করীম (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী)।' নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে আমার মাসজিদ (অর্থাৎ— মাস্জিদে নবুবী)।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তির্মিযী ও ইমাম সাঈদ (র) কুতাইবা (র) সূত্রে লায়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে 'সহীহ সনদ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুস্লিমও বর্ণনা করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা বর্ণিত হইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ কোন্টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন ছিলেন বানূ খুদরা গোত্রের লোক অর্থাৎ খুদরী সাহাবী-এবং অন্যজন ছিলেন বানূ আমর ইব্নে আওফ গোত্রের লোক অর্থাৎ— আম্‌রী সাহাবী। খুদ্‌রী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে নবী করীম (সা) এর মাসজিদ এবং আমরী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে কোবার মাস্জিদ। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 'উহা হইতেছে এই মাস্জিদ' (অর্থাৎ— মাসজিদে নবুবী)।

ইমাম আহমদ (র)....আল-খার্‌রাত আল-মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহ্মান ইব্নে আবূ সাঈদ (খুদরী)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম— আপনার পিতা যে 'তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি'-এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন? আবূ সালামা বলিলেন, একদা আমি নবী করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে তিনি তাহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। আমি আরয

করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি কোথায় অবস্থিত? নবী করীম (সা) এক মুঠা কংকর হাতে লইয়া উহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'উহা হইতেছে তোমাদের এই মাস্জিদ (অর্থাৎ—মাস্জিদে নবুবী)।' অতঃপর তিনি বলিলেন— আমি তোমার পিতাকে উহা উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুস্লিম (র) ঊর্ধ্বতন রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে আবার তিনি (অর্থাৎ— ইমাম মুসলিম) উপরোক্ত রাবী হুমাইদ আল-খার্রাত আল মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্মদ এবং ইমাম মুসলিম ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

একদল সালাফ ও খালাফ (سَلَفٌ – পূর্ব যুগীয় জ্ঞানীগণ; خَلَفٌ – পরবর্তী যুগীয় জ্ঞানীগণ) বলেন لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى- الاية এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যে মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন— উহা হইতেছে মদীনার মাস্জিদ— 'মাসজিদে নবুবী।' হযরত উমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা), যায়েদ ইব্নে সাবেত এবং সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্নে জারীর উক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ-

এই আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত পুরাতন মাস্জিদসমূহে সালাত আদায় করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। উহা দ্বারা আরো প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ্র যে সকল নেক বান্দা সঠিকভাবে ওযূ করে এবং পবিত্রতাকে অত্যন্ত পছন্দ করে— তাহাদের সহিত জামা'আতে সালাত আদায় করা অত্যন্ত নেকীর কাজ।

ইমাম আহমদ (র)...জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। উহাতে তিনি সূরা-ই রূম তেলাওয়াত করিলেন। নবী করীম (সা)-এর তেলাওয়াতের মধ্যে বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি ঘটিয়া গেল। তিনি সালাত শেষ করিয়া বলিলেন— 'তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ঠিকমতো ওযূ না করিয়া আমাদের সহিত সালাতে শরীক হয়। উহাতে আমাদের ক্বেরাআতে ভুল আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি আমাদের সহিত সালাত আদায় করিতে আসে, সে যেনো ঠিকমতো ওযূ করে।'

অতঃপর ইমাম আহ্মদ (র) 'সাহাবী হযরত যুল-কালা' (ذُوالْكَلَاعِ) (রা) হইতে দুইটা সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মতো ওযূ করা— ইবাদাতকে আসান করিয়া দেয়, উহাকে সঠিকরূপে সম্পাদন করিতে সহায়তা করে এবং বিশেষতঃ সালাতের ক্বেরাআতকে নির্ভুলভাবে পাঠ করিতে সাহায্য করে।

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا- وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়া বলেন— 'মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা নিঃসন্দেহে পছন্দনীয় কাজ; তবে যে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন উহা হইতেছে গোনাহ্ হইতে আত্মার পবিত্রতা। সাহাবীগণ গোনাহ্ হইতে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন।' উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আ'মাশ (র) বলেন— 'যে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন— উহা হইতেছে শিরক হইতে পবিত্র থাকা এবং গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাকা। সাহাবীগণ শিরক হইতে নিজদিগকে পবিত্র রাখিতেন এবং গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রহিয়াছে— একদা নবী করীম (সা) কোবার অধিবাসী সাহাবীদিগকে জিজ্ঞসা করিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমরা পবিত্রতা বিষয়ক কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকো? তাহারা বলিলেন, আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।'

আবূ বকর বায্যার (র)...হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا- الاية এই আয়াতাংশে কোবাবাসী সাহাবীদের পবিত্রতার প্রিয়তার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোবাবাসী সাহাবীদের পবিত্রতা বিষয়ক কার্য সম্বন্ধে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলে তাহারা বলিলেন— আমরা (মল ত্যাগ করিয়া) কংকর দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ-ক্রিয়া করিয়া থাকি।'

হাফিয আল্ বায্যার উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন— উক্ত রেওয়ায়াতকে যুহরী (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল আযীয (র) ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই। এবং উহাকে মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল আযীয হইতে তাহার পুত্র আহ্মাদ ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই।'

আমি (ইব্নে কাছীর) বলিতেছি উক্ত রেওয়ায়াতকে আমি এস্থলে এই কারণে উল্লেখ করিলাম যে, উহা ফকীহ্গণের নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ মুহাদ্দিস অথবা সকল মুহাদ্দিসের নিকট উহা অজ্ঞাত। অর্থাৎ— কোবাবাসী সাহাবীগণ যে ইস্তেনজায় কুলুখ এবং পানি উভয়ই ব্যবহার করিতেন, তাহা ফকীহ্গণের নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় মুহাদ্দিসগণ উক্ত বিষয় সম্বলিত উপরোক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে অবগত নহেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।–অনুবাদক

(১০৯) اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ٥

(১১০) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥

১০৯. যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি খোদাভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসসংকুল কিনারায় যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১০. উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে—যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন 'যাহারা আল্লাহ্র ভয় ও তাঁহার সন্তুষ্টির ভিত্তির উপর মাসজিদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে— তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদে যেরার নির্মাণ করিয়াছে— তাহারা এই উভয় শ্রেণীর লোক সমান নহে; বরং প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় অতএব তাঁহার রহমত পাইবার যোগ্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আল্লাহ্ শত্রু অতএব জাহান্নামী। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে মাসজিদ বানাইয়াছে জাহান্নামের পতনোন্মুখ শূন্য-গর্ভ উপকূলের প্রান্তে। উহা অচিরেই তাহাদিগকে লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না অর্থাৎ— ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে কৃতকার্য করেন না।

হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন—'আমি নবী করীম (সা)-এর যুগে মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাসজিদে যেরার হইতে ধূঁয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি।' ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন 'আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা কতগুলি লোক মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাস্জিদে যেরারকে খনন করতঃ উহা হইতে নির্গমণশীল ধূঁয়ার উৎসকে আবিষ্কৃত করিয়াছিল।' কাতাদা (রা)ও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। খলাফ ইব্নে ইয়াসীন কূফী (র) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা কুর্আন মাজীদে মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত যে মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। উহাতে একটি ছিদ্র রহিয়াছে। উক্ত ছিদ্র দিয়া ধূঁয়া বাহির হয়। উক্ত মাসজিদ আজকাল আস্তাকুড়ে পরিণত হইয়াছে।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْنَ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ 'মুনাফিকগণ যে মাসজিদ বানাইয়াছে— উহা তাহাদের অন্তরে নিফাক ও সন্দেহের উদ্রেককারীরূপে বিরাজ করিবে (তাওবা-১১০)। যেরূপে বাণী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজাকারী লোকদের অন্তরে গো-বৎস পূজার প্রতি ভালভাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া উহা তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় আকৃষ্ট করিত।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন- اَلاَّ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ— 'তবে তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের নিফাকের অবসান ঘটিবে।' মুজাহিদ, কাতাদা, যায়েদ ইবনে আস্লাম, সুদ্দী, হাবীব ইব্নে আবূ সাবেত, যাহ্হাক, আবদুর রহমান ইব্নে যায়েদ ইব্নে-আস্লাম (র) প্রমুখ বহু-সংখ্যক পূর্ব-যুগীয় ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিজাতের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং তাহাদেরকে ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল দানে প্রজ্ঞাময়।

(١١١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১১১. আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে উহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্র পথে

যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে তাহারা শত্রুদিগকে হত্যা করিবে এবং নিজেরা নিহত হইবে। এইরূপেই তাহারা আল্লাহ্র নিকট নিজেদের জান-মাল সমর্পণ করিবে। বিনিময়ে আল্লাহ্ আখিরাতে তাহাদিগকে মহা-সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক বানাইবেন। আল্লাহর এই প্রতিদান হইতেছে মু'মিনদের প্রতি তাঁহার বিপুল দান ও নি'আমত; কারণ, তিনি নিজ সৃষ্টি—স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে ঈমান, ধন, পরিশ্রম, সাধনা ও আমল গ্রহণ করিয়া উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অশেষ, বিপুল, মহা নি'আমাত দান করিবেন। এই কারণেই হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সহিত ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র কসম! উক্ত চুক্তিকে তিনি তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত পণ্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বিপুল, মূল্য প্রদান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। (অর্থাৎ— মু'মিনের ঈমান ও নেক আমল অতি মূল্যবান হইলেও জান্নাতের নি'আমতসমূহ উহার তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্যবান।)

শামার ইব্নে আতিয়্যা (র) বলিয়াছেন 'প্রতিটি মু'মিনের স্কন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পাদিত একটি চুক্তি পালন করিবার দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে। উক্ত চুক্তি সে পালন করুক অথবা পালন না করিয়াই করুক— সর্বাবস্থায় উহা পালন করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে রহিয়াছে।' শামার ইব্নে আতিয়্যা (র) তাঁহার কথার সমর্থনে আলোচ্য আয়াতকে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন 'কোনো মু'মিন যদি আল্লাহ্র পথে পরিচালিত জিহাদে প্রয়োজনীয় বাহন উট বা ঘোড়া প্রদান করে অথবা জিহাদের রসদপত্র বহন করে, তবে সে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চুক্তির পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন- 'যে রাত্রিতে নবী করীম (সা) 'আকাবা'য় মদীনার আন্সারীদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে রাওআহা (রা) নবী করীম (সা) কে বলিলেন— 'আপনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর জন্যে এবং নিজের জন্যে আমাদের প্রতি যে যে শর্ত আরোপ করিতে চাহেন, তাহা আরোপ করেন।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন— 'আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে,

তোমরা তাহার ইবাদাত করিবে এবং অন্য কাহাকে তাঁহার শরীফ স্থির করিবে না; আর আমি নিজের জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে, নিজেদের জান-মালকে যে সকল বিষয় হইতে হিফাযত করিয়া থাকো, আমাকে সেই সকল বিষয় হইতে হিফাযত করিবে।' আনসারী সাহাবীগণ বলিলেন—আমরা উহা করিলে কি পুরস্কার পাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- 'জান্নাত।' তাহারা বলিলেন এই বিক্রয় চুক্তিতো আমাদের জন্যে বড় লাভজনক! আমরা উহাকে ভঙ্গও করিব না আর উহাকে বাতিল করিতেও বলিব না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الاية –
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ –

অর্থাৎ—"তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। জিহাদে তাহারা শত্রুকে হত্যা করুক আমরা নিজেরা নিহত হউক অথবা শত্রুকে হত্যা করুক এবং নিজেরা নিহত হ্উক— সর্বাবস্থায় তাহারা জান্নাত লাভ করিবে" (তাওবা-১১১)।

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে যে, জিহাদ এবং আল্লাহ্র রাসূলগণের প্রতি ঈমান ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই— তাহার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন।'

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ অর্থাৎ— 'উক্ত ওয়াদা আল্লাহ্ নিশ্চয় পালন করিবেন। তিনি তাওরাত, ইন্জীল এবং কুরআন এই সকল বৃহৎ গ্রন্থের প্রতিটি গ্রন্থেই উক্ত ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন।' আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করিবার বিষয়ে যে ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন, আয়াতের উপরোক্ত অংশে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আস্মানী গ্রন্থে উহাকে উল্লেখ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়া উহাকে (অর্থাৎ সে ওয়াদাকে) অধিকতর দৃঢ় ও মযবুত করিয়াছেন। وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ— 'আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ওয়াদা পালনকারী কে আছে? আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফী করেন না। তিনি নিশ্চিতরূপে ওয়াদা পালন করিয়া থাকেন।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا। আর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে? (নিসা-৮৭)

আরো বলিতেছেন ঃ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا আর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيْمُ। অর্থাৎ— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত সম্পাদিত উপরোক্ত বিক্রয় চুক্তিকে পালন করে, সে যেন মহা কৃতকার্যতা— জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করে। (নিসা-১২২)

(١١٢) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১২. উহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী,রুকু ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা ও অসৎকার্যের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল মু'মিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল মু'মিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন, তাহারা হইতেছে (اَلتَّائِبُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা যাবতীয় পাপকার্য হইতে দূরে থাকে। এবং অশ্লীল কার্য পরিহার করিয়া থাকে। (اَلْعَابِدُوْنَ) অর্থাৎ মুখের দ্বারা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা যাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। (اَلْحَامِدُوْنَ) অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করে। বস্তুতঃ মুখ দ্বারা কৃত ইবাদাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত হইতেছে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বা প্রশংসা বর্ণনা করা। (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ 'যাহারা সিয়াম পালন করে।' সিয়াম হইতেছে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় এবং যৌন সংগম পরিহার করা। বস্তুতঃ সিয়াম হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত। এইরূপে কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের গুণাবলীর বর্ণনায় বলিয়াছেনঃ (سَائِحَاتٍ) অর্থাৎ সিয়াম -সাধনা কারিণীগণ। اَلرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ অর্থাৎ যাহারা সালাত আদায় করে । বস্তুতঃ সালাত হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত। اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ—যাহারা লোকদিগকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূর থাকিতে উপদেশ দেয়। বস্তুতঃ মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ মানব-সেবা। اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল হারাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতঃ কথায় ও কাজে হারাম হইতে দূরে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে যে সকল নেক কার্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার কর্তব্য (حُقُوقُ اللّٰهِ) এবং বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য (حُقُوقُ الْعِبَادِ) এই উভয় শ্রেণীর নেক কার্যের সমষ্টি। বস্তুতঃ মু'মিনের ঈমান তাহার নিকট এই দাবী করে যে, সে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে। وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'হে রাসূল! তুমি উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী মু'মিনদিগকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো। বস্তুতঃ যে সকল মু'মিন উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে— তাহারাই পূর্ণ মু'মিন হইবে এবং তাহারাই পরিপূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করিবে। (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ হইতেছে সিয়াম সাধনাকারীগণ।

এই ব্যাখ্যার বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা সিয়াম পালন করে।' হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের এবং আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা সিয়াম পালন করে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ-তাল্‌হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, কুর্‌আন মাজীদের যেখানে-ই (اَلسِّيَاحَةُ) শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ হইবে 'সিয়াম পালন করা।' যাহাহাক (র) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌নে জরীর (র)...হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, এই উম্মতের 'اَلسِّيَاحَةُ' হইতেছে 'রোযা রাখা'। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের, আতা, আব্‌দুর রহ্‌মান সালমী, যাহ্‌হাক ইব্‌নে মুযাহিম, সুফ্‌য়ান ইব্‌নে উইয়াইনা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলেন আলোচ্যে আয়াতে উল্লেখিত (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ হইতেছে 'সিয়াম পালনকারীগণ'। হাসান বসরী (র) বলেন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ যাহারা রমযান মাসে সিয়াম পালন করে। আবূ আমর আবদী (র) বলেন (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ 'যে সকল মু'মিন সিয়াম পালন করে।'

নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসেও (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের উপরোক্ত অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। ইবন জরীর (র)....আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন (اَلسَّائِحُوْنَ) এর অর্থ হইতেছে (اَلصَّائِمُوْنَ। সিয়াম সাধনাকারীগণ)।'

উক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর সহীহ অপর এক সনদে ইব্‌নে জরীর (র)....উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) এর নিকট (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন (اَلسَّائِحُوْنَ)-(اَلصَّائِمُوْنَ – 'সিয়াম সাধনা-কারীগণ)।'

উক্ত রেওয়ায়াতের সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অনুল্লেখিত রহিয়াছে। তবে উহার সনদ উৎকৃষ্ট।

উপরে (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহা-ই উক্ত শব্দের অধিকতম সহীহ ও অধিকতম বিখ্যাত অর্থ। তবে এইরূপ রেওয়ায়াতও বর্ণিত রহিয়াছে— যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, (اَلسَّائِحُوْنَ-শব্দের অর্থ হইতেছে- 'জিহাদ কারীগণ'। হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন একদা একটি লোক নবী করীম (স)-এর নিকট আরয করিল 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে (اَلسِّيَاحَةُ-ভ্রমণ)-এর জন্যে অনুমতি প্রদান করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন— এই উম্মতের (سِيَاحَةُ-ভ্রমণ) হইতেছে 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।' উযারা ইব্নে গাযিয়্যা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি একদা নবী করীম (স)-এর নিকট (اَلسِّيَاحَةُ)-এর বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা (اَلسِّيَاحَةُ-ভ্রমণ)-এর পরিবর্তে আমাদিগকে 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার এবং প্রতিটি উচ্চস্থানে পৌছিয়া তাক্বীর বলিবার বিধান প্রদান করিয়াছেন।'

ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তিনি বলেন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা এলেম শিখিবার জন্য দেশ ভ্রমণ করে।' আব্দুর রহ্মান ইব্নে যায়েদ ইব্নে আস্লাম (র) বলেন— (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— মুহাজিরগণ। উক্ত রেওয়ায়াত দুইটিকে ইমাম ইব্নে আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল লোক মনে করে— 'যাহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়— তাহারাই হইতেছে আয়াতে উল্লেখিত (اَلسَّائِحُوْنَ-ভ্রমণকারীগণ)।' উহারা এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ানোকে ইবাদাত মনে করে। উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ; কারণ, ঈমান ও দ্বীনকে বাঁচাইবার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো শারী'আত সম্মত নহে। ঈমান ও দ্বীনকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে অবশ্য এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইবার বিধান শারী'আতে প্রদান করা হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বোখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেন, 'সে দিন দূরে নহে— যে দিন কোনো লোকের সর্বোত্তম মাল হইবে এইরূপ কতগুলি বকরী— যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিস্নাত স্থানে চলিয়া যাইবে। তাহার ঈমান ও দ্বীন বিপদাপন্ন হইবার ফলে উহাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সে এইরূপে লোকালয় ত্যাগ করিবে।'

اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারীগণ।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী এবং আলী ইব্‌নে আবী তাল্‌হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ—'যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পালন করে।' হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হাসান বসরী বলেন اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করে।' অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে পালন করে।

(١١٣) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

(١١٤) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۗ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা মু'মিন এবং মু'মিনাদের জন্যে সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।

১১৪. ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া ; অতপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম কোমল হৃদয়সম্পন্ন ও সহনশীল।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....হযরত মুসাইয়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর চাচা আবূ তালেব মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলে নবী করীম (সা) তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন— 'হে চাচা আপনি বলুন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ — আল্লাহর ভিন্ন অন্য কোনো ইলাহ নাই। উহার সহায়তায় আমি কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার জন্যে সুফারিশ করিব।' এই সময়ে আবূ তালেবের নিকট আবূ জেহেল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা বলিল হে আবূ তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিব-এর ধর্ম ত্যাগ করিবে? আবূ তালেব বলিল 'আমি আব্‌দুল মুত্তালিব-এর ধর্মেই থাকিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন যতক্ষণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না আসে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্যে ইস্‌তেগফার (اِسْتِغْفَار—ক্ষমা প্রার্থনা করা) করিব। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ - الاية

হযরত মুসাইয়্যাব (রা) আরো বলেন আল্লাহ্ তা'আলা আবূ তালেব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল করিলেনঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ "তুমি যাহাকে ভালবাসো, তাহাকেই হেদায়েত করিতে পারিবে না; বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে হেদায়েত করেন।" (কাসাস-৫৬) উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে পালন করে। তিনি বলেন, একদা আমি একটা লোককে তাহার মাতা-পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে শুনিলাম। তাহার মাতা-পিতা ছিল মুশ্‌রিক। আমি তাহাকে বলিলাম, কোনো ব্যক্তি কীরূপে মুশ্‌রিক মাতা-পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে পারে? সে বলিল, হযরত ইবরাহীম (আ) কি স্বীয় পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করেন নাই? আমি ঘটনাটা নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ - الاية (তাওবা ১১৩)

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, উক্ত রেওয়ায়াতের সহিত আমার শায়েখ এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন—'মৃত্যুর পর।' (অর্থাৎ— মুশরিকের মৃত্যুর পর তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা আল্লাহ্‌র নবী ও মু'মিনদের জন্যে নিষিদ্ধ। ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, 'উক্ত বাক্যটি সুফিয়ান অথবা ইস্‌রাঈল (র) অথবা মূল হাদীসের উক্তি— তাহা আমি জানি না।' আমি (ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি, মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। আমরা প্রায় এক হাজার উষ্ট্রারোহী ছিলাম। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদিগকে লইয়া একস্থানে থামিয়া দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিলেন। সালাত শেষ হইবার পর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্যে আমার মা-বাপ কুরবান হউক! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। আমার মা দোযখের আগুনে পুড়িবেন— এই চিন্তায় আমার চোখে পানি আসিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে তিনটা কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে উহা করিতে অনুমতি

দিতেছি। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে করব যিয়ারত করিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা করব যিয়ারত করিও। উহা তোমাদের মনে নেক কাজ করিবার আগ্রহ আনিয়া দিবে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর কুরবানীর গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পরও কুরবানীর গোশত খাইতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা কুরবানীর গোশ্ত হইতে যতটুকু চাও,ততটুকুই ভবিষ্যতে খাইবার জন্যে রাখিয়া দিতে পারো। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা যে কোনো প্রকারের মটকায় পানীয় রাখিতে পারো; তবে যে সকল পানীয় মাদকতা আনিয়া দেয়, তাহা পান করিও না।'

ইবন জরীর (র)...হযরত বারীদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কায় আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে একস্থানে একটা কবরের কাছে বসিয়া কবরবাসীকে সম্বোধন করতঃ কিছু কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যাহা করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।' নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উহার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে উহার অনুমতি দেন নাই।' হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, সেই দিন নবী করীম (সা) কে যত কাঁদিতে দেখা গিয়াছে, অন্য কোনো দিন তাঁহাকে উহা অপেক্ষা বেশি কাঁদিতে দেখা যায় নাই।' ইব্ন আবূ হাতিম...হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রা) হইতে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) কবরস্থানে গমন করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলাম। সেখানে গিয়া তিনি একটা কবরের পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কবরের অধিবাসীকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিলেন। তাঁহার কাঁদনে আমরাও কাঁদিলাম। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত উমর (রা) তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহাকে (হযরত উমর (রা -কে) কাছে ডাকিয়া লইলেন। অতঃপর আমাদিগকেও কাছে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা কেন কাঁদিলে? আমরা বলিলাম— 'আপনার ক্রন্দন দেখিয়া আমরা কাঁদিলাম।' তিনি বলিলেন— আমি যে কবরটির কাছে বসিয়াছিলাম, উহা হইতেছে আমার মা আমিনার কবর। আমি উহা মেরামত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে আবূ হাতিম আবার অন্য মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার হযরত ইব্নে মাস্উদ (রা) হইতে প্রায় অনুরূপ একটি

রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন 'আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইস্তেগ্ফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। তিনি আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ – الاية

'মায়ের জন্যে সন্তানের মনে যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে আমার মনে তাহা-ই সৃষ্টি হইয়াছে।' নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন আমি তোমাদিগকে উহার অনুমতি দিতেছি। তোমরা কবর যিয়ারত করিও। উহা আখেরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাবরানী (র)....হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওমরা পালন করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে 'আস্ফান গোত্রের গিরিপথ' হইতে নামিয়া তিনি সাহাবীদিগকে বলিলেন—'তোমরা গিরিপথে গিয়া তোমাদের নিকট আমার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করো।' অতঃপর তিনি তাঁহার মাতার কবরের নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া স্বীয় রবের নিকট মুনাজাত করিলেন। অতঃপর তিনি গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে সাহাবীগণ কাঁদিলেন। তাহারা বলিলেন— নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইরূপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন— যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই। এই কারণে নবী করীম (সা) এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন। সাহাবীদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া নবী করীম (সা) তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাঁদিতেছে কেনো? তাঁহারা বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিয়াছি। আমরা বলাবলি করিয়াছি— আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবতঃ নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইরূপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন— যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই।' তিনি বলিলেন— না; তবে ঐরূপ কিছু ঘটিয়াছে। আমি আমার মায়ের কবরের নিকট গিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন তাঁহার জন্যে শাফা'আত করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অনুমতি দেন নাই। উহাতে আমার অন্তরে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা-জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে আমি কাঁদিয়াছি। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিল,

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ – فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ الاية (তাওবা ১১৪)

তিনি বলিলেন 'ইব্রাহীম যেরূপে তাঁহার পিতার জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত ছিলেন, আপনি সেইরূপে আপনার মায়ের জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত থাকুন।' ইহাতে আমার মনে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছে। আর আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম— তিনি যেনো আমার উম্মতকে চারিটি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন। তিনি দুইটি বিপদের বিষয়ে আমার দু'আ কবূল করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমি দু'আ করিয়াছিল, তিনি যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম, তিনি যেনো প্লাবন দ্বারা আমার উম্মাতকে ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম তিনি যেনো আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইতে না দেন এবং তাহারা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে না দেন। তিনি আমার প্রথম দু'আ দুইটি কবূল করিয়াছেন; কিন্তু শেষ দু'আ দুইটি কবূল করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন— 'নবী করীম (সা)-এর মাতার কবর কাদা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল আর তাহা আসফান (عُسْفَانْ) গোত্রের অধীন ছিল।

উপরোক্ত রেওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নহে। উহাতে অদ্ভুত কথা বর্ণিত রহিয়াছে। খতীব বাগদাদী স্বীয় (اَلسَّابِقُ وَاللَّاحِقُ) নামক পুস্তকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে অজ্ঞাত-পরিচয় রাবীর মাধ্যমে একটা রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতটি উপরোক্ত রেওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য কথা বর্ণিত রহিয়াছে।

উক্ত রেওয়ায়াতের একাংশ হইতেছে এইঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এর মাতাকে জীবিত করিলেন। তিনি ঈমান আনিলেন। অতঃপর পূর্বে যেরূপ মৃত ছিলেন, সেইরূপ মৃত হইয়া গেলেন।' এইরূপে সোহায়লী স্বীয় (اَلرَّوْضُ) পুস্তকে একদল অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন— ' আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্যে তাঁহার মাতা-পিতাকে জীবিত করিলেন। তাহারা উভয়ে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন।' উক্ত রেওয়ায়াতও অগ্রহণযোগ্য হাফেয ইব্নে দিহ্য়া (র) বলেন— 'উক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থ হইতেছে যে নবী (সা) এর মাতাপিতাকে জীবিত করা ইহা এক প্রকার নূতন জীবন দান করা। আর ইহা অসম্ভব নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে সূর্য অস্ত যাইবার পর পুনরায় উদিত হইয়াছিল এবং আসরে নামায় পড়িয়া ছিলেন।

ইমাম তাহাবী বলেন— 'সূর্য অস্তমিত হইবার পর উহার পুনরুদিত হইবার ঘটনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।' ইমাম কুরতুবী বলেন, 'নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার পুনর্জ্জীবিত হওয়া, যুক্তি ও শারীআত— এই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে।'

তিনি আরো বলেন— 'আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর চাচা আবূ তালেবকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং তখন আবূ তালেব নবী করীম (সা) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন।' আমি (—ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি, 'উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়সমূহের কোনোটাই যুক্তি ও শরীআত— এই দুই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে।

উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সনদসমূহ সহীহ হইলে উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সত্য ও সহীহ হইবে। আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন— 'হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার মায়ের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে চাহিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিমোক্ত আয়াত নাযিল করিলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ – الاية (তওবা ১১৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সা) কে তাহার মুশরিক মাতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) আরয করিলেন— 'হযরত ইব্‌রাহীম (আ) স্বীয় মুশ্‌রিক পিতার জন্যে যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছিলেন।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ – الاية

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তাল্‌হা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন— মু'মিনগণ তাহাদের মুশ্‌রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ – الاية

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর তাহারা তাহাদের মৃত মুশ্‌রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা পরিত্যাগ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে জীবিত মুশ্‌রিকদের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করেন নাই।'

কাতাদা (র) বলেন, 'আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছেঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিল— হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বাপ-দাদাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তাকে মূল্য দিত ও উহাকে অটুট রাখিত, বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিত এবং আমানাত রক্ষা করিত। আমরা কি তাহাদের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে পারি? নবী করীম (স) বলিলেন, 'হাঁ; তোমরা উহা করিতে পারো। আমি নিজে আমার

পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়া থাকি— যেরূপে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্যে।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ-

কাতাদা (র) আরো বলেন, 'আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এইরূপ কতগুলি কথা অবতীর্ণ করিয়াছেন— যাহা আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মৃত মুশ্‌রিকের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন— যে ব্যক্তি তাহার মালের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে দান করিবে, তাহার জন্যে উহা কল্যাণকর হইবে এবং যে ব্যক্তি উহাকে দান না করিয়া ধরিয়া রাখিবে, তাহার জন্যে উহা অকল্যাণকর হইবে। আর কোনো ব্যক্তি নিজের কাছে প্রয়োজনীয় মাল রাখিলে আল্লাহ্ তা'আলা তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করিবেন না'

সাওরী (র)..সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা একটি ইয়াহূদী মরিয়া গেল। তাহার একটি মুস্‌লিম পুত্র ছিল। সে পিতার লাশের দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করিল না। উক্ত ঘটনা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট বর্ণিত হইলে তিনি বলিলেন, 'লোকটি যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন তাহার হেদায়াতের জন্যে দু'আ করা এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার লাশের দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করা তাহার মুস্‌লিম পুত্রের জন্যে কর্তব্য ছিল। অবশ্য তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভবিষ্যৎ ভালো মন্দ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া-ই তাহার মুসলিম পুত্রের কর্তব্য।' অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেনঃ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ -الاية

হযরত আলী (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হযরত ইব্‌নে-আব্বাস (রা) উপরোক্ত উক্তিকে সমর্থন করে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমার পিতা আবূ তালেব-এর মৃত্যু হইলে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম— 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে।' নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি গিয়া তাহাকে দাফন করো। দাফন করিবার পর কোনো কথা না বলিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিও।' অতঃপর রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া তাঁহার চাচা আবূ তালেবের জানাযা যাইবার কালে

নবী করীম (সা) বলিয়াছিলে— হে চাচা! আমি আপনার রক্তের সম্পর্কের কর্তব্য পালন করিয়াছি। আমি আপনার সহিত রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছি।'

আতা ইব্‌নে রাবাহ্‌ (র.) বলেন, 'যাহারা আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করে, তাহাদের কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে আমি কোনোক্রমে অসম্মতি জানাইব না ; সে যদি ব্যভিচারে গর্ভবতী হাব্‌শী স্ত্রীলোক হয়, তথাপি না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিক ভিন্ন অন্য কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ .

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ - الاية

ইবনে জরীর (রা) ওয়াসিল (র)....হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— একদা আমি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) কে বলিতে শুনিলাম— 'যে ব্যক্তি আবূ হোরায়রা ও তাহার মাতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করে, আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি রহ্‌মাত নাযিল করুন।' ইহাতে আমি প্রশ্ন করিলাম— এবং তাহার পিতার জন্যে? তিনি বলিলেন না; কারণ, আমার পিতা মুশ্‌রিক থাকা অবস্থায় মরিয়াছে।'

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ অর্থাৎ— 'ইব্‌রাহীমের নিকট যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রু, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিলেন।' (তাওবা-১১৫)

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্‌রহীম (আ) তাঁহার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র একজন শত্রু। (অতঃপর তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।) মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হইতে উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের এবং সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন— 'কিয়ামাতের দিনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন স্বীয় পিতার মুখ মলিন ও বিষণ্ন দেখিবেন, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত থাকিবেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিবে— 'হে ইব্‌রাহীম দুনিয়াতে আমি তোমার কথা অমান্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোমর কথা অমান্য করিব না।' হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আরয করিবেন— পরওয়ারদেগার! তুমি কি দুনিয়াতে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নাই যে, কিয়ামাতের দিনে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করিবেন না? আমার পিতার এই লাঞ্ছনা অপেক্ষা বৃহত্তর লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে? ইহাতে তাঁহাকে বলা হইবে— 'হে ইব্‌রাহীম। পিছনে তাকাও।' তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন—'একটি রক্তাক্ত যবহেকৃত প্রাণী পড়িয়া রহিয়াছে অর্থাৎ— তাঁহার পিতাকে

আল্লাহ্ তা'আলা খাটাশ বানাইয়া দিয়াছেন।' অতঃপর উহার পাগুলি ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।' إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ– "নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল অধিক দু'আকারী এবং ধৈর্যশীল।"

সুফিয়ান সাওরী....প্রমুখ হযরত ইব্নে মাস্‌ঊদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন (الأَوَّاهُ) অধিক দু'আকারী।' হযরত ইব্নে মাস্‌ঊদ (রা) হইতে একাধিক রাবীর মাধ্যমে উক্ত শব্দের উপরোক্ত অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইবন জরীর (র)...হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে শাদ্দাদ ইব্নে হাদী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) একস্থানে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় একটা লোক আরয করিল হে আল্লাহ্র রাসূল! (الأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ কী? নবী করীম (সা) বলিলেন 'উহার অর্থ হইতেছে (الْمُتَضَرِّعُ। যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আল্লাহ্র নিকট ক্রন্দন করে)।' অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ–) ইমাম ইব্নে আবূ হাতিমও উক্ত রেওয়ায়াতকে উপরোক্ত রাবী আব্দুল হামীদ ইব্নে বাহ্রাম হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্নে আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে (الْمُتَضَرِّعُ الدُّعَاءِ। যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আল্লাহ্র নিকট ক্রন্দন করে এবং অধিক দু'আ করে।' সাওরী (র) আবুল গদীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইব্নে মাস্‌ঊদ (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। (الأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ কী? তিনি বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে, (الرَّحِيمُ। দয়াশীল)।' মুজাহিদ, আবূ মায়্সারা উমর ইব্নে শোরাহ্বীল, হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণও বলেন, 'উহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।'

ইব্নে মুবারক (র)....হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন—হাব্শী ভাষায় (الأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ হইতেছে (الْمُوقِنُ। শ্বাস-স্থাপনকারী)। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং যাহহাকও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ' হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন (الأَوَّاهُ) — মু'মিন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবূ তাল্হা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (الأَوَّاهُ) – (الْمُؤْمِنُ التَّوَّابُ। অধিক তওবাকারী মু'মিন)।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন— হাব্শী ভাষায় (الأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ হইতেছে মু'মিন।' ইমাম ইব্নে জারীরও অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত উকবা ইব্নে আমের (র) হইতে মূসা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 'যুন্নাজ্জাদাইন' (ذُو النِّجَادَيْنِ) নামক

জনৈক সাহাবীকে (أَوَّاهٌ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। উহার কারণ এই ছিল যে, উক্ত সাহাবী কুর্আন মাজীদ তেলাওয়াত করিবার কালে যখনই আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিতেন, তখনই উচ্চেঃস্বরে আল্লাহ তা'আলার নিকট (কাকুতি-মিনতিসহকারে) দু'আ করিতেন।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং শা'বী (র) বলেন, (الْأَوَّاهُ) – (الْمُسَبِّحُ –আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী)।' ইবনে ওয়াহাব....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সকাল বেলার 'তাস্বীহ (التَّسْبِيحُ। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা)' আদায় করে ও পালন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় (أَوَّاهٌ)। হযরত আবূ আইউব (রা) হইতে শা'ফী ইব্নে মাতে' বর্ণনা করিয়াছেনঃ "হযরত আবূ আইউব (রা) বলেন (الْأَوَّاهُ) হইতেছে সেই ব্যক্তি— যে ব্যক্তি তাহার গোনাহের কথা স্মরণ হইলেই উহার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করে। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তিনি বলেন (الْأَوَّاهُ)– (الْحَفِيظُ। গোনাহের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষাকারী)। তিনি বলেন— কোনো ব্যক্তি গোপনে গোনাহ্ করিয়া ফেলিলে সে যদি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহা হইতে গোপনে ইস্তিগ্ফার করে, তবে সে ব্যক্তি (الْأَوَّاهُ) হইবে। ইমাম ইব্নে আবূ হাতিম উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)....হাসান ইব্নে মুস্লিম ইব্নে বায়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী অধিক পরিমাণে আল্লাহর যেকের ও তাস্বীহ আদায় করিত। একদা নবী করীম (সা) এর নিকট তাহার বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি বলিলেন, সে নিশ্চয় (الْأَوَّاهُ) অনুরূপ ইব্নে জরীর (র) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— একদা নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবীর লাশ দাফন করিয়া তাহার রূহ্কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমাত নাযিল করুন। 'তুমি নিশ্চয় (أَوَّاهٌ) ছিলে। নবী করীম (সা)–এর কথার অর্থ হইতেছে— তুমি নিশ্চয় কুর্আন মাজীদের অধিক তেলাওয়াতকারী ছিলে।'

শু'বা (র)....হযরত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী কা'বা, তাওয়াফ করিবার কালে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিতেন এবং দু'আয় তিনি উহ্ উহ্ (أَوَّهْ – أَوَّهْ) শব্দ করিতেন। একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনি বলিলেন, সে নিশ্চয় (أَوَّاهٌ)। হযরত আবূ যার গেফারী (রা) বলেন, একদা আমি রাত্রিতে বাহির হইয়া দেখি— নবী করীম

(সা) সেই সাহাবীর লাশ দাফন করিতেছেন। তাঁহার সহিত তখন মশাল ছিল। উক্ত রেওয়ায়াত হয্রত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহাকে ইমাম ইব্নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

কা'ব আহ্বার হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি, হয্রত ইব্রাহীম (আ) যখন দোযখের বিষয় উল্লেখ করিতেন, তখন তিনি দোযখের আযাবের ভয়ে বলিলেন— উহ্ (أَوَّهْ)। উক্ত কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে (أَوَّاهٌ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে ইব্নে জুরাইজ বর্ণনা করিয়াছেন— হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন –(أَوَّاهٌ) – (فَقِيْهٌ) গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইব্নে জারীর বলেন— 'আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত (أَوَّاهٌ) শব্দের অর্থ (الدَّعَّاءُ) অধিক পরিমাণে দু'আকারী)' হওয়াই অধিকতম সংগত।' আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় উহার উক্ত অর্থ হওয়া-ই সংগত ও স্বাভাবিক। আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পিতার জন্যে তাঁহার ইস্তেগ্ফার করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত দু'আ করিবার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিতেছেন যে, 'ইব্রাহীম ছিল (أَوَّاهٌ– অধিক পরিমাণে দু'আকারী বান্দা)।' তাঁহার পিতা তাঁহাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবার দোষে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পিতার জন্যে দু'আ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— (حَلِيْمٌ (সহিষ্ণু) নিম্নোক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি তাঁহার পিতার দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়ন আকাঙ্ক্ষা এবং এতদ্সত্ত্বেও তাহার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ইস্তিগ্ফার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يَا اِبْرَاهِيْمُ - لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا - قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ - لَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ - اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا

—ইব্রাহীমের পিতা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হইতে বীত-রাগ ও বীত-স্পৃহ হইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি ফিরিয়া না আসো, তবে আমি তোমাকে নিশ্চয় পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দিব। আর আমাকে কয়টা দিন সময় দাও। (দেখো আমি তোমাকে কী করি।) ইব্রাহীম বলিল আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি নিশ্চয় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আপনার জন্যে ইস্তিগ্ফার করিব। তিনি নিশ্চয় আমার প্রতি অতি দয়াশীল। (মারিয়াম-৪৬)

(١١٥) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১১৫. আল্লাহ এমন নহে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন— উহাদিগকে কী বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করিতে হইবে ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা পর্যন্ত; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১১৬. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর এবং তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন অভিভাবক নাই সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁহার হেদায়াত ও রাহমাত হইতে বঞ্চিত করিবার সহিত সম্পর্কিত নীতি ও হিক্‌মাত বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—'আল্লাহ্ কোনো জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্‌মাত হইতে বঞ্চিত করেন না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার নিকট হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্‌রের ঘৃণ্য স্বরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন। কোনো জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্‌রকে সুস্পষ্ট করিয়া দিবার পর যদি সে আল্লাহর হেদায়াত প্রত্যাখান করে, তবে তিনি সেই জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্‌মাত হইতে বঞ্চিত করেন; অন্যথায় নহে। এইরূপে কোনো জাতি নিজের ইচ্ছায়ই গোমরাহ্ ও বিপথগামী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আল্লাহ যখন তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন, তখন আল্লাহর কার্যের বিরুদ্ধে উপস্থাপনোপযোগী কোনো যুক্তি তাহাদের নিকট থাকিবে না।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى -

আর সামূদ জাতি—তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু, তাহারা হেদায়াত অপেক্ষা অন্ধত্বকেই অর্থাৎ কুফ্‌রের পথকেই অধিকতর পছন্দ করিল। (হা-মিম সেজদা-১৮)

আলোচ্য আয়াত (অর্থাৎ وَمَا كَانَ اللّٰهُ - الاية এই আয়াত) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে শুধু মুশরিকদের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদিগকে সকল

পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে এবং সকল নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এখন যাহার ইচ্ছা, সে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মানুক আর যাহার ইচ্ছা, সে তাঁহার আদেশ না মানুক।

ইমাম ইব্নে জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের মৃত মুশ্রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্তিগফার করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা তজ্জন্য তোমাদিগকে ততক্ষণ গোম্রাহ ও পথ-ভ্রষ্ট বলিয়া ফায়সালা করিবেন না—যতক্ষণ না তিনি তোমাদিগকে তাহাদের জন্যে ইস্তিগ্ফার করিতে নিষেধ করেন এবং তোমরা তাঁহার নিষেধ অমান্য করিয়া তাহাদের জন্যে ইস্তিগ্ফার করো; কারণ, কোনো কাজ আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত উহা নেক কাজ হয় না এবং কোনো কাজ তৎকর্তৃক নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহা বদ কাজ হয় না। বস্তুতঃ যে কাজের বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদেশ বা নিষেধ আসে নাই— বান্দা তাহা করিলে বা না করিলে সে আল্লাহর প্রতি অনুগত বা অবাধ্য কিছু-ই হয় না।

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। হে লোক সকল! তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো আপনজনও নাই আর অন্য কোনো সাহায্যকারীও নাই।'

ইমাম ইব্নে জারীর (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আয়াতে তিনি বলিতেছেন—তোমরা আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না; কারণ, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন আপনজনও নাই আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্নে আবূ হাতিম (র)...হযরত হাকীম ইব্নে, হেযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদের মধ্যে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতে পাইতেছ? সাহাবীগণ বলিলেন— আমরা কিছু শুনিতে পাইতেছি না।' নবী করীম (সা) বলিলেন, নিশ্চয় আমি আকাশের মচমচ শব্দ শুনিতেছি। আর উহার এই শব্দ করিবার কারণে উহাকে দোষ দেওয়া যায় না। উহাতে এইরূপ এক বিঘাত স্থানও নাই—যেস্থানে কোনো ফেরেশ্তা সেজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় তাসবীহ আদায়রত নাই। উহার প্রতি বিঘাত স্থানেই একজন ফেরেশ্তা সেজ্দারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় তাস্বীহ আদায়রত রহিয়াছেন।

কা'ব আহ্বার (র) বলেন, 'পৃথিবীর প্রতিটি সুচ্যাগ্র পরিমাণ স্থানের দায়িত্বে একজন করিয়া ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বাধীন স্থানের সকল সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছাইয়া থাকেন। আর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা পৃথিবীর মৃত্তিকা-কণার সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। আর যে সকল ফেরেশ্‌তা আল্লাহর আরশকে বহন করেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ের 'উচ্চাস্থি (الكعب) হইতে অস্থি-মজ্জার দূরত্ব একশত বৎসরের পথ।'

(١١٧) لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ۙ

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে–এমন কি যখন তাহাদের একদলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; তিনি উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন—'আলোচ্য আয়াত তাবূকের যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষের অবস্থায় রসদ ও পানির তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)–এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।'

কাতাদা (র) বলেন, 'সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরার মধ্যে এবং রসদের তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সিরিয়াতে তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।' তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধে সাহাবীগণ এইরূপ তীব্র খাদ্যাভাবে পতিত হইয়াছিলেন যে, কখনো কখনো দুইজন সাহাবী মাত্র একটা খেজুর দুই ভাগ করিয়া খাইয়া জীবন–ধারণ করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো একদল সাহাবী মাত্র একটা খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। তাহারা সকলে পালাক্রমে একজনের পর আরেকজন একটি মাত্র খেজুর চুষিয়া পানি পান করতঃ জীবন-ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের এই তীব্র অভাবের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে তাবূকে হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইবনে জারির (র)...হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন—সাহাবীগণ যে নিদারুণ কষ্টকর অবস্থায় তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, একদা হযরত উমর (রা)-এর নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন আমরা অত্যধিক গরমের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে আমরা একস্থানে যাত্রা-বিরতি করিলাম। সেখানে

আমরা এত বেশী তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলাম যে, আশংকা হইল আমরা তৃষ্ণায় মরিয়া যাইব। এই সময়ে এইরূপ অবস্থা হইল যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ পানির তালাশে দূরে গিয়া ফিরিতে দেরী করিলে আমরা ভাবিতাম–সে তৃষ্ণায় হয়তো মরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ কেহ নিজের বাহন উটকে যবেহ্ করিয়া উহার পেটের মধ্যে অবস্থিত পানির থলী হইতে পানি বাহির করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট পানিসহ উহাকে নিজের কলীজার উপর লটকাইয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দু'আ কবূল করিয়া উহার পরিবর্তে আপনাকে কল্যাণ দান করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্যে দু'আ করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি কি উহা কামনা করো? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন–'হাঁ; আমি উহা কামনা করি।' ইহাতে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাত উঠাইলেন। তাঁহার হাত নামাইবার পূর্বেই আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং মূষলধারে বৃষ্টি হইল। লোকেরা তাহাদের পানি দ্বারা তাহাদের পাত্রসমূহ পূর্ণ করিল। অতঃপর আমরা আমাদের অবস্থান-স্থানের বাহিরে গিয়া দেখিলাম—তথায় কোথাও বৃষ্টি হয় নাই।'

ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বলেন— (فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) অর্থাৎ—খাদ্য, পানি, বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, রসদের তীব্র অভাবের সময়ে।

ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ঃ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ—সফরের অত্যধিক কষ্টের কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোকের অন্তরে আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত দ্বীনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিবার উপক্রম ঘটিল।' (তাওবা-১১৮)

ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ঃ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ—অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিবার এবং তাঁহার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকিবার তাওফীক দান করিলেন।

(١١٨) وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ
مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ ۝

(١١٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল সে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কোন আশ্রয়স্থল নাই, অতঃপর তিনি উহাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হইলেন, যাহাতে উহারা তাওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরল দয়ালু।

১১৯. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....হযরত কা'ব ইব্নে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহিত তাবূকের যুদ্ধে.না গিয়া তাহার বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন—আমি শুধু বদরের যুদ্ধে এবং তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীফ হই নাই। অন্য সকল যুদ্ধেই আমি তাঁহার সহিত শরীক হইয়াছিলাম। অবশ্য বদরের যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের তরফ হইতে কোনরূপ অসন্তোষ বা শাস্তি আসে নাই; কারণ, বদরের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এইরূপে যে, নবী করীম (সা) মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন কোরাইশের একটি কাফেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে বদরের মুশ্রিকদের সশস্ত্র—বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেন। নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কার 'আকাবা'য় রাত্রিকালে মদীনার যে কয়জন নব-দীক্ষিত মুসলমান নবী করীম (সা)—তথা ইসলামকে সাহায্য করিবার পক্ষে নবী করীম (সা-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের অন্যতম ছিলাম।

বস্তুতঃ উক্ত বায়'আতে শরীক থাকা এবং বদরের যুদ্ধে শরীক থাকা—এই দুইটি কার্যের মধ্যে শেষোক্ত কার্যটি অধিকতর বিখ্যাত হইলেও আমার নিকট প্রথমোক্ত কার্যটি অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। যাহা হউক তাবূকের যুদ্ধে আমার শরীক না হইবার ঘটনা এইঃ আমি যখন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলান, তখন আমার আর্থিক অবস্থা যত সচ্ছল ছিল, ইতিপূর্বে কখনো উহা সেইরূপ সচ্ছল ছিল না। এই সময়ে আমি বাহন হিসাবে ব্যবহার্য দুইটি উটের মালিক ছিলাম। সাধারণতঃ নবী করীম (সা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের দিকে রওয়ানা হইতে চাহিলে তিনি উক্ত স্থানের নাম গোপন রাখিয়া পরোক্ষভাবে অন্য স্থানের নাম প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পূর্বে তিনি সকলের নিকট স্বীয় গন্তব্যস্থলের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন। যেহেতু তাবূকের যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল অত্যন্ত গরমের কাল, এবং সফরটি ছিল অনেক দূরের সফর এবং শত্রু-পক্ষের

লোকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী, তাই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে সাহাবীদিগকে যথেষ্ট সময় দিয়া বেশ পূর্বেই তাহাদের মধ্যে উক্ত যুদ্ধে যাইবার বিষয়ে ঘোষণা প্রচার করিলেন।

নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে, কোন তালিকা বহিতেও তাহাদের নামের তালিকা লিখিয়া রাখা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে না গিয়া গোপনে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে চাহিলে তাহার বসিয়া থাকিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত ওহীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নবী করীম (সা)-এর জানিবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এদিকে যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের কাল। আবার এই সময়টি ছিল মদীনায় ফল পাকিবার সময়। আর আমার কথা? আমি ছিলাম আরাম-প্রিয় লোক।

উপরোল্লোখিত অবস্থায় নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ তাবূকের যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় বাড়ী হইতে বাহির হইতাম; কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনো কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিতাম। ভাবিতাম—আমি ইচ্ছা করিলেই যে কোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিব—এইরূপ সংগতি আমার রহিয়াছে; অতএব, বিলম্বে ক্ষতি কী? এইরূপ ভাবিয়া আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব করিলাম। এদিকে অন্যান্য লোক যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদিন সকাল বেলায় সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। আমি তখনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি নাই। ভাবিলাম-দুই একদিন পরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ রওয়ানা হইয়া মুস্লিম বাহিনীর সহিত পথে মিলিত হইব। নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার পরের দিন সকালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু কোনো কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিলাম। পরের দিন এক-ই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। এইরূপে কয়েকদিন চলিল। ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত আমার মিলিত হইবার সুযোগ প্রায় চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম 'এখন রওয়ানা হইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হই। আহা! যদি তাহা করিতাম! শুধু ভাবিলাম; উহাকে কার্যে পরিণত করিলাম না। বাজারে গিয়া দেখিতাম মুনাফিকগণ এবং অসমর্থ মু'মিনগণ—আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে তাহাদের অসংগতি ও অসামর্থ্যের দরুন যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন—ছাড়া অন্য কেহ যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে নাই। দেখিতাম আর মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতাম। এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পর তাবূকের ময়দানে পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বন্ধে কাহারো নিকট

কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাবূকে পৌঁছিয়া তিনি মুসলমানদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—কা'বা ইব্‌নে মালেককে দেখিতেছি না যে। সে যুদ্ধে আগমন করে নাই? বানূ সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলিল—'হে আল্লাহর রাসূল! আরাম-প্রিয়তা তাহাকে গৃহে ধরিয়া রাখিয়াছে।' হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রা) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তুমি তাহার সম্বন্ধে একেবারেই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছ। অতঃপর তিনি (হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রা)) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কা'ব ইব্‌নে মালেকের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখি নাই।' নবী করীম (সা) শুধু শুনিলেন; কিছু বলিলেন না।

হযরত কা'বা ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন—অতঃপর একদিন শুনিলাম নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমার মন উদ্বেগাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম— নবী করীম (সা)-এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহার নিকট মিথ্যা উজর ও বাহানা পেশ করিয়া তাঁহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিব। এই বিষয়ে আমি আমার সকল বুদ্ধিমান আত্মীয়ের নিকট হইতে বুদ্ধি লইলাম। একদিন শুনিলাম নবী করীম (সা) মদীনার একেবারেই নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে আমার মন হইতে সকল মিথ্যা ফন্দী-ফিকির দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম— কোনো মিথ্যাই আমাকে নবী করীম (সা)-এর অসন্তোষ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত করিলাম-'আমি তাঁহার নিকট সত্য কথা বলিব।' এক সময়ে নবী করীম (সা) মদীনায় পৌঁছিলেন। নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে প্রথমে মস্‌জিদে প্রবেশ করতঃ দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিতেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার জন্যে লোকদিগকে লইয়া মস্‌জিদে বসিতেন। অভ্যাস অনুযায়ী মস্‌জিদে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতঃ তিনি যখন লোকদিগকে লইয়া মস্‌জিদে বসিলেন, তখন যুদ্ধে না-যাওয়া লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আল্লাহর কসম করিয়া করিয়া নিজেদের যুদ্ধে না যাইবার পক্ষে মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু উপর। তাহারা এক এক করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতেছিল এবং তিনি তাহাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগ্‌ফার করিতেছিলেন আর তাঁহাদের অন্তরের অবস্থার বিচারের ভার আল্লাহ তা'আলার উপর ছাড়িয়া দিতেছিলেন। এক সময়ে আমার পালা আসিল। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম প্রদান করিলে তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া অসন্তোষ-মিশ্রিত মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন—'এদিকে আসো।' আমি ধীরে হাটিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি কেন যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলে? তুমি কি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উট খরীদ করিয়াছিলে না? আমি আরয করিলাম—'হে আল্লাহ্‌ রাসূল! আমি অপনার সম্মুখে না বসিয়া যদি কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তির সম্মুখে বসিতাম,

তবে দেখিতেন—আমি একটি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতাম। আর উহার যোগ্যতাও আমার মধ্যে রহিয়াছে; কারণ, আমি একজন তর্ক-বিশারদ ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ভাবিয়াছি—'আমি আজ আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিলেও আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিলে আপনি বিনা কারণে আমার যুদ্ধে না যাইবার কারণে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্যে পুরস্কৃত করিবেন।' আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর বা অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! যখন আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলাম, তখন যতটুকু ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলাম, ততটুকু ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ইতিপূর্বে কখনো ছিলাম না।' নবী করীম (সা) বলিলেন—'এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। আচ্ছা; তুমি যাও। আল্লাহ তা'আলার তোমার বিষয়ে কোন ফায়সালা না দেওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।' আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম। আমার সঙ্গে বানূ-সালামা গোত্রের একদল লোক উঠিয়া আসিল। তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল—'আল্লাহর কসম আমাদের জানামতে তুমি এই গোনাহ্‌টি করিবার পূর্বে কোন গোনাহ্ করো নাই। তোমার গোনাহ্ মা'আফ হইবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর তোমার জন্যে ইস্‌তিগফার করাই তো যথেষ্ট ছিল। তুমি কেন যুদ্ধে না যাওয়া অন্য লোকদের ন্যায় মিথ্যা ওজর নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করিলে না? এইরূপে তাহারা আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিল। তাহাদের তিরস্কারের আতিশয্যে একবার আমার মনে ইচ্ছা জাগিল ফিরিয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট বলি—'আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ওজর ও অসুবিধা থাকিবার কারণেই আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।' পরক্ষণে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—অন্য কেহ কি আমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে? তাহারা বলিল—হাঁ আরো দুইটি লোক তোমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আর তুমি নবী করীম (সা)-এর নিকট যাহা বলিয়াছ, তাহারাও তাঁহার নিকট তাহাই বলিয়াছে। নবী করীম (সা) তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদিগকেও তাহাই বলিয়াছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল–'তাহাদের একজন হইতেছে 'মুরারা ইব্‌নে রাবী' আমেরী مُرَارَةُ ابْنُ رَبِيْعُ عَامِرِى এবং আরেকজন হইতেছে হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া ওয়াকেফী هَلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ وَاقِفِى' উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন নেককার লোক। তাহারা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাহাদের মধ্যে আমার পক্ষে অনুসরণীয় গুণ ছিল। তাহাদের নাম শুনিয়া আমি সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্যে সিদ্ধান্ত করিলাম।

এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে-না-যাওয়া লোকদের মধ্য হইতে আমাদের তিনজনের সহিত বাক্যলাপ করিতে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা আমাদের সহিত বাক্যালাপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা আমাদের ব্যাপারে আর পূর্বের 'তাহারা' রহিলেন না। এই অবস্থায় পরিচিত পৃথিবী আমার নিকট অপরিচিত মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থা পঞ্চাশ দিন ধরিয়া চলিল। আমার সঙ্গীদ্বয় একেবারে-ই মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না বাড়িতে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেন। আর আমি? আমি ছিলাম তিনজনের মধ্যে অধিকতম শক্ত ও সহিষ্ণু। আমি সকলের সহিত জামা'আতে সালাত আদায় করিতাম এবং বাজারেও যাইতাম, কিন্তু কেহ্-ই আমার সহিত কথা বলিত না। নবী করীম (সা) সালাত আদায় করিবার পর যখন সাহাবীদিগকে লইয়া বসিতেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম প্রদান করিতাম এবং লক্ষ্য করিতাম—তিনি আমার সালামের উত্তর দিবার জন্যে পবিত্র ওষ্টাধর নাড়াইতেছেন কি না। আবার আমি নবী করীম (সা)-এর নিকটবর্তী হইয়া সালাত আদায় করিতাম এবং (তিনি আমার দিকে তাকাইতেছেন কিনা আর তাকাইলে কীরূপ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্যে সালাত আরম্ভ হইবার পূর্বে) সন্তর্পণে তাঁহার প্রতি তাকাইতাম। নবী করীম (সা) আমার প্রতি তাকাইতেন; কিন্তু, আমাকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে (অর্থাৎ—চোখের কোণা দিয়া তাকাইতে) দেখিলে-ই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেন।

আমাদের প্রতি অন্যান্য মুসলমানের উপরোক্ত বয়কট দীর্ঘদিন চলিবার পর যখন উহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন একদিন আমি আমার চাচাতো ভাই আবূ কাতাদা-এর (ফলের বাগানের) দেওয়াল টপকাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সে ছিল আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম দিলাম; কিন্তু, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। আমি তাহাকে বলিলাম—'হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি–তোমার কি জানা নাই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি।' আবূ-কাতাদা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম! এবারও সে কোনো উত্তর দিল না। আমি তৃতীয়বার তাহাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলে সে বলিল—'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল-ই এ সম্বন্ধে অধিকতম উত্তমরূপে অবগত রহিয়াছেন।' তাহার কথায় আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি পুনরায় দেওয়াল টপকাইয়া মন-মরা অবস্থায় তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম।

উপরোক্ত অবস্থা চলিতে থাকাকালে একদা আমি মদীনার বাজারে গেলাম। বাজারে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। শাম দেশের 'নাবাত (نَبَطْ) গোত্রের জনৈক খাদ্য–শস্য ব্যবসায়ী খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার বাজারে আসিয়াছিল। সে

লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছিল—কা'ব ইব্নে মালেক নামক লোকটি কে? লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বলিল—'ঐ হইতেছে কা'ব ইব্নে মালেক।' লোকটি আমার নিকট আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিল। পত্রখানা 'গাস্সান (غَسَّانُ) গোত্রের অধিপতি আমার নিকট পাঠাইয়াছিল। আমি লেখাপড়া জানিতাম। পড়িয়া দেখিলাম উহাতে লিখিত রহিয়াছেঃ 'আমি জানিতে পারিলাম—আপনার অধিকর্তা আপনার প্রতি অবিচার করিয়াছে। আল্লাহ আপনাকে তুচ্ছ অথবা ধ্বংস-কর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। আপনি আমাদের কাছে চলিয়া আসুন। আমরা আপনাকে সহায়তা প্রদান করিব।' ভাবিলাম—'ইহা আরেকটি পরীক্ষা।' আমি উহাকে চুলায় নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলাম।

উপরোল্লোখিত অবস্থায় পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে জনৈক সংবাদদাতা আসিয়া আমাকে বলিল—'নবী করীম (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-আমি কি তাহাকে তালাক দিব? না কী করিব? সে বলিল-'না; তুমি তাহাকে তালাক দিওনা; বরং তাহার নিকট হইতে দূরে থাকো।' ওদিকে নবী করীম (সা) আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতিও অনুরূপ আদেশ পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম—'তুমি তোমার বাপ-ভাই-এর নিকট চলিয়া যাও। যতদিন আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়টি সম্বন্ধে কোনো ফায়সালা না দেন, ততদিন তুমি তাহাদের নিকট অবস্থান করো।' আমার সঙ্গী হেলাল ইব্নে উমাইয়া-এর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল—হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী হেলাল একজন দুর্বল বৃদ্ধ লোক। তাহাকে সেবা করিবার মতো অন্য কেহ নাই। আমি তাহাকে সেবা করিতে পারি কি? নবী করীম (সা) বলিলেন—'তুমি তাহাকে সেবা করিতে পারো; তবে সে তোমার সহিত সংগম করিতে পারিবে না। হেলালের স্ত্রী বলিল—'আল্লাহ্র কসম! সে এতোই দুর্বল যে, তাহার নড়া-চড়া করিবার ক্ষমতাও প্রায় লোপ পাইয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহার প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে যে দিন শাস্তি আরোপিত হওয়া আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে কাঁদিতেছে আর কাঁদিতেছে।' এই সংবাদ শুনিয়া আমার পরিবারের কেহ কেহ আমাকে বলিল—নবী করীম (সা) হেলালের স্ত্রীকে তাহার (হেলালের) সেবা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তুমিও তোমার স্ত্রীর জন্যে তোমার সেবা করিবার অনুমতি লইয়া আস। আমি বলিলাম—'আল্লাহ্র কসম! আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিতে যাইব না। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিতে গেলে তিনি কী বলিবেন, তাহা জানি না; কারণ, আমি একজন যুবক লোক।'

উপরোক্ত অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল। আমাদের প্রতি অন্য মুসলমানদের বয়কটের মোট পঞ্চাশ দিন যে দিন পূর্ণ হইল, সেই দিনের পরের দিন সকালে আমি

আমার একটি ঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ফজরের সালাত আদায় করিলাম। এই সময়ে আমরা কীরূপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, উহা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার কালামে-পাকে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশস্ত পৃথিবী আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের নিকট সংকীর্ণ ও অসহনীয় হইয়া গিয়াছিলাম। সালাত আদায় করিবার পর আমি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে বসিয়া রহিয়াছি। এমন সময় শুনিতে পাইলাম—'সালা' (سَلْعٌ) পাহাড়ে দাঁড়াইয়া একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—'হে কা'ব ইব্‌নে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।' শুনিয়া আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম। বুঝিলাম আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করিয়াছেন এবং আমাদের দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছেন।' অল্পক্ষণ পর জানিতে পারিলাম—'নবী করীম (সা) ফজরের সালাত শেষ করিবার পর আমাদের বিষয়ে লোকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কাবূল করিয়াছেন।' লোকেরা সুসংবাদ লইয়া আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিল। একটি লোক ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে সুসংবাদ দিল। যে লোকটি পাহাড়ের উপর চড়িয়া ডাকিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিল, সে আমার নিকট আসিল নিজ পায়ে দৌড়াইয়া। অশ্বারোহী সুসংবাদ-বাহক লোকটির আমার নিকট পৌঁছিবার পর। যেহেতু সর্বপ্রথম তাহার সুসংবাদ-বাহক আওয়াযটি-ই আমার কানে পৌঁছিয়াছিল, তাই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাহাকে নিজের পরিধানের দুইখানা বস্ত্র প্রদান করিলাম। আল্লাহর কসম! সেই সময়ে উক্ত বস্ত্র দুইখানা ভিন্ন প্রদান করিবার মতো অন্য কিছু আমার নিকট ছিল না। আমি অন্যের নিকট হইতে দুইখানা বস্ত্র ধার লইয়া উহা পরিধান করতঃ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—'আল্লাহ্ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন—তজ্জন্য আমরা তোমাকে মুবারকবাদ দিতেছি।' মস্‌জিদে-নববীতে পৌঁছিয়া দেখি নবী করীম (সা) সাহাবীগণ পরিবৃত হইয়া মস্‌জিদে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সর্বপ্রথম তাল্‌হা ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ্ দ্রুতবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমার সহিত মুছাফাহা করিল এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাইল। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাজিরদের মধ্য হইতে সে ছাড়া সে অন্য কেহ আমার দিকে অগ্রসর হইল না। রাবী বলেন 'হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) তাঁহার প্রতি হয্‌রত তালহা ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর উপরোক্ত আচরণকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।' হয্‌রত কা'ব (রা) বলেন—আমি নবী করীম (সা)-কে সালাম প্রদান করিলে তিনি বলিলেন—'তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিবার দিন হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তুমি যত কল্যাণ লাভ করিয়াছ, উহাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠতম কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' এই সময়ে খুশীতে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল

হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সুসংবাদ কাহার তরফ হইতে? আপনার তরফ হইতে? না আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে? নবী করীম (সা) বলিলেন—'না' আমার তরফ হইতে নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে।' উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) যখন কোনো কারণে খুশী হইতেন, তখন উহার চিহ্ন তাঁহার চেহারা মুবারকে ফুটিয়া উঠিত। এইরূপ সময়ে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক একখন্ড চন্দ্র বলিয়া মনে হইত। যাহা হউক—আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া আরয করিলাম—'হে আল্লাহর রাসূল। আমার তওবার একটি অংশ এই হইবে যে, আমি আমার সমুদয় মাল আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পথে সদকা করিয়া দিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন—'তোমার মালের সম্পূর্ণটুকু সদকা না করিয়া উহার একাংশ নিজের কাছে রাখিয়া দাও। উহা-ই তোমার জন্যে কল্যাণকর কাজ হইবে।' আমি আরয করিলাম–হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খয়বারের যুদ্ধে আমি যে গনীমাত লাভ করিয়াছিলাম, শুধু উহাই আমি নিজের জন্যে রাখিব। আমি আরো আরয করিলাম—'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সত্যবাদীতার কারণে-ই আল্লাহ্ তাআলা আমাকে (দোযখের মহা শাস্তি হইতে) মুক্তি দিয়াছেন; অতএব, আমার তওবার আরেকটি অংশ হইবে এই যে, আমি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিব না।' হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন—'নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার পর হইতে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনো আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমার সত্যবাদীতার বিনিময়ে আমাকে যত উত্তম পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতম উত্তম পুরস্কার অন্য কোনো মুসলমানকে তাহার সত্যবাদীতার জন্যে প্রদান করিয়াছেন—এইরূপ কথা আমার জানা নাই। আশা করি—আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যতদিন দুনিয়াতে বাঁচাইয়া রাখিবেন, ততদিন মিথ্যা বলা হইতেও বাঁচাইবেন।

হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, আমাদের উপরোল্লোখিত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহ নাযিল করিলেন ।

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ - اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى - وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ - (তাওবা ১১৭-১১৯)

হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, আমার মুসলমান হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যত নি'আমাত নাযিল করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেইদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার সত্যকথা বলা-ই হইতেছে আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম নি'আমাত। সেইদিন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্যকথা না বলিলে যাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহাদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। সেইদিন যাহারা নবী করীম

(সা)—এর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের জন্যে এইরূপ জঘন্য কুপরিণতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন– যাহার সমতুল্য কুপরিণতি অন্য কাহারো জন্যে নির্ধারিত করেন নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেনঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ - فَاَعْرِضُوْا
عَنْهُمْ- اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ
لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ - فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ -

—তোমরা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহারা অচিরে-ই তোমাদের নিকট আল্লাহর কসম করিবে—যাহাতে তোমরা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করা হইতে বিরত থাক। (তাহা-ই করো।) তোমরা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করা হইতে বিরত থাক। তাহাদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র আর তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতেছে জাহান্নাম। উহা তাহাদের কার্যের ফল। তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কসম করে যাহাতে তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।) (তাওবা-৯৫)

হয্রত কা'ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন—"যে সকল মিথ্যাবাদী লোক আল্লাহ্র কসম করিয়া নিজেদের কার্যের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিয়াছিল এবং নবী করীম (সা) তাহাদের মিথ্যা ওজর ও বাহানা বিষয়ে কবূল করতঃ তাহাদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্যে ইস্তিগ্ফার করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়সালা প্রদান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ—তাহাদের নিফাক ও মিথ্যাবাদীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে স্বীয় গযব ও অসন্তোষ নির্ধারিত করিয়াছিলেন।) পক্ষান্তরে, তিনি আমাদের তিনজনের বিষয়ের ব্যাপারে কোনরূপ তাৎক্ষণিক ফায়সালা প্রদান না করিয়া উহাকে বিলম্বিত ও ঝুলন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا – الاية (তওবা-১১৮)। এই আয়াতের অন্তর্গত خُلِّفُوْا শব্দের অর্থ হইতেছে—'যাহাদের বিষয়ের ফায়সালা ঝুলন্ত ও বিলম্বিত করিয়া রাখা হইয়াছিল'। পক্ষান্তরে فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ – الاية এই আয়াতের অন্তর্গত اَلْمُخَلَّفُوْنَ শব্দের অর্থ হইতেছে—'যাহাদিগকে বাড়ীতে বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তাহারা'। উক্ত আয়াতে উপরোল্লেখিত মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।"

উপরোক্ত হাদীস সর্ব-সম্মতরূপে সহীহ। ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্লিমও উহাকে উপরোক্ত রাবী যুহ্রী (র) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা

করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا - الاية (তাওবা-৮১) এই আয়াতের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একাধিক তাফ্সীরকার হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তরূপ তাফ্সীর বর্ণিত হইয়াছে। আ'মাশ (র)...হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا - الاية-এই আয়াতে উল্লেখিত তিনজন সাহাবী হইতেছেন- কা'ব ইব্নে মালেক; হেলাল ইব্নে উমাইয়া; এবং মুরারা ইব্নে রবী'। উহারা তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন।' মুজাহিদ, যাহ্হাক কাতাদা এবং সুদ্দীসহ একদল তফ্সীরকারও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে তাহারা সকলেই তৃতীয় সাহাবীর নাম 'মুরারা ইব্নে রবীআ (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুস্লিম কর্তৃক বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়াতে তাঁহার নাম 'মুরারা ইব্নে রবীআ (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ) বলিয়া এবং কোনো কোনো রেওয়ায়াতে 'মুরারা ইব্নে রবী' (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। যাহ্হাক হইতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে আবার তাঁহার নাম মুরারা ইব্নে রবী' (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বোখারী শরীফ এবং মুস্লিম শরীফেও তাহার নাম 'মুরারা ইব্নে-রবী' (- مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। উহাই সহীহ ও সঠিক। আরেকটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াতের একস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হয্রত কা'ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন 'লোকে আমার নিকট দুইজন বদরী (বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী) সাহাবীর নাম উল্লেখ করিল।' উহা কাহারো কাহারো মতে রাবী যুহ্রীর ভ্রান্ত উক্তি। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তিনজন সাহাবীর মধ্য হইতে কাহারো বদরী সাহাবী হওয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হয্রত কা'বা ইব্নে মালেক এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় নবী করীম (সা)-এর নিকট কোনোরূপ মিথ্যা ওজর পেশ করিয়াছিলেন না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত সত্যবাদীতার কারণে-ই তাহাদের গোনাহ মা'আফ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সত্যবাদীতা হইতেছে মু'মিনের মহামূল্যবান ধন। উহা তাহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত, রহ্মাত ও মাগফেরাত বহন করিয়া আনিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেদের সত্যবাদীতার কারণে হযরত কা'ব প্রমুখ ব্যক্তিগণের তাঁহার মাগফেরাত লাভ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদিগকে সত্যবাদীতার গুণে গুণান্বিত হইতে আদেশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত আবদুল্লাহ (ইব্নে মাস্উদ) (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা সত্যবাদিতাকে

আকড়াইয়া ধরো; কারণ, সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের দিকে লইয়া যায় আরর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ সত্য কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ সত্যবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার খাতায় (صِدِّيْق মহা সত্যবাদী) নামে আখ্যায়িত হয়। আর তোমরা মিথ্যাবাদিতা হইতে দূরে থাকো; কারণ, মিথ্যাবাদিতা মানুষকে পাপ-কার্যের দিকে হইয়া যায় আর পাপ-কার্য মানুষকে দোযখের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ মিথ্যা কথাা বলে এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার খাতায় (كَذَّابٌ মহা মিথ্যাবাদী) নামে আখ্যায়িত হয়।' উক্ত হাদীসকে ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্‌লিমও বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা (র)...হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, 'মিথ্যা কথাকে শ্রোতার নিকট সত্য কথা হিসাবে প্রতীয়মান করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে আর আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে।' অতঃপর হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) তাহার সঙ্গীদিগকে يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া বলিয়াছেন–উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোনো অবস্থায় কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে অনুমতি দিয়াছেন কি?'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) বলেন, وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ—তোমরা মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সঙ্গে থাকো।' যাহহাক (র) বলেন وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ—তোমরা আবূ বকর, উমর, ও তাহাদের সঙ্গীদের সহিত থাকো।' হাসান বস্‌রী বলেন—'যদি তুমি সত্যবাদী বান্দাদের দল-ভুক্ত হইতে চাও, তবে তোমাকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

(١٢٠) مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ
يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا
يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

১২০. মদীনাবাসী ও উহাদের পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের জন্য সংগত নহে আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় ভাবা; কারণ, আল্লাহর পক্ষে উহাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সংকর্ম হিসাবে গণ্য হয়। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমকাল নষ্ট করেন না।

তাফসীর ঃ মদীনাও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার যে সকল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–'মদীনার অধিবাসী মুসলমানগণের জন্যে এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অদিবাসী গ্রাম্য মুসলমানগণের জন্যে ইহা জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের জন্যে ইহাও জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের সহিত জিহাদের কষ্টে শরীফ না থাকিয়া বাড়ীতে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে। উহা করিলে তাহারা নিজদিগকে মহাপুরস্কার হইতে মাহ্রূম ও বঞ্চিত করিবে। কারণ, যাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহারা জিহাদের প্রতিটি কার্যের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে। মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হইয়া যে তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে, যে ক্লান্তি ভোগ করে, যে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করে, শত্রুর কোনো জনপদ যে মাড়ান মাড়াইয়া যায়—যাহা কাফিরদিগকে রাগান্বিত করিয়া দেয় এবং শত্রুর উপর যে বিজয় লাভ করে—উহাদের প্রতিটি অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে। যাহারা নেক আমল করে, আল্লাহ্ কোনোক্রমে তাহাদের পারিশ্রমিককে নষ্ট করেন না।'

وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ–'তাহারা কাফিরদের কোনো এলাকায় শিবির স্থাপন করিলে যাহা কাফিরদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়—উহার বিনিময়েও আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে।'

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ কখনো কোনোক্রমে নেককার বান্দাদের প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করেন না।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا যে ব্যক্তি নেক আমল করে, আমরা কখনো তাহার প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করি না।

আলোচ্য আয়াতে মুজাহিদদের যে নেক আমলসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, উহারা মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন ও উদ্ভূত নেক আমল।

শব্দার্থ ঃ (ظَمَأٌ) তৃষ্ণা। (نَصَبٌ) ক্লান্তি; কষ্ট; অবসাদ (مَخْمَصَةٌ) ক্ষুধা।

(١٢١) وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২১. এবং উহারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাহা উহাদের অনুক্ষণে লিপিবদ্ধ করা হয়— যাহাতে উহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারে

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন–'আর যাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহাদের জিহাদের অল্প বা বেশী অর্থ ব্যয় করা এবং জিহাদে তাহাদের কোনো উপত্যকা অতিক্রম করা— ইহাদের প্রতিটা কাজই লিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।'

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছন। পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আমলসমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ। কিন্তু উহাদের প্রতিটী অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিয়া রাখা হয়। (তাওবা-১২০)

পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত নেক আমলসমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

কিন্তু উহাদের প্রতিটি কার্যকেই লিখিয়া রাখা হয়। উপরোক্ত কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কার্যসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল; পক্ষান্তরে, পূর্ববতী আয়াতে উল্লেখিত অবস্থাসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ হইতে উৎপন্ন অবস্থা—যাহাদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে নেক আমল লিখিয়া রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে নেক আমলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উসমান (রা) উহার একটি বিরাট অংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি তাবূকের যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ মাল খরচ করিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন আহমদ (র)....হযরত আবদুর রাহ্মান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন—নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধের জন্যে মাল খরচ করিবার পক্ষে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। নবী করীম (সা)-এর উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হইয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন—'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ একশত উট প্রদান করিব।' পুনরায় নবী করীম (সা) উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন—'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান করিব।' অতঃপর নবী করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নামিয়া পুনরায় উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন-'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান করিব।' রাবী হযরত আবদুর রহমান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) বলেন, 'আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপে হাত নাড়াইয়া ঈশারা করিতে দেখিলাম।' এই স্থলে সনদের অন্যতম রাবী আব্দুস সামাদ বিস্মিত ব্যক্তির ন্যায় হাত নাড়াইয়া তাহার ছাত্রকে দেখাইয়াছেন। রাবী হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন—'আজিকার এই কার্যের পর উসমান যে কাজই করুক তজ্জন্য তাহার উপর কোনরূপ শাস্তি নাই।'

আবদুল্লাহ্ (র)....হযরত আবদুর রহ্মান ইব্নে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন— হয্রত উসমান (রা) এক হাযার দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা বিশেষ) কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) উহা দ্বারা তাবূকের যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ খরীদ করিলেন। রাবী সাহাবী বলেন, হযরত উসমান (রা) উক্ত দীনারগুলি নবী করীম (সা)-এর কোলে ঢালিয়া দিলেন। আমি নবী করীম (সা)-কে উক্ত দীনারগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিয়াছি এবং বলিতে শুনিয়াছি 'আজিকার দিনের পর (উসমান) ইব্নে আফ্ফান যে কাজ-ই করুক, উহা তাহার জন্যে ক্ষতিকর হইবে না (অর্থাৎ উহার জন্যে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না)।' নবী করীম (সা) কয়েক বার উহা বলিলেন।

কাতাদা (র) وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—কোনো মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্র পথে নিজ পরিবার-পরিজন হইতে যতোখানি দূরে যায়, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার তত খানি নৈকট্য লাভ করে।

(١٢٢) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوْٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

১২২. মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগতি নহে, উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হলেন যেন যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সর্তক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে।

তাফসীর ঃ অত্র আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একদল ব্যাখ্যাকার বলেন "আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত বিধান 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছিলেনঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا "তোমরা ধনী-নির্ধন, বাহন সংগ্রহে সমথ-অসমর্থ সকলেই জিহাদে বাহির হইয়া যাও" (তাওবা-৪১)।

আরো বলিয়াছিলেন ঃ

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا
يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ -

"মদীনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী গাম্য অধিবাসীগণ ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে এবং ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্টে রাখিয়া নিজেরা আরাম আয়েশে লিপ্ত থাকিবে।" (তাওবা-১২০)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে যাওয়া মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার সকল মুসলমানের উপর ফরয করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধানকে 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করিয়া দিয়াছেন।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন—"আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কোনো আয়াতকে 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করেন নাই; বরং উহাতে তিনি মুজাহিদদের—তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাইক— অথবা তাঁহার সঙ্গ ছাড়া জিহাদে যাউক—জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, জিহাদে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নহে; বরং মুসলমানদের

প্রত্যেক দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদে গেলেই চলিবে। তবে সকল মুসলমানই জিহাদে যাউক অথবা তাহাদের প্রত্যেক দলের একটা অংশ জিহাদে যাউক, তাহাদের জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে দুইটি ঃ একটি উদ্দেশ্য হইতেছে— তাহারা শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে; আরেকটি উদ্দেশ্য হইতেছে—তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গেলে জিহাদে থাকা অবস্থায় তাঁহার প্রতি যে সকল আয়াত নাযিল হয়, জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা গৃহে অবস্থানকারী লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাউক অথবা তাঁহার সঙ্গ ছাড়া জিহাদে যাউক সর্বাবস্থায় জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা গৃহে অবস্থানকারী লোকদিগকে শত্রুদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করিবে।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— আল্লাহ্‌র রাসূলকে একাকী মদীনায় রাখিয়া সকল মুসলমানের জিহাদে চলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে; অতএব আল্লাহ্‌র রাসূলকে একাকী মদীসায় রাখিয়া তাহারা সকলেই যেনো জিহাদে চলিয়া না যায়; বরং তাহাদের প্রত্যেক দল হইতে একটা অংশ যেনো জিহাদে যায় এবং অন্য আরেকটা অংশ যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করে। মুজাহিদ বাহিনীর জিহাদে থাকিবার কালে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি যে সকল আয়াত নাযিল হয়,তাহারা যেন তৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর মুজাহিদগণ জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা যেন তাহাদিগকে উক্ত জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী করে।

মুসলমানগণ যেন এইরূপে পালাক্রমে একদল জিহাদে যায় এবং আরেকদল আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীনী এলেম হাসিল করে। উপরোক্ত পন্থায় জিহাদ-প্রত্যাগত মুসলমানগণ গৃহে অবস্থানকারী মুসলমানদের নিকট হইতে দ্বীনী এলেম হাছিল করতঃ গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন 'একদা একদল লোক গ্রাম হইতে মদীনায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীনী এলেম হাসিল করতঃ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহারা সেখানে লোকদিগকে দ্বীনের কথা শিখাইবার কার্যে রত হইয়াছিল। তাহারা লোকদের নিকট হইতে মাল দৌলতও লাভ করিয়াছিল। এক সময়ে লোকেরা তাহাদিগকে বলিল তোমরা কেন মদীনায় অবস্থানকারী নিজেদের সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছ? ইহাতে তাহাদের মনে সংকোচ দেখা দিল এবং তাহারা মদীনায় নবী করীম (সা) এর নিকট ফিরিয়া গেল। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোল্লেখিত লোকদের গ্রামে গিয়া লোকদিগকে দ্বীনের কথা শুনানোকে সঠিক বলি

বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—মুসলমানদের প্রত্যেক দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক যেনো আল্লাহ্ রাসূলের নিকট হইতে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতঃ লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীনের কথা শুনায়। আশা করা যায়, লোকে তাহাদের চেষ্টায় পাপ হইতে দূরে থাকিবে এবং দ্বীনের পথে চলিবে।'

কাতাদাহ (র) বলেন,'নবী করীম (সা) যখন সাহাবীদিগকে যুদ্ধে পাঠাইতেন,তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা—যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও'আত দিতে পারে এবং তাহাদিগকে অতীতের জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহ্র আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন।'

যাহ্হাক (র) বলেন, 'নবী করীম (সা) নিজে যখন কোন যুদ্ধে যোগদান করিতেন, তখন কোন মুমিনের জন্যে ইহা জায়েয ছিল না যে, সে নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে; কিন্তু, যখন তিনি কোনো যুদ্ধে নিজে না গিয়া শুধু সাহাবীদিগকে পাঠাইতেন, তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে না গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা—যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও'আত দিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবূ তাল্হা (র) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'তিনি বলেন—আলোচ্য আয়াত জিহাদ সম্বন্ধেও নাযিল হয় নাই এবং উহাতে জিহাদ সম্পর্কিত কোনো বিধানও বর্ণিত হয় নাই। একদা নবী করীম (সা) মুযার (مُضَرُ) গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বদ দু'আ করিলেন। ইহাতে উক্ত গোত্রের লোকদের উপর আকাল ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসিল। ফলে উক্ত গোত্রের একেক শাখার সকল লোক একেকবার মদীনায় আসিয়া মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মুসলমান ছিল না। ইহাদিগকে খাওয়ানো সাহাবীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জানাইয়া দিলেন যে, মুযার গোত্রের এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নহে। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'তাহারা যেনো এইরূপে তাহাদের

কোনো শাখার সকল লোককে মদীনাতে না পাঠায়।' উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন—আরবের প্রত্যেক গোত্র হইতে একদল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট হইতে দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান দান করিবার পর তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের অন্য লোকদের নিকট দ্বীনের তাব্লীগের জন্যে পাঠাইতেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর উপদেশ অনুসারে স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে দাও'আত দিতেন এবং লোকদিগকে ইসলামের বিভিন্ন আহ্কাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষতঃ তাহারা লোকদিগকে সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাহারা লোকদিগকে দোযখের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করিতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধানই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইক্রামা (র) বলেন—নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে জিহাদ যাওয়া ফরয করিয়াছিলেন ঃ

إِنْ لَا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا - الاية - "যদি তোমরা জিহাদে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এবং

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ - الاية -

"মদিনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী গ্রাম্য লোকগণ ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে; আর তাহাদের জন্যে ইহাও অনুমোদিত নহে যে, তাহারা আল্লার রাসূলকে কষ্টে ফেলিয়া নিজেরা আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে" (তাওবা-১২০)।

ইকরিমা বলেন—উপরোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হইবার পর মুনাফিকগণ বলিতে লাগিল—'মরুভূমির গ্রামের অধিবাসীগণ (الْأَعْرَابُ)—যাহারা মুহাম্মাদের সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।' এই সময়ে মরুভূমির গ্রাম হইতে মদীনায় আগত একদল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতঃ নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দিতেছিলেন। উপরোক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ এই আয়াত এবং كَافَّةً - الاية
حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ -

"আর যাহারা তাহাদের নিকট তাহাদের প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহর তরফ হইতে হেদায়াত আসিবার পর আল্লাহ সম্বন্ধে হঠকারিতার সহিত তর্ক করে, তাহাদের যুক্তি আল্লাহ্র নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হইবে। আর তাহাদের উপর গযব পতিত হইবে এবং তাহাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।" এই আয়াত নাযিল করিলেন (শুরা-১৬)।

হাসান বসরী বলেন— (لِيَتَفَقَّهُوْا) অর্থাৎ-যাহারা যুদ্ধে যাইবে, তাহারা যাহাতে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বিজয় এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য.... ।'

(١٢٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৩. হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জানিয়া রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সহিত আছেন।

তাফসীর ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন—'তাহারা যেন সর্বপ্রথম ইসলামের কেন্দ্র মদীনার অধিকতম নিকটে অবস্থিত এলাকার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উক্ত নিয়মে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেন তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আরো আদেশ দিতেছেন। 'তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কালে যেন কঠোর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আরো বলিতেছেন—' আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।'

বস্তুতঃ নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং নবী করীম (সা) মদীনাতে ইস্লামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার পর সর্বপ্রথম আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক করিয়া জয় করিলেন। এই সব এলাকার মধ্যে ছিল— খায়বার, হিজ্র, মক্কা, ইয়ামামা, তায়েফ, ইয়ামান, হাযরা-মাওত ইত্যাদি। এইরূপে যখন আরব উপদ্বীপ বিজিত হইল এবং আরবদের বিভিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন তিনি আরব উপদ্বীপের বাহিরে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের আহ্লে-কিতাব জাতিসমূহের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন; কারণ রোমান সাম্রাজ্য-ই ছিল আরব উপদ্বীপের অধিকতম নিকটবর্তী এলাকা এবং আহ্‌লে-কিতাব জাতি সমূহ-ই ছিল ইস্‌লামের দাও'আত পাইবার অধিকতম যোগ্য ও হকদার। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) হিজরী নবম সনে মুসলিম বাহিনী সঙ্গে লইয়া 'তাবূক' নামক স্থানে পৌছিলেন। অবশ্য, তীব্র খাদ্যাভাব এবং মুসলিম বাহিনীর লোকদের অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে যুদ্ধ না করিয়া-ই নবী করীম (সা) তাঁহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি হিজরী দশম সনে বিদায়-হজ্জ পালন করিলেন। এবং বিদায় হজ্জের একাশি দিন পর দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া প্রিয়তম বন্ধু মহান আল্লাহর সন্নিধ্যে চলিয়া গেলেন।

নবী করীম (সা) এর ইন্তেকালের পর তাঁহার প্রিয়তম সাহাবী ও যোগ্যতম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুস্‌লিম উম্মাহ্'র তরীর হাল ধরিলেন। এই সময়ে এক ভয়াবহ উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া 'মুসলিম উম্মাহ'র তরীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহার আঘাতে এই তরী একদিকে ঝুকিয়াও পড়িয়াছিল; কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের হাতে উহাকে রক্ষা করিলেন। যাহারা ইস্‌লাম ও 'মুসলিম উম্মাহ্'কে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ফনা তুলিয়াছিল, হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা) তাহাদের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাহারা ইস্‌লাম ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ইস্‌লামের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। যাহারা যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে যাকাত প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। যাহারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাদিগকে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাত করিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট হইতে যে দায়িত্ব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পালন করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রুশের পূজারী রোমান খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এবং আগুনের পূজারী পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রচেষ্টার বরকতে রোমান সাম্রাজ্যের খৃস্টানদিগকে এবং পারসিক সাম্রাজ্যে অগ্নি-উপাসকদিগকে মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট কায়সার (قَيْصَرُ) এবং পারসিক সাম্রাজ্যের সম্রাট কেস্‌রা (كِسْرٰى) তাহাদের অনুগামীগণসহ মুসলমানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আল্লাহর তাহাদের ধন-দৌলত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত হইল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর ইন্তেকালের পর তৎকর্তৃক মনোনীত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সুবিশাল এলাকার কাফিরদিগকে মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। বিভিন্ন বিজিত এলাকা হইতে তাঁহার নিকট বিপুল গনীমাতের মাল আসিল এবং তিনি উহা যথাস্থানে ব্যয় করিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর মুহাজির ও আন্‌সারীগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার সময়ে ইস্‌লামী রাষ্ট্রের পরিধি অনেক ব্যাপক হইল। তাঁহার সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইস্‌লামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী করিলেন। সারকথা এই যে, নবী করীম (সা)–এর যুগ হইতে হযরত উসমান (রা)–এর যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে এবং পরবর্তীকালে কোন কোন নেককার খলীফার যুগে মুসলমানগণ আলোচ্য আয়াতের আদেশ অনুসারে একটি দেশ জয় করিবার পর তৎ-সন্নিহিত আরেকটি দেশ জয় করিয়াছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হইতে বিস্তৃতর করিয়াছেন।

وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً "হে মু'মিনগণ! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা কঠোর হইও। বস্তুতঃ পূর্ণ মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তাহার ভ্রাতা অন্য মু'মিনের প্রতি হইয়া থাকে নম্র ও বিনয়ী এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরের প্রতি হইয়া থাকে কঠোর ও শক্ত" (তাওবা–১২৩)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ

فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ–

"তবে অচিরেই আল্লাহ্ এইরূপ একটি জাতিকে (তোমাদের স্থানে) আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাহাকে ভালবাসিবে; যাহারা মু'মিনদের প্রতি হইবে নম্র ও বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর" (মায়িদা-৫৪)।

আরো বলিতেছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ – وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে— তাহারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে বিনয়ী।" (ফাতাহ্-২৯)। আলো বলিতেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ –

"হে নবী আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হন" (তাওবা-৭৩)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

اَنَا الضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ – আমি হাস্য-পরায়ণ যুদ্ধ-পরায়ণ। অর্থাৎ— 'নবী করীম (সা) মু'মিনদের প্রতি হাস্য-পরায়ণ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরায়ণ।'

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল করো; আর জানিয়া রাখো—যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁহার প্রতি অনুগত থাকো, তবে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন"(তাওবা ৩৬)।

বস্তুতঃ ইসলামের প্রথম তিন যুগের মুসলমানগণ—যাহারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্-এর মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্র অনুগত্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম— কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের যুগে বিপুল-সংখ্যক যুদ্ধ জয় ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের যুগে কাফিরগণ ছিল মুসলমানদের নিকট লাঞ্ছিত ও অবদমিত। অতঃপর আসিল মুসলমান রাজা বাদশাহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যুগ। তাহাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগে কাফিরগণ কখনো কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কোনো অংশ অধিকার করিয়াও লইয়াছে। এই যুগে কোনো কোনো খলীফা—যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিত, তাঁহার প্রতি অনুগত ছিল এবং তাঁহার প্রতি তাওয়াক্কুল করিত— অবশ্য তাহাদের তাক্ওয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিমাণ অনুযায়ী কাফিরদের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্র নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ পূর্বে ও পরে সর্বকালে সকল ক্ষমতা তাহারই হাতে রহিয়াছে।

(١٢٤) وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ
اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(١٢٥) وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ
وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের কেহ কেহ বলে, ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল? যাহারা মু'মিন ইহা তো তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

১২৫. অনন্তর যাহাদের অন্তরে ব্যধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত আরও কলুষযুক্ত করে এবং ইহাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—আল্লাহ্র তরফ হইতে যখন তাঁহার রাসূলের প্রতি কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক অপর মুনাফিকদিগকে বলে 'এই সূরা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে?' বস্তুতঃ

আল্লাহ্ যে সূরা-ই নাযিল করেন না কেনো, উহা মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে কোনো সূরা নাযিল হইলে তাহারা আনন্দিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনের ঈমান বাড়ে কমে এই বিষয়ের একটি বড় প্রমাণ পূর্ব-যুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ ফকীহ ও আহ্লে ইল্ম বলেন— 'মু'মিনের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।' একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ও ফকীহ্গণের সর্ব-সম্মত অভিমত এই যে, 'মু'মিনের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।' বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ -

"'আর যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে—আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ সূরা বরং তাহাদের অন্তরের রোগকে বৃদ্ধি করে" (তাওবা ১২৫)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আর আমরা এইরূপ বিষয় নাযিল করিয়া থাকি— যাহা মু'মিদের জন্যে আরোগ্য ও রহ্মাত। উক্ত বিষয় হইতেছে—আল কুর্আন। আর উহা যালিমদের জন্যে শুধু ধ্বংস ও গোমরাহী বৃদ্ধি করে" (বানী-ইসরাইল-৮২)।

আরো বলিতেছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ - وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى - أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ -

"আপনি বলুন উহা যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের জন্যে হেদায়াত ও আরোগ্য। আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা আর উহা তাহাদের জন্যে গোমরাহী তাহাদিগকে যেনো দূরবর্তী স্থান হইতে ডাকা হইতেছে" (হা-মিম সেজদা-৪৪)।

বস্তুতঃ সত্য-দ্বেষী কাফিরদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, যে বিষয় (অর্থাৎ আল-কুরআন) মানুষের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ দূর করিয়া দেয়, উহা তাহাদের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ বাড়াইয়া দেয়। জড় জগতেও আমরা দেখি কোনো কোনো পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য কোনো কোনো শ্রেণীর রোগীর জন্যে ক্ষতিকর ও রোগ বৃদ্ধিকর হইয়া থাকে।

(١٢٦) اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

(١٢٧) وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১২৬. উহারা কি দেখে না যে, প্রতি বৎসর উহারা দু'একবার বিপর্যস্ত হয়? ইহার পরও উহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

১২৭. অনন্তর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কি ? অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন— এই সকল মুনাফিক কি দেখে না যে, 'প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার তাহাদের উপর বিপদ নাযিল করা হয়।' এতসত্ত্বেও তাহারা কুফ্র ও নিফাক হইতে ফিরিয়া আসে না এবং বিপদ হইতে উপদেশ গ্রহণ করে না।

মুজাহিদ (র) বলেন— (يُفْتَنُوْنَ) অর্থাৎ তাহাদের উপর অভাব ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসে। কাতাদা (র) বলেন -(يُفْتَنُوْنَ) অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্যে আহ্বান জানাইয়া পরীক্ষা করা হয়। শরীক (র)....হযরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ – الاية) (তাওবা ১২৬)

তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রতি বৎসর-ই দুই একটি মিথ্যা প্রচারণা আমাদের কানে আসিত এবং একদল লোক উহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পথ ভ্রষ্ট হইত।'

ইমাম ইব্নে জারীর উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ অমঙ্গল বাড়িতেছে-ই, মানুষের মধ্যে কৃপণতা ক্রমেই বেশী পরিমাণে দেখা যাইতেছে আর পরবর্তী বৎসর পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা অধিকতর মন্দ হইতেছে। হযরত আনাস (রা) বলেন— 'আমি উহা তোমাদের নবীর নিকট হইতে শুনিয়াছি।'

ثُمَّ انْصَرَفُوْا অর্থাৎ -'অতঃপর, তাহারা সত্যকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।' (তাওবা-১২৭) এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ - فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ -

"তাহাদের কী হইল যে, তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? তাহারা যেনো বন্য গাধা যাহারা বাঘের তাড়া খাইয়া ভাগিয়া আসিয়াছে" (মুদ্দাসসির-৪৯)।

আরো বলিতেছেন ঃ-

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ - عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ -

"যাহারা কুফ্‌র করিয়াছে— তাহাদের কী হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে? ডানে বামে ঝুকিয়া পাড়িতেছে" (মা'আরিজ-৩২)।

ثُمَّ انْصَرَفُوْا - صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

'অতঃপর তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। যেহেতু তাহারা জ্ঞান বিদ্বেষী জাতি, তাই আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে সত্য-বিমুখ করিয়া দিয়াছেন।' (তাওবা ১২৭)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ-

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ -

"অতঃপর যখন তাহারা বক্র হইয়া গেল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে বক্র করিয়া দিলেন, কারণ, তাহারা একটা জ্ঞান-বিদ্বেষী জাতি। আল্লাহ্ তা'আলা ফাসিক জাতিকে হিদায়াত করেন না।"

(١٢٨) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

(١٢٩) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

১২৮. তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের একজন রাসূল আসিয়াছেন। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।

১২৯. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তুমি বলিও, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাহার দান ও ইহসানের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে হইতেই তোমাদের ভাষায় তোমাদের নিকট এইরূপ একজন রাসূল আগমন করিয়াছে— এইরূপে হযরত ইব্রাহীম (আ) দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ "হে আমাদের রব! আর আপনি তাহাদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়া দিন।" (বাক্বারা-১২৯)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; কারণ, তিনি তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন" (আলে-ইমরান-১৬৪)।

অনুরূপভাবে হযরত জা'ফার ইব্নে আবূ-তালেব (রা) নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট এবং হযরত মুগীরা ইব্নে শো'বা (রা) পারস্য সম্রাট কেস্রা-এর প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছিলেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হইতে এইরূপ এক ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন— যাহার বংশ পরিচয়, গুণাবলী স্বভাব-চরিত্র, কার্য-কলাপ, সত্যবাদীতাও বিশ্বস্ততা আমাদের জানা রহিয়াছে।' অতঃপর এ স্থলে রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত রহিয়াছে। সুফিয়ান ইবন উয়াইনা... (র) মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (তাওবা ১২৮)

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (র) বলেন— 'নবী করীম (সা)-এর কোন পূর্ব পুরুষকেই জাহেলী যুগে প্রচলিত ব্যভিচার স্পর্শ করে নাই। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— আমার সকল পূর্ব-পুরুষই বিবাহের মাধ্যমে জন্ম লাভ করিয়াছে; তাহাদের কেহই ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মলাভ করে নাই। উক্ত রেওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত সনদেও বর্ণিত হইয়াছে— হাফিয আবূ মুহাম্মদ রামহুরমুযী (র)...আলী হইতে (اَلْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْوَاعِيْ) নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আলী (রা) বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত আমার বংশের সকল ব্যক্তি-ই বিবাহের মাধ্যমে জন্মলাভ করিয়াছে; তাহাদের কেহই জাহেলী যুগে প্রচলিত ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে নাই।

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 'তোমরা যে বিপদ ও কষ্ট ভোগ করো, তাহা যে রাসূলের নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ঠেকে।'

নবী করীম (সা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— আমি আসান দ্বীনসহ প্রেরিত হইয়াছি।

অনুরূপভাবে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— 'নিশ্চয় এই দ্বীন হইতেছে আসান দ্বীন আর উহার সকল বিধি-বিধান-ই হইতেছে সেই ব্যক্তির জন্যে সহজ, আসান ও পূর্ণাঙ্গ যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলা উহাকে আসান করিয়াছেন।'

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 'যে রাসূল তোমাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে এবং তোমাদিগকে দুনিয়ার উপকার এবং আখিরাতের উপকার— উভয় প্রকারের উপকার পৌঁছাইবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।'

তাবরানী (র)....আবূ যর গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদিগকে এমনকি আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন। আর নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে সকল বিষয় মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাদের প্রতিটি বিষয়ই তোমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন— 'আল্লাহ তা'আলা যত বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধেই উহাকে হারাম করিবার পূর্বে জানিতেন যে, তাঁহার কোনো না কোনো বান্দা উহা করিতে চেষ্টা করিবে।' আর আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া পিছনে টানিয়াছি— যাহাতে তোমরা কীট-পতঙ্গের আগুনে ঝাপাইয়া পড়িবার ন্যায় দোযখের আগুনে ঝাপাইয়া না পড়ো।

হযরত ইমাম আহমদ (র)...ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরেশতা আসিলেন। তাহাদের একজন বসিলেন নবী করীম (সা)-এর পায়ের কাছে এবং অন্যজন বসিলেন তাঁহার শিয়রের কাছে। প্রথম ফিরিশতা দ্বিতীয় ফিরিশতাকে বলিলেন, 'এই নবী ও তাহার উম্মতের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' ইহাতে দ্বিতীয় ফিরিশতা বলিলেন, এই নবী ও তাঁহার উম্মতের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এইঃ একদল ভ্রমণকারী পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটি প্রান্তরের প্রান্তে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিবার পর তাহাদের খাদ্য ও পানি ফুরাইয়া গেল। এই অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অথবা পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া কোনোটিই তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। এই সময়ে

সু-পোশাক পরিহিত একটা লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল—আমি যদি তোমাদিগকে সবুজ শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে লইয়া যাই, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে যাইবে? তাহারা বলিল— 'হাঁ আমরা আপনার সঙ্গে যাইব।' লোকটি তাহাদিগকে সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে লইয়া গেল। তাহারা তৃপ্তির সহিত উদ্যানসমূহের ফল খাইয়া এবং জলাধারসমূহের পানি পান করিয়া নিজেদের শরীরকে নাদুশ-নুদুশ বানাইল। লোকটী তাহাদিগকে বলিল আমি কি তোমাদিগকে দূরবস্থার মধ্যে পতিত পাইয়া এই সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে আনি নাই? তাহারা বলিল হাঁ ; তাহা-ই করিয়াছেন।' লোকটি বলিল— তোমাদের সম্মুখে এতদপেক্ষা অধিকতর সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং এতদপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহ রহিয়াছে। চলো তোমাদিগকে উহাদের নিকট লইয়া যাই।' ইহাতে তাহাদের মধ্য হইতে একদল বলিল, 'তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের সহিত যাইব।' আরেক দল বলিল, আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমরা এখানেই থাকিব।'

বাযযার (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— 'একদা জনৈক গ্রাম-বাসী (إِعْرَابِيٌّ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া কোনো প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য চাহিল। রাবী ইক্‌রিমা বলেন 'আমার মনে পড়ে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এ স্থলে বলিয়াছেন— লোকটি হত্যার জরিমানার টাকা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনে নবী করীম (সা)-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিল। নবী করীম (সা) তাহাকে কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিলাম। সে বলিল— 'না; আর আপনি ভালো কাজ করেন নাই।' ইহাতে কিছু সংখ্যক সাহাবী তাহার উপর রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া অপমানিত করিতে উদ্যত হইলেন। নবী করীম (সা) ইশারায় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাকে তথায় ডাকিয়া নিয়া বলিলেন 'তুমি আমার নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছ। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়াছি; এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা বলিয়াছ।' অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে আরো কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন— এবার তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছি তো? সে বলিল— হাঁ; আল্লাহ আপনাকে ভালো পুরস্কার—আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দান করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন 'তুমি আমার নিকট অর্থ- সাহায্য চাহিয়াছ। আমি তোমাতে সাহায্য দিয়াছিও; এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যাহা বলিয়াছে, তাহা বলিয়াছ। তোমার কথায় আমার সহচরদের মনে তোমার উপর রাগ আসিয়াছে। তুমি তাহাদের নিকট গেলে এখন আমার সম্মুখে যাহা বলিলা, তাহাদের সম্মুখে তাহা বলিও। তুমি এইরূপ করিলে

তোমার প্রতি তাহাদের রাগ দূর হইবে।' সে বলিল—' আমি আপনার আদেশ পালন করিব।' অতঃপর সে সাহাবীদের নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন— তোমাদের এই সঙ্গীটি আমার নিকট আসিয়া কিছু অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছু সাহায্য দিয়াছিলাম। তৎপর সে যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিয়াছিল। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া আরো সাহায্য দিয়াছি। উহাতে সে বলিয়াছে যে, সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কি হে আ'রাবী (অর্থাৎ— গ্রাম্য লোক)। ঘটনা এইরূপ নহে কি? লোকটি বলিল, হাঁ ঘটনা এইরূপই। 'আল্লাহ আপনাকে ভালো পুরস্কার— আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোষ্ঠী দান করুন।' নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন— আমার অবস্থা এবং এই গ্রাম্য লোকটির অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এই ঃ একটি লোকের একটি উট ছিল। একদিন উটটি মালিকের প্রতি অবাধ্য হইয়া তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া অন্য লোকেরা উহাকে নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্যে উহার পিছনে ছুটাছুটি করিল; কিন্তু, ফল দাঁড়াইল বিপরীত। উটটি ভাগিয়া আরো দূরে চলিয়া গেল। এতদ্দর্শনে উটের মালিক বলিল— 'আমাকে উটটি বাগে আনিতে দাও; কারণ, আমি উহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল এবং উহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি-ই অধিকতর ওয়াকেফহাল রহিয়াছি।' এই বলিয়া সে উটটিকে খাওয়াইবার জন্যে কিছু ঘাস হাতে লইয়া উহাকে ডাকিল। ইহাতে উটটি তাহার নিকট আসিল। তখন সে উহার পিঠে গদী লাগাইল। এই গ্রাম্য লোকটি যখন অশোভন কথা বলিয়াছিল, তখন যদি আমি তাহার সহিত তোমাদের আচরণের ন্যায় আচরণ করিতাম, তবে সে দোযখে প্রবেশ করিত।

উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম বায্যার উহা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত রেওয়ায়াত উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে— এইরূপ কথা আমার জানা নাই।' আমি (ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি— 'উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল; কারণ, উহার অন্যতম রাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌নে হাকাম ইব্‌নে আব্বান একজন দুর্বল রাবী।' আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ 'যে রাসূল মু'মিনদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দয়াশীল।' (তাওবা-২২৫)

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর যাহারা আপনাকে অনুসরণ করে, সেই মু'মিনদের প্রতি আপনি সদয় ও স্নেহ-পরায়ণ হউন। (শু'আরা ২১৫)।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ – عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে আপনি বলেন আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট; তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছি। আর তিনি মহান আরশের প্রভু।" (তাওবা ১২৯)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেনঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ –

"এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাহারা আপনার প্রতি অবাধ্য হয়, তবে আপনি বলেন ঃ উহা হইতে আমি নিশ্চয় দূরে অবস্থানকারী। আর আপনি পরাক্রমশীল দয়াময় আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন।" لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ – عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ – لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ – فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا –

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই; অতএব, আপনি তাহাকে কর্ম-ব্যবস্থাপকরূপে গ্রহণ করুন" (মুয্যাম্মিল-৯)।

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ 'আর তিনি হইতেছেন সকল বস্তুর মালিক ও স্রষ্টা ; কারণ তিনি মহান আরশের প্রভু। উক্ত আরশ হইতেছে সকল সৃষ্টির ছাদ। সকল সৃষ্টি উহার-ই নীচে অবস্থিত। সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার কুদ্‌রতের আওতার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিধান সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এবং তিনি সকল বস্তু ও কার্যের ব্যবস্থাপক (وَكِيْل)।'

ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন 'কুরআন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াতদ্বয় হইতেছে ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ – إِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ –

আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইমাম আহমদ (র)....হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর খেলাফতের যুগে সাহাবীগণ একাধিক খন্ডের আকারে কুর্‌আন মাজীদকে সংকলিত করেন। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) একদল সাহাবীর সম্মুখে ধীরগতিতে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ উচ্চারণ করিতেন আর তাহারা উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিতেন। তাহারা লিখিতে লিখিতে যখন, (ثُمَّ انْصَرَفُوْا – صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ – الاية) এই আয়াতাংশে পৌঁছিলেন,

তখন ভাবিলেন— 'উহা কুর্‌আন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ অংশ।' ইহাতে হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) বলিলেন— নবী করীম (স) আমাকে উক্ত অংশের পরও নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ – الايتان –

তিনি আরো বলিলেন উক্ত আয়াত দুইটি হইতেছে কুর্‌আন মাজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ অংশ কুরআন মাজীদের সর্ব প্রথমে অবতীর্ণ আয়াতেও 'আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই' এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন আর উহার সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতেও তিনি উপরোক্তরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কুর্‌আন মাজীদের সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে এই আয়াত– وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ – (আম্বিয়া-২৫)

উক্ত রেওয়ায়াতটিও উপরোক্ত মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)....আব্বাদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন হযরত হারেস ইব্‌নে খোযায়মা (রা) সূরা-ই বারাআত এর – لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ – الايتان – এই শেষ আয়াত দুইটি লইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিলন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন— উহা যে কুরআন মাজীদের আয়াত তোমার এই দাবীর সমর্থক কে আছে? হযরত হারেস ইব্‌নে খোযায়মা (রা) বলিলেন— তাহা আমার জানা নাই; তবে আল্লার কসম! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, উক্ত আয়াতদ্বয় আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়া স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছি।' হযরত উমর (রা) বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি, যে, আমি উহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি।' অতঃপর তিনি (হযরত উমর (রা) বলিলেন—উক্ত অংশটি তিন আয়াত হইলে আমি নিশ্চয় উহাকে স্বতন্ত্র একটি সূরা হিসাবে স্থাপন করিতাম। এখন তোমরা কুরআন মাজীদের একটি সূরাকে বাছিয়া উক্ত আয়াত দুইটি উহাতে স্থাপন করো।' ইহাতে সাহাবীগণ এই আয়াত দুইটিকে সূরা-ই বারাআত (সূরা-ই-তাওবা)-এর সর্বশেষে স্থাপন করিলেন।'

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা)-ই হইতেছেন সেই ব্যক্তি যিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে কুর্‌আন মাজীদ সংকলন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রা)কে কুরআন মাজীদের সকল আয়াতকে সংগ্রহ করতঃ ইহাদিগকে একটি মাত্র গ্রন্থের আকারে সংকলিত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ এবং তাঁদের সহকর্মী সাহাবীগণ কুর্‌আন মাজীদের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন আর হযরত উমর (রা) উক্ত কার্য তদারক করিতেন।'

সহীহ্ রেওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রা) বলেন আমি সূরা-ই বারাআত-এর শেষ অংশে খোযায়মা ইবনে সাবেত অথবা আবূ খোযায়মা-এর নিকট পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, একদল সাহাবী এই বিষয়টি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আলোচনা করিয়াছিলেন।' হযরত খোযায়মা ইব্‌নে সাবেত যখন সর্বপ্রথম সাহাবীদের নিকট উক্ত অংশকে উপস্থাপিত করেন, তখন তিনিও তাহাদের নিকট উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ-দার্‌দা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ-দারদা (রা) বলেন- 'যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সাত বার করিয়া

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

এই আয়াতাংশটা তিলাওয়াত করিবে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া দিবেন।' ইবন আসাকির (র) হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে আবূ সা'দ মুদরিক ইবনে আবূ সা'দ আল-ফাযারী আবূ যুরআ দামেস্কী প্রমুখ রাবীগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত আবূ দার্‌দা (রা) বলেন- 'যে ব্যক্তি সাতবার

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

এই আয়াতাংশ তেলাওয়াত করিবে সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক আর না করুক'— আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া দিবে। সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক আর না করুক'— উক্তি কথাটা কোন রাবীর নিজস্ব প্রক্ষিপ্ত-যাহা মূল রেওয়ায়াত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা একটা অদ্ভুত ও অগ্রহণযোগ্য কথা। এই রিওয়ায়াতটি আবদুর রায্‌যাকের সংকলনে আবূ মুহাম্মদ বর্ণনা করেন আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রায্‌যাক হইতেও সে তাহার দাদা আবদুর রায্‌যাক ইবনে উমর হইতে তাহারই সনদে এবং তিনি উহার মারফূ হাদীসরূপে উপরোক্ত আয়াতটির কথা (উহাকে বিশ্বাস করুক আর না করুক) সহ বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

সূরা ইউনুস

মক্কী ১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ
الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

২. মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাহাদিগেরই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা! কাফিরগণ বলে 'এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর'!

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে বিদ্যমান মুক্বাত্তা'আত হরূফ اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ সম্পর্কে সূরা বাক্বারা-এর শুরুতেই পূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আবূয যুহা (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে الٓر এর অর্থ বর্ণনা করেন اَنَا اللّٰهُ اَرٰى অর্থাৎ আমি আল্লাহ সব কিছুই দেখিতে পারি। যাহ্‌হাক এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ এইগুলো মুহকাম ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী পবিত্র কুরআনের আয়াত। হযরত মুজাহিদ (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হযরত হাসান (র) বলেন আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও যাবূর গ্রন্থদ্বয় বুঝান হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন اَلْكِتٰبُ দ্বারা পবিত্র কুরআনের পূর্বে অবতারিত সমস্ত এলহামী গ্রন্থসমূহ বুঝান হইয়াছে। কিন্তু কাতাদাহ (র) এর এ মতের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা মানুষের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করায় বিস্ময় প্রকাশকারী কাফিরদের বিস্ময় প্রকাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যেমন তিনি পবিত্র কুরআনের অন্যত্র পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়া তাহাদের বক্তব্যের অসারতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলিত اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا একজন মানুষই কি আমাদের হেদায়াত করিবে (তাগাবুন-৪)। হযরত হূদ ও সালেহ (আ) তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিলেন اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ— তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যিকির অবতারণ করা হইয়াছে তাহাতে কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ? ('আরাফ-২৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদের বক্তব্য সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাহারা বলে اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ অর্থাৎ—সে তো (মুহাম্মদ (সা)) সমস্ত ইলাহদিগকে একই ইলাহে পরিণত করিয়াছে। এতো বড়ই আশ্চার্যের ব্যাপার (সোয়াদ-৫)। হযরত যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করিয়া পাঠাইলেন, তখন আরবের লোকেরা তাহা অস্বীকার করিয়া বসিল এবং বলিল, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলরূপে প্রেরণ করিবেন, আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ইহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ইহাতে আশ্চার্যের কি আছে?

(اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ) قَدَمَ صِدْقٍ এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ। আয়াতের মধ্যে قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ, পূর্বেই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন, قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ, পূর্বে কৃতকর্মের দরুন প্রতিফল লাভ করা। যাহ্হাক রবী ইবনে আনাস ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উদ্ধৃত আয়াত আল্লাহ তা'আলার অপর বাণী لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا এর সাদৃশ্য (কাহাফ-২)। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ এর মধ্যে قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ নেক আমলসমূহ অর্থাৎ—

তাহাদের সালাত সাওম ও যাকাৎসমূহ এবং তাসবীহসমূহ। আর নবী করীম (সা) এর সুপারিশ। যায়দ ইবনে আসলাম ও মুকাতিল (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ করিয়াছেন سَلَفَ صِدْقٍ আল্লামা ইবনে জরীর (র) মুজাহিদ এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্বে নেক কৃতকর্মসমূহ। যেমন বলা হইয়া থাকে لَهُ قَدَمٌ فِى الْإِسْلَامِ অর্থাৎ সে পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত হাস্সান (র)-এর নিম্নের কবিতাও একই অর্থ বহন করে।

لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا إِلَيْكَ وَخَلْفُنَا + لِأَوَّلِنَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَابِعُ অর্থাৎ—আমাদের কার্যাবলি ও আবার অনুষ্ঠান তোমাদের প্রতি সত্যের উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী।

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তাহাদের মধ্যে হইতেই তাহাদের ন্যায় একজন মানুষকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি এতদসত্ত্বেও তাহারা একথা বলে, "এ লোকটি তো একজন প্রকাশ্য যাদুকর।" এ ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (ইউনুস-২)।

(٣) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
اِذْنِهٖ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাহার 'ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একথা জানাইয়াছেন যে তিনিই সমগ্র জগতের প্রতিপালক। তিনিই মাত্র ছয়দিনে সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সে দিনগুলি কি রকম দিন ছিল, সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে সে দিনগুলি আমাদের দিনের মতই ছিল আবার এক হাজার বছরের ন্যায় এক দিন ছিল এমন মতও প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আরশও আল্লাহ্র সৃষ্টসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় সৃষ্টি যা আকাশ ও পৃথিবীর ছাদের ন্যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতিম (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে হামযাহ (র) সা'দ-তায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। ওহ্ব ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নূর দ্বারা আরশ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি গরীব। يُدَبِّرُ الْأَمْرَ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় সৃষ্টের কার্য পরিচালনা করেন (রা'আদ-৩) لَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلَافِى الْأَرْضِ অর্থাৎ কোন এক বিষয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধা প্রদান করে না (সাবা-৩)। কোন ব্যাপারেই তাহার কোন ভুল সংঘটিত হয় না। এবং তাহার নিকট বার বার প্রার্থনা করিলেও তিনি সংকুচিত হন না। পাহাড়, পর্বত সমুদ্র জংগল ও বড় বড় বসতির ব্যবস্থাপনা তাহাকে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দান ও ব্যবস্থাপনা হইতে বিরত রাখে না। وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا الخ অর্থাৎ— যমীনের ওপর অবস্থিত যাবতীয় প্রাণীর রুজীর দায়িত্ব কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের (হূদ-৬) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ— গাছ হইতে যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়িয়া যায় না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবগত আছেন। যমীনের অন্ধকার গহ্বরে পতিত বীজ এবং যাবতীয় তাজা ও শুষ্ক বস্তুর জ্ঞান লওহে মাহফূযে নির্ধারিত রয়েছে (আন'আম-৫৯)।

আল্লামা দারাওয়ারদী (র) সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা'বা ইবনে উজরাহ। (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন (ইউনুস-৩) অবতীর্ণ হইল। তখন আরবীদের মত মনে হইল এমন একটি কাফেলার সাক্ষাৎ হইল। লোকেরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা জ্বীন এই আয়াতের কারণেই আমরা শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এই হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন مَامِنْ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ অর্থাৎ কেহই তাহার অনুমতি ব্যতিত সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহর উদ্ধৃতবাণী তাহার অপর বাণী مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ এর অনুরূপ।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ তিনি তো সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর। অর্থাৎ রব ও প্রতিপালক যখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহই নয়। অতএব ইলাহ হওয়ার অধিকারও অন্য কাহার নাই।

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ—হে মুশরিক সম্প্রদায়। তোমরা কি এ বিষয় কিছুই বুঝনা যে সৃষ্টিকর্তা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা তোমরাও স্বীকার কর যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ অর্থাৎ— যদি তোমরা মুশরিকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে কে? তবে নিশ্চিত ভাবে তাহারা বলিবে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। (আনকাবুত-৬১)। অনুরূপভাবে ইরশাদ হইয়াছে قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান ও মহান আরশের প্রতিপালক কে? তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ। অতএব তোমরা কি তাঁহাকে ভয় কর না? (মু'মিনুন-৮৬)। যখন একথা প্রমাণিত যে আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। অতএব ইবাদত কেবল তাহারই প্রাপ্য অন্য কাহারো নয়।

(٤) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৪. তাহার নিকট তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরী করিত বলিয়া তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে কিয়ামত দিবসে সমস্ত মখলূকেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, যেমন তিনি সমস্ত মখলূককে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট একত্রিত করিবেন। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন বরং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইরশাদ হইয়াছে وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আর দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর তাহার পক্ষে তাহা সহজতর (রূম-২৭)।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের সাথে পূর্ণ প্রতিফল ও কর্মবিনিময় প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন প্রতিফল প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না (ইউনুস-৪)।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ— কাফিরদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে নানা প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে যেমন উত্তপ্ত হাওয়া উত্তপ্ত পানি ইত্যাদি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা স্বাদ গ্রহণ করুক উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ (সোয়াদ-৫৭-৫৮)। আরো ইরশাদ হইয়াছে هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ অর্থাৎ—এই হইল সেই জাহান্নাম যাকে কাফির দল অস্বীকার করিত এবং তাহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে (রহমান-৪৩)।

(٥) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(٦) اِنَّ فِىْ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

৫. তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মনযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

৬. দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহান ক্ষমতা ও সু-বিশাল রাজত্বের নিদর্শনসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যের কিরণকে তিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং চন্দ্রের আলোককে তিনি নূর বানাইয়াছেন। অর্থাৎ সূর্যের আলো ও চন্দ্রের আলো এক রকম নয়। উভয় প্রকার আলোর মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র যেন একটি অন্যটির সাথে মিলিত না হয়ে যায়। দিনের বেলা সূর্যের প্রাধান্য ও রাতের বেলা চন্দ্রের রাজত্ব। চন্দ্র-সূর্য উভয়টি নভমন্ডলের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা সূর্যের জন্য কোন গতিপথ নিধারণ করেন নি কিন্তু চাঁদের জন্য কয়েকটি গতিপথ নির্ধারণ করিয়া

দিয়াছেন। আবার প্রথম তারিখ যখন চন্দ্র উদয় হয় তখন উহা হয় অতি ক্ষুদ্র— অতঃপর ধীরে ধীরে উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আকারে বড় হয় এমনকি পরে পূর্ণ গোলাকার হইয়া যায়। অতঃপর ধীরে ধীরে ছোট হইতে থাকে এমনকি এক সময় উহা প্রথমাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ - لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا
اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থাৎ—আর চন্দ্রের জন্য আমি কয়েকটা কক্ষ পথ নির্ধারণ করিয়াছি, এমন কি উহা চলিতে চলিতে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় হইয়া যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলা সম্ভব নয় আর রাত ও দিনের পূর্বে আসিতে পারে না প্রত্যেকেই স্বীয় কক্ষে ভাসিয়া বেড়ায় (ইয়াসীন-৩৯-৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا অর্থাৎ— সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই নিজ নিজ হিসাব আছে (আন'আম-৯৬)। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ এই আয়াত দ্বারা একথা বলা হইয়াছে যে সূর্য দ্বারা দিনের পরিচয় ঘটে আর চন্দ্রের প্রদক্ষিণে মাস ও বছরের হিসাব করা সম্ভব হয়, مَاخَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বিনা ফায়দায় সৃষ্টি করেন নাই বরং এ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করার মধ্যে বিরাট হিকমত ও ফায়দা রহিয়াছে (ইউনুস-৫) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ— আমরা আসমান যমীন ও উভয়ের মাঝে বিদ্যমান বস্তসমূহকে বাতিল ও বে-ফায়দা সৃষ্টি করি নাই। ইহা হইল কাফিরদের কেবল ধারণা মাত্র। অতএব কাফিরদের জন্য হউক দোযখের ধ্বংস (সোয়াদ-২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ - فَتَعَالَى اللّٰهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

অর্থাৎ—তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বিনা ফায়দার সৃষ্টি করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে না। আল্লাহর সত্তা এরূপ কাজ হইতে অনেক উর্ধ্বে— তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি সম্মানিত আরশের অধিকারী (মু'মিনূন -১১৫-১১৬)।

نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ অর্থাৎ— দলীর ও নির্দশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য। اِنَّ فِى الْاِخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ অর্থাৎ— রাত ও দিনের আবর্তনে বিবর্তনে অর্থাৎ— যখন একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে আর যখন আর একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে (ইউনুস-৬)। যেমন, আল্লাহর তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ— রাত্র দিনের ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং দিন রাত্রের ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কিন্তু সূর্যের চন্দ্রের সাথে সংঘর্ষ করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না ('আরাফ-৫৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا আল্লাহ তা'আলা ঊষা সৃষ্টিকারী এবং রাতকে করিয়াছেন প্রশান্তির সময়কাল (আন'আম-৯৬)। তিনি আসমান ও যমীন এবং আরো যা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এ সমস্তই তাঁহার মহান সত্তারই নির্দশন। ইরশাদ হইয়াছে وَكَاَيِّنْ مِنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ— আসমান ও যমীনে আল্লাহর ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে (ইউসুফ-১০৫)। قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ হে নবী! (সা) আপনি কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখতো আসমান যমীনে আল্লাহর শক্তির কতই না নির্দশন রহিয়াছে এবং কাফিরদিগকে সতর্ক করিবার জন্য কত না দলীল প্রমাণ বিদ্যমান আছে (ইউনুস-১০১)। ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ—তাহারা আসমান-যমীনে তাহাদের আগে পশ্চাতে কি দৃষ্টিপাত করে না (সাবা-৯)? ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ। অর্থাৎ— আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে (আলে-ইমরান-১৯০)। এবং এই স্থানে বলেন لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ অর্থাৎ— নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর শাস্তি, অসন্তুষ্টি ও আযাবকে ভয় করে তাহাদের জন্য (ইউনুস-৬)।

(৭) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝

(৮) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৭. যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল।

৮. উহাদিগেরই আবাস অগ্নি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য।

তাফসীর ঃ যে সমস্ত লোক আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না বরং কিয়ামতে আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোকদের সম্পর্কেই খবর দিয়াছেন।

হযরত হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি কিয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফিররা না তো তাহাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করিতে পারিয়াছে আর না তাহাদের পার্থিব জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, অথচ সেই অবস্থায়ই তাহারা সন্তুষ্ট রহিয়াছে আর তাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হইতে বে-খরব। অতএব তাহারা সেই নির্দশনসমূহ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করিতেছে না। আর শরীয়তের বিধানও পালন করিতেছে না সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাহাদের কর্মফল হিসাবে জাহান্নামই তাহাদের ঠিকানা হইবে। আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ও পরকালের অস্বীকৃতি ছাড়াও তাহারা অন্যান্য আরো যে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে ইহাই তাহার উপযুক্ত বদলা।

(৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

(১০) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৯. যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের ঈমান হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে।

১০. সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে, 'হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র এবং সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম, এবং তাহাদিগের শেষধ্বনি হইবে, প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য!

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যশালী লোক যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসূল-সমূহকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাঁহাদের নির্দেশসমূহ পালন করিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের সম্পর্কে খবর দিয়াছেন যে তিনি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। بِإِيْمَانِهِمْ -এর بِا-এর মধ্যে দুইটি সম্ভাবনা রহিয়াছে بِ হরফে যারটি سَبَبِيَّة (কারণমূলক) হইতে পারে তখন ইবারত এইরূপ হইবে بِسَبَبِ أَيْمَانِهِمْ فِى الدُّنْيَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ। অর্থাৎ— পৃথিবীতে তাহাদের ঈমান আনয়নের কারণে কিয়ামতে পুলসিরাতে পার করাইয়া দিবেন অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর بِا হরফে যারটি اِسْتِعَانَه (সাহায্যমূলক) এর জন্যও হইতে পারে। হযরত মুজাহিদও এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ এর তাফসীরে বলেন يَكُوْنُ لَهُمْ نُوْرٌ يَّمْشُوْنَ بِهِ অর্থাৎ— তাহাদের জন্য নূর হইবে যাহারা সাহায্যে তাহারা চলিতে থাকিবে (ইউনুস-৯)।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের আমল সুন্দর প্রতিকৃতিররূপ ও সুগন্ধিযুক্ত বায়ুরূপ ধারণ করিবে। যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে তখন সেই সুন্দর প্রতিকৃতিসমূহ তাহাদের সম্মুখ দিয়ে চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সুসংবাদ দান করিতে থাকিবে। তখন সে সৎ লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কাহারা? তাহারা উত্তরে বলিবে, আমরা তোমার নেক আমলসমূহ, অতঃপর তাহারা তাহার সম্মুখে নূরের রূপ ধারণ করিয়া চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ পক্ষান্তরে কাফিরদের আমল অত্যন্ত কুৎসিৎ আকৃতি এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বায়ুর রূপ ধারণ করিবে আর তার সাথীর সহিত লাগিয়া থাকিবে এবং অবশেষে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে। হযরত কাতাদা (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আল্লাহ উদ্ধৃতি আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাতের মধ্যে বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র এবং তাহারা পরস্পরে আস্‌লামু আলায়কুম বলে একে অন্যকে সালাম করিবে (ইউনুস-১০)।

ইবনে জুরাইজ (র) دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ এর তাফসীরে বলেন, জান্নাতবাসীদের নিকট দিয়ে যখন কোন এমন পাখী উড়িয়া যাইবে যাহা তাহারা খাইতে চায় তখন তাহারা سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ বলিবে। অতঃপর একজন ফিরিশতা তাহাদের কাংখিত বস্তু আনিয়া হাযির করিবে এবং তাহাদিগকে সালাম করিবে এবং

তাহারা সালামের উত্তর দিবেন আল্লাহ তা'আলা تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এর মাধ্যমে তাহাদের সেই সালামের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন জান্নাতবাসীগণ তাহাদের কাংখিত বস্তু আহার করিয়া অবসর হইবে তখন তাহারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলিয়া প্রতিপালকের শোকর আদায় করিবে। وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা আল্লাহ তাহাদের সেই অবস্থারই উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিবার ইচ্ছা করিবে তখন তাহারা سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ বলিবে অতঃপর দশ হাজার সেবক উপস্থিত হইবে। প্রত্যেকের সাথে স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য থাকিবে। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক পেয়ালা হইতে কিছু কিছু আহার করিবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যখন কেহ কিছুর ইচ্ছা করিবে তখন সে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলিবে। উক্ত আয়াত تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ আয়াতের সাদৃস্য (আহযাব-৪৪)। আল্লাহর বাণী لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে আল্লাহ। রব্বুল আলামীন সদা প্রশংসিত এবং সর্বকালের জন্য উপাস্য একারণে সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন এবং সৃষ্টির মাঝেও কুরআনে-কারীমের শুরুতেও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন আবার কুরআন-কারীম অবতীর্ণ করার শুরুতেও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ অর্থাৎ— সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি তাহার প্রিয় বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন (কাহাফ-১) অনুরূপভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহা দ্বারা আল্লাহর সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হওয়া বুঝা যায়। তিনি শুরু এবং শেষে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে সর্বাবস্থায় প্রশংসিত এ কারণে হাদীসে, বর্ণিত হইয়াছে যেমন জান্নাতবাসীদের অন্তরে বিভিন্ন বস্তুর কামনা-বাসনা পয়দা হইবে অনুরূপভাবে তাহাদের অন্তরে তাসবীহ ও তাহমীদ এর ইলহাম করা হইবে। আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যতই তাহাদের প্রতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাহারা অধিক তাসবীহ তাহমীদ করিতে থাকিবে। এ তাসবীহ্ তাহমীদের কোন শেষ নাই নাই কোন শেষ সীমা। অতএব আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই. আর নাই কোন প্রতিপালক।

(١١) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১১. আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদিগের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে তাহাদের মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং

যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ধৈর্য এবং তাঁহার বান্দাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সংবাদ দান করিয়াছেন। তাঁহার বান্দারা যখন ক্রোধ অস্থিরতা ও বিরক্তিকালে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি অকল্যাণের বদ দু'আ করে তখন তিনি তাহাদের দু'আ কবূল করেন না কারণ তিনি একথা জানেন, যে তাহারা ক্রোধ ও বিরক্তির সময় এ অকল্যাণের দু'আ করিয়াছে। তাহারা ইহার ইচ্ছা ও কামনা করে নাই ইহা হইল আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও দয়ার মহতি প্রকাশ। যেমন তাহাদের সত্তা, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণের দু'আ কবূল করা আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ও দয়া। এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ অর্থাৎ বান্দা যখনই তাহারা নিজেদের জন্য বদ দু'আ করে আল্লাহ যদি তাহা কবূল করেন তা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তা ও ধন-সম্পদের অকল্যাণের জন্য বার বার এরূপ বদ দু'আ করা উচিৎ নয়। হাদীসে এইরূপ বদ দু'আ করতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র)....জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সত্তার ওপর অকল্যাণের দু'আ করিও না আর তোমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ওপরও অকল্যাণের দু'আ করিও না। কারণ দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ সময়ে যদি অকল্যাণের বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ তা কবূল করিবেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) হাতিম ইবন ইসমাঈল (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বায্‌যার (র) বলেন উবাদাহ ইবন অলীদ ইবনে উবাদাহ ইবনে সামিত আনসারী (র) হাদীসটি একা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত আর কেহ শরীক হয় নাই।

হযরত মুজাহিদ (র) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الخ এই আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, বদ দু'আ হইল মানুষের কথা যাহা কোন মানুষ ক্রোধের সময় স্বীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে اَللّٰهُمَّ لَاتُبَارِكْ فِيْهِ وَالْعَنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ উহাতে বরকত দিবেন না এবং অভিশাপ দান করুন। যদি তাহার বদ 'দু'আ কবূল করা হইত যেভাবে তাহাদের নেক দু'আ কবূল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সর্বনাশ হইয়া যাইত।

(١٢) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১২. এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে এমন পথ অবলম্বন করে যেন তাহাকে যে, দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদিগের কর্ম তাহাদিগের নিকট এই শোভন প্রতীয়মান হয়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ এই খবর দিয়াছেন যে মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে দীর্ঘ দু'আয় নিমগ্ন হয়। ইরশাদ হইয়াছে وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ। প্রথম আয়াত এবং এই আয়াত উভয় আয়াত একই অর্থ বহন করে। কারণ যখন কোন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে অস্থির হইয়া উঠিয়া ও বসিয়া এবং সর্বাবস্থায় বিপদের ঘনঘটা ও অবসানের জন্য দু'আ করিতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাহার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন তখন পুনরায় সে বিমুখ হয়ে পড়ে যেন তাহার উপর কখনো কোন বিপদ আসে নাই। আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদের নিন্দা করিয়া বলেন كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারী পাপীদের জন্য তাহাদের পাপকাজসমূহকে শোভন করিয়া দেয়া হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে হেদায়াতের তাওফীক দান করা হইয়াছে তাহাদের অবস্থা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইরশাদ হইয়াছে إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ। কিন্তু যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে আর নেক আমল করিয়াছে তাহাদের ব্যাপার পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিনদের ব্যাপার বড়ই আশ্চার্যজনক তাহার জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু ফয়সালা হইয়া যায় উহা তাহার পক্ষে উত্তমই উত্তম হয়। যদি কোন বিপদে পতিত হয় তবে ধৈর্য ধারণ করিলে উহা তাহার পক্ষে হয় উত্তম আর যদি সুখ শান্তি লাভ করে শোকর করে তবে তাহাও তাহার পক্ষে হয় উত্তম। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই সে সওয়াবের অধিকারী হয় আর এ মর্যাদা কেবল মু'মিন ব্যক্তিই লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(١٣) وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(١٤) ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩. তোমাদিগের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদিগের নিকট রাসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৪. অতঃপর আমি উহাদিগের পর পৃথিবীতে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তাহা দেখিবার জন্য।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী রাসূলগণ যখন কাফিরদের নিকট দলীল-প্রমাণসহ আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের কথা শুনিতে অস্বীকার করিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ সে সংবাদ দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সেই কাফিরদের স্থলাভিষিক্ত লোকদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের রাসূলগণের অনুসরণ করে কি না। সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে আবূ নাযরা (র) আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, দুনিয়া বড় মিষ্ট এবং সৌন্দর্যময়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তিনি দেখিবেন তোমরা কিরূপ কাজ কর। তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা হইতে বিরত থাক এবং নারীদের থেকেও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলেরা সর্বপ্রথম এই নারীদের কারণেই বিপদে পতিত হইয়াছিল।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র)....আওফ ইবন মালিক, (র) হইতে বর্ণিত যে তিনি একদা হযরত আবূ বকর (রা)কে নিজের একটা স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন— আসমান হইতে যেন একটি রশি ঝুলিতেছে অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) রশিটিকে টানিয়া আনিলেন অতঃপর আবার রশিটি আসমানের সাথে ঝুলিতে লাগিল এখন হযরত আবূ বকর (রা) রশিটি টানিয়া আসিলেন অতঃপর লোকেরা রশিটিকে মিম্বরের পার্শে মাপিতে লাগিল কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর মাপে মিম্বরে হইতে তিন হাত বেশী

হইয়া গেল। হযরত ওমর (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমার স্বপ্ন ছাড়িয়া দও। এ ধরনের স্বপ্নের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি একবার হযরত আওফ (রা) কে বলিলেন, আচ্ছা তোমার সেই স্বপ্নটি আমাকে শুনাও। তিনি বলিলেন এখন সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া কি করিবেন? তখনতো আপনি আমাকে ধমক দিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তুমি হযরত আবূ বকর (র)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনাইবে তখন আমি একথা পছন্দ করিতে পারি নাই। অতঃপর হযরত আওফ (রা) স্বপ্ন শুনাইতে লাগিলেন, যখন তিনি স্বপ্নের এই পর্যায়ে পৌছিলেন যে "লোকেরা কি মিম্বর পর্যন্ত রশিটিকে তিন হাত তিন হাত করিয়া মাপিল"। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন তিন হাতের এক হাতের অর্থ হইল খলীফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) আর দ্বিতীয় হাতের অর্থ হইল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করেন না। আর তৃতীয় হাতের শেষ হওয়ার অর্থ হইল তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ হইয়া যাইবেন। হযরত ওমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ তোমাদিগকে তাহাদের পর যমীনে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি যেন আমি দেখিতে পারি তোমরা কিরূপ কাজ কর (ইউনুস-১৪)। আওফ (রা) বলেন অতএব হে উমর! আল্লাহ তোমাকে খলীফার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব তুমি কাজ করিবার পূর্বে বহু চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করিবে। নিন্দুকের নিন্দা হইতে ভয় না করিবার যে উল্লেখ হযরত উমর করিয়াছেন এর সম্পর্ক হইল আল্লাহর নির্দেশের সাথে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে গিয়া নিন্দিত হইলে তাহার কোন পরোয়া করে না। হযরত উমর এর কথা, "তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ" এর অর্থ ওমরের কি রূপে শাহাদাত হইবে অথচ এখনো মুসলিমগণ তাহার অনুগত।

(١٥) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥

(١٦) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

১৫. যখন আমার আয়াত— যাহা সুস্পষ্ট তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও। বল নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলে আমি আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি।

১৬. বল, আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট উহা পাঠ করিতাম না, এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না?

তাফসীর ঃ অহংকারী কুরাইশ মুশরিক যাহারা সকল কথাই অস্বীকার করিত আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের সংবাদ দিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং দলীল-প্রমাণসমূহ পেশ করেন তখন তাহারা একথা বলিত তুমি কুরআন ছাড়িয়া অন্য কোন পদ্ধতির কুরআন নিয়া আস কিংবা ইহাকে পরিবর্তন করিয়া পেশ কর। আল্লাহ তাঁহার নবীকে বলেন, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমার কি সেই অধিকার আছে যে আমি কুরআন পরিবর্তন করিব? আমি তো কেবল মাত্র আল্লাহর একজন অনুগত দাস এবং আল্লাহর পয়গাম বহনকারী একজন দূত বই কিছুই নই। আমি তোমাদের নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছি তাহা কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় পেশ করিয়াছি। আমি তো কেবল সেই কথাই বলি যাহা কিছু ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়। যদি আমি আল্লাহর নাফরমানী করি আর তাহার পয়গাম সঠিক ভাবে না পৌঁছাই তবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তির আশংকা করছি।

قُلْ لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرٰكُمْ بِهٖ পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী রাসূলের বাণী নয়, একথাই প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি উল্লেখিত আয়াত পেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ আমি যে পবিত্র কুরআন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি তাহা কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই পেশ করিয়াছি (ইউনুস-১৬)। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে গড়িয়া পেশ করেন নাই। ইহার জন্য দলীল হিসাবে এইকথা পেশ করা যাইতে পারে যে, যদি পবিত্র কুরআন আমার (রাসূলুল্লাহর) রচিত কিতাব হইত তবে তোমরাও তদ্রূপ কিতাব রচনা করিতে পারিতে অথচ তোমরা পবিত্র কুরআনের ন্যায় কিতাব রচনা করিতে অক্ষম। অতএব আমার দ্বারাও এইরূপ কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ আমিও তো তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। সুতরাং এই মহাগ্রন্থ যে আল্লাহর বাণী তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এছাড়া আমি

আমার জন্ম হইতে রিসালাত প্রাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি অতএব তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও আমানত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমরা কখনো আমাকে কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত কর নাই একারণেই ইরশাদ হইয়াছে فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি কোন দিন কোন মিথ্যা কথা বলি নাই। অতএব তোমাদের জ্ঞান বিবেক কি কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমরা সত্য মিথ্যা বুঝিতে পার এবং বাতিল হইতে সত্যকে পৃথক করিতে পার (ইউনুস-১৬)। এ কারণেই যখন রূম সম্রাট হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার প্রতি কি নবুয়তের দাবী করিবার পূর্বে কখনো মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে? উত্তরে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন জী-না, অথচ আবূ সুফিয়ান তখন কাফিরদের সরদার ছিলেন তাহা সত্ত্বেও তিনি সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আর বাস্তবিক মর্যাদার কথা তো তাহাই যাহার সাক্ষ্য শত্রুও প্রদান করে। তখন তাহাকে হিরাকিল বলিয়াছিলেন, আমি এই সত্যকে বুঝি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর কোন মিথ্যা কথা বলে না সে আল্লাহর ওপর কিরূপে মিথ্যা কথা বলিবে। আবেশিনীয়ার সম্রাটের দরবারে হাযির হইয়া হযরত জা'ফর বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন মহাপুরুষকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন যাহার সত্যতা যাহারা বংশ ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা ভাল ভাবেই অবগত আছি। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়েব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন তেতাল্লিশ বছর তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিক প্রসিদ্ধ।

(১৭) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ○

১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অধিক জালেম, নির্বোধ ও অধিক অপরাধী আর কেহ নয় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং এই কথা বলে যে আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন অথচ আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই। অতএব এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অপরাধী ও যালেম আর কেহ নয়। এ বিষয়টি কোন বোকা ও নির্বোধের পক্ষেও বুঝিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়— সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম ও জ্ঞানীদের পক্ষে তো অসুবিধা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে চাই সে সত্যবাদী হউক কিংবা

মিথ্যাবাদী আল্লাহ তাহার সত্যবাদীতা ও মিথ্যাবাদীতার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামাহ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাহা সে সমস্ত লোকের পক্ষে স্পষ্ট ছিল যাহারা তাহাদের উভয়কে দেখিয়াছে আর এ পার্থক্য এতই স্পষ্ট ছিল যেমন গভীর রাতের অন্ধকার ও দ্বিপ্রহরের আলোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। আল্লাহ যাহাকে তীক্ষ্ণ জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহার পক্ষে উভয়ের চরিত্র কার্যকলাপ ও কথাবার্তা দ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্যতা এবং মুসায়লামাহ, আসওয়াদ আনসী ও সজাহ এই সকলের মিথ্যাবাদী হওয়া সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর মদীনায় শুভাগমন ঘটিল তখন তাহার শুভাগমনের কারণে সকলেই অত্যন্ত দ্রুতবেগে একত্রিত হইল আমিও তাহাদেরই একজন ছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলাম— তখনই আমার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এই নূরানী চেহারা কখনো কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম যে কথা তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাহা হইল, হে লোক সকল! তোমরা সালাম বিস্তার কর ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর— মানুষ যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন তোমরা সালাত পড় তা হইলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। যখন যিমাম ইবনে সালাবাহ তাহার গোত্র, বনী বকর এর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হইল তখন সে রাসূলুল্লাহ (র) কে জিজ্ঞাসা করিল, এই আসমান কে বুলন্দ করিয়াছে? তিনি বলিলেন "আল্লাহ, সে জিজ্ঞাসা করিল, এই পাহাড় পর্বত কে খাড়া করিয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল এই যমীনকে কে বিস্তৃত করিয়াছে? তিনি বলিলেন আল্লাহ। তখন প্রশ্ন করিল, সেই সত্তার কসম যিনি আসমান বুলন্দ করিয়াছেন, পাহাড়-পর্বত খাড়া করিয়াছেন এবং যমীন বিস্তৃত করিয়াছেন সেই আল্লাহ-ই কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন সেই আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে সালাত যাকাত হজ্জ ও সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রশ্নের সাথে কসম দিতে লাগিল এবং নবী করীম (সা) কসম খাইয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল আপনি সত্য বলিয়াছেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি ইহার অধিকও করিব না আর ইহার থেকে কমও করিব না। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল যে এই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সাথে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া

তাহার সত্যবাদী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইল। কারণ সেই এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার আলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁহার সত্যতার দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) বলেন

لَوْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ + كَانَتْ بَدِيْهَتُهُ تَاْتِيْكَ بِالْخَبَرِ অর্থাৎ— যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালাতের সত্যতার জন্য অন্য কোন স্পষ্ট দলীল না-ও হইত তবুও তাহার চেহারার পবিত্রতা ও সরলতা তাহার সত্যবাদীতার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ ছিল।

আর মুসায়লামাহকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে তাহার অশালীন কথাবার্তা শুনিয়াছে এবং তাহার অসৎ কার্যকলাপ অবলোকন করিয়াছে এবং তাহার মিথ্যা কুরআন যাহা তাহাকে চিরতরে দোযখে নিক্ষেপ করিবে দেখিয়াছে সে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হইবে মুসায়লামা একজন মিথ্যাবাদী ছিল নবুয়তের সাথে তাহার দূরেরও সম্পর্ক ছিল না।

যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الخ এবং মুসায়লামার অশালীন কথা ঃ يَاضِفْدَعُ بِنْتِ ضِفْدَعَيْنِ نَقِّى كَمْ تَنْقِيْنَ لَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ وَلَا الشَّارِبَ অর্থাৎ হে ব্যাঙের কন্যা ব্যাঙ তুমি পানিতে লাফাইয়া পরিষ্কার হইতে থাক যত তুমি চাও, তোমার লাফানোর কারণে পানি নষ্ট হইবে না আর পানকারীরা পান করা হইতেও বিরত থাকিবে না। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে একটি মহা সত্যবাদীর বাণী আর অপরটি এ চরম অভদ্র ও শালীনতা বিবর্জিত ব্যক্তির কথা।

ইহা ছাড়া মুসায়লামার মিথ্যা অহীর প্রতিও লক্ষ্য করা যাক ঃ

لَقَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى الْحُبْلٰى اِذَا خَرَجَ مِنْهَا نَسَمَةٌ تَسْعٰى مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَحَشٰى

অর্থাৎ— আল্লাহ অতি অনুগ্রহ করিয়াছেন গর্ভবতী নারীর প্রতি যে একটি জীবিত রূহকে তাহার বাচ্চাদানীর ও নাড়ীর মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

আরো বলিয়াছে ঃ

اَلْفِيْلُ مَا الْفِيْلُ وَمَا اَدْرَاكَ مَالْفِيْلُ لَهُ خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ ـ

অর্থাৎ— হাতী, হাতী কি? তুমি কি জান? উহার একটি লম্বা শুঁড় রহিয়াছে। মুসায়লামার আর একটি বাক্য হল। اَلْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَّالْخَابِزَاتِ خُبْزًا وَالْاَقْمَاتِ لُقْمًا اِهَالَةً وَسَمْنًا اِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ لَيَعْتَدُوْنَ অর্থাৎ— সেই সকল নারীদের শপথ,

যাহারা আটা ছানিয়া থাকে, যাহারা রুটি পাকায় আর যাহারা চর্বি ও ঘি-এর মধ্যে রুটি টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া আহার করে। কুরাইশ বড় যালেম সম্প্রদায়। এই প্রকারের অশালীন ও কুরুচী পূর্ণ কথাবার্তা এমন জঘন্য যে কচি ছেলেও তাহা হইতে বিরত থাকিবে। তবে একমাত্র বিদ্রূপ ও ঠাট্টার উদ্দেশ্যে বলিতে পারে। একারণেই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তাহার দলবল ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা হইয়াছে অভিশপ্ত। পরবর্তীতে তাহার অনুসারীরা তওবা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিয়া আল্লাহর সঠিক দ্বীন গ্রহণ করিতে লাগিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদিগকে মুসায়লামার কুরআন শুনাইতে বলিলে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইতে বাধ্য করিলেন যেন মুসায়লামার মিথ্যা কুরআন এবং জ্ঞানে ও হেদায়াতে পরিপূর্ণ ওহী দ্বারা অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে অন্যান্য লোকেরাও তুলনা করিয়া খোদায়ী বাণীর গুরুত্ব উপলব্দি করিতে সক্ষম হয়। অতএব তাহারা মুসায়লামার উপরোল্লোখিত কথাগুলি হযরত আবূ বকর (রা) কে শুনাইল। ইহা শ্রবণে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে হতভাগারা! তোদের কি বিবেক বুদ্ধি কিছুই নেই। এই ধরনের কথা তো কোন নির্বোধের মুখ হইতেও বাহির হয় না।

বর্ণিত আছে জাহেলী যুগে হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা)-এর মুসায়লামার সহিত বন্ধুত্ব ছিল, একবার তিনি মুসায়লামার নিকট আসিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আরে আজকাল তোমাদের এ লোকটির নিকট কি অহী অবতীর্ণ হয়? হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিলেন আমি তাঁহার সাহাবীদিগকে একটি অসাধারণ বাণী পড়িতে শুনিয়াছি কিন্তু সূরাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে জিজ্ঞাসা করিল, সূরাটি কি? তিনি বলিলেন وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আমার প্রতিও এই রকম একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে 'আমর জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরাটি কি, সে বলিল ঃ

يَاوَبَرُ يَاوَبَرْ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدْرٌ وَسَائِرُكَ حَقْرٌ نَقْرٌ

অর্থাৎ—হে অবার, হে অবার তোমার তো শুধু দুইটি কান ও বুক আছে আর তোমার শরীরের অবশিষ্টাংশ তো কিছুই নয়।

মুসায়লামা তাহার সূরা শুনাইয়া 'আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞাসা করিল, বলতো দেখি আমার অহী কেমন হইল। 'আমর ইবনুল আস বলিলেন তুমি একথা জান আমি তোমার অহীকে বিশ্বাস করি না।

একজন মুশরিকের অবস্থা হইল এই যে নবী করীম (সা)–এর খোদায়ী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর মুসায়লামার কথা শ্রবণ করিয়া

তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রতি তাহার কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহাদের নিকট সত্য মিথ্যার এ বিরাট ব্যবধান গোপন থাকিবার কথা নয়। একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ তাহার থেকে অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সে এই কথা বলে যে আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে অথচ তাহার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয় নাই। অথবা সে বলে অন্যান্য পয়গম্বরের ন্যায় আমিও একজন পয়গাম্বর (আন'আম-৯৩)। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী যে পয়গম্বদের প্রতি নাযিলকৃত অহীকে মিথ্যা বলে অথচ তাঁহার প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত, সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা ও যালিম যে কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে কিংবা কোন নবী তাহাকে হত্যা করিয়াছেন।

(১৮) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا
يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
(১৯) وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১৮. উহারা আল্লাহ ব্যতিত যাহার ইবাদত করে তাহা তাহাদিগের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না তাহারা বলে এই গুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন? তিনি মহান পবিত্র। এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি উর্ধ্বে।

১৯. মানুষ ছিল একই জাতি পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা একথার প্রতি বিশ্বাস করিত যে তাহাদের দেব-দেবী তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের সুপারিশ তাহাদের জন্য উপকারীও হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে এই সমস্ত দেব-দেবী তাহাদের লাভ লোকসান কিছুই করিতে সক্ষম নহে। এবং তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে বাস্তবে তাহার কিছুই সংঘটিত হইবে না। এই

কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করিতেছ যাহা না আসমানে আছে না যমীনে (ইউনুস-১৮)। অতঃপর তিনি শিরক ও কুফর হইতে সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা করিয়া বলেন, سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, শিরক পূর্বে ছিল না এর অস্তিত্ব হইয়াছে পরবর্তীকালে। পূর্বে সমস্ত লোকই একই ধর্মে দীক্ষিত ছিল আর সে ধর্ম ছিল ইসলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি শতাব্দী পার হইয়াছিল প্রতি শতাব্দীর লোকই মুসলমান ছিল, অতঃপর তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা মূর্তি পূজা শুরু করিয়া ছিল। তাহার পরই আল্লাহ তা'আলা দলীল-প্রমাণসমূহসহ নবী-রাসূল পাঠাইতে লাগিলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর দলীল-প্রমাণসমূহ গ্রহণ করিয়াছে সে মুক্তি লাভ করিয়েছে যে উপেক্ষা করিয়াছে যে ধ্বংস হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ الاية অর্থাৎ— যদি পূর্বেই এই কথা নির্ধারিত না হইত যে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে জীবিত রাখিবেন তাহার পর তাহাকে মৃত্যুদান করিবেন (আনফাল-৪২)। তবে আল্লাহ তাহাদের বিরোধা মিমাংসা করিয়া দিতেন অতঃপর কিয়ামতে মু'মিনদেরকে ভাগ্যবান করিবেন এবং মুশরিক ও কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন।

(٢٠) وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۟

২০. উহারা বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন কাফিরদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান করিলেন তখন তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী কাফিররা বলিতে লাগিল যেমন পূর্বে সামূদ জাতির প্রতি উটনী মুজিযা হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তদ্রূপ কোন মু'জিযা প্রেরণ করা হইলে কিংবা সাফা-মারওয়া পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিলে অথবা মক্কার পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তাহার স্থানে বাগান

করিয়া নহর প্রবাহিত করিলে এবং অনুরূপ আরো কোন মুজিযা দেখাইতে পারিলে আমার তাহার কথা মানিতে পারি। কিন্তু সত্য কথা তো এই যে আল্লাহ তা'আলা তাহার কাজে-কর্মে বড় হিকমত ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْرًا بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

অর্থাৎ— আল্লাহর সত্তা বড় বরকতময় যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে আপনার জন্য এর থেকেও উত্তম বাগানসমূহ তৈরী করিয়া দিবেন যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত হইবে। আর আপনার জন্য সে বাগানে প্রাসাদ তৈরী করিবেন কিন্তু তাহারা তো কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে, আর কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আমরা উত্তেজিত আগুন তৈরী করিয়া রাখিয়াছি (ফুরকান-১০)। অনুরূপভাবে আল্লাহ ইরশাদ করেন وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ অর্থাৎ— মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিতে ইহা ছাড়া আল্লাহর আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছে (বনী ইসরাঈল-৫৯)। অতএব সামূদ জাতির উটনীর ন্যায় মু'জিযার আবদার করিলেই তাহা পেশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নয়।

আল্লাহ বলেন, আমার মাখলূক সম্পর্কে আমার নীতি হইল এই যে, যদি আমি তাহাদের আবেদন রক্ষা করিয়া তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই যদি দান করি তাহার পর যদি তাহারা ঈমান আনে তবে তো ভাল কথা নচেৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেই। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন এই এখতিয়ার দান করা হইল যে, হয় তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহা পূর্ণ করিবার পর তাহারা হয় ঈমান আনিবে নচেৎ শাস্তি দেওয়া হইবে আর না হয় তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকিবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ— তাহাদের প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করিবার সুযোগ থাকিল যেন মৃত্যুর পূর্বেও যদি তাহারা ঈমান আনে তবে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

আল্লাহ পাক নবী করীম (সা) কে বলেন, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর ইচ্ছাধীন প্রত্যেক বস্তুর ভাল মন্দ তিনি জানেন, যদি তোমরা স্বীয় চক্ষু দ্বারা দেখা ব্যতীত ঈমান আনিতে না চাও তবে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছি। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন এমন মু'জিযাও দেখিতে পাইয়াছিল যাহা তাহাদের প্রার্থিত মু'জিযা অপেক্ষা অধিক

উচ্চস্তরের। নবী করীম (সা) তাহাদের চোখের সম্মুখেই আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করিয়াছিলেন। একখন্ড পাহাড়ের এইদিকে আর অন্য খন্ড পাহাড়ের অপর দিকে পরিয়া গেল। এ মু'জিযা যমীনের ওপর সংঘটিত মু'জিযাসমূহের অপেক্ষা অধিক বড় মু'জিযা। এখনো যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে একথা বুঝতে পারে যে তাহারা বাস্তাবিক হেদায়াত লাভের আশায় মু'জিযা দেখিবার প্রার্থনা করিতেছে তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেন। কিন্তু তাহারা কেবল শত্রুতার বশিভূত হইয়া পরিহাস করিয়া এরূপ মু'জিযা প্রার্থনা করিত। একারণেই তাহাদের প্রার্থনা না মঞ্জুর করা হইয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল যে তাহারা এখনো ঈমান আনিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ অর্থাৎ— তাহাদের প্রতি আল্লাহর কলেমা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে (ইউনুস-৯৬)। তাহাদের নিকট চাই যে কোন মু'জিযা পেশ করা হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে। وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাদিগকে অবতীর্ণ করি আর মৃত ব্যক্তিরাও জীবিত হইয়া তাহাদের সাথে কথা বলে, আর সকল জিনিস তাহাদের নিকট জমা করিয়া দেওয়া হয় সকল প্রকার মু'জিযাও তাহাদের নিকট পেশ করা হয় তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না (আন'আম-১১১)। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য হইল কেবল অহংকার ও হকের মুকাবিলা করা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الخ

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ الخ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ قِرْطَاسًا الخ

অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের উপর আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেই আর তাহারা যদি আসমানের একটি টুকরা পতিত হইতেও দেখে। আর যদি কাগজের কোন আসমানী কিতাব তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হয় যাহা তাহারা স্বীয় হাতে স্পর্শ করিতে পারে তার পরও এই কাফিররা একথাই বলিবে আরে ইহাতো স্পষ্ট যাদু (হিজর-১৪)। অতএব যাহাদের এইরূপ চরিত্র তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই বা লাভ কি? কারণ শত্রুতা ও অহংকারের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের এই সমস্ত প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে।

فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ অর্থাৎ— তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি (ইউনুস-২০)।

(٢١) وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ
مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ
مَا تَمْكُرُوْنَ ۝

(٢٢) هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ
عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ ۝

(٢٣) فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২১. এবং দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তাহারা তখনই আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বল আল্লাহ বিদ্রূপের শাস্তিদানে দ্রুততর। তোমরা যে বিদ্রূপ কর তাহা আমার ফিরিশতাগণ লিখিয়া রাখে।

২২. তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এই গুলি আরোহী লইয়া অনুকুল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। অতঃপর এই গুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গায়িত হয় তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

২৩. অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে বিপদ মুক্ত করেন তখনই উহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদিগের যুলুম বস্তুত তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ করিয়া লও পরে আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর মানুষ আমার রহমতের স্বাদও গ্রহণ করে। যেমন—দারিদ্রের পর স্বচ্ছলতা দুর্ভিক্ষের পর যমীনের উত্তম উৎপাদন বৃদ্ধি এমতাবস্থার মানুষ সত্যকে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে এবং সত্যের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করিয়া দেয়। আবার যখন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় দু'আ করিতে আরম্ভ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا

সহীহ হাদীসে বর্ণিত একবার নবী আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করিলেন। রাতের বেলা বৃষ্টি হইয়াছিল। সালাতান্তে তিনি বলিলেন هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ তোমরা জান কি? তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কিরাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

مِنْ عِبَادِىْ اَصْبَحَ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا اَوْ كَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

অর্থাৎ— বান্দাদের মধ্য হইতে কিছু আমার প্রতি বিশ্বাসী আর কিছু অবিশ্বাসী হইয়া ভোর করিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছে যে আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে তো আমার প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী আর যে ব্যক্তি একথা বলিয়াছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের বিশ্বাসী।

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে আল্লাহ অধিক বেশী ঢিল দেন (ইউনুস-২১)। এমন কি অপরাধীও ধারণা করিয়া বসে যে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। অথচ তাহাকে মাত্র ঢিল দেওয়া হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে তাহাকে পাকড়াও করা হইবে। অবশ্য ফিরিশতাগণ তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার সবকিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। অতঃপর সময় মত তাহারা আল্লাহ পাকের নিকট পেশ করিবেন তখন আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় সর্ব প্রকার কৃতকর্মের শাস্তি দান করিবেন।

قَوْلُهٗ هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সমুদ্রে ও স্থলে ভ্রমণ করান। অর্থাৎ— ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং তোমাদিগকে হিফাযত করেন। قَوْلُهٗ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا অর্থাৎ— এমনকি তোমরা যখন নৌকাসমূহে আরোহণ কর এবং

তোমাদিগকে অনুকূল বায়ুর মাধ্যমে বহন করিয়া চলে আর তাহারা আনন্দিত হয়। এই আনন্দঘন মুহূর্তে এক তীব্র ঝঞ্ঝা বায়ু আসিয়া নৌকায় আঘাত হানিল (ইউনুস-২২)।

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ আর সর্ব দিক হইতে তাহাদের ওপর ঢেউ আসিয়া আঘাত হানিতে লাগিল وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ আর তাহারা ধারণা করিল যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ— সাহায্য না আসিলে তাহারা নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ তখন তাহারা সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল অর্থাৎ আল্লাহর সহিত কোন মূর্তি কিংবা দেবদেবীর নিকট তাহারা কোন প্রার্থনা করিত না (ইউনুস-২২)।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا

অর্থাৎ— যখন তোমরা সমুদ্রে কোন বিপদের সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল দেব-দেবী ভুলিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া থাক। অতঃপর যখন তোমাদিগকে স্থলে পৌঁছাইয়া দেন তখন তোমরা বিমুখ হও আর মানুষ বড়ই না-শোকর (বনী ইসরাঈল-৬৭)। আল্লাহ এখানে ইরশাদ করিয়াছেন دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ অর্থাৎ— তাহারা সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পতিত হইয়া বড়ই এখলাসের সহিত আল্লাহকে ডাকিতে থাকে এবং তাহারা বলে হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন তবে لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ অবশ্যই আমরা আপনার কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব (ইউনুস-২২)। অর্থাৎ— আপনার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না কেবল আপনারই ইবাদত করিব যেমন এখন কেবল আপনাকেই ডাকিতেছি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা করিতেছি না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ যখন আল্লাহ তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ তখনই তাহারা যমীনে অনাচার আরম্ভ করিয়া দেয়। যেন তাহাদের ওপর কখনো কোন বিপদ আসেই নাই। كَاَنْ لَمْ تَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَسَّهٗ যেন সে তাহার কোন কষ্ট দূর করিবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনাই করে নাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ হে লোক সকল। তোমাদের অনাচারের কুফল তোমাদেরই ভোগ করিতে হইতে। এই অনাচারের কুফল আর কেহই ভোগ করিবে না। যেমন হাদীসে ইরশাদ হইয়াছে مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّجْعَلَ اللّٰهُ عُقُوْبَتَهٗ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا

يـدْعُـوالله لصَـاحِبِـهِ في الْاٰخِرة مـن الْبـغْي وقـطـعـة الـرَّحْـم অর্থাৎ দুইটি গুনাহ এতই মারাত্মক যে পরকালে তো তাহার শাস্তি হইবেই কিন্তু দুনিয়াতেও অতিদ্রুত উহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আর তাহার একটি হইল খোদাদ্রোহিতা আর অপরটি হইল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

قَـوْلُهٗ مَتَـاعُ الْـحَـيَـاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ— তোমাদের জন্য এই হীন পার্থিব জীবনের কিছু সুখ শান্তি রহিয়াছে (ইউনুস-২৩)। ثُـمَّ اِلَيْنَـا مَـرْجِـعُـكُـمْ অতঃপর আমাদের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। فَنُـنَـبِّـئُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব এবং তাহার পূর্ণ প্রতিফল দান করিব। অতএব যে তাহার প্রতিফল উত্তম পাইবে সে যেন আল্লাহর শোকর করে। আর যে তাহার প্রতিফল ভাল পাইবে না সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তাকেই নিন্দা করে।

(٢٤) اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(٢٥) وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি যাদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে নয়নভিরাম হয় এবং উহার অধিকারীগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন। তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমন ভাবে নির্মূল করিয়া দিই যেন ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২৫. আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং অতিসত্বর আবার তাহা বিলীন হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে যমীন হইতে উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যে উদ্ভিদসমূহ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন হইতে উৎপাদন করিয়াছেন যাহা মানুষ আহার করে। যেমন খাদ্য-দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যাহা কেবল মানুষই আহার করে না, বরং পশুপক্ষীও তাহা আহার করে কিন্তু যমীনের সেই সমস্ত শস্য-শ্যামল পূর্ণ সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করে এবং যমীর মালিক ও কৃষকরা ধারণ করে যে, তাহারা তাহাদের যমীনে উৎপাদিত উদ্ভিদ কাটিয়া ঘরে ফিরে ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ কিংবা অগ্নিবায়ু আসিয়া উপমিত হয় আর হঠাৎ গাছের সমস্ত পাতা শুকাইয়া যায় এবং যমীনের সমস্ত সৌন্দর্য মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়, যেন সে যমীনে কখনো কোন সৌন্দর্য ছিলই না আর যমীনের মালিকও যেন কখনো সেই নিয়ামতের অধিকারী ছিল না।

كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ অর্থাৎ যমীনের সে সমস্ত ফসলাদী কখনো ছিলইনা। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ এর অর্থ كَاَنْ لَّمْ تَنْعَمْ অর্থাৎ উক্ত নিয়ামতসমূহ যেন কখনো দেওয়াই হয় নাই। একারণে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়াদার লোকদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমাদিগকে কি কখনো কোন নিয়ামত দান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিবে জী-না, অনুরূপভাবে যাহারা দুনিয়ায় অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি কখনো কোন কষ্ট দেখিয়াছিলে তাহারা বলিবে জী-না কখনো না। আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোক সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়া বলেন فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ঘরে এমনিভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে যেন তাহারা কখনো সেখানে বসবাসই করে নাই (হূদ-৯৪-৯৫)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অনুরূপভাবে আমরা আয়াত ও দলীল প্রমাণসমূহে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। অতঃপর এই উদাহরণ দ্বারা তাহারা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে যে দুনিয়া সত্বরই বিলুপ্ত হইবে এবং দুনিয়ার স্বর্ণ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে তাহার প্রতি যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহাকে সে প্রতারণা দেয়। আর যে ব্যক্তি তাহার থেকে পলাইবার চেষ্টা করে দুনিয়া তাহার পায়ের ওপর আসিয়া পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে দুনিয়াকে যমীন হইতে উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমা দিয়াছেন। সূরা কাহাফে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

হে নবী! আপনি তাহাদের পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন সেই পানির ন্যায় যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা যমীনের উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে অতঃপর এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন উৎপাদিত গাছপালা শুকাইয়া ঘাসের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যাহা বায়ু উড়াইয়া এদিক সেদিকে লইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তো প্রত্যেক বস্তুর ওপর শক্তিবান (কাহাফ-৪৫)।

অনুরূপভাবে সূরা মায়েদাহ ও হাদীসেও আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনের অনুরূপ উপমা পেশ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন....হারেস (র) মারওয়ান হইতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের ওপর উপবিষ্টাবস্থায় পড়েন وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا وَمَاكَانَ لِيُهْلِكَهُمْ الَّذِيْنَ قَرُبَ اَهْلَهَا অর্থাৎ যমীন তাহার উদ্ভিদ দ্বারা সৌন্দর্যময় হইয়াছে এবং যমীনের মালিকরা ধারণা করিয়াছে যে তাহারা যমীনের ফসলের ওপর শক্তি পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু সমস্ত ফসল হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সমস্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংস কেবল তাহাদের গুনাহের কারণে হইয়া থাকে (ইউনুস-২৪)। তিনি বলেন আমি এই অংশটুকু কুরআন হিসাবে পড়িয়াছি কিন্তু উহা কুরআনে বর্তমান বিদ্যমান নাই। অতঃপর আব্বাস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)ও এইরূপ পড়িতেন অতঃপর তাহারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট লোক পাঠাইলেন তখন তিনি বলিলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) আমাকে এমনিভাবে পড়াইয়াছেন। অবশ্য ইহা একটি গরীব কিরাত। সম্ভবত ইহা তাফসীরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

قَوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى السَّلَامِ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে যখন দুনিয়ার ধ্বংসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন এবং উহার প্রতি আহবান করিয়াছেন আর উহার নাম রাখিয়াছেন "দারুসসালাম" বা নিরাপদের ঘর সেখানে যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ কষ্ট হইতে নিরাপত্তা লাভ হয়। ইরশাদ হইয়াছে وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আল্লাহ তা'আলা চির শান্তির আবাস বেহেশতের প্রতি আহবান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন (ইউনুস-২৫)। হযরত আইয়ুব (র) হযরত আবূ কিলাবাহ এর সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে বলা হল, তোমার চক্ষু যেন ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু অন্তর যে জাগ্রত থাকে এবং তোমার কান যেন শ্রবণ করিতে থাকে। অতঃপর আমার চক্ষু ঘুমাইয়া পারিল আর

আমার অন্তর জাগ্রত থাকিল ও কান শ্রবণ করিতে থাকিল। অতঃপর আমাকে বলা হইল একজন সরদার একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছে অতঃপর আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আমন্ত্রণকারী পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দস্তরখান হইতে আহার করিয়াছে আর সরদার ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই সে ঘরে প্রবেশ করে নাই আর দস্তর খান হইতে আহারও করে নাই এবং সরদার তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই। সাইয়েদ বা সরদার দ্বারা এখানে "আল্লাহ" উদ্দেশ্য 'ঘর' দ্বারা ইসলাম ধর্ম 'দপ্তরখান' দ্বারা বেহেশত ও 'আহবানকারী' (دَاعِىْ) দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য হযরত লাইস (র)....জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন হযরত জিবরাঈল আমীন আমার মাথার নিকট অবস্থান করিতেছেন আর মিকাঈল আমার পায়ের নিকট। একজন তাহার অপর সাথীকে বলিল এই ব্যক্তির জন্য কোন উপমা পেশ কর। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল হে শায়িত ব্যক্তি। তোমার কান শ্রবণ করে আর অন্তর জাগ্রত তোমার হুবহু উম্মতের উপমা ঠিক এইরূপ যেমন কোন সম্রাট কোন রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে আছে প্রকান্ড কামরা অতঃপর উহার মধ্যে দস্তরখান বিছান হইয়াছে অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে পাঠাইয়াছেন, যে তথায় আহারের জন্য আমন্ত্রণ করিবে। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে আবার কেহ কেহ বর্জনও করিয়াছে।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হইল 'সম্রাট ও বাদশাহ' দ্বারা এখানে আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে, 'বাড়ী' দ্বারা ইসলাম 'ঘর' দ্বারা জান্নাত। আর হে মুহাম্মদ (সা) আপনি হইলেন প্রেরিত আমন্ত্রণকারী। অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিবে সে ইসলামে দীক্ষিত হইবে এবং যে ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে জান্নাতে প্রবেশ করিবে সে দস্তরখান হইতে আহার করিবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জরীর। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, খুলাইদ আল আসরী আবুদ দারদা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন সূর্যোদয় হয় তখন তাহার উভয় পার্শে ফিরিশ্তা থাকেন এবং তাহারা আহ্বান করেন যাহা জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত সকলেই শ্রবণ করে। তাহারা বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হও। অবশ্যই যাহা কম অথচ যথেষ্ট তাহা সেই অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা আল্লাহ হইতে মানুষকে ভুলাইয়া দেয়। তিনি

বলেন তাহাদের এই আহ্বানের প্রতিই আল্লাহ বলেন, اَللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ— আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।

(٢٦) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৬. যাহারা মংগলকর কার্য করে তাহাদিগের জন্য আছে মংগল এবং আরো অধিক। কালিমা ও হীনতা উহাদিগের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা দুনিয়ায় ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে স্বীয় আমলকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছে তাহাদের জন্য পরকালে রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। ইরশাদ হইয়াছে هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ। অর্থাৎ উত্তম আমলের উত্তম বিনিময় হইবে। قَوْلُهٗ (وَزِيَادَةٌ) زِيَادَةٌ শব্দের অর্থ হইল দশ হইতে সাতশত গুণ এবং সাতশত গুণ হইতেও অধিক পরিমাণ নেক আমলের সওয়াব। আর বেহেশতে যে সমস্ত অট্টালিকা, সুন্দরী রমণী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে উহাও زِيَادَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ হইল زِيَادَةٌ এর সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহর এই সাক্ষাত লাভ কোন ব্যক্তি তাহার আমল দ্বারা করিতে পারিবে না বরং ইহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারাই লাভ করা সম্ভব হইবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, (রা) সায়ীদ ইবন মুসাইয়েব (র) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র) আব্দুর রহমান ইবন সাবেত (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, আমের ইবন সা'দ, আতা, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে زِيَادَةٌ-এর তাফসীর আল্লাহর দর্শন বলে বর্ণিত হইয়াছে। আর এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) হইতে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান....(র) সুহাইব (র) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহর একটা ওয়াদা আছে এবং তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন; তখন তাহারা বলিবে সেইটা কি? তিনি কি আমাদের আমলনামা ভারী করেন নাই? তিনি কি আমাদের মুখমন্ডল সুন্দর করিয়া দেন নাই! তিনি কি আমাদিগকে দোযখ হইতে পরিত্রাণ দান ও বেহেশতে দাখেল করেন নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন তখন সমস্ত আবরণ হটাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকিবে। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর দর্শন হইতে অধিক প্রিয়

এবং চক্ষুশীতলকারী বস্তু আল্লাহ তাহাদিগকে আর একটিও দান করেন নাই। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম এবং হাদীস বিশারদদের একটি দল হযরত হাম্মাদ ইবন সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র).... হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে এক ব্যক্তিকে ঘোষক করিয়া প্রেরণ করিবেন সে এত উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে। হে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হুস্না ও যিয়াদাহ এর ওয়াদা করিয়াছেন حُسْنٰى অর্থ বেহেশত এবং زِيَادَةٌ অর্থ আল্লাহর দর্শন। ইবনে আবূ হাতিম আবূ বকর হযালীর সূত্রে আবূ তামীমাহ আল হুজায়মী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জাবীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)....কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -এর তাফসীর বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল দয়াময় আল্লাহর দর্শন। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন ইবনে আব্দুর রহীম (র)....উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে তিনি নবী করীম (সা) কে আল্লাহর বাণী لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম, (সা) বলিলেন اَلْحُسْنٰى অর্থ বেহেশত আর زِيَادَةٌ অর্থ আল্লাহর দর্শন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) যুহাইর (র) সূত্রেও উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে তাহাদের (ঈমানদারদের) চেহারা মলিন হইবে না আর লাঞ্ছনার ছাপও পড়িবে না যেমন কাফিরদের চেহারা মলিন হইবে এবং উহাতে লাঞ্ছনার ছাপ পড়িবে। অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ জাহেরী বাতেনী কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিবে না। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا

অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিনের ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল এবং অন্তরকে উৎফুল্ল করিবেন (দাহার-১১)। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমীন।

(২৭) وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭. যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে। আল্লাহ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমন্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৎলোকদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাদের নেক আমলসমূহের সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পর আরো অধিক পুরস্কার দান করা হইবে। অতঃপর কাফির লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের সহিত ইনসাফ ও ন্যায়ের ব্যবহার করিবেন অতএব তাহাদের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে না বরং তাহাদের যে পরিমাণ অপরাধ তাহাদের শাস্তিও ঠিক সেই অনুরূপ হইবে। শাস্তির পরিমাণ অপরাধ হইতে অধিক হইবে না।

قَوْلُهُ تَرْهَقُهُمْ الخ অর্থাৎ— তাহাদের গুনাহর কারণে ভয়ে কাফিরদের মুখে মলিনতা বিস্তার করিবে আর অন্তর অশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وتراهُمْ يُعْرَضُوْنَ عليها خاشعيْنَ مِن الذل অর্থাৎ— তাহাদিগকে যখন পেশ করা হইবে তখন তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ যালিমরা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহকে সে সম্পর্কে বে-খবর ধারণা করিবে না। اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُؤُسِهِمْ আল্লাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করিয়াছেন। قَوْلُهُ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষাকারী ও তাহাদের হিফাযতকারী আর কেহ নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে يَقُوْلُ الانْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ كَلاَّ لا وَزَرَ اِلَي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ -সেদিন মানুষ বলিতে থাকিবে ভাগিয়া যাইবার স্থান কোথায়? না তাহাদের কোন আশ্রয় স্থান নাই আল্লাহর নিকট আসিয়া তাহাদিগকে অবস্থান করিতেই হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَانَّمَا اُغْشِيَتْ وجُوهُهم الخ -তাহাদের চেহারা এতই কালো হইবে যেন তাহাদের মুখে অন্ধকার রাতের এক টুকরা চাদর পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাফিরদের চেহারা যে কিয়ামতে কালো হইবে এই আয়াত দ্বারা তাহারই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

যে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হইবে আর কিছু চেহারা হইবে কালো, যাহাদের চেহারা কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, ঈমান আনার পর কি পুনরায় তোমরা কুফরী করিয়াছিলে? এখন তোমরা উহার স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে হইবে আর তাহারা চিরদিন তথায় অবস্থান করিবে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ সেই দিন কোন কোন লোকের চেহারা হইবে উজ্জ্বল হাসীমুখ আর কোন কোন লোকের চেহরা হইবে মলীন ও কালো।

(২৮) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ○

(২৯) فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ○

(৩০) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৮. এবং যে দিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্র করিয়া যাহারা মুশরিক তাহাদিগকে বলিব তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর; আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিল তাহারা বলিবে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে না।

২৯. আল্লাহই আমাদিগের ও তোমাদিগের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম

৩০. সেই দিন তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হইবে। এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদিগের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ যে দিন আমি তাহাদিগকে অর্থাৎ— পৃথিবীর মানব-দানব ও সৎ-অসৎ সকলকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে - وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا অর্থাৎ— আমরা যখন তাহাদিগকে একত্রিত করিব তখন কাহাকেও ছাড়িব না। ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا অর্থাৎ— মুশরিকদিগকে বলিব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কর এবং মু'মিনদের স্থান হইতে পৃথক থাক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ। হে অপরাধীরা! তোমরা মু'মিনদের থেকে পৃথক হইয়া যাও। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ আর যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সে দিন সকলই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আছে يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ যে দিন সকলেই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। এই অবস্থা সংঘটিত হইবে তখন যখন আল্লাহ তা'আলা বিচারের আসন গ্রহণ করিবেন। একারণেই বলা হইয়াছে মু'মিনগণ আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিবে যেন মুকাদ্দামার সত্বর ফয়সালা হইয়া যায়। এবং আমাদিগকে এই স্থানে অপেক্ষা করিবার কষ্ট হইতে যেন মুক্তি দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতে আমরা সকলের উপরে এক উচ্চস্থানে অবস্থান করিব। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মুশরিক ও তাহাদের মূর্তিদিগকেসহ বলিবেন উদ্ধৃত তিন আয়াতে তাহারই নকল করিয়াছেন। مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা যাহাদের তোমরা উপসনা করিতে সকলেই নিজ নিজ স্থানে পৃথক পৃথক থাক, কিন্তু তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا আর যখন বিমুখ হইয়া যাইবে তাহারা যাহাদের অনুসরণ হইয়াছিল তাহাদের থেকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ - وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً - অর্থাৎ— সেই ব্যক্তি হইতে অধিক ভ্রষ্ট আর কে? যে আল্লাহ ব্যতিত এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিতে পারিবে না। আর তাহারা উহাদের ডাক সম্পর্কেও বে-খবর। আর যখন মানুষকে কিয়ামত দিবসে কবর হইতে উঠান হইবে তখন তাহারা তাহাদের উপাসকদের শত্রু হইবে। আর তাহারা বলিবে তাহারা যে আমাদের উপাসনা করিয়াছে আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ-যাহাদের উপাসনা করা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের উপাসকদিগকে বলিবে তোমরা যে আমাদের উপাসনা করিবার দাবী করিতেছ আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী যে আমরা তোমাদিগকে আমাদের উপাসনা করিবার জন্য আহ্বানও করি নাই আর নির্দেশও নাই এবং তোমাদের উপাসনায় আমরা সন্তুষ্টও নই।

এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা আল্লাহর সাথে এমন লোকদিগকে শরীক করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত যাহারা না শ্রবণ করিতে পারে, না দেখিতে পারে আর না কোন উপকার করিতে পারে। তাহারা না তাহাদিগকে উপাসনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছে, না তাহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছে আর না তাহাদের উপাসনা করা হউক ইহার কামনা তাহারা করিয়াছে। বরং উপাসকদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদের থেকে বিমুখ হইয়া যাইবে। অথচ তাহারা এমন সত্তার উপাসনা বর্জন করিয়াছে যিনি চিরজীবি যিনি সদা দর্শনকারী সদা শ্রবণকারী এবং সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও সকল বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁহার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং অন্যান্য সকলের উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেনঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

অর্থাৎ— আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং তাগুতকে বর্জন করিবে অতঃপর তাহাদের কেহ কেহ আল্লাহর দেওয়া হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে আর কেহ কেহ এমনও হইয়াছে যে গুমরাহী তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

হে নবী! আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি। তাহাকে আমি অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছি যে আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতএব কেবল আমারই ইবাদত কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি পরম দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নির্ধারণ করিয়াছি? যাহারা তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দেশ করিতে পারে?

মুশরিকরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত—আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মধ্যে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থাসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ধ্যান ধারণার পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ অর্থাৎ— কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে যাঁচাই করা হইবে এবং প্রত্যেকেই তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে পারিবে যে সে ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছে না মন্দ কাজ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ মানুষকে অবগত করান হইবে যাহা কিছু সে আগে প্রেরণ করিয়াছে আর যাহা কিছু পশ্চাতে পাঠাইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا আর আমি কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য এক খানা আমলনামা বাহির করিব যাহা সে উন্মুক্ত পাইবে। তাহাকে বলা হইবে "তুমি তোমার আমল নামা পড়" এখন তুমি তোমার নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রকাশ থাকে যে هُنَالِكَ تَتْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ بِمَايَسْعٰى এর মধ্যে কেহ কেহ تَتْلُوْ কে تَا সহ পড়িয়াছে অর্থ, পড়া, তেলাওয়াত করা আবার কেহ কেহ تَبْلُوْ পড়িয়াছেন অর্থ, পরীক্ষা করা যাঁচাই করা। تَتْلُوْ অর্থ কেহ কেহ تَتَبِّعُ এর দ্বারা করিয়াছেন অর্থ অনুসরণ করা। অর্থাৎ— দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যেমন কাজ করিয়াছে ভাল হউক কিংবা মন্দ সে তাহার বিনিময় লাভ করিবে। হাদীসে বর্ণিত প্রত্যেক উম্মত তার মা'বুদের পশ্চাতে ছুটিবে সূর্য-উপাসক সূর্যের পশ্চাতে চাঁদ উপাসক-চাঁদের পশ্চাতে এবং মূর্তী উপাসক মূর্তীর পশ্চাতে ছুটিবে।

قَوْلُهُ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ সকলেই তাহাদের মুনীবের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। অর্থাৎ সকল বিষয়ই আল্লাহর প্রতি যিনি মহান ন্যায় প্রতিষ্ঠাতা ফিরিয়া যাইবে। তিনি ন্যায় মুতাবেক বিচার করিয়া জান্নাতবাসীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর দোযখের উপযুক্ত ব্যক্তিদের দোযখে দাখিল করিবেন।

وَضَلَّ عَنْهُمْ আর আল্লাহ ছাড়া মিথ্যা মিথ্যে যেসব মূর্তি বানাইয়া তাহারা উপাসনা করিয়াছিল মুশরিকদের নিকট হইতে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

(٣١) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(٣٢) فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

(٣٣) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৩১. বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে আল্লাহ! বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না।

৩২. তিনিই আল্লাহ তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতিত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

৩৩. এইভাবে সত্যতাগীদিগের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই স্বীকারোক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবূবিয়াত প্রমাণিত করিতেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আপনি জিজ্ঞাসা করুন সেই ব্যক্তি কে যে আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। অতঃপর যমীনে তাহার ইচ্ছা ও শক্তিবলে যমীনকে ফাঁড়িয়া তাহার মধ্য হইতে খাদ্য-দ্রব্য আঙ্গুর, তরকারী, যায়তুন খেজুর ঘন ঘন বাগান বিভিন্ন প্রকার ফল সৃষ্টি করেন, আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ তাহাদের এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা কেবল আল্লাহর ক্ষমতায় রহিয়াছে যে, তিনি যদি তাহার রুজী বন্ধ করিয়া দেন তবে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে রুজী দিতে পারে?

قَوْلُهُ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অর্থাৎ— যিনি শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি দান করিয়াছেন আবার যদি তিনি চান তবে ধ্বংস করিয়াও দিতে পারেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, قُلْ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অর্থাৎ— আপনি নিজেই বলিয়া দিন, এই শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিসমূহ আল্লাহ তা'আলার দান তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ আপনি বলুন, যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দর্শন-শক্তি ছিনিয়া নিয়া যান তবে তাহা তোমরা কি পছন্দ করিবে? আরো ইরশাদ করেন قَوْلُهُ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান শক্তি বলে এবং তাহার অনুগ্রহে মৃত হইতে জীবিতকে সৃষ্টি করেন। এই আয়াত সম্পর্কে কিছু বিরোধ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ— সে সত্তা যাহার অধিকারে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্য তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সকলকে আশ্রয় দান করেন, তিনি ব্যতিত আর কেহ কাহাকেও আশ্রয় দান করিতে পারে না। তিনি সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করিতে পারেন তাহার নির্দেশের পর কাহার কোন নির্দেশ চলিতে পারে না। তিনি যাহা করেন সে সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারেন। يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ আসমান ও যমীনের সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী তিনি প্রতিদিন এক ভিন্ন অবস্থায় থাকেন। আসমান ও যমীনের সকল সাম্রাজ্য কেবল মাত্র তাহারই। ফিরিশ্‌তা মানব-দানব সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী সকলেই তাহার দাস ও সকলেই তাহার নিকট অবনত।

قَوْلُهُ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ উপরোক্ত সকল প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিবে সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তাহারা একথা বিশ্বাস করে এবং মুখেও স্বীকার করে।

قَوْلُهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন এতদসত্ত্বেও তোমরা নিজেদের মূর্খতার বশীভূত হইয়া অন্যকে তাহার সহিত শরীক করিতে ভয় কর না কেন?

قَوْلُهُ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ অর্থাৎ তোমরা যাহার সম্পর্কে স্বীকার করিয়াছ যে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অতএব তিনিই তোমাদের সত্য প্রতিপালক এবং সত্য উপাস্য এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের উপাসনার যোগ্য।

قَوْلُهُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ অতএব আল্লাহ ব্যতিত যত উপাস্য আছে সমস্তই বাতিল তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয় তাহার কোন শরীক নাই।

قوله فَأَنَّى تُصْرَفُونَ অর্থাৎ— আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা জান যে তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত বস্তুর প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমন নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী তিনিই অতএব তাহার ইবাদতে অন্য কাহার উপাসনার দিকে কিভাবে ঘুরিতে পার?

قوله كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا অর্থাৎ— যেমন মুশরিকরা কুফরী করিয়াছে এবং তাহাদের কুফরী ও শিরকের ওপরও আল্লাহ ব্যতিত অন্যকেও উপাসনা করিবার ওপর তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছে অথচ তাহারা স্বীকার করে যে সৃষ্টিকর্তা রিযিকদাতা ও সমস্ত বিশ্বের সাম্রাজ্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ, যিনি তাওহীদ শিক্ষার জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এ কারণেই তাহাদের ওপর আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা হতভাগ্য চির জাহান্নামী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ তাহারা বলিবে হাঁ, রাসূল আসিয়াছিলেন কিন্তু শাস্তির কালেমা কাফিরদের প্রতি সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

(٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

(٣٥) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○

(٣٦) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

৩৪. বল, তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান? বল আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সতরাং তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতে হইতেছ?

৩৫. বল, তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন।

যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না-সে? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক?

৩৬. উহাদিগের অধিকাংশ অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে এবং মূর্তি পূজা করে— উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সে শিরকের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন,

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ-হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে প্রথমার আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং দ্বিতীয়বারও পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে? ইহা ছাড়া আসমান ও যমীনের স্থান পরিবর্তন ঘটাইয়া অথবা ধ্বংস করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে কে? قُلِ اللّٰهُ বলুন, তিনি একমাত্র আল্লাহ তিনি একাই এসব কিছু করিতে সক্ষম তাহার কোন শরীক নাই। فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ—তোমরা হেদায়েতের পথ পরিহার করিয়া বাতিলের দিকে কিরূপে ফিরিয়া যাইতেছ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ قُلْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ

অর্থাৎ— তোমরা একথা খুব ভালভাবেই জান যে তোমাদের শরীকরা পথ ভ্রষ্টকে হেদায়াত করিতে পারে না বরং পথ ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারেন এবং গুমরাহী হইতে হেদায়াতের প্রতি অন্তরকে পরিবর্তন করিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।

اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّايَهِدِّيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى

অর্থাৎ— যে ব্যক্তি হক ও সত্যের প্রতি পথ দর্শন করে বান্দা তাহাকে অনুসরণ করিবে? না সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিবে যে স্বীয় অন্ধত্যের কারণে সঠিক পথে চলিতে সক্ষম নয়। এখানে একথা স্পষ্ট যে প্রথম ব্যক্তিরই অনুসরণ করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে খবর দান করিয়া বলেন, يَااَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَايَسْمَعُ وَلَايُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَلَيْكَ شَيْئًا হে আমার পিতা! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা করেন কেন? যে না তো শ্রবণ করিতে সক্ষম আর না দেখিতে সক্ষম। আর আপনার কোন উপকার করিতেও সক্ষম নয়। তিনি স্বীয় জাতিকে বলিলেন ঃ

أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ— তোমরা কি সেই বস্তুর উপাসনা কর যাহা তোমরা নিজ হস্তে তৈরি কর। অথচ আল্লাহ্ই তোমাদিগকে এবং তোমাদের আমলসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যাহা মুশরিকদের শিরককে বাতিল প্রমাণিত করে। ইরশাদ হইয়াছে فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমাদের হল কি তোমরা কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছ? তোমরা আল্লাহ ও তাহার বান্দাকে সমতুল্য করিতেছ এবং আল্লাহকে তাহার বান্দার সমান করিয়া উভয়েরই তোমরা পূজা অর্চনা করিতেছ? তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক সারা বিশ্বের সম্রাট এবং গুমরাহী হইতে সঠিক পথের দীশা দানকারী কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করিতেছ না কেন? এবং কেবল তাহারই প্রতি অবনত এবং কেবল তাহারাই নিকট প্রার্থনা কর না কেন?

অবশেষে আল্লাহ সেই সমস্ত কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন দলীল ও যুক্তির তোয়াক্কা করে না তাহারা যেই জিনিসের অনুসরণ করে তাহা হইল তাহাদের ধ্যান ধারণা। অথবা তাহাদের সেই ধারণা কোন কাজে আসিবে না اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে ধমক দিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদের অসৎকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন আর তিনি তাহাদের অসৎকর্মে পূর্ণ শাস্তি দান করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াও দিয়াছেন।

(٣٧) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٣٨) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٩) بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٤٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৩৭. এই কুরআন আল্লাহ ব্যতিত অপর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

৩৮. তাহারা কি বলে যে ইহা রচনা করিয়াছে? বল তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার পরিণাম উহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় নাই। এই ভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; সুতরাং দেখ যালিমদের পরিণাম কী হইয়াছে!

৪০. উহাদিগের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাকে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন যে মু'জিযা এই আলোচনাই করিয়াছেন যে কোন মানুষের পক্ষে কুরআনের ন্যায় অন্য কুরআন কিংবা উহার সূরার ন্যায় দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা পেশ করা সম্ভব নয়। কারণ কুরআনের ভাষালংকার উহার মাধুর্য উহার জ্ঞানের গভীরতা পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারিতা এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা পেশ করা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার সত্তা তাহার গুণাবলি ও কাজকর্ম ইত্যাদির সহিত অন্য কাহারো গুণাবলি ও কর্মকান্ডের সাদৃশ্য নাই তাহার কালাম ও বাণীর সহিত ও মানুষের কালাম ও বাণীর কোন সাদৃশ্য নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَمَاكَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ— এই ধরনের কুরআন পেশ করা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব নয়, কোন মানুষের কথার সহিত কুরআনের কোন সাদৃশ্য নাই। لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ এই কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে আল কুরআন তাহা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ— এই কুরআনে শরীয়তের আহকাম হালাল-হারামের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হারেস আওয়াব হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন এই কুরআনের মধ্যে

তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং তোমাদের পরস্পরিক সমস্যার সমাধান।

قَوْلُه أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ হে মুশরিকরা যদি তোমরা এই দাবী কর যে এই কুরআন মুহম্মদ (সা) রচনা করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তোমরা নিজেরাই এই কুরআনের ন্যায় কুরআন রচনা করিয়া পেশ কর এবং এ ব্যাপারে মানব-দানবের মধ্য হইতে যাহার নিকট হইতে সম্ভব তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহম্মদ (সা) তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ তোমাদের বক্তব্যনুসারে যদি তাঁহার দ্বারা কুরআন রচনা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে তোমাদের দ্বারাও সম্ভব। অতএব যদি তোমরা তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহা হইলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ ছাড়া সারা বিশ্বের মানব-দানব হইতে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিক কাফিরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে কাফির মুশরিকদের দ্বারা কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

আপনি বলিয়া দিন, যদি সমস্ত মানব-দানব একত্রিত হইয়া কুরআনের ন্যায় কোন গ্রন্থ পেশ করিতে চেষ্টা করে তবু তাহারা তাহাদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইবে চাই তাহারা যতই সাহায্যকারী সংগ্রহ করুক না। অতঃপর এই দাবীকে দশ সূরা পর্যন্ত সীমিত করিয়া চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। সূরা হূদের শুরুতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা কি বলে? মুহাম্মদ (সা) কুরআন পাককে নিজেই রচনা করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় দশটি সূরা রচনা করিয়া পেশ কর, যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর দাবীকে আরো ক্ষুদ্র করিয়া মাত্র একটি সূরা পেশ করিবার জন্য এই সূরা হূদের মধ্যেই পুনরায় চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা কি একথা বলে, যে তিনি কুরআন নিজেই রচনা করিয়াছেন হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় মাত্র একটি সূরা পেশ কর যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকলের থেকে তোমরা সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।

অনুরূপভাবে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাক্বারায়ও তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে যে, তোমরা পারিলে মাত্র একটি সূরা পেশ কর। কিন্তু তাহাদিগকে একথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা কোন দিন অনুরূপ সূরা পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الاية অর্থাৎ— যদি তোমরা অনুরূপ সূরা পেশ করিতে সক্ষম না হও আর তোমরা কোন দিন পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তোমরা দোযখের শাস্তিকে ভয় কর এবং কুরআনকে আল্লাহর প্রেরীত বাণী মানিয়া লও উহার হেদায়াত গ্রহণ কর। অথচ কুরআনের ভাষালংকার উহার ভাষার মাধুর্য ও লালিত্য তাহাদের (আরবদের) স্বভাবে পরিণত ছিল। তাহাদের কবিতা ও কাসীদাহসমূহ যাহা কা'বাগৃহের দ্বারে ঝুলন্ত ছিল তাহা দিয়া তাহাদের সাহিত্যের চরম শিকরে আরোহণের উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, তখন তাহাদের ফাসাহাত (فَصَاحَتْ) ও বালাগত (بَلَاغَتْ) কুরআনের উচ্চাঙ্গের ফাসাহাত (فَصَاحَتْ) ও বালাগত (بَلَاغَتْ) কে স্পর্শ করিতেও ব্যর্থ হইল। সুতরাং কুরআনের বালাগত মাধুর্য সংক্ষিপ্ততা ও উহার উপকার উপলব্ধি করিয়া যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বাস্তবিক কুরআনের অলৌকিতা স্বীকার করিয়াই ঈমান আনিয়াছিল। কারণ আরব সাহিত্যিকগণ এমন তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে যাহারা কুরআনের বালাগত ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সামনে মাথাবনত করিয়া দিয়াছিলেন আর তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে এইরূপ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থ কেবল মাত্র আল্লাহর বাণীই হইতে পারে মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগের যাদুকর যাহারা প্রথম শ্রেণীর যাদুকর ছিল তাহারা যখন হযরত মূসা (আ) লাঠির মু'জিযা দেখিতে পাইল তখন তাহারা উহা দর্শন মাত্রই বলিয়া উঠিল, যে ইহার সহিত যাদুর কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল আল্লাহ প্রদত্ত কোন মু'জিযা ও অলৌকিক ব্যাপারই হইতে পারে। আর এই কারণেই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে হযরত মূসা (আ) নিশ্চিত আল্লাহর নবী ও রাসূল। কোন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উচ্চস্তরকে বুঝিতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ) কে যে যুগে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। এবং চিকিৎসকগণ রোগীদের

চিকিৎসায় চরম সাফল্যের পরিচয় দিতেছিলেন। এমনই এক যুগে হযরত ঈসা (আ) জান্মান্ধদিগকে এবং কুষ্টরোগীদিগকে যাহার কোন সফল চিকিৎসা সে যুগেও ছিল না পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিতেন। এমন কি আল্লাহর নামে মৃতদিগকেও জীবিত করিয়া দিতেন। অথচ সে যুগেও ইহার কোনই চিকিৎসা ছিল না। অতএব জ্ঞানীগণ বুঝিয়াই ফেলিতেন যে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী এবং এই অসাধারণ চিকিৎসা কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে মু'জিযা হিসাবে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও যখন অসাধারণ সাহিত্যিকদিগকে কুরআনের মু'জিযা দ্বারা বিস্মিত করিয়া দিলেন তখন জ্ঞানীগণ তাঁহার সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা নিলেন যে তিন আল্লাহর বান্দা ও তাহার প্রেরিত রাসূল। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন প্রত্যেক নবীকে মু'জিযা দান করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া মানুষ ঈমান আনিতে সক্ষম হয়। অতএব আমাকেও মু'জিযা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল আল কুরআন। আমি আশা করি অধিকাংশ লোক উহার সত্যতা মানিয়া লইবে।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ অর্থাৎ— কিছু কিছু লোক কুরআনকে বুঝিতে পারে নাই যে কারণে তাহারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু উহার কোন দলীল প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই ইহা হইল তাহাদের মূর্খতা ও বোকামী। قَوْلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী লোকেরাও তাহাদের পয়গম্বরগণকে এইরূপ মূর্খতা ও বোকামীর বশীভূত হইয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

قَوْلُهُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ চিন্তাকর সে দুরাচারীদের পরিণতি কিরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ— তাহাদিগকে আমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহারা কেবল শত্রুতা ও অহংকারের কারণে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিত। অতএব যাহারা এখনো রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তোমরা সতর্ক হও।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ অর্থাৎ— যাহাদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ করিবে এবং আল্লাহর প্রেরিত বিধান দ্বারা উপকৃত হইবে।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ আবার তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে না এবং ঐ অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। قَوْلُهُ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ আপনার প্রতিপালক ফাসাদকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানে। অতএব যে হেদায়াতের যোগ্য তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। আর যে

হেদায়াতের যোগ্য নয় তাহাকে তিনি গুমরাহ করেন। তিনি ইনসাফকারী ও ন্যায় পরায়ণ কাহারো প্রতি তিনি যুলুম করেন না। যে ব্যক্তি যাহার উপযুক্ত তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

(٤١) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ
مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا
يَعْقِلُونَ ۝

(٤٣) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا
لَا يُبْصِرُونَ ۝

(٤٤) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ۝

৪১. এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

৪২. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে তাহার না বুঝিলেও?

৪৩. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে তাহারা না দেখিলেও?

৪৪. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না। বস্তুত মানুষ নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। যদি মুশরিকরা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তবে আপনিও তাহাদের এবং তাহাদের আমল হইতে স্বীয় সম্পর্ক বর্জনের ঘোষণা করিয়া দিন এবং স্পষ্ট বলিয়া দিন আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল

তোমাদের জন্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ আপনি বলিয়া দিন হে কাফিররা। তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না (কাফিরূন-১-২)। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার অনুসারীগণ মুশরিকদিগকে বলিয়াছিলেন أَنَا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ আমরা তোমাদের এবং তোমাদের মা'বুদ হইতে আলাদা। قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ মুশরিকদের মধ্য হইতে কিছু এমন লোকও আছে যাহারা আপনার ভাল কথা কুরআন মজীদ এবং হাদীসসমূহ শ্রবণ করে যাহা তাহাদের পক্ষে উপকারী আর এইগুলি তাহাদের হেদায়াতের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হেদায়াতের দায়িত্ব আপনার প্রতি ন্যাস্ত নয় কারণ তাহারা হেদায়াত চায় না। অতএব তাহারা আপনার উপকারী বাণী শ্রবণ করিয়াও তাহারা বধির সমতুল্য। আর আপনি বধিরদেরকে শ্রবণ করাইতে সক্ষম নন। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকেও হেদায়াত করিতে পারিবেন না যাবত না আল্লাহর ইচ্ছা হয়।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ কাফির মুশরিকদের মধ্যে কিছু এমন লোকও আছে যাহারা আপনার মহান চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে— আপনার পবিত্র স্বভাব আপনার সুন্দর আকৃতি এবং আপনার নবুওতের দলীলসমূহের প্রতিও লক্ষ্য করিয়া থাকে যাহা দ্বারা অন্যান্য লোক উপকৃত হইলেও তাহারা উপকৃত হয় না। কারণ যাহারা উপকৃত হয় তাহারা তো আপনার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে আর যাহারা উপকৃত হয় না তাহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَ الْأَهْزَارِ যখন তাহারা আপনাকে দেখে তখন তাহারা পরিহাস করে।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন নাই। যে হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিও না আর যে হেদায়াত গ্রহণ করে নাই তাহার প্রতিও না। একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে এবং হেদায়াত লাভ করে আর অন্য একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে কিন্তু অন্ধ ও বধির হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেসব লোক চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ কান থাকা সত্ত্বেও বধির এবং অন্তর থাকা সত্ত্বেও মৃত। অতএব একজন উপকৃত হইয়াছে এবং অপরজন বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান তিনি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন আর তাহাকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না। তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন না কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

يَاعِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَاتَظَالَمُوْا الخ

"হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর যুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিবে না। অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা তোমাদের আমলের আমি সংরক্ষণ করিয়া থাকি অতঃপর আমি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিব। অতঃপর যে ব্যক্তি তাহার উত্তম বিনিময় পাইবে সে যেন আল্লাহ প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি ইহার বিপরিত পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তারই নিন্দা করে। (মুসলিম)

(٤٥) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

৪৫. এবং যে দিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সে দিন উহাদিগের মনে হইবে যে উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল। উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহর সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

তাফসীর ঃ কিয়ামত কায়েম হইবে আর সমস্ত লোক তাহাদের কবর হইতে উঠিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত হইবে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহাদের নিকট মনে হইবে যে তাহারা যেন দুনিয়াতে মাত্র দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত করিয়াছে। হয় সকাল বেলা পৃথিবীতে কাটাইয়াছে নচেৎ বিকাল বেলা কাটাইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

যে দিন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত দিন দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন দিনের এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ার অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا অর্থাৎ— সেদিন তাহারা কিয়ামত দিবস দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন তাহারা এক সন্ধ্যা কিংবা এক

সকালের অধিক পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ হইয়াছে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَيَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ زُرْقًا يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে আর আমি অপরাধীদিগকে দলে দলে অস্থিরাবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠাইব। সেই দিনে তাহারা পরস্পর চুপে চুপে বলিবে, তোমরা দশদিনের অধিক অবস্থান কর নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক ধীশক্তির অধিকারী তাহারা বলিবে আরে— তোমরা তো মাত্র একদিনই অবস্থান করিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ

যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেই দিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে তাহারা এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রকাশ, যে পরকালে গিয়া পার্থিব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْاَلِ الْعَادِّيْنَ قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ— যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। বলা হইবে পাথিব জীবন বহু অল্প দিন যদি তোমরা তাহা বুঝিতে।

قَوْلُهُ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ— পরকালে সকলেই একে অন্যকে চিনিতে পারিবে পুত্র পিতাকে এবং আত্মীয়-স্বজন পরস্পর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনিতে পারিবে। যেমন তাহারা পৃথিবীতে পরস্পর এক অন্যকে চিনিত। কিন্তু সকলেই তখন নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন বংশ ও আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَا يَسْاَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করিবে না।

قَوْلُهُ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে আর না তাহারা

হেদায়াত লাভ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ তাহাদের জন্য বড় পরিতাপ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ তাহারা নিজ সত্তা ও পরিবার পরিজনকে কিয়ামতে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে اَلاَذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ মনে রাখ সেই ক্ষতি হইল সর্বাধিক বড় ক্ষতি। যে ক্ষতি নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়— তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কি হইতে পারে?

(٤٦) وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○

(٤٧) وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৪৬. আমি উহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দিই উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল, এবং যখন উহাদিগের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদিগের মিমাংসা হইয়াছে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন اِمَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ অর্থাৎ আমি আপনাকে তাহাদের সহিত প্রতিশ্রুত বিষয়ের কিছু দেখাই। অর্থাৎ তাহাদের সহিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি যেন আপনার চক্ষু শীলত হইয়া যায়। اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ কিংবা আপনাকে যদি মৃত্যু দান করি আর আপনার জীবিতাবস্থায় তাহাদের শাস্তি দেওয়া না হয় তবে আমার নিকট তো অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিবে কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আল্লাহ। অতএব আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দান করিবেন।

আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র)....হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, গতরাতে "শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত উম্মত আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ যাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাদিগকে আপনার নিকট পেশ করা হইবে তাহা তো বুঝিলাম কিন্তু যাহাদিগকে এখনো সৃষ্টি

করা হয় নাই তাহাদিগকে কিভাবে পেশ করা হইল? তিনি বলিলেন, তাহাদের মাটির মূর্তি করিয়া আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার থেকেও অধিক ভাল আমি চিনি যেমন কোন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনে। আল্লামা তাবরানী হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ শয়বা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল আছেন যখন তাহাদের রাসূল উপস্থিত হইবেন। মুজাহিদ (র) বলেন অর্থাৎ— যখন তাহারা কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ তখন তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা করা হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا অর্থাৎ "যখন যমীন আল্লাহর নূরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে"। যখন প্রত্যেক উম্মতকে তাহার রাসূলের সহিত আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে। প্রত্যেকের নিকট তাহার আমাল নামা তাহাদের সাক্ষী হিসাবে সেখানে বিদ্যমান থাকিবে। ইহা ছাড়া ফিরিশ্তাগণও সাক্ষী হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। প্রত্যেক উম্মত একের পর এক সেখানে উপস্থিত হইতে থাকিবে। উম্মতে মুহাম্মদী যদিও সর্বশেষ উম্মত। কিন্তু কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই উম্মতেরই ফয়সালা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, "আমরা সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামতে সর্ব প্রথম আমাদের ফয়সালা করা হইবে"। এই মর্যাদা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতে উম্মতে মুহাম্মদী লাভ করিবে। তাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সালাত ও সালাম।

(٤٨) وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤٩) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

(٥٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

(٥١) اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

(٥٢) ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৪৮. এবং উহারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কবে ফলিবে।

৪৯. বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৫০. বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যদি তাহার শাস্তি তোমাদিগের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

৫১. তোমরা কি ইহা ঘটিকার পর ইহা বিশ্বাস করিবে? এখন তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।

৫২. পরে যালিমদিগকে বলা হইবে স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দেয়া হইতেছে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ত্বরান্বিত করিত এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাসূলুল্লাহকে সেই আযাব অবতীর্ণ করিবার জন্য বলিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন, এইরূপ করায়তো তাহাদের কোন ফায়দা নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ যাহারা ঈমাম আনে নাই তাহারাই আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ভীত সন্ত্রস্থ। আর তাহারা জানে যে, এই আযাব সত্য। অবশ্যই উহা নির্ধারিত সময়ে অবতীর্ণ হইবে। যদিও উহার নির্ধারিত সময় জানা নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জওয়াব শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا আমি নিজের জন্যও কোন লাভ ক্ষতির মালিক নই। আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন আমি কেবল তাহাই বলি। যদি আমি নিজে কিছু অধিক হাসিল করিতে চাই তবে স্বেচ্ছায় আমি তাহা পারি না যাবত না আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত করেন। আমি তো কেবল তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তোমাদিগকে আমি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করিয়াছি এবং তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে উহার সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত করেন নাই। কিন্তু لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রহিয়াছে যখন সেই সময় শেষ

হইয়া যাইবে তখন উহার মধ্যে এক মুহূর্তেরও অগ্র-পশ্চাত করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ আরো বলা হয়েছে فَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ نَفْسًا اِذَاجَاءَ اَجَلُهَا যখন কোন ব্যক্তির নির্ধারিত সময় আসিয়া পৌঁছিবে তখন তাহাকে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাদের ওপর হঠাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْنَهَارًا আপনি বলিয়া দিন যদি তাহাদের উপর রাতের বেলা কিংবা দিনে কোন সময় হঠাৎ শাস্তি আসিয়া পড়ে مَاذَا تَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ। এই অপরাধীদের তখন তাড়াহুড়া করিবার কি-ইবা লাভ হইবে।

اَثُمَّ اِذَا مَاوَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْاٰنَ وَقَدْكُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ যখন সেই শাস্তি আসিয়া যাইবে তখন কি তোমরা ঈমান আনিবে? তখন কি আর ঈমান আনিবার সময় হইবে। তখন তো বলা হইবে, তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করিতেছিলে সেই শাস্তিই তো আসিয়া পড়িয়াছে এখন উহাকে স্বাগত জানাও। কিন্তু যখন সেই সময় আসিয়া পড়িবে তখন তাহারা বলিবে। رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا "হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা দেখিয়াছি আমরা মানিয়াছি" আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْابَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْبَاْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْخَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ-

অর্থাৎ— কাফিররা যখন আমার অবতারিত শাস্তি দেখিতে পাইবে— তখন তাহারা বলিবে "আমরা কেবল একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং অন্যান্য সকল মাবূদসমূহ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিয়া লইবে তখন তাহাদের ঈমান কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে তাহার এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। আর তখন কাফিররাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিতে থাক। একথা তাহাদিগকে কিয়ামতে বলিয়া ধমক দেওয়া হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُالَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ—যেই দিন তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা লাগাইয়া নিক্ষেপ করা হইবে। এই সেই দোযখ যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে। তোমরা ইহাকে যাদু বলিতে। বলতো দেখি, একি যাদু, নিশ্চয় নয়। বরং তোমরা নিজেরাই অন্ধ। এখন তোমরা চাই সবুর কর চাই না কর তোমাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল তোমরা অবশ্যই ভোগ করিবে।

(٥٣) وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

(٥٤) وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৫৩. উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে, ইহা কি সত্য? বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ ইহা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৫৪. প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি তাহার হইত তবে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত। এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে। উহাদিগের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হইবার পর তাহাদিগকে যে পুনরায় জীবিত করা হইবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাফিররা জিজ্ঞাসা করে একথা কি সত্য ?

قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ অর্থাৎ— আপনি বলিয়া দিন, "আল্লাহর কসম, উহা অবশ্যই সত্য এবং মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনরায় জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। মাটিতে পরিণত হইয়া যাওয়া পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহকে অক্ষম করিয়া দেয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার যেমন তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব হয় নাই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আল্লাহ তো যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি এতটুকু বলেন, "হইয়া যা" তখন তাহা হইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) শপথ করিয়া বলিতেন পবিত্র কুরআনে আরো দুটি স্থানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন সূরা 'নাবা' এর মধ্যে পরকাল অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে শপথ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে। وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ অর্থাৎ কাফিররা বলিল কিয়ামত আসিবে না। হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালকের শপথ, "কিয়ামত অবশ্যই আসিবে"। অনুরূপভাবে সূরা 'তাগাবুন' এর মধ্যে শপথ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ— কাফিররা বলে, তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠান হইবে না। হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, "আমার প্রতিপালনের কসম অবশ্যই তোমাদিগকে জীবিত করিয়া উঠান হইবে!" অতঃপর তোমাদের কর্মফল তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। আর আল্লাহর পক্ষে উহা বড় সহজ। অতঃপর কিয়ামতে কাফিররা যে তাহাদের যাবতীয় মাল এমন কি তাহা যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও হয় তবুও উহা তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে ফিদিয়া দিতে চাহিবে।

وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাহারা তাহাদের লজ্জা গোপন করিতে চাহিবে যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে আর তাহাদের মাঝে যে ফয়সালাই হইবে তাহা ইনসাফের ভিত্তিতেই হইবে। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

(٥٥) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٥٦) هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৫৫. সাবধান ঃ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। সাবধান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ অবগত নহে।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাই আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিকারী— তিনি যাহা ওয়াদা করেন তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তিনিই জীবিতকে মৃত্যু দান করেন এবং মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। এবং

অবশেষে তাহার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, আল্লাহ তা'আলা একথাই জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একথাও জানাইয়াছেন যে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে সমুদ্রে জংগলে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেও আল্লাহ তা'আলা তাহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(٥٧) يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٥٨) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৫৭. হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহার প্রতিকার এবং মু'মিনদিগের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

৫৮. বল ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়া সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক। উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহা তাহার পক্ষ হইতে এক বিরাট অনুগ্রহ। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তিনি তাহার সেই অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ হে মানব! তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী আসিয়াছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে। অর্থাৎ যাহা অশ্লিল কর্ম হইতে ফিরিইয়া রাখে وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ আর যাহা তোমাদের অন্তরের জন্য নিরাময় ও চিকিৎসা অর্থাৎ— অন্তরকে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত করে, এবং অন্তর থেকে ময়লা ও অপবিত্রতা দূরিভূত করিয়া দেয়। উহা দ্বারা হেদায়াত লাভ হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমত অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বরকত কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا আর আমি কুরআনকে ঈমানদার লোকদের জন্য অন্তরের রোগ নিরাময় ও রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর যালিম পাপীদের জন্য ইহা ক্ষতি ব্যতিত আর কিছু বৃদ্ধি করে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ আপনি বলিয়া দিন এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়াত আর তাহাদের জন্য নিরাময়। قَوْلُهُ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আপনি বলিয়া দিন, কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তোমরা ইহা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাও আর পার্থিব সম্পদ যাহা কিছু তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তন্মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা উত্তম। ইরশাদ

হইয়াছে هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ইবনে আবূ হাতিম (র) এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, বাকিয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আয়ফা ইবন আব্দুল্লাহ কুলাযী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইরাক হইতে খিরাজ আসিয়া পৌঁছিল তখন তিনি তাহার একজন গোলামের সহিত উহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত উমর (রা) খিরাজের উট গণনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি গণনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আল্‌হামদুলিল্লাহ" তাঁহার গোলাম তাঁহাকে বলিল আল্লাহর কসম, ইহাও কি আল্লাহর রহমত ও ফযল। হযরত উমর বলিলেন তুমি ভুল বলিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ এর মধ্যে فَضْل ও رَحْمَة শব্দদ্বয় দ্বারা কুরআন ও কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়াকে বুঝাইয়াছেন। অবশ্য উটকে مِمَّا تَجْمَعُوْنَ (যাহা কিছু তাহারা জমা করিতেছে) অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ।

উপরোক্ত হাদীস হাফিয আবূল কাসেম তাবরানী....বাকীয়্যায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٩) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○

(٦٠) وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৫৯. বল তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদিগকে যে রিযক দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছ?

৬০. যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগের কি ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবনে আসলাম ও অন্যান্যদের মতে উপরোক্ত আয়াত কয়টি মুশরিকদের এই অপকর্মের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কোন কোন পশুকে بحائر (বহীরা) سوائب (সায়িবা) وصائل (ওয়াছীলা) নাম দিয়া উহাদের মধ্য হইতে কোনটিকে

হালাল করিত আবার কোনটিকে নিজের জন্য হারাম করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَمِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا অর্থাৎ— তাহারা যমীনের উৎপাদিত বস্তু হইতে এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে আল্লাহর জন্য একটি নির্দিষ্টাংশ নির্ধারিত করিয়া রাখিত।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফার (র)....যিনি আওফা ইবন মালিক ইবনে নায়লা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আমার অবস্থাটি ছিল শোচনীয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কোন মাল আছে কি? আমি বলিলাম জী হাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মাল? আমি বলিলাম সর্বপ্রকার মাল আছে, উট, গোলাম, ঘোড়া, ছাগল সবই আছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তোমার ওপর উহার আলামত প্রকাশ পাওয়া উচিৎ। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের উটনী সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয় অতঃপর তোমরা নিজেরাই ছুরি দ্বারা উহার কান কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ "বহীরা" আবার কোনটির চামড়া কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ صَرَم (সারাম) অতঃপর উহা নিজের প্রতি হারাম সাব্যস্ত কর। আর পরিবারের লোকদের প্রতিও হারাম কর একথা ঠিক নয় কি? আমি বলিলাম, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বলিলেন, শুন, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহা হালাল। উহা হারাম হইতে পারে না। আল্লাহর হাত তোমার হাত হইতে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহর ছুরি তোমার ছুরি হইতে অধিক ধারালু।

অতঃপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ ও বাহায ইবনে আসাদ (র).....আবূল আহওয়ায হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। কেবল নিজের খেয়াম খুশীমতে যাহারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাইয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়া ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ অর্থাৎ— যে দিন আমার নিকট তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে সে দিন তাহাদের সহিত কি রূপ ব্যবহারের তাহাদের ধারণা রহিয়াছে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। হযরত ইবনে জরীর বলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাহাদের পাপে কোন শাস্তি না দিয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। আমি বলি (ইবনে কাসীর) আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় উপকারী বস্তু হালাল করিয়া এবং অপকারী বস্তু হারাম করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শোকর করে না। বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাদের জন্য হালাল করিয়াছেন তাহারা তাহা হারাম করে এবং নিজেদের ওপর চাপের সৃষ্টি করে। ফলে তাহারা কিছু তো করে হালাল এবং কিছু হারাম করে। এই নিয়ম মুশরিকদের মধ্যে শুরু হইতেই সর্বাধিক বেশী চালু হইয়াছে। কিন্তু ইয়াহূদী-নাসারা তাহাদের ধর্মে সে সমস্ত নতুনত্ব সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এ নিয়ম পালিত হইয়াছে।

আল্লামা ইবনে আবূ হাতিম (র) উদ্ধৃত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম....বলেন মূসা ইবনে সাব্বাহ হইতে اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ এর তাফসীরে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের উপযোগী লোকদিগকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে তাহারা আল্লাহর দরবারে তিন শ্রেণীতে দন্ডায়মান হইবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে হাযির করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছিলে? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আপনি বেহেশতে ও উহার গাছপালা ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার নহরসমূহ উহার হূর ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহও সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনুগত বান্দাদের জন্য আরো কত প্রকার ভোগ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন আমি উহারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি এবং দিনের বেলা পিপাসা সহ্য করিয়াছি। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন হে আমার বান্দা! তুমি বেহেশতের আশায় আমার ইবাদত করিয়াছ, অতএব এই লও বেহেশত এবং উহাতে তুমি প্রবেশ কর? আমার অনুগ্রহে আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং আমার অনুগ্রহেই তোমাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইয়াছি। অতঃপর সে এবং তাহার সাথী সংগীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে। নবী করীম (সা) বলেন, অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দা? তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিতে? সে বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন দোযখের বেড়ী শিকল–উত্তপ্ত বায়ু উষ্ণ পানি এবং ইহা ছাড়া পাপীদের জন্য আরো অনেক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন অতএব আমি শাস্তির ভয়ে রাতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিয়াছি এবং দিনের বেলা সাওম পালন করিয়া পিপাসিত রহিয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন হে আমার বান্দা! আমার শাস্তির ভয়ে তুমি আমল করিয়াছ সুতরাং আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিলাম। আর তোমার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তোমাকে আমার বেহেশতে দাখিল করিলাম। অতঃপর সেই ব্যক্তিও তাহার সাথীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর

এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছ? সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আপনার প্রতি প্রেম ও ভালবাসা আমাকে আমল করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হে আমার প্রভু! আপনার ইয্যতের কসম আপনার প্রেম ও ভালবাসার কারণে আমি রাত জাগরণ করিয়াছি ও পিপাসিত দিন কাটাইয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন–হে আমার বান্দা তুমি আমার প্রতি ভালবাসা ও প্রেমের কারণেই আমল করিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহার সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিবেন এবং বলিবেন, এই তো আমি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণেই তোমাকে আমি দোযখ হইতে মুক্তি দান করিব এবং আমার বেহেশতে তোমাকে দাখিল করিব। আর আমার ফিরিশ্তাগণ তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবেন এবং আমি স্বয়ং তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করিতে থাকিব। অতঃপর সে এবং তাহার সাথীগণও বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(٦١) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

৬১. তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর আমি তোমাদিগের পরিদর্শক যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অনুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে, এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) কে অবগত করিতেছেন যে তিনি আপনার ও আপনার উম্মতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল— শুধু তাহাই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টিজীবের সকল অবস্থা সকল মুহূর্তেই তিনি জানেন। এবং তাহার জ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে কোন বালি কণা সমতুল্য বস্তুও এড়াইতে পারে না। আসমান ও যমীনের ছোট বড় সবকিছুই স্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবীসমূহ একমাত্র তিনি ব্যতিত আর কেহ গায়েব জানেনা। আর স্থল ও সমুদ্রের জ্ঞান কেবল তাহার নিকট রহিয়াছে। কোন একটি পাতাও ঝরিয়া পড়িলে তিনি উহা জানেন। যমীনের গভীর অন্ধকারে কোন বীজ পড়িলে, কোন ভিজা বস্তু হোক কিংবা শুষ্ক বস্তু সমস্ত আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাবে রহিয়াছে।

উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করিয়াছেন যে গাছের এবং অন্যান্য জড় পাদার্থের নড়াচড়া আল্লাহ জানেন। অনুরূপভাবে পশুর গতিবিধি সম্পর্কেও আল্লাহ অবগত আছেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ অর্থাৎ যমীনে যত পশু আছে এবং যত পাখী ডানার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় তাহারাও তোমাদের ন্যায় দল বদ্ধ। আরো ইরশাদ হইয়াছে। وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا যমীনে যত প্রাণী আছে সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর। যখন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন জড়পদার্থের নড়াচড়াও জানেন তখন আল্লাহ যাহাদিগকে মুকাল্লাদ বানাইয়াছেন এবং তাহার ইবাদতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে তো অবশ্যই জানিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ تَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ

তোমরা পরম পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ যিনি তোমাদিগকে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায়ও দেখেন সিজদারত অবস্থায়ও দেখেন (শুয়ারা-২১৭-২১৯)। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ -

অর্থাৎ তোমরা যে কোন কাজে লিপ্ত থাক চাই কুরআন তেলাওয়াত কর কিংবা অন্য কোন আমল কর আমরা উহা দেখিতে পাই এবং তোমাদের কথা শ্রবণ করিতে পারি (ইউনুস-৬১)। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন হযরত জিবরীল (আ) এহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করিবে এমন ভাবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে আর যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তবে মনে কর তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন।

(٦٢) اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ

(٦٣) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ؕ

(٦٤) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ

৬২. জানিয়া রাখ! আল্লাহর বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৬৩. যাহার বিশ্বাস করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

৬৪. তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। উহাই মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহর অলী তাহারাই যাহারা ঈমান আনিবার পর পরহেযগারী অবলম্বন করেন তাহারা সর্বপ্রকার অসৎকর্ম হতে বিরত থাকে। অতএব যে ব্যক্তি পরহেযগারী অবলম্বন করে সে আল্লাহর অলী। لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাহাদের উপর ভবিষ্যতে ভয়ের কোন কারণ নাই وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ আর তাহারা পৃথিবীতেও চিন্তাযুক্ত হইবে না (ইউনুস -৬২)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে এবং পূর্ববর্তী আয়েম্মায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত; আল্লাহর অলী সেই সমস্ত মহাপুরুষগণ যাহারা সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকেন। এ সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বাযযার (র) বলেন আলী ইবন হরব রাযী (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর অলী কাহারা? তিনি বলিলেন اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ আল্লাহর অলী তাহারা যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণে আসে। হযরত বাযযার (র) বলেন, সায়ীদ (র) হইতে হাদীসটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু হাশেম রিফাযী (র)....আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হইতে কিছু এমন বান্দাও আছে যাহাদের প্রতি আম্বিয়া ও শহীদগণও ঈর্ষা করেন।" প্রশ্ন করা হইল, "তাহারা কাহারা"? আমরা যেন তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারি। তিনি বলিবেন, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহারা ধন-সম্পদ ও বংশের সম্পর্ক ছাড়াই কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর একে অন্যকে ভালবাসে। তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং নূরের মিম্বরের ওপর তাহারা উপবিষ্ট হইবে। যখন অন্যান্য লোক ভীত সন্ত্রস্ত হইবে তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে। যখন অন্যান্য লোক চিন্তিত হইবে তখন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (ইউনুস-৬২)

ঈমাম আবূ দাউদ (র) জবীর (র)....হযরত জরীর হাদীসকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম সনদ। অবশ্য উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবূ যুরআহর মাঝে ইনকিতা (اِنْقِطَاعٌ) আছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ নযর (র)....আবূ মালিক আশা'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বিভিন্ন গোত্র এবং চতুর্দিকের লোক একত্রিত হইবে যাহাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যাহারা কেবল আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালবাসিবে এবং আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর রাখিবেন এবং তাহারা উহার ওপর উপবিষ্ট হইবে। সে দিনে অন্যান্য লোক অস্থির হইয়া পড়িবে আর তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে— তাহারাই আল্লাহর অলী ও বন্ধু।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্যাক (রা)....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর তাফসীরে বলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মুমিন দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখান হইয়া থাকে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবুস সায়েব (র)....আবূ দারদা (রা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, একদা জনৈক প্রশ্নকারী আবূ দারদা-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির প্রশ্ন করিবার পর অন্য কাহাকেও প্রশ্ন করিতে আমি শুনি নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন بُشْرٰى দ্বারা

ভাল স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন ঈমানদার ব্যক্তি নিজে দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইহা তাহার জন্য পার্থিব জীবনে সুসংবাদ এবং পরকালেও বেহেশতের সুসংবাদ।

হযরত ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান (র)....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পূর্ববর্ণিত রেওয়ায়েতের অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিলেন।।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল আমাদের নিকট....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উপরোক্ত রেওয়ায়েতের অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, لَهُمُ الْبُشْرٰى اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ। ইয়া রাসূলুল্লাহ بُشْرٰى এর অর্থ কি বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন তোমার পূর্বে আর কেহ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নাই ইহার অর্থ হইল— "ভাল স্বপ্ন, যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়।"

অনুরূপভাবে এই হাদীস আবূ দাউদ তায়ালেসী ইমরানুল কাত্তান হইতে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ফাসীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আওযায়ী (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর হইতে এবং আলী ইব্নুল মুবারক (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ সালমা (র) হইতে তিনি বলেন উবাদাহ ইব্ন সানিও হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ হুমাইদ হিমসী (র)....হুমাইদ ইবন আব্দুল্লাহ মুযানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ ইবন সামেত (র) এর নিকট আসিয়া বলিল পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে আমি আপনার নিকট উহার তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে চাই— তাহা হইল لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তখন উবাদাহ (রা) বলিলেন, তোমার পূর্বে এই আয়াত সম্পর্কে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই আমিও নবী করীম (সা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমার নিকট আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। হযরত ইবনে জরীর (র) মূসা ইবনে উবাইদা (র) হইতে....উবাদাহ ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত যে

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ উদ্ধৃত আয়াতে পরকালের সুসংবাদ বেহেশত ইহা তো বুঝিলাম কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ কি? তাহা বুঝিলাম না। তিনি বলিলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা তিনি বলিয়াছে, নবুয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ। ইমাম আহমদ (র) ও বলেন, বাহ্য (র) বলিয়াছেন তিনি বলেন হাম্মাদ আমাদের বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ সৎকর্ম করে আর অন্য লোক তাহার কাজের প্রসংশা করে—তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মানুষের এই প্রশংসা এইটা হইল মু'মিনের পৃথিবীতেই তাহার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ (মুসলিম)। ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন হাসান আল আশয়াব (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যায় বলেন ভাল স্বপ্ন যাহা মু'মিনকে সুসংবাদ দান করে যাহা নুবুয়তের উনপঞ্চাশাংশের একাংশ। অতএব যে ব্যক্তি কোন ভাল স্বপ্ন দেখিবে সে যেন উহা অন্যকে জানাইয়া দেয়। কোন খারাপ স্বপ্ন দেখিলে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে মানুষকে ভীত ও চিন্তিত করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যেন তাহার বাঁ দিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহু আকবার বলে, আর অন্য কাহাকেও এই স্বপ্ন না বলে। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন بُشْرٰى দ্বারা ভাল স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন মু'মিনকে সুসংবাদ দান করে যাহা নবুয়তের ছিয়াল্লিশাংশের একাংশ। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম আল-মুআদ্দব....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ার সুসংবাদ হইল, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন বান্দা নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয় আর পরকালের সুসংবাদ হইল বেহেশত।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) আবূ কুরাইব....(র) আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন শুভ স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে । আর আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা সুসংবাদ বহন করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফরূপেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ভাল স্বপ্ন হইল সুসংবাদ যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবন হাম্মাদ দোলাবী....(র) উম্মে কুরাইয আল কা'বীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি নবুয়ত শেষ হইয়াছে এবং এখন কেবল সুসংবাদ রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবন যুবাইর, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ইবন আবী রবাহ (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরামও بُشْرٰى এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ভাল স্বপ্ন' দ্বারা আর কেহ কেহ বলিয়াছেন بُشْرٰى দ্বারা মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণের ক্ষমা ও বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

—যাহারা এই কথা বলে, যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উহার ওপর অটল থাকে— তাহাদের নিকট ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় আর তাহারা বলে তোমরা ভীত-চিন্তিত হইও না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাহার তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে। আমরা পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে তোমাদের বন্ধু। আর তথায় তোমরা যাহা কামনা করিবে তাহা তোমাদের জন্য বিদ্যমান থাকিবে। দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ইহা উপঢৌকন (হা-মিম-সিজদাহ-৩০)।

হযরত বরা' (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত, যখন কোন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্তাগণ আগমন করে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল এবং পোশাক সাদা। তাহারা বলে, হে পবিত্র রূহ। তুমি আরাম ও শান্তির দিকে বাহির হইয়া আস। বাহির হইয়া আস তোমার প্রভুর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। অতঃপর রূহ তাহার মুক হইতে এমন সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন মশকের মুখ দিয়া পানি বাহির হইয়া আসে। ইহা হইল পার্থিব সুসংবাদ। আর পরকালের সুসংবাদ এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের মহা ভীতি তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না আর ফিরিশতাগণ তাহদের সহিত সাক্ষাত করিবে। তাহারা বলিবে এইটা সেই দিন যাহার আগমনের তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল (আম্বিয়া-১০৩)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

সেই দিনে ঈমানদার নর-নারীদের সম্মুখে তাহাদের ডান দিকে তাহাদের বাম দিকে নূর চলিতে থাকিবে। আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমাদের জন্য আজ জান্নাতের সুসংবাদ যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে ইহা অতি বড় সাফল্য (হাদিদ-১২)।

(٦٥) وَ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(٦٦) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

(٦٧) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

৬৫. উহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তি আল্লাহর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬৬. জানিয়া রাখ, যাহারা আকাশ মন্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহরই। যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপরকে শরীফরূপে ডাকে— তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি, উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস দেখিবার জন্য যে সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন এই সমস্ত কাফির মুশরিকরা আপনাকে যে সব অবাঞ্ছিত কথা বলে। لَا يَحْزُنْكَ তাহাতে আপনি দুঃখ করিবেন না বরং আপনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন আর তাহার উপর ভরসা করুন। সমস্ত ক্ষমতা, মান সম্ভ্রম আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার লোকদের জন্য। هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি তাহাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত সাম্রাজ্য। অথচ মুশরিকরা

যাহাদের উপাসনা করে তাহারা কিছুরই মালিক নয়। তাহাদের নাতো কাহারো ক্ষতি করিবার ক্ষমতা আছে, আর না কাহারো উপকার করিবার শক্তি আছে। আর তাহারা যে মূর্তির পূজা করে উহার কোন যুক্তিও নাই। বরং এই ব্যাপারে তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা মিথ্যা অনুমানের অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি রাতকে ক্লান্ত মানুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। وَالنَّهَارَمُبْصِرًا আর দিনকে আলোকিত করিয়াছেন যেন তাহারা জীবিকাপর্জনের জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচেষ্টা করিতে সক্ষম হয়।

اِنَّ فِىْ ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ এসবের মধ্যে সে সমস্ত লোকদের জন্য দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে—যাহারা এই সমস্ত দলীল-প্রমাণ সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া তাহাদের সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের ওপর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

(٦٨) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ هُوَ الْغَنِيُّ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٦٩) قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○ ط

(٧٠) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○ ع

৬৮. তাহারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহান, পবিত্র, তিনি অভাব মুক্ত। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?

৬৯. বল যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

৭০. পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ পরে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর কুফরী হেতু উহাদিগকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের কথা বলে আল্লাহ তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ এমন অবাঞ্ছিত কথা হইতে আল্লাহ পবিত্র তিনি তো কাহারো মুখাপেক্ষী নন এবং সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الْأَرْضِ আসমান সমূহের যাহা কিছু আছে আর যাহা কিছু আছে যমীনে সমস্ত তাঁহার। অতএব যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এরা তাঁহার দাস। তাহারা তাঁহার সন্তান হইতে পারে কিভাবে?

اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهٰذَا অর্থাৎ- তোমরা যে মিথ্যা কথা এবং অপবাদ আল্লাহর ওপর আরোপ করিতেছ উহার কোনই দলীল তোমাদের নিকট নাই। اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কিছুই জান না অথচ আল্লাহর উপর এইরূপ জঘন্য দাবী করিয়া বসিয়াছ। আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَ قَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْجِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هٰذا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলাও একজন পুত্র বানাইয়াছেন ইহা একটি জঘন্য অপবাদ। ইহা শ্রবণ করিয়া তো আসমান ও যমীন ফাটিয়া যাইবার এবং পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, যে তাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের দাবী করিয়া বসিয়াছে।

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

আল্লাহর জন্য কোন পুত্র সন্তান কামনা সংগতি নয়। আসমান সমূহে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর গোলাম ও দাস। তিনি তাহাদের সকলকে পুরাপুরীভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিনে তাহারা সকলে একে একে আল্লাহর দরবারে হাযির হইবে।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সে সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকে ধমক দিয়াছেন যাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে, যে কোন দিন কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না। না পৃথিবীতে পারিবে আর না পরকালে। পৃথিবীতে তাহারা যাহা কিছু লাভ করিতেছে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাহাদিগকে কিছু ঢিল দিয়াছেন মাত্র এবং কিছু দিনের জন্য সামান্য কিছু ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন ثُمَّ يَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অতঃপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ইহা অল্প দিনের কিছু ভোগবস্তু ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ অতঃপর আমার নিকট কিয়ামতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ অতঃপর আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্বাদ গ্রহণ করাইব। بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ তাহাদের কুফরীর বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি তাহাদের মিথ্যা অপবাদের বিনিময়েই তাহাদের এই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(٧١) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝

(٧٢) فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝

(٧٣) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۝

৭১. উহাদিগকে নূহ এর বৃত্তান্ত শুনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদিগের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমিও আল্লাহর উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদিগের কর্ম নিঃষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিওনা।

৭২. অতপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার তোমাদিগের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই। আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট আমি তো আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

৭৩. আর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরা দেখ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন أتْلُ عَلَيْهِمْ তাঁহার স্বজাতি যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তাহাদের নিকট হযরত নূহ (আ) এর ঘঠনা শুনাইয়া দিন যে আমি তাহাদিগকে হযরত নূহ (আ) কে মিথ্যাবাদী বলার কারণে কিভাবে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি—যেন তাহারা এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই ধরনের ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া থাকে।

اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ যখন নূহ (আ) তাহার কওমকে বলিলেন হে আমার কওম! যদি তোমাদের সাথে আমার অবস্থান করা এবং আল্লাহ পক্ষের দলীল প্রমাণ দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করা তোমাদের পক্ষে অপছন্দনীয় ও ভারী হয় তবে ইহাতে আমার কোন পরোয়া নাই আমি তো আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকিব না চাই তোমাদের পক্ষে তাহা ভারী হউক কিংবা সহজ। فَاَجْمِعُوْااَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاۤءَكُمْ অতএব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—আর যদি তোমরা নিজদিগকে সত্য ও হক বলে বিশ্বাস কর তবে আমার সম্পর্কে তোমাদের ফয়সালা জারী করিয়া দাও এবং আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিও না। অর্থাৎ যখনই তোমরা সুযোগ পাও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর তাহাতে আমার কোনই পরোয়া নাই—তোমাদিগকে আমি ভয় করি না। কারণ আমি জানি যে তোমাদের অনুমানের বুনিয়াদ কিছু নয়। যেমন হযরত হূদ (আ) তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন

اِنِّيْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ فِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ-

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তি পূজা করিতেছ, আমি ইহা হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তোমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আমাকে সুযোগ দিবে না একটুও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি যিনি আমার এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।

قَوْلُهٗ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর এবং মুখ ফিরাইয়া এবং فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ তবে আমি তোমাদের নিকট আমার নসীহাতের কোন বিনিময় প্রার্থনা করি নাই যাহা ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে আমি ভীতি হইব। اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমার বিনিময় তো একমাত্র আল্লাহর উপর? আমাকে তো ইসলাম গ্রহণকারী অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইসলামের হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইসলামই

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিয়ামের ধর্ম—যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক রহিয়াছে যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا الخ আমি তোমাদের সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন চলিবার পথ করিয়া দিয়াছি (মাঈদা-৪৮)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ করিয়াছেন 'পথ ও পদ্ধতি'। হযরত নূহ (আ) বলেন أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমাকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

যখন ইবরাহীম (আ) কে তাহার প্রভু বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর, তিনি তৎক্ষণাৎই বলিলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং রাব্বুল আলমীনের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আর ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্রদেরকে নির্দেশ করিলেন, এবং ইয়াকুম (আ)ও হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনিত করিয়াছেন অতএব ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তোমরা মৃত্যু বরণ করিও না (বাকারা-১৩১-১৩২)। হযরত ইউসুফ (আ) বলেন رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ - হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং কথার ব্যাখ্যা করার শিক্ষা দান করিয়াছেন, হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আপনিই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যবস্থাপক। আমাকে ইসলামী আকীদার উপর মৃত্যু দান করুন এবং সৎ ও নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ-১০১)। হযরত মূসা (আ) বলেন, يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ হে আমার কওম! যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক তবে তাঁহার প্রতি ভরসা কর যদি তোমরা ঈমান আনিয়া থাক (ইউনুস-৮৪)। যাদুকররা বলিয়াছিল رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ - হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদের উপর ধৈর্য ধারণ করিবার তাওফীক দান করুন এবং ইসলামের উপর আমাদিগকে মৃত্যু দান করুন। বিলকীস বলিয়াছিলেন رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হে আমার প্রতিপালক। আমি আমার সত্তার প্রতি যুলুম করিয়াছিলাম এবং এখন সুলায়মান (আ)-এর সহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি (নামল-৪০)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

إِنَّ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا– করেন
আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহার মধ্যে রহিয়াছে হেদায়তের বাণী আর নূর। আম্বিয়ায়ে কিরাম উহার মাধ্যমে ফয়সালা করিতেন তাহাদের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (মাইদা-৪৪)। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ আমি ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের প্রতি এলহাম করিয়াছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তাহারা বলিল আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলমান। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ আমার সালাত আমার কুরবানী ও আমার জীবন আমার মৃত্যু বাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য যাহার কোন শরীক নাই আমাকে ইহারই হুকুম দেয়া হইয়াছে। আর আমি এই উম্মতের সর্ব প্রথম মুসলমান (আন'আম-১৬২-৬৩)। সমস্ত আম্বিয়া কিরামের মূল ধর্ম যেহেতু ইসলাম একারণে একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ وَدِينُنَا وَاحِدٌ আমরা নবীদের দল সকলের পিতা এক কিন্তু মা ভিন্ন অর্থাৎ সকলের ধর্ম এক সকলেই এক আল্লাহর ইবাদত করে যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক।

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার দ্বীনী সাথীদিগকে বাঁচাইয়া নিলাম যাহারা নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। وَجَعَلْنَا خَلَائِفَ আর আমরা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে তাহাদিগকে খলীফারূপে আবাদ করিলাম।

وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ আর আমরা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে ডুবাইয়া দিলাম। অতএব হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদের পরিণতি দেখুন যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে আর মুসলমানদিগকে কিভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল?

(٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ○

৭৪. অনন্তর তাহার পরে আমি রাসূলদিগকে প্রেরণ করি তাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। কিন্তু

উহারা পূর্বে যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দেই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ثُمَّ بَعَثْنَا অতঃপর আমি হযরত নূহ (আ) এর পর বহু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাহাদের আনিত বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য দলীল-প্রমাণসহ আসিয়াছিলেন।

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ কিন্তু তাহারা যেমন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের কথা অস্বীকার করিয়াছিল অনুরূপভাবে পরবর্তী রাসূলদের কথাও অস্বীকার করিয়াছে। আর পরবর্তী রাসূলদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ আমরা তাহাদের অন্তরসমূহ ও বক্ষসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছি অতএব তাহাদের পক্ষে আর ঈমান আনা সম্ভব হয় নাই। قَوْلُهُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মতরা তাহাদের রাসূলগণের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল একারণে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়াছিলাম অনুরূপভাবে সেই পথভ্রষ্টদের যাহারা অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরসমূহেও আমি মোহর লাগাইয়া দিয়াছি। অতএব তাহারা যাবৎ আল্লাহর কঠিন শাস্তি না দেখিবে তাহারা ঈমান আনিবে না। সারকথা হইল যেসমস্ত উম্মত তাহাদের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। আল্লাহর এই নিয়ম চালু হইয়াছে হযরত নূহ (আ) পরে। তাঁহার পূর্বে হযরত আদম (আ) হইতে মূর্তি পূজা শুরু হওয়া পর্যন্ত সকল মানুষ ইসলাম ধর্মের উপর কায়েম ছিল। তাহারা মূর্তি পূজা শুরু করিলে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ) কে তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিলেন। একারণেই কিয়ামতে মু'মিনগণ হযরত নূহকে বলিবে أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُولِ। অর্থাৎ আপনি প্রথম রাসূল যাহাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি শতাব্দি অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সে শতাব্দিসমূহের সকল লোক ছিল মুসলমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ হযরত নূহ (আ) এর পর কত শতাব্দির লোকই না আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি (বনি ইসরাঈল-১৭)। এই আয়াতে আরবের মুশরিকদিগকে দারুনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে; যাহারা সমস্ত রাসূলদের সরদার এবং সর্বশেষ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

আল্লাহ যখন পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে তাহাদের রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন অতএব যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে অধিক বড় অপরাধ করিয়াছে তাহাদের শাস্তি আরো অধিক বড় হইবে।

(٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

(٧٦) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(٧٧) قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝

(٧٨) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির'আউন ও তাহার পরিষদ-বর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬. অতঃপর যখন তাহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বঁলিল ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু।

৭৭. মূসা বলিল! সত্য যখন তোমাদিগের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এই রূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।

৭৮. উহারা বলিল আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? এবং যাহাতে দেশে তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয়। এইজন্য আমরা তোমাদিগের বিশ্বাসী নহি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন ثُمَّ بَعَثْنَا পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের পর আমি ফিরআউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের নিকট তাহাদের আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। ফিরআউন হযরত মূসা (আ)

হইতে অত্যধিক ভীত সন্ত্রস্থ ছিল কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যাহাকে সে এতই ভয় করিত তাহাকে সে রাজ কুমারের ন্যায় লালন পালন করিয়াছে। অতঃপর তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে এক সমস্যার সৃষ্টির হইল এবং এমনি এক ঘটনা ঘঠিল যে হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল। এবং এই সময় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করিলেন এবং তাহার সহিত মুখামুখি কথা বলিয়া তাহাকে মর্যাদার এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে পুনরায় ফিরআউনের নিকট তাহাকে তাওহীদের প্রতি দাও'আত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যেন সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং কেবল তাহারই প্রতি আত্মনিয়োগ করে। অথচ তখন ফিরআউনের যে রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ছিল উহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অতএব হযরত মূসা (আ) আল্লাহর পয়গাম বহন করিয়া ফিরআউনের নিকট আসিলেন তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাহায্যকারী তাহার ভ্রাতা হযরত হারূন ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। ফিরআউন তাহার পয়গামকে অমান্য করিল এবং অহংকার ভরে তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিল। তাহার কলুষিত প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল হযরত মূসা (আ) হইতে সে বিমুখ হইল এবং যাহা দাবী করা তাহার পক্ষে সমীচীন ছিল না উহারই দাবী করিয়া বসিল। সে খোদা দ্রোহিতা করিল, আল্লাহর পয়গামকে অমান্য করিল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা মুমিন ছিল তাহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। এমন নাযুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূনের হিফাযত করিতে লাগিলেন। হযরত মূসা ও ফিরআউনের মধ্যে একের পর এক দ্বন্দ্ব ঘটিতেই লাগিল এবং মূসা (আ) এমন বিস্ময়কর মু'জিযা পেশ করিতে লাগিলেন যাহা অমান্য করিবার কোন উপায় ছিল না এবং একথাও মানিতে হইত যে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে পরবর্তী ঘটনা অধিক বিস্ময়কর হইত। কিন্তু ফিরআউন ও তাহার দলবল যেন কসম খাইয়া বসিয়াছিল তাহার কথা মানিবে না অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হইল তখন যেন আযাব সরাইবার ক্ষমতা আর কাহার থাকিল না। অতএব একদিনে সকলকে ডুবাইয়া মারা হইল আর সেই যালেম জাতি সমূলে ধ্বংস হইল।

(٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ٥

(٨٠) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ٥

(٨١) فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(٨٢) وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৭৯. ফিরআউন বলিল তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া আইস।

৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা (আ) বলিল তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর।

৮১. যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু আল্লাহ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের কর্ম সার্থক করেন না।

৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরদের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা সূরা 'আরাফে উল্লেখ করিয়াছেন আর সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও পূর্বে উক্ত সূরায় করা হইয়াছে। এই সূরা , সূরা তা-হা ও সূরা শু'আরা-তেও ইহার আলোচনা হইয়াছে। যাদুকরদের বাহুল্য যাদু দ্বারা মূসা (আ)-এর প্রকাশ্য হকের মুকাবিলা করান ছিল ফিরআউনের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গিয়াছিল এবং ফিরআউন তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর দলীলসমূহের বিজয় হইল। আর সমস্ত যাদুকররা মাথা নত করিয়া সিজদায় পড়িয়া গেল— তাহারা বলিতে লাগিল আমরা তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ - 'আরাফ-১২১-২২) ফিরআউন ধারণা করিয়াছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাহার মুকাবিলা যাদুকরদের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করিবে কিন্তু সে উহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং দোযখের উপযোগী হইয়াছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ -

অর্থাৎ ফিরআউন বলিল আমার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকর হাযির কর যখন তাহারা হাযির হইল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষেপ কর। আর মূসা (আ) তাহাদিগকে একথা এইজন্য বলিয়াছিলেন যে ফিরআউন তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিল যে যদি তোমরা বিজয়ী হইতে পার তবে আমার নৈকট্য লাভ করিবে এবং অনেক পুরস্কার দান করা হইবে।

قَالُوْا يَامُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى قَالَ بَلْ اَلْقُوْا

যাদুকররা বলিল "হে মূসা তোমরা পূর্বে নিক্ষেপ করিবে না আমরা পূর্বে নিক্ষেপ করিব— তিনি বলিলেন বরং তোমারই পূর্বে নিক্ষেপ কর (ত্ব-হা-৬৫-৬৬)।" মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য তাহাদের যাদুর যা বহর আছে তাহা প্রথমই প্রকাশিত হউক পরে মু'জিযা প্রকাশিত হইলেই বাতিল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যখন যাদুকররা যাদুর রশি নিক্ষেপ করিল এবং দর্শকদের চক্ষুতে যাদু করিয়া দিল তখন যাদুকরদের রশিকে সাঁপের আকৃতিতে দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া গেল।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَيُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

যাদুকরদের যাদু দেখিয়া মূসা (আ) ও ভীত হইয়া গেলেন, আমি বলিলাম তুমি ভীত হইও না তুমিই বিজয়ী হইবে। আর তোমার ডান হাতে যাহা আছে উহা তুমি ফেলিয়া দাও উহা অজগর হইয়া উহাদের সমস্ত সাঁপ গিলিয়া ফেলিবে। যাদুকররা যাহা কিছু করিয়াছে উহাতো যাদুকরের প্রতারণা—আর যাদুকর কখনো সফল হইতে পারে না (ত্বহা-৬৭-৬৮)। যখন তাহারা তাহাদের রশি নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) বলিলেন।

مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ – وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু পেশ করিয়াছ উহা তো যাদু আল্লাহ অবশ্যই উহা বাতিল করিয়া দিবেন অবশ্য আল্লাহ অনাচারকারীদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করেন না। তিনি সত্যের সত্যকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করিবেন যদিও উহা অপরাধীদের নিকট অপছন্দীয় হউক না কেন (ইউনুস-৮১-৮২)।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে হারিস (র)....লায়েস ইবনে আবূ সুলাইম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহর হুকুমে যাদু নষ্ট করা যায়।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া পানিকে ফুঁক দিবে এবং উক্ত পানি যাহাকে যাদু করা হইয়াছে তাহার মাথায় ঢালিয়া দিবে ইন-শাআল্লাহ যাদু হইতে মুক্তি লাভ হইবে। আয়াতগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى -

(٨٣) فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৮৩. ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় তাহার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফিরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইরশাদ করেন হযরত মূসা (আ) স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করিবার পর তাহার কওম হইতে মাত্র কয়েকজন যুবক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল অবশ্য তাহাদের অন্তরে এ ভয় ছিল যে পুনরায় তাহাদিগকে কুফরীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হইতে পারে কারণ ফিরআউন ছিল অত্যন্ত যালেম, অহংকারী ও সীমাঅতিক্রমকারী। সে অত্যন্ত প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল এবং সাধারণ লোক তাহাকে দারুনভাবে ভয় করিত।

আল্লামা আওফী (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্রের লোক কেবল ফিরআউনের স্ত্রী এবং ফিরআউনের বংশের অন্য একজন লোক, ফিরআউনের খাযাঞ্চী ও তাহার স্ত্রী।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ এর তাফসীর বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন এখনে ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে বোঝান হইয়াছে। যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে ذُرِّيَّةٌ এর অর্থ قَلِيْلٌ বা অল্প।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ذُرِّيَّةٌ দ্বারা সেই সমস্ত লোকের সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য যাহাদের প্রতি হযরত মূসাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং যাহারা বহু পূর্বে তাহাদের সন্তান ছাড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। ইবনে জরীর (র) মুজাহিদ (র) এর মতকে

প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলের সন্তান উদ্দেশ্য। ফিরআউনের বংশের সন্তান উদ্দেশ্য নয়। কারণ قَوْمِهٖ এর ضَمِيْر (সর্বনাম) নিকটতম বস্তুর দিকেই ফিরিয়া থাকে। এবং এখানে নিকটতম হইল مُوْسٰى শব্দটি فِرْعَوْن শব্দটি নয়। (ইবনে কাছীর (র) বলেন) কিন্তু এ মতটি সত্য কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা নওজোয়ান ও যুবকশ্রেণীর লোক উদ্দেশ্য আর তাহারা ছিল বনী ইসরাঈলের। অথচ যে কথা অধিক প্রসিদ্ধ তাহা হইল বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোক হযরত মূসা (আ) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সুসংবাদও দান করা হইয়াছিল। তাহারা হযরত মূসা (আ) এর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহালও ছিল। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে ফিরআউনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবে এবং তিনি ফিরআউনের উপর বিজয়ী হইবেন। একারণে যখন ফিরআউন একথা জানিতে পারিল তখন সে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে লাগিল যখন হযরত মূসা (আ) তাবলীগের উদ্দেশ্যে ফিরআউনের নিকট আসিলেন তখন ফিরআউন বনী ইসরাঈলকে বহু কষ্ট দিতে লাগিল। বনী ইসরাঈল তখন হযরত মূসা (আ)-কে বলিতে লাগিল আপনার আগমনের পূর্বেও ফিরআউন আমাদিগকে কষ্ট দিত আর পরও আমাদের প্রতি সেই কষ্ট অব্যাহত রহিয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা কিছু ধৈর্য ধারণ কর আল্লাহ তা'আলা অল্প দিনেই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন তখন তিনি দেখিবেন, তোমরা কি রূপ আমল কর। একথাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -(আরাফ -১২৯)

একথা সাব্যস্ত হইবার পর ذُرِّيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা (আ) এর কওমের যুবক সন্তান অর্থাৎ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলই কি ভাবে উদ্দেশ্য হইতে পারে? عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ অর্থাৎ ফিরআইন ও তাহার গোত্রীয় সরদারদের হইতে এই ভয় ছিল যে তাহারা তাহাদিগকে আবার কাফির হইতে বাধ্য করিবে আর বনী ইসরাঈলের মধ্যে কারূন ব্যতীত কেউ ছিল না যাহাকে তাহারা ভয় করিত। কারূন মূসা (আ) এর বংশধর ছিল। কিন্তু সেছিল বড় খোদাদ্রোহী ফিরআইনের বন্ধু জন। আর এখানে مَلَائِهِمْ এর ضَمِيْر (সর্বনাম)টি বনী ইসরাঈলের দিকে ফিরিয়াছে। কিন্তু যাহারা একই কথা বলে যে সর্বনামটি ফিরআউন ও তাহার গোত্রীয় লোকদের দিকে ফিরিয়াছে অথবা فِرْعَوْن এর পূর্বে اٰل শব্দটি উহ্য রহিয়াছে কারণ এবং مُضَاف এর স্থলে

مضاف اليه রাখিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের একথা যুক্তি সংগত নয়। যদিও ইবনে জরীর (র) দুইটি কথাই কোন কোন নুহুর আলিম থেকে লিখিয়াছেন। বনী ইসরাঈলরা সকলেই যে মুমিন ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নের আয়াত।

(٨٤) وَقَالَ مُوسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

(٨٥) فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ○

(٨٦) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮৪. মুসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া থাক। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।

৮৫. অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না।

৮৬. এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলকে এই কথা বলিয়াছিলেন يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ "হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া থাক তবে তাঁহার ওপরই তাওয়াক্কুল কর যদি তোমরা সত্যিকারে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাক" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ আল্লাহ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন (ঝু'মার-৩৬)। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট (তালাক-৩১)।" আল্লাহ তা'আলা অনেক

সময় ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের কথা একত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا আপনি বলিয়া দিন তিনি পরম দয়ালু আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও তাহার ওপর ভরসা করিয়াছি, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অতএব আপনি ইবাদত করুন এবং তাঁহার উপর ভরসা করুন। (মূলক-২৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই অতএব আপনি তাহাকেই কর্ম-সম্পাদনকারী হিসাবে গ্রহণ করুন (মুয্যাম্মিল-৯)। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাদিগকে প্রত্যেক সালাতে একাধিক বার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন (ফাতেহা-৪)।

অতঃপর বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করিয়া এই কথা বলিয়াছে عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ। অর্থাৎ "আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করিয়াছি হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদিগকে যালিম কওমের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানাইবেন না (ইউনুস-৮৫)।" অর্থাৎ তাহাদিগকে আমাদের উপর সফল ও বিজয়ী করিবেন না। তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বুঝিবে যে তাহারই সত্যের উপর আছে আর আমরা বাতিলের উপর। এইভাবে তাহারা আমাদের উপর আরো অধিক যুলুম করিবে। আবূ মিজলায ও আবূ যুহা হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

ইবনে আবূ নজীহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতের তাফসীর হইল, "হে আল্লাহ আপনি ফিরআউনের বংশধর দ্বারা আর আপনার পক্ষ হইতে কোন আযাব দ্বারা শাস্তি দিবেন না, তাহা হইলে ফিরআউনের সম্প্রদায় এই কথাই বলিবে যে তাহারা যদি সত্যের উপর হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত না আর আমরা তাহার ওপর বিজয়ী হইতে পারিতাম না। অতএব তাহারা আমাদের ওপর আরো অধিক যুলুম অত্যাচার করিবে।

আব্দুর রায্যাক (র)....মুজাহিদ (র) হইতে رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ। -এর এই তাফসীর বর্ণনা করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয়ী করিবেন.না তাহা হইলে তাহারা আমাদের উপর যুলুম করিবে।

قَوْلُهُ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ অর্থাৎ আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে মুক্তি দান করুন। مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ সেই সমস্ত লোক হইতে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহা গোপন করিয়াছে। আর আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি আর আপনার উপরই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিয়াছি।

(٨٧) وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৮৭. আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদিগের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদিগের গৃহগুলিকে ইবাদত গৃহ কর। সালাত কায়েম কর এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের যুলুম হইতে মুক্তিদানের কারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ)-কে নির্দেশ দান করিয়াছিরেন যে তোমরা স্বীয় জাতিকে লইয়া মিসরে যাও এবং তথায় বাসস্থান স্থাপন কর।

মাননীয় তাফসীরকারগণ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً এর তাফসীরের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। হযরত সাওরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের এই তাফসীর করেন, তাহাদিগকে তাহাদের ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বাসাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। হযরত সাওরী (র) ইবনে মানসূর এর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বর্ণনা করেন, বণী ইসরাঈলরা ছিল বড় ভীতসন্ত্রস্ত এ কারণেই তাহাদিগকে তাহাদের ঘরে সালাত আদায় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুজাহিদ, আবূ মালেক, রবী ইবনে আনাস, যাহ্হাক, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও তাহার পিতা যায়েদ ইবনে আসলাস (র) অনরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ফিরআউনের পক্ষ হইতে যখন বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন তাহাদিগকে অধিক সালাত আদায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ হে ঈমাদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (বাক্বারা-১৫৩)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— যখনই নবী করীম (সা) ঘাবড়াইয়া যাইতেন তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন (আবূ দাউদ) এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— তোমরা তোমাদের প্রত্যেক ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বানাও আর তোমরা তথায় সালাত পড় এবং ঈমাদার লোকদিগকে সওয়াব ও আগত সাহায্যের সুসংবাদ দান কর (ইউনুস-৮৭)।

আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, আমরা ফিরআউনের লোকদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সালাত পড়িতে পারি না।

অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বাড়ীতেই সালাত পড়িবার অনুমতি দান করিলেন এবং তাহাদের ঘরসমূহ কিবলামুখী করিয়া নির্মাণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাঈলরা যখন তাহাদের উপাসনালয়ে সালাত পড়িলে ফিরআউন তাহাদিগকে হত্যা করিবে এই ভয়ে ভীত হইল তখন তাহাদিগকে কিবলামুখী করিয়া ঘর নির্মাণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। যেখানে তাহারা চুপিচুপি সালাত পড়িবে। কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, তাহাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে তাহারা যেন তাহাদের ঘরগুলি একটা অন্যটার মুখামুখী করিয়া নির্মাণ করে।

(৮৮) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَ
أَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا
ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ
يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۝

(৮৯) قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ
ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৮৮. মূসা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক। তুমি ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ, যদ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর উহাদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দাও। উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।

৮৯. তিনি বলিলেন তোমাদিগের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদিগের পথ অনুসরণ করিও না।

তাফসীর ঃ যখন ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গরা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের গুমরাহী ও কুফরের উপর অটল থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের যুলুম ও উৎপীড়নের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে উহারই সংবাদ দান করিয়াছেন।

Contents

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِيْنَةً হে আমাদের প্রতিপালক আপনি ফিরআউন ও তাহার পরিষদ বর্গকে পার্থিব আড়ম্বর ও বহু ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ - لِيَضِلُّوْ এর يَاءٌ কে যবরসহ পড়িলে অর্থ হইবে হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত আড়ম্বর ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন অথচ আপনি জানেন যে তাহারা আমার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিবে না ইহা শুধুই তাহাদের প্রতি আপনার পক্ষ হইতে ঢিল দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ যেন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি। অন্যান্য ক্বারীগণ لِيُضِلُّوْا এর يَا কে পেশসহ পড়িয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আপনার দানের দ্বারা তাহারা এই কথাই মনে করিবে যে আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত সম্পদ এই কারণেই দান করিয়াছেন যে, আপনি তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাই যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট করিবে। رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন (ইউনুস-৮৮)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, اَطْمِسْ অর্থ ধ্বংস করিয়া দিন। হযরত যাহ্হাক আবূল আলীয়াহ রবী ইবনে আনাস (র) বলেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মালকে পাথরে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ফসলাদিকেও পাথরে পরিণত করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র) বলেন, তাহাদের ভিটিও পাথরের রূপ ধারণ করিয়াছিল।

ইবনে আবূ হাতিম (রা) বলেন ইসমাঈল ইবনে আবূল হারিস (র)....মুহাম্মদ ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট সূরা ইউনুস পাঠ করিলেন। যখন তিনি قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا হইতে رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ পর্যন্ত পৌঁছলেন! তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয জিজ্ঞাসা করিলেন হে আবূ হামজা! طَمْسٌ কাহাকে বলে উত্তরে তিনি বলিলেন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদ পাথরে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই হইল طمس তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) তাহার এক গোলামকে বলিলেন, অমুক থলেটা আমার নিকট লইয়া আস। গোলাম থলেটি লইয়া আসিলে দেখা গেল যে উহার মধ্যে যে ডিম ও ছোলা রাখা ছিল তাহা পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। قَوْلُهُ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করেন, "তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিন" فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যেন তাহারা যাবত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি না দেখিয়া লয় তাহারা ঈমান আনিতে না পারে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া এই দু'আ করিয়াছিলেন, তবে তাহার এই ক্রোধ ছিল আল্লাহর ও তাহার দ্বীনের জন্য যেমন হযরত নূহ (আ) তাহার জাতির বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا হে আমার প্রতিপালক ! এই পৃথিবীতে কাফিরদের একটি লোকও জীবিত রাখিবেন না যদি আপনি তাহাদিগকে জীবিত রাখেন তাহা হইলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে গুমরাহ করিবে আর কেবল কাফির সন্তানই জন্ম দিবে (নূহ-২৬-২৭)।

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করিলেন যাহার সাথে সাথে তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَاتُكُمْ অর্থাৎ— তোমাদের দু'আ কবূল করা হইয়াছে।

আবূল আলীয়াহ, আবূ সালেহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী, রবী ইবন আনাস (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) দু'আ করিয়াছিলেন আর হযরত হারূন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ ফিরাউনকে ধ্বংস করিবার জন্য তোমরা যে দু'আ করিয়াছ তাহা কবূল করা হইল। এই আয়াত দ্বারা একদল উলামায়ে কিরাম এই কথা প্রমাণ করেন যে ইমামের কিরাত শেষে মুক্তাদীর আমীন বলা তাহার সূরা ফাতেহা পাঠ করা সমতুল্য। কারণ এখানে হযরত মূসা (আ) একাই দু'আ করিয়াছিলেন, আর হযরত হারূন (আ) শুধু আমীন বলিয়াছিলেন। অথচ আয়াতে উভয়েই দু'আ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا অর্থাৎ— আমি তোমাদের দু'আ কবূল করিয়াছি অতএব তোমরা আমার নির্দেশের উপর অটল থাক। হযরত ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন فَاسْتَقِيمَا এর অর্থ তোমরা আমার নির্দেশ পালন করিতে থাক। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন হযরত মূসা (আ)-এর এই দু'আর পর ফিরআউন চল্লিশ বছর জীবিত ছিল তাহার পর সে ধ্বংস হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, চল্লিশ দিন জীবিত থাকিবার পর ধ্বংস হইয়া যায়।

(٩٠) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ
بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝
(٩١) آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝
(٩٢) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআউন ও তাহার সৈন্য বাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমালংঘন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৯২. আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ফিরআউন ও তাহার সেনাবাহিনীর ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ)এর সহিত মিসর হইতে বাহির হইয়াছিল তখন ছোট বাচ্চাদের বাদ দিয়া তাহাদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল দুইলক্ষ। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে অনেক গহনা ধার হিসাবে নিয়াছিল এবং সেই সমস্ত গহনাসহই তাহারা পলায়ন করিয়াছিল এই কারণে তাহাদের প্রতি ফিরআউনের আরো অধিক ক্রোধ ছিল। অতঃপর সে দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করিল এবং এক বিরাট সেনা বাহিনী লইয়া বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করিল। আল্লাহ তা'আলার ইহাই ইচ্ছা ছিল। অতএব সারা দেশের ধন-সম্পদশালী লোকদের কেহই তাহার সহিত যোগ দিতে বিরত থাকিল না। অতঃপর তাহারা সূর্যোদয় কালেই বনী ইসরাঈলের নিকট গিয়া পৌঁছিল। فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ যখন উভয় দল পরস্পর একে অন্যকে দেখিয়া ফেলিল তখন হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বলিয়া উঠিল, এখন তো তাহারা আমাদিগকে ধরিয়াই ফেলিবে (শু'আরা-৬১)। এই সময় বনী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ফিরআউন তাহার সেনাবাহিনীসহ

তাহাদের পশ্চাতে ছিল এখন উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বার বার এই প্রশ্নই করিতেছিল যে কিভাবে তাহারা মুক্তি পাইতে পারে? হযরত মূসা (আ) বলিতে লাগিলেন, আমাকে তো এই নদীর মধ্যেই চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ তাহারা আমাদিগকে কখনো ধরিতে পারিবে না আল্লাহ আমার সাথেই আছেন যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন (শু'আরা-৬২)। যখন তাহারা চরমভাবে নিরাশ হইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং মূসা (আ) কে নদীতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর মূসা (আ) লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সাথে সাথেই নদী বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত হইয়া গেল এবং প্রত্যেক খন্ড বিরাট বিরাট পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ হইল। এই ভাবে নদীতে প্রত্যেক দলের জন্য এক একটি পথ হইয়া মোট বারটি পথ হইয়া গেল। নদীর মাঝে কাদা শুকাইবার জন্য আল্লাহ বায়ুকে নির্দেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা শুকাইয়া চলিবার উপযুক্ত হইয়া গেল। لَا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشَى এখন না তাহাদের ধরা পড়িবার ভয় আছে আর না ডুবিয়া যাওয়ার। পানির প্রাচীরের মাঝে জানালা করিয়া দেওয়া হইল যেন প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্রকে দেখিতে পারে এবং তাহাদের ধ্বংস হইবার আশঙ্কা না করে। যখন বনী ইস্‌রাঈলের সর্বশেষ ব্যক্তিও নদী পার হইয়া কূলে পৌছল তখন ফিরআউনের দলবল নদীর অপর তীরে পৌছল। ফিরআউনের সেনাবাহিনীতে কালো অশ্বরোহীর সংখ্যাই ছিল এক লক্ষ। ইহা ছাড়া অন্যান্য রঙ্গের অশ্বরোহীও ছিল অনেক। ইহা দ্বারা তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের অনুমান করা যায়। ফিরআউন যখন এই ভয়ানক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিল তখন সে ভীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মুক্তির সময় পার হইয়া গিয়াছিল এবং ভাগ্যের নির্ধারিত পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতেই হইল। হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করা হইল। হযরত জিবরীল একটি মাদী অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন ফিরআউনের নর অশ্বের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন মাদী অশ্ব দেখিয়া নর অশ্বটি চিৎকার করিয়া উঠিল।

হযরত জিবরীল তাঁহার মাদী অশ্বটি লইয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তখন নর অশ্বটিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল। ফিরআউন উহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে নদীতে পড়িতে হইল। অতঃপর তাহার বিরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সর্দারদিগকে আহবান করিয়া বলিল, নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য বনী ইসরাঈল আমাদের থেকে অধিক যোগ্য নয়। অতঃপর তাহারা সকলেই নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। হযরত মীকাঈল সকলের পশ্চাতে ছিলেন তিনি

ফিরআউনের সেনা বাহিনীকে তাড়া করিয়া অগ্রসর করিতে লাগিলেন। অতঃপর একজনও আর নদীতে প্রবেশ করিতে অবশিষ্ট থাকিল না। যখন তাহারা সকলেই নদীতে প্রবেশ করিল এবং যখন বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকই নদী পার হইয়া কূলে পৌঁছাইয়া গেল তখন আল্লাহ তা'আলা নদীর বিভিন্ন খন্ডকে আবার মিলাইয়া দিলেন। ফলে ফিরআউনের দলের একটি প্রাণীও বাঁচিতে পারিল না। নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ তাহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিতে আবার নিম্নে তলাইয়া উঠা নামা করিতে লাগিল। ফিরআউন তখন মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা লড়িতে লড়িতে মৃত্যু কষ্ট ভোগ করিতে শুরু করিল তখন সে বলিয়া উঠিল آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে, সেই সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই যাহার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আর আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। ফিরআউন এমনই এক সময় ঈমান আনিল যখন তাহার ঈমান কোন কাজে আসিল না فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল আমরা কেবল এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি আর কুফরী ও শিরক হইতে বিরত হইয়াছি فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ— তাহারা যখন আমার আযাব দেখিতে পাইল তখন তাহাদের ঈমান কোন ফায়দা দিল না তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে ইহাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্তই হইবে। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের বক্তব্যের জওয়াবে বলিলেন اَلْآنَ قَدْ عَصَيْتَ অর্থাৎ এখন তুমি এই কথা বলিতেছ অথচ ইহার পূর্বে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছ। وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ। আর তুমি ছিলে পৃথিবীতে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা মানুষকে গুমরাহ করিত وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ তাহাদিগকে আমি দোযখের প্রতি আহ্বান করিবার জন্য নেতা বানাইয়াছিলাম। আর কিয়ামতে তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। ফিরআউনের এই কথা যে "আমি বনী ইসরাঈলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি" হইল গায়েবের কথা যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই অবগত করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে হরব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরআউন যখন آمَنْتُ إِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিবরীল (আ) বলিলেন তখন আমি নদীর কাঁদামাটি হাতে লইয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্র উদ্বেলিত না

হয়। ইমাম তিরমিযী ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহারা হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি 'হাসান' আবূ দাউদ তয়ালেমী (র) বলেন, শু'বা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন জিবরীল (আ) আমাকে বলিয়াছেন, আপনি যদি সেই অবস্থাটি প্রত্যক্ষ করিতেন যখন আমি নদীর কাঁদা মাটি উঠাইয়া ফিরআউনের মুখে পুরিয়া দিয়াছিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গ না আসিতে পারে। আবূ ঈসা তিরমিযী ইবনে জরীর (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি শু'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)...ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য শু'বার দুইজন শায়খের একজন মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সায়ীদ আশজ্জ (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনকে ডুবাইয়া দিলেন তখন সে স্বীয় আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিয়া উচ্চস্বরে বলিল آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত জিবরীল তখন এই আশংকা করিলেন আল্লাহর রহমত তাহার ক্রোধ হইতে আগে বাড়িয়া না যায়। অতএব তিনি তাঁহার ডানার সাহায্যে কাঁদামাটি তুলিয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী হইতে তিনি আবূ খালেদ হইতে মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর (র) বলেন ইবনে হুমাইদ (র) .....আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি যদি দেখিতেন সেই করুন অবস্থা যেই দিন আমি ফিরআউনকে নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছি এবং তাহার মুখে মাটি পুরিয়া দিয়াছি যেন আল্লাহ রহমত তাহার প্রতি প্রবর্তিত হইয়া সে ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়। ফাহীর ইবনে মাজান রাবী সম্পর্কে ইবনে মুঈন (র) বলেন আমি তাহাকে চিনি না। আবূ যার'আ ও আবূ হাতিম (র) বলেন উক্ত রাবী মাজহুল (অপরিচিত) এ ছাড়া অন্যান্য রাবীসমূহ নির্ভরযোগ্য। পূর্ববর্তীগণের এক দল যথা কাতাদাহ, ইবরাহীম, তায়সী, ও ময়সুন ইবনে মিহরান (র) উক্ত হাদীসকে মুরসাল রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহ্হাক ইবনে কায়স (র) থেকে উল্লেখ আছে যে তিনি এই হাদীস জন সমক্ষে বর্ণনা দিয়া খুতবা দিয়াছেন। আল্লাহই সঠিক জানেন।

قَوْلُهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ الآية হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও পূর্ববর্তী অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, কোন কোন বনী ইসরাঈল

ফিরআউনের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন যে, ফিরআউনের দেহকে তাহার পোশাকসহ যমীনের কোন একটি উচ্চস্থানে নিক্ষেপ কর যেন মানুষের নিকট তাহার মৃত্যু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। একারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ অর্থাৎ যমীনের এক উচ্চস্থানে তোমাকে উঠাইয়া রাখিতেছি بِبَدَنِكَ তোমার শরীরকে হযরত কাতাদাহ (র) বলে بَدَنٍ দ্বারা নির্জীব শরীর বোঝান হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) বলেন, بَدَنٍ দ্বারা এখানে ফিরআউনের এমন লাশ বোঝান হইয়াছে যাহা পচিয়া গলিয়া যায় নাই বরং যাহা সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াছে, যেন মানুষ উহা দেখিয়াই ফিরআউনের লাশ বুঝিতে পারে। আবূ দুখর (র) বলেন, بَدَنٍ দ্বারা ফিরআউনের পোশাক বোঝান হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত মতামতের মধ্যে পারস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নাই। لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً অর্থাৎ— যেন পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের জন্য এইকথার প্রমাণ হইয়া যায় যে তোমার মৃত্যু ঘটিয়াছে আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান তাহার ক্রোধের সম্মুখে কিছু টিকিয়া থাকিত পারে না। وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ— অধিকাংশ লোক আমার নিদর্শন হইতে বে-খবর অর্থাৎ তাহারা নসীহত গ্রহণ করে না।

ফিরআউন ও তাহার সাথীদের ধ্বংস সংঘটিত হইয়াছিল আশুরার দিনে। ইমাম বুখারী (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, গুন্দার.... ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন ইয়াহূদীরা আশুরার সাওম পালন করিত তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই দিনে সাওম রাখ কেন? তাহারা বলিল, এইদিনে হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, তোমরা ইয়াহূদী জাতি হইতে এই সাওম রাখিবার অধিক হকদার। অতএব তোমরা এই দিনে সাওম রাখিবে।

(৯৩) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম। অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফায়সালা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে দ্বীনী ও পার্থিব নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আমি তাহাদিগকে উত্তম বসবাসের স্থান দান করিযাছিলাম। (مُبَوَّأ، صِدْقٍ) কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী মিসর ও সিরীয়ার এলাকাসমূহ বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরআউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, তখন মিসরের উপর হযরত মূসা (আ) এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইরশাদ হইয়াছে,

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ -

অর্থাৎ— আমি সেই জাতিকে উত্তরাধিকার বানাইয়াছি যাহাদিগকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র দুর্বল মনে করা হইত। আমি তাহাদিগকে বরকত দান করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। আর ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় যে সমস্ত প্রাসাদ তৈয়ার করিয়াছিল আমি তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ('আরাফ-১৩৮)। আরো ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ -

অর্থাৎ— আমি তাহাদিগকে বাগান ও ঝর্ণাসমূহ হইতে বাহির করিয়াছি তাহার ধনভান্ডার তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছি এবং বনী ইসরাঈলকে সেই সমস্ত কিছুর উত্তাধিকার করিয়া দিয়াছি (শু'আরা-৫৭-৫৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ তাহারা বহু বাগান ও ঝর্ণা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

বনী ইসরাঈল সদা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে যাইবার আবদেন নিবেদন করিত। বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শহর। সেকালে উহা আমালিকাদের দখলে ছিল। বনী ইসরাঈলকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বলা হইল কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়া বসিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে 'তীহ' ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত ঘুরাইতে থাকিলেন। হযরত হারূন (আ) তথায় প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)ও ইন্তেকাল করেন। অবশ্য তাহাদের ইন্তেকালের পর হযরত "ইউশা ইবনে নূন" এর সাহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে বাহির হইল এবং আল্লাহ তা'আলা আমালিকা জাতির ওপর তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের করতলেই রহিল। পরবর্তীকালে বুখত

নাসার উহা দখল করিয়া নিল। অতঃপর পুনরায় বনী ইসরাইল উহা দখল করে। তাহার পর গ্রীক সম্রাটদের করতলে চলিয়া যায় এবং দীর্ঘকাল তাহারা সেখানে রাজত্ব করিতে থাকে।

এই সময়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে প্রেরণ করেন। তখন ইয়াহূদীরা গ্রীক সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। তাহারা গ্রীক সম্রাটের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিল এবং বলিল ঈসা (আ) প্রজাদের মধ্যে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছেন। অতঃপর গ্রীক সম্রাট তাহাকে শুলী দিতে চাহিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে সফল হইতে পারিল না বরং হযরত ঈসা (আ) এর একজন অনুগত হাওয়ারীকে ঈসা ধারণা করিয়া তাহাকেই শুলী দিন। আল্লাহ তাআরা ইরশাদ করেন ঃ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا অর্থাৎ— নিসন্দেহে তাহারা ঈসা (আ) কে হত্যা করিতে পারে নাই বরং তাহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বড়ই প্রতাপ ও কৌশলের অধিকারী (নিসা-১৫৭-১৫৮)।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় তিনশত বছর পর একজন গ্রীক সম্রাট 'কুসতুনতীন' খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিল সে ছিল একজন দার্শনিক। বলা হইয়া থাকে যে সে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যেই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এই ধর্মে ফিৎনা করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাদ্রীরা তাহাদের নির্দেশে নতুন নতুন আইন কানুন প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেক নতুন নতুন বিষয় সে এ ধর্মে আবিষ্কার করিল। বহু উপাসনালয় নির্মাণ করিল। খৃস্টধর্ম তখন খুব বিস্তার করিল এবং উহাতে বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হইল। এবং সঠিক ধর্মের বিরোধিতা হইতে লাগিল। মূল ধর্ম কেবল কয়েকজন উপাসকের মধ্যেই সীমিত রহিয়া গেল। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারাও রাহেবদের ন্যায় বনে জঙ্গলে গির্জা নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সিরীয়া জাযীরা ও রূমের উপর খৃস্টানদের প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করিল। এই সম্রাট দ্বারাই কুসতুনতুনীয়া, কুমামাহ শহর আবাদ হইল। বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহমেও বহু গির্জা নির্মাণ হইল। ইহা ছাড়া আরো অনেক শহর সে আবাদ করিল এবং অনেক বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিল। তাহার আমল হইতেই ক্রস পূজা শুরু হইয়াছিল এবং ইহা দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল তথায় গির্জাও নির্মিত হইয়াছিল। শূকরের মাংস বৈধ করা হইয়াছিল এবং ধর্মের মৌলিক ও গৌলিক ব্যাপারে নানা প্রকার আশ্চার্য ধরনের নতুনত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ছোট আমানতের বিধান রচনা করিয়া উহার নাম রাখিয়াছিল বড় আমানত। সম্রাটের নির্দেশে শরীয়তের অনেক নতুন নতুন বিধান রচনা করা হইয়াছিল।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত সে সকল শহরের উপর তাহাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন।

وَارْزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ অর্থাৎ— আমি তাহাদিগকে উত্তম পবিত্র খাদ্য-সামগ্রি দান করিয়াছি।

فَمَا اخْتَلَفُوْا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ অর্থাৎ— আল্লাহর পক্ষ হইতে শরীয়তের সঠিক জ্ঞান আসিবার পরই তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিয়াছে অথচ এই বিরোধের কোন কারণ নাই। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত, ইয়াহূদী জাতি একাত্তুর দলে বিভক্ত এবং খৃস্ট জাতি বিভক্ত হইয়াছে বাহাত্তুর দলে। আর এই উম্মত বিভক্তি হইবে তেহাত্তর দলে, অথচ মাত্র একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এবং অবশিষ্ট বাহাত্তুর দল দোযখে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা কাহারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ আছেন সেই পথে পরিচালিত লোকজনই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ তাআল ইরশাদ করেন اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিবেন يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ কিয়ামত দিবসে সেই ব্যাপারে যেই ব্যাপারে তাহারা বিরোধ করিত (ইউনুস-৯৩)।

(٩٤) فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۙ

(٩٥) وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(٩٦) اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

(٩٧) وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

৯৪. আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৯৫. এবং যাহারা আল্লাহ নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৬. যাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা ঈমান আসিবে না।

৯৭. এমনকি উহাদিগের নিকট প্রত্যেকটি নির্দশন আসিলেও যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ ইবনে দিআমাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আমি সন্দেহও করি না আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং হাসান বসরী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে স্বীয় শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এবং এই কথা জানানো হইয়াছে যে, নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যেও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلَ। অর্থাৎ যাহারা উম্মী নবীর অনুসরণ করে তাহারা এই কারণে অনুসরণ করে যে তাহারা তাহার গুণাবলীর কথা তাওরাত এবং ইঞ্জীলেও লিখিত পায় ('আরাফ-১৫৭)। তাহারা নবী করীম (সা)-এর রিসালতের সত্যতা এত ভালভাবে জানে যেমন তাহাদের সন্তান-সন্তুতিদিগকে জানে। ইহা সত্ত্বেও তাহারা এই সত্যকে গোপন করে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনে না। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ—যে ঈমান তাহাদের জন্য উপকারী সেই ঈমান তাহারা আনিবে না (ইউনুস-৯৬)। এই কারণেই যখন হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ- অর্থাৎ— হে আমাদের প্রতিপালক তাহাদের মালসমূহ ধ্বংস করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগাইয়া দিন যেন তাহারা যাবত না যন্ত্রণাদয়ক আযাব দেখিবে ঈমান না আনিতে পারে (ইউনুস-৮৮)। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ আরো ইরশাদ করিয়াছেন

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ-

অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্তাও অবতীর্ণ করি, মৃত লোকেরা তাহাদের সহিত কথা বলিতেও শুরু করে আর আমি সমস্ত বস্তু তাহাদের সম্মুখে জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না। আর তাহাদের তো অধিকাংশই মূর্খ (আন'আম-১১১)।

(৯৮) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৯৮. তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদিগের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন বিশ্বাস করিল তখন আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হইতে মুক্ত করিলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে কোন নবীর উম্মত এমন ছিল না তাহাদের সকলেই ঈমান আনিয়াছে বরং যে জাতির প্রতি আমি কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই কিংবা অধিকাংশ প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

বান্দাদের প্রতি আফসোস, যে তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসে, তাহারা তাঁহার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (ইয়াসিন-৩০)।

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

অনুরূপভাবে পূর্বে যখন কোন রাসূল তাহাদের নিকট আসিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে এ তো যাদুকর, কিংবা পাগাল (যারিয়াত-৫২)।

وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ— আপনার পূর্বে যে কোন জনপদে কোন ভীত প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তবান লোকেরা এই কথা বলিয়াছে যে আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকেই অনুসরণ করিয়া চলিব (যুখরুফ-২৩)।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে— কিন্তু কোন কোন নবীর সাথে তাঁহার অনুসারীদের বিরাট বিরাট দল ছিল আবার কোন নবীর সহিত একজন আর কোন নবীর সহিত দুইজন আবার কোন নবীর সহিত একজনও ছিল না। অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ) এর অধিক উম্মতের কথা উল্লেখ করিলেন। তাহার পর নিজের উম্মতের আধিক্যের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা মাশরিক ও মাগরিবের উভয় প্রাপ্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মোটকথা কেবল মাত্র হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম ব্যতিত অন্য কোন নবীর সকল উম্মত ঈমান গ্রহণ করেন নাই। ইউনুস (আ)-এর কওম ছিল 'নীনূয়া' এর অধিবাসী তাহারা আযাব দেখিবার পর ভয়ে ঈমান আনিয়াছিল। আল্লাহর আযাবে ভীত হইয়া আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার কওম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কওম অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল। আল্লাহর নিকট তাহারা ফরিয়াদ করিতে লাগিল এবং স্বীয় সন্তান-সন্তুতি ও জীব-জন্তু লইয়া আল্লাহর দরবারে হাযির হইয়া তাহাদের নবী যেই আযাব হইতে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া দু'আ করিতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা তখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। যেই আযাব তাহাদের উপর আসিয়াছিল তিনি তাহা সরাইয়া দিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

اَلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ -

অর্থাৎ— হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম যখন ঈমান আনিল আমি তখন পার্থিব জীবনে তাহাদের নিকট হইতে অপমানকর আযাব দূর করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন যাপন করিতে দিলাম (ইউনুস-৯৮)।

তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন যে ইউনুস (আ) এর কওমকে কি কেবল পার্থিব শাস্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল না পরকালের শাস্তি হইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? কেহ কেহ বলেন, কেবল পার্থিব শাস্তি হইতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যেমন আয়াতে কারীমা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। আর কেহ কেহ বলেন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَا هُمْ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ— আমি তাহাকে (হযরত ইউনুস (আ)-কে) এক লক্ষ বরং ততধিক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম অতঃপর তাহারা ইমান আনিল ফলে আমি তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন দান করিলাম (সাফ্‌ফাত-১৪৭-১৪৮)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাহারা ঈমান আনিয়াছিল। তাহাদের উপর ঈমান শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর ঈমান পরকালের আযাব হইতে মুক্তি দান করিবার জন্য যথেষ্ট এবং ইহাই প্রকাশ।

হযরত কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে আযাব আসিবার পর কোন কওম ঈমান আনিলে উহা তাহাদের জন্য উপকারী হয় না এবং তাহারা আযাব হইতে মুক্তিও পায় না। কিন্তু হযরত ইউনুস (আ) তাহার কওমকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিল যে এখন আর আযাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না তখন তাহাদের অন্তরে তওবার অনুভূতি সৃষ্টি হইল। তাহারা চটের পোশাক পরিধান করিয়া নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইল এবং তাহাদের জীব-জন্তু ও তাহাদের সন্তানদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া মাঠে জমা করিল এবং চল্লিশ রাত পর্যন্ত আল্লাহ দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহারা সত্য সত্যই তওবা করিয়াছে এবং বিগত জীবনের কর্মকান্ডের প্রতি তাহাদের অনুশোচনা আসিয়াছে তখন তিনি আযাব সরাইয়া দিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম 'মুসিল' এর নীনূওয়া নামক স্থানে বসবাস করিত। ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) فَلَوْلَا كَانَتْ এর স্থলে فَهَلَّا كَانَتْ পড়িতেন।

আবূ ইমরান, (রা) আবূলজলদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন তাহাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ হইল তখন উহা তাহাদের মাথার ওপর তদ্রূপ ঘুরপাক খাইতে লাগিল যেমন অন্ধকার রাতে মেঘের টুকরা উপরে ঘুরপাক খায়। অতঃপর তাহারা একজন আলেমের নিকট গিয়া বলিল, আপনি আমাদিগকে একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহার বরকতে আমরা এই আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তখন তিনি বললেন তোমরা এই দু'আ পড় يَاحَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ يَاحَيُّ مُحْيِ الْمَوْتٰى يَاحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অতঃপর এই দু'আ পড়িতে পড়িতে তাহাদের নিকট হইতে আযাব দুরীভূত হইল। সূরা সাফ্‌ফাতে ইন্‌শাআল্লাহ পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইবে।

(৯৯) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

(১০০) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই ঈমান আনিত তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?

১০০. আল্লাহ হুকুম ব্যতিত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিতেন তবে সকলেই ঈমান আনিত কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন তাহা হিকমত শূন্য হয় না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থাৎ—যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিয়া দিতেন কিন্তু তাহারা সদা বিভিন্ন মতের থাকিবে। কিন্তু যাহাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আছে তাহারা সঠিক পথে চলিবে আর এই জন্যই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই কলেমা পূর্ণ হইবেই। "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বিন দ্বারা পরিপূর্ণ করিব।" আর এই কারণেই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ আপনি কি মানুষকে যবরদস্তি করিবেন। حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— তাহাদিগকে মুমিন বানাইবার দায়িত্ব আপনার নয় আর তাহারা ঈমান না আসিলে আপনার কোন ক্ষতিও নাই। বরং يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। আপনি তাহাদের প্রতি আফসোস করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবেন না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ - আপনার ওপর তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব নয় কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ সম্ভবতঃ আপনি নিজের সত্তাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এই কারণে যে তাহারা ঈমান আনে না।

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ আপনি যাহাকে হেদায়াত করিতে ভালবাসেন তাহাকে আপনি হেদায়ত করিতে পারিবেন না।

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছাইয়া দেওয়া হিসাব লইবার দায়িত্ব আমার فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُسَيْطِرٌ আপনি তাহাদিগকে নসীহত করুন, আপনি তো কেবল নসীহতকারী তাহাদের উপর আপনি কর্ম নিয়ন্ত্রক নহেন। এই সমস্ত আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহও করিতে পারেন। কারণ তিনি হিকমত ও ইনসাফের অধিকারী।

এই কারণেই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ

আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতিত কেহ ঈমান আনিতে পারে না। رِجْسٌ অর্থ ফাসাদ ও গুমরাহ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে জ্ঞান বিবেক দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না তাহাদিগকে তিনি গুমরাহ করিয়া দেন। এবং আল্লাহ হেদায়েত দানে ও গুমরাহ করা সর্বাবস্থায়ই ইনসাফের অধিকারী।

(١٠١) قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٠٢) فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

(١٠٣) ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০১. বল, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

১০২. ইহারা কি ইহাদিগের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? বল তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা করিতেছি।

১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদিগকে এবং মু'মিনদিগকেও এইভাবে উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব মু'মিনদিগকে উদ্ধার করা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহার বান্দাদিগকে আসমান যমীনে তাহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, যেমন আসমানে নক্ষত্র পুঞ্জ, চলমান নক্ষত্র ও অচলমান নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য রাত ও দিন এবং রাত-দিনের আবর্তন বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অনুরূপভাবে এই ব্যাপারেও চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে কিভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। কখনো রাত বড় হয় আবার কখনো দিন। কিভাবে আল্লাহ আসমানকে উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা উহাকে কিরূপ সুশুভিত করিয়াছেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যাইবার পর পুনরায় উহাকে সজীব করেন। বৃক্ষলতায় নানা প্রকার ফলফুল সৃষ্টি করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর সেখানে নানা প্রকার নানা রঙ্গের জীব-জন্তু ও নানা প্রকার পশু-পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল উপত্যকা ও জনবসতী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমূদ্রের তলদেশে নানা প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টি—উহার তরঙ্গমালা উহার জোয়ার ভাটা এবং এতদসত্ত্বেও সমুদ্র সফরকারীদের জন্য উহার অনুগত হইয়া যাওয়া এবং জাহাজ চলাচল করা এবং এই সব কিছুই পরম ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ হইতে পারে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে এই সমস্ত নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-ভাবনা করিতে কোন সাহায্য করে না। قَوْلُهُ وَمَا تُغْنِى الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ— আসমান ও যমীনের নির্দেশাবলী এবং দলীল প্রমাণসমূহ যাহা আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যতা প্রমাণ করে ইহার কোনটাই কাফিরদের কোন কাজে আসে না আর তাহারা ঈমানও আনে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ— যাহাদের ওপর আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না।

قَوْلُهُ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ— তাহারা তো সেই আযাবের দিনসমূহের অপেক্ষা করিতেছে যাহার সম্মুখীন হইয়াছিল পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যাহারা তাহাদের রাসূলগণের কথা অমান্য করিত।

قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আপনি বলিয়া দিন, তোমরা সময়ের অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। যখন আযাব আসিয়া যাইবে তখন আমি আমার রাসূলগণকে

বাঁচাইয়া লইব আর তাহাদিগকেও যাহারা ঈমান আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব।

كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— আল্লাহ মু'মিনদিগকে বাচাইয়া লইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যেমন তিনি সৎ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার আরশে মু'আল্লার উপর আল্লাহর লিখিত কিতাবে রহিয়াছে "আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী।"

(١٠٤) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٠٥) وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٠٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ তোমরা আল্লাহ ব্যতিত যাহাদের ইবাদত কর আমি উহাদের ইবাদত করি না পরন্ত আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটান এবং আমি মু'মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

১০৫. এবং তিনি বলেন, তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১০৬. এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না অপকারও করে না। কারণ ইহা করিলে তখন তুমি যালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০৭. এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতিত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই। এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই। তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মনবকুলকে বলিয়া দিন, আমি যে সরল সহজ দ্বীন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যাহা আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই সম্পর্কে সন্দিহান হও তবে আমি তো কখনো তোমাদের মা'বুদদের উপাসনা করিব না, আমি কেবল সেই এক আল্লাহর-ই ইবাদত করিব যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন যেমন তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন। আবার নিঃসন্দেহে তাহার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমাদের মা'বুদরা সত্য আর আমি তাহাদের উপাসনা করিব না তবে তোমরা তাহাদিগকে একথা বল যে তাহারা যেন আমার ক্ষতি করে। কিন্তু মনে রাখিবে তাহারা ক্ষতি ও উপকার কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষতি ও উপকার করিবার যাহার ক্ষমতা আছে তিনি একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমাকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্যই আদেশ করা হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا অর্থাৎ— শিরক হইতে বিরত থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এই বাক্যটি اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ওপর অন্বয় عَطْفٌ করা হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ এই আয়াতের মধ্যে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কল্যাণ অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি সবকিছুর সম্বন্ধ কেবল আল্লাহর সহিত উহাতে আর কেহ শরীক নয়। অতএব উহার সহিত ইবাদতেও আর কেহ শরীক নয়।

হাফিয ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওহব.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন তোমরা জীবন ভর কল্যাণের প্রতিক্ষা করিতে থাক। এবং তোমাদের প্রতিপালকের রহমতের প্রবাহিত বায়ুর প্রতি নিজেকে পেশ করিতে থাক। কারণ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের হাওয়া রহিয়াছে, তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন। আর তাঁহার নিকট তোমাদের দোষ গোপন করিবার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও প্রার্থনা কর। ইবনে আসাকির লাইস (র).... হযরত আবূ হুরায়রা হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهُ وَهُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ— যেকোন ব্যক্তি যে কোন গুণাহ হইতে তওবা করে এমনকি শিরক হইতেও যদি কেহ তওবা করে তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কারণ তিনি বড়ই মেহেরবান।

(١٠٨) قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

(١٠٩) وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

১০৮. বল, হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজ দিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে, তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগের ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমার কর্মবিধায়ক নহি।

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধান কর্তা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মানবকুলকে বলিয়া দিন, আল্লাহ পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু আসিয়াছে উহা সত্য যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই অতএব যে ব্যক্তি সেই মহা সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিবে উহার ফায়দা সে নিজেই ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে না উহার বিপদ তাহার ওপর আসিয়া পড়িবে। قَوْلُهُ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيْلٍ আর আমি তোমাদের ঈমান আনিবার জন্য এমন অধিকার লইয়া আসি নাই যে তোমাদের ঈমান আসিতেই হইবে নচেৎ আমি ক্ষান্ত হইব না। বরং আমি কেবল মাত্র একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। হেদায়াত দানের অধিকারী এক মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ অর্থাৎ আপনার নিকট আল্লাহ যে সত্য অবতীর্ণ করিয়াছেন দৃঢ়তার সহিত আপনি উহার অনুসরণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের বিরোধিতার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا এমনকি আল্লাহ আপনার ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ আর তিনিই ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ

মক্কী ১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন খলফ ইবন হিশাম বায্যার (র) ইকরিমা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন.... হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত অকালে বৃদ্ধ হইয়া গেলেন কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিয়াছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে "হূদ এবং তার সমপর্যায়ের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" তাবরানী (র) বলেন আবদান ইবনে আহমদ (র) সাহল ইবনে 'সাদ হইতে তিনি বলেন...., রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা হূদ এবং তার সম পর্যায়ের সূরা, যেমন ওয়াকিয়া হাক্কা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে।" ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হাফিয আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবারানী (র) তাঁহার মুজামে কবীর গ্রন্থে বলেন...., মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ শায়বা (র) ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত যে হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ ও সূরা ওয়াকিয়া।" আলোচ্য বর্ণনার রাবী আমর ইবনে সাবিত (র) মাতরূক (পরিত্যাজ্য) বলিয়া বিবেচিত। এবং আবূ ইসহাক (র) ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংগে সাক্ষাত ঘটে নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١) الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ

(٢) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۙ

(٣) وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ○

(٤) اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১. আলিফ-লাম -রা। যিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ; এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে,

২. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ বাহক।

৩. আরও বলা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করিবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

৪. আল্লাহরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ হরফে হিজা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার শুরুতে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ অর্থাৎ এই কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াত শব্দগতভাবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত এবং অর্থগতভাবে সুবিস্তৃত অতএব পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও অর্থ উভয় দিকেই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ। এই ব্যাখ্যা মুজাহিদ ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত। ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ-এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ যিনি তাহার বাণীসমূহে ও হুকুম আহকামে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় কাজের পরিণাম ফল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ অর্থাৎ- এই সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত ও বিশদ কুরআন এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য-ই অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ- তোমার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটই আমি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, আমি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنْ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ- প্রত্যেক জাতির নিকট-ই আমি এই দাও'আতসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাগুতকে বর্জন করিয়া চল।

اِنَّنِيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ অর্থাৎ- তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা কর তো আমি তোমাদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী আর যদি তাঁর আনুগত্য করিয়া চল; তো আমি তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ দাতা।

যেমন, একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন সাফা পর্বতে চড়িয়া এক এক করিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে আহ্বান করিলেন। ডাক শুনিয়া তাহারা সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! " আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই যে, আগামী দিন সকালে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে; তাহা হইলে তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কি"? উত্তরে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল কেন করিব না? আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তবে শোন আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।"

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا ....فَضْلَهُ অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আরো নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার নিকট পূর্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হইয়া যাও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়াতে উত্তম

জীবন দান করিবেন এবং পরকালে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনকারী প্রত্যেককে পুরস্কৃত করিবেন। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"ঈমানদার হইয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেহ সৎ কাজ করুক আমি অবশ্যই অবশ্যই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব (নাহল-৯৭)।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হযরত সা'দ (রা) কে বলিলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যাহাই ব্যয় করিবে, তাহাতেই তুমি সওয়ার পাইবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যের লোকমা তুলিয়া দিবে তাহাতেও তোমাকে সওয়াব দেয়া হইবে।" ইবন জরীর (র) বলেন মুসাইয়্যাব ইবন শরীফ (র) ইবনে মাসউদ (রা) হইতে وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে একটি মন্দ কাজ করিবে; তাহার নামে একটি মন্দ-ই লিখা হইবে আর যে একটি সৎকাজ করিবে তাহার নামে দশটি নেক লিখা হইবে। অতঃপর যদি কৃত মন্দের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাহার দশটি নেকই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় আর যদি মন্দের শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া না হয় তাহা হইলে পরকালে তৎবিনিময়ে একটি নেক কাটিয়া নেওয়া হইবে এবং নয়টি নেক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি বলেন, ধ্বংস তাহার অনিবার্য যাহার একক সংখ্যা দশম সংখ্যার উপর প্রাধান্য লাভ করে। (অর্থাৎ যার নেকের তুলনায় পাপ বেশী তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।)

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ "যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।"

এই আয়াতে অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারীর সংগে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে এবং তাহার রাসূল (সা) কে অস্বীকার করিবে কিয়ামত দিবসে তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ অর্থাৎ- কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাহার আপন বন্ধুদেরকে পুরস্কার দিতে পারেন, শত্রুদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলকে কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত করিতে পারেন ইত্যাদি।" ইহা ভীতিমূলক অবস্থার কথা যেমন পূর্বের আয়াতে উৎসাহমূলক অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(৫) اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৫. সাবধান! উহারা তাহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! উহারা যখন নিজদিগকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, তখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ ইমাম আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসে তাহাদের লজ্জাস্থান আকাশমুখী হইতে অপছন্দ মনে করিত তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম বুখারী (র) ইবনে জুরাইজ (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইবনে জাফর হইতে বর্ণিত যে,.... ইবনে আব্বাস (রা) একদিন اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ الـخ এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আবুল আব্বাস! এই আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক সময় কোন কোন সাহাবা স্ত্রীসহবাস ও পেশাব পায়খানা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তখন এই প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। অন্য বর্ণনায় আছে যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কতিপয় লোক পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসের সময় উলংগাবস্থায় আকাশের পানে তাকাইতে লজ্জাবোধ করিতেন তাহাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত يَسْتَغْشُوْنَ এর অর্থ তাহারা মাথা ঢাকিয়া নিতেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এই আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও পাপ কাজের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ ও হাসান প্রমূখ হইতে বর্ণিত যে উহার অর্থ হইল তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়া কিংবা পাপ কার্য করিয়া বক্ষ দ্বিভাঁজ করিয়া এবং আল্লাহ হইতে উহা গোপন রাখতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিত তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় যখন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া থাকে তখনও يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ ..... الصُّدُوْرِ অর্থাৎ তাহারা যে সব অন্তরে গোপন রাখিয়াছে ঐ সব কিছুই আল্লাহ জানেন। গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত। যাহাইর ইবন আবূ সালমা তাহার বিখ্যাত মুআরাকা কবিতায় বলেন,

فَلَا تَكْتُمُنَّ اللّٰهَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ + يَخْفٰى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللّٰهُ يَعْلَمِ

অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে অন্তরে যাহা কিছুই আল্লাহ হইতে গোপন রাখ তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না। তিনি সব গোপনীয় বিষয় জানিয়া থাকেন। তিনি বিচার দিবসের জন্য হয়ত ঐ সব কিছুকে জমা রাখিবেন নয়তো দুনিয়াতেই শীঘ্র প্রতিশোধ নিবেন। ইবনে কাছীর (রা) বলেন, এই জহিলা যুগের কবি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞান এবং আখিরাত ও আমলের বিনিময় ও আমলনামায় সকল আমল লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বক্ষ ফিরাইয়া লইত ও মাথা ঢাকিয়া ফেলিত। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

(٦) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬. ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি পৃথিবীতে বিচরণকারী ছোট-বড় স্থলচর ও জলচর সকল প্রাণীর জীবিকার যিম্মাদার। এবং তিনি উহাদিগের স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত।

আলী ইবনে আবূ তালহা প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন مُسْتَقَرَّهَا অর্থ আশ্রয়স্থল আর مُسْتَوْدَعَهَا অর্থ মৃত্যুর স্থান। অর্থাৎ জগতের কোন প্রাণী কখন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং কে কোথায় মৃত্যুবরণ করিবে; তাহার সবই আল্লাহর জানা।

মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন مُسْتَقَرَّهَا অর্থ মায়ের জরায়ু আর مُسْتَوْدَعٌ অর্থ বাপের মেরুদন্ড! ইবনে আব্বাস (রা) যাহ্হাক এবং আরো অনেক হইতে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আবূ হাতিম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনদের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, জীবিকা ও বান্দার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত সব কিছু পুংখানুপুংখরূপে সুস্পষ্ট গ্রন্থে আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ....ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়েনা যাহা তোমাদিগের মত উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদের সকলকেই একত্র করা হইবে (হূদ-৬)।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ....اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ -

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাহারই নিকট রহিয়াছে তিনি ব্যতিত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে; তাহা তিনিই অবগত; তাহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও নড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্তি কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই (আন'আম-৫৯)।

(٧) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٨) وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ط اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৭. তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তখন তাহার আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদিগের মধ্যে কে কার্যে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হইবে। তুমি ইহা বলিলেই কাফিরগণ নিশ্চয় বলিবেন ইহাতো সুস্পষ্ট যাদু।

৮. নির্দিষ্টকালের জন্য আমি যদি উহাদিগের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, কিসে উহা নিবারণ করিতেছে? সাবধান! যেদিন উহাদিগের নিকট উহা আসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী ও পথিবীকে মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। ইমাম আহমদ (র).... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বলিলেনঃ হে বনু তামীম সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল ইতিপূর্বেই তো আপনি সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং যাহা দান করিবার আমাদিগকে দান করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে ইয়ামান বাসী!' তাহারা বলিল হাঁ আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাদিগকে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর লওহে মাহফূযে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।" ইমরান ইবনে হুসাইন

(রা) বলেন একটুকু বলার পর একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে আপনার উষ্ট্রী রশি ছিড়িয়া ছুটিয়া গিয়াছে। ফলে আমি উষ্ট্রী ধরিবার জন্য চলিয়া যাই। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কি কথা বলিয়াছেন; তাহা আমার জানা নাই। এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরেকটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে যেমন কতিপয় লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার কাছে আসিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তখন আল্লাহ ছিলেন আল্লাহর পূর্বে কিছুই ছিল না। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লওহে মাহফূযে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, " আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টি জগতের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে বান্দা! তুমি আমার পথে ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর হাত সদা পরিপূর্ণ, দিবারাত্রির অকাতর ব্যয়ে তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসে না। তোমরা দেখনা যে আসমান যমীন সৃষ্টির সময় হইতে এ যাবত তিনি কতই না ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হাতের কোন কিছুই হ্রাস পায় নাই। সে সময় তাহার আরশ ছিল পানির উপর। তাহারা হাতেই রহিয়াছে মীযান যাহা কখনো উঁচু হয় কখনো নীচু হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল তখন যখন ও কোন বস্তু সৃষ্টি করা হয় নাই। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ যামুরাহ কাতাদাহ ইবনে জারীর প্রমুখ অনুরূপ বলিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন .... وَكَانَ عَرْشُهُ এই আয়াতে আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বের কথাই বলা হইয়াছে। রাবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। অতঃপর আসমান যমীন সৃষ্টি করার পর সেই পানিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ধেক আরশের নীচে রাখিয়া দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে এই পানিকেই বাহরে মাসজূর বলা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সুউচ্চ ও সমুন্নত হওয়ার কারণে আরশকে আরশ বলা হয়। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ বলেন, যে আদতায়ী (র)-কে বলতে শুনিয়াছি যে আল্লাহর আরশ লাল ইয়াকুতের তৈরি।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঠিক। তখন পানি ছাড়া কিছু ছিলনা আর পানি উপর ছিল আরশ। আর আরশের উপর ছিলেন মহান পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ।

আমাশ (র) মিনহাল ইবনে আযর এর মাধ্যমে সাঈদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ এই আয়াত প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তখন পানি কিসের উপর ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, বায়ুর পীঠের উপর।

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً "তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ।

অর্থাৎ– আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিবার জন্য। এবং তাহার সহিত যেন শরীক না করে। কোন কিছুই তিনি অযথা সৃষ্টি করেন নাই। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ .... مِنَ النَّارِ "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী কোন বস্তুকে অযথা সৃষ্টি করি নাই। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে; কেবল তাহারই এইরূপ ধারণা করে। কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।" (সোয়াদ-২৮)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .... "তোমরা কি মনে করিয়াছে যে আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? আল্লাহ মহান যিনি সব কিছুর মালিক ও চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।"(মু'মিনূন-১১৫)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ "আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।"(যারিয়া-৫৬)

আলোচ্য আয়াতে أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً অর্থাৎ 'কাহার আমল বেশী ভালো ও শ্রেষ্ঠ' বলা হইয়াছে أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلاً অর্থাৎ কে কত বেশী আমল করে বলা হয় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে আমল ভালো ও সুন্দর হওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য বেশী হওয়া নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়াত অনুযায়ী না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমল ভালো ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই শর্তদ্বয়ের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটিলে আমল ধ্বংস ও বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ ....اِلاَّ بِسِحْرٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন হে মুহাম্মদ! আপনি যদি এই মুশারিকদিগকে এই কথা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন তো তাহারা দিব্যি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিবে যে, আমরা তোমার এইসব কথা বিশ্বাস করি-না যাদুর প্রভাবেই তুমি এই সব বলিতেছ। অথচ, তাহারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা-ই এই সুবিশাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ-অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"আপনি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে এবং চন্দ্র, সূর্য কে বশীভূত করিয়াছে তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।" (লুকমান-২৫)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় ইহা অধিক সহজ কাজ। যেমন ঃ এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَالَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ- আল্লাহ-ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি পুনরুত্থান ঘটাইবেন। আর এই কাজটি তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ (রূম-২৭)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مَاخَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থাৎ- তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থান ঘটানো একটি প্রাণের সৃষ্টির মত মাত্র। اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ মুশরিকরা ধৃষ্ঠতা ও হঠকারিতা মূলক পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করিল ইহা তো যাদু ছাড়া কিছু নয়।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا الْعَذَابَ ....

অর্থাৎ-নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় যদি আমি কাফিরদের শাস্তিদানে একটু বিলম্ব করি তবে নিশ্চয় তাহারা ধৃষ্ঠতা ও অস্বীকারবশতঃ বলিয়া ফেলিবে কোথায়? শাস্তি তো

আসিতেছে না? কে শাস্তিকে ঠেকাইয়া রাখিল। বস্তুতঃ সত্যকে অস্বীকার করা ও অযথা সন্দেহ পোষণ করা ইহাদের মজ্জাগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্তি তাহাদের অনিবার্য। ইহা হইতে পরিত্রাণের কোন পন্থা নাই।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে أُمَّةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) কাল বা সময় যেমন ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ অর্থাৎ নিদিষ্টকাল পর্যন্ত। সূরা ইউসুফে বলা হইয়াছে وَقَالَ الَّذِيْنَ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ এই স্থানেও أُمَّةٌ শব্দটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) ইমাম বা নেতা যেমন إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَتْ أُمَّةً এই স্থানে أُمَّةٌ শব্দটি ইমাম তথা নেতার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) মিল্লাত ও দীন। যেমনঃ মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَ نَا عَلٰى أُمَّةٍ অর্থাৎ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি বিশেষ দীন ও মিল্লাতের উপর পাইয়াছি। (৪) দল বা জামা'আত। যেমন ঃ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ - وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ - وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا এই আয়াতগুলিতে أُمَّةٌ শব্দটি দল বা জামা'আত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই শেষ দুই আয়াতে أُمَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাফির মুমিন নির্বিশেষে সেই সব লোক যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ أُمَّةٌ শুধু ঈমানদারদেরকেই বলা হয় এমন কোন বিধান নাই। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে মহানবী (সা) ইয়াহূদী খৃস্টানদেরকেও أُمَّةٌ বলিয়াছেন।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ لَايُؤْمِنُ بِىْ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ -

যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ অর্থাৎ- "ইয়াহূদী হউক বা খৃস্টান হউক এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আমার কথা শুনিয়াও আমার উপর ঈমান না আনে, সে নির্ঘাত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু ঈমানদারদের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ সহীহ হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ فَأَقُوْلُ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিবসে আমি উম্মতী উম্মতী বলিতে থাকিব।" আবার কখনো কখনো أُمَّةٌ শব্দটি শ্রেণী বা গোত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ অর্থাৎ মুসার কওমের এক শ্রেণীর লোক ....। আরেক আয়াতে আছে مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝

(١٠) وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝ۙ

(١١) إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃজ্ঞ হইবে।

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে বলিয়াই থাকে, আমার বিপদাপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

১১. কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটি কুস্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, আমার দেওয়া সুখ-সম্পদ ভোগ করিবার পর এক সময় যদি আমি উহা ছিনাইয়া নেই; তাহারা নৈরাশ্য অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে। অতীতের সুখ-সম্পদের কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন ইতিপূর্বে কখনো তাহারা কল্যাণ চোখে দেখে নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোন সুখের আশা রাখে না। তদ্রূপ এক সময় দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবার পর যদি আমি তাহাদিগেকে সুখ-সম্পদ দান করি তখন তাহারা বলে আর চিন্তা কিসের বিপদ আমার কাটিয়া গিয়াছে অশান্তি আর কখনো আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তাহারা প্রাপ্ত সুখে উৎফুল্ল হইয়া পড়ে এবং অন্যের উপর অহংকার করিতে শুরু করিয়া দেয়। তবে যাহারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় সৎকর্ম করে, দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার উসিলায় আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং পূর্বে সুখের দিনে কৃত নেক আমলের জন্য মহা পুরস্কার দান করেন। যেমন ঃ এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ

"যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, ঈমানদার মানুষ এমন কোন বিপদাপদ ও দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হয় না; যাহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহার পাপ মোচন করিয়া না দেন। এমন কি দেহে একটি কাটা বিদ্ধ হইলেও তাহার বিনিময়ে ঈমানদারের পাপ মোচন করা হয়।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সবই তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। সুখ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে তাহাও মঙ্গলজনক আবার দুঃখ দুর্দশার নিপতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করিলে তাহাও মঙ্গলজনক। ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেহ এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। এ প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ .... অর্থাৎ- মহাকালের শপথ মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যে উপদেশ দেয় ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়। (আসর ১-২)।

(١٢) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ

(١٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ؕ

(١٤) فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ؕ

১২. তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু বর্জন করিবে এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইবে এই জন্য যে, তাহারা বলে তাঁহার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাঁহার সহিত ফিরিশতা আসে না কেন? তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক।

১৩. তাহারা কি বলে সে ইহা নিজে রচনা করিয়াছে? বল তোমরা যদি সত্যবাদী তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া লও।

১৪. যদি তাহারা তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা আল্লাহ্রই ইলম হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবে কি তোমরা আত্মসম্পর্ণকারী হইবে না?

তাফসীর ঃ মক্কার মুশারিকরা তাহাদের আচরণে ও উচ্চারণে নানাভাবে মহানবী (সা)-কে কষ্ট দিয়া বেড়াইত এবং কথায় কথায় মহানবী (সা) সম্পর্কে বেফাঁস উক্তি করিয়া বসিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ ....اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا

অর্থাৎ- এ আবার কেমন রাসূল যে ইনি খাদ্য আহার করেন এবং বাজারে গমন করেন? তাঁহার কাছে একজন ফিরিশতা কেন পাঠানো হয় না যে তাঁহার সংগে থাকিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া বেড়াইত কিংবা কেন তাহাকে অগাধ ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না অথবা কেন তাহার একটি উদ্যান নাই। যাহা হইতে সে আহার করিত? আর যালিমরাতো বলিয়াই ফেলিল যে, এই লোকগুলি একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করিতেছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন যে, ইহাতে আপনি মনোবল হারাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না আপনি দিবারাত্রি আপনার দাও'আত ও তাবলীগের কাজ চালাইয়া যান, এই প্রসংগে এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ- আমি ঠিকই জানি যে ইহাদের এইসব বেফাঁস কথায় আপনার মন সংকুচিত হইয়া আসে। আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ

فَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوْحٰى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا ....

অর্থাৎ- এই কাফির মুশারিকদের এইসব কথায় আপনার মন ভাঙ্গিয়া গেলে চলিবে না। আপনার পূর্বেকার প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই এইভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ও নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ধৈর্যের সহিত কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। আপনাকেও ঠিক একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। লোকদিগকে সতর্ক করিয়া যাওয়াই আপনার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মু'জিযা হওয়ার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন; আমি আপনাকে যে কুরআন প্রদান করিয়াছি; ইহার সমপর্যায়ের একটি গ্রন্থ কিংবা দশটি সূরা অথবা একটি সূরাও রচনা করিয়া পেশ করার সাধ্য কাহারো নাই। কারণ আল্লাহর কালাম আর মাখলুকের কালাম কখনো এক হইতে পারে না। যেমন আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্ট জগতের গুণাবলীর মত নয়। আল্লাহর সত্তার তুল্য কিছু নাই। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

.... فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ অর্থাৎ- হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে যে দীনের প্রতি আহ্বান করিতেছ; যদি তাহারা উহাতে সাড়া না দেয় এবং তোমার দাও'আত গ্রহণ না করে, তবে জানিয়া রাখ এই কালাম আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ এবং ইহাতে আল্লাহর ইলম এবং তাঁহারই আদেশ নিষেধ ব্যক্ত করা হইয়াছে আর তিনি ছাড়া কোন ইলাই নাই। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়া চল।

(১৫) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

(১৬) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৫. যদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি উহাদিগের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না।

১৬. উহাদিগের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যততি অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা যাহা করে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকারদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। আল্লাহ কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করিলে, সিয়াম পালন করিলে অথবা অন্য কোন ইবাদত করিলে ইহার ফল আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়া দেন। এমন ব্যক্তি আখিরাতে কিছুই পাইবে না। আখেরাতের জন্য তার এই সব আমল নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া যাইবে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) প্রমুখও এইরূপ

ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) ও হাসান (র) বলেন এই আয়াতটি ইয়াহূদী ও নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেনঃ রিয়াকারদের সম্পর্কে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে দুনিয়াতেই তাহাকে উহার ফলাফল দিয়া দেওয়া হয় আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। আর যারা প্রকৃত ঈমানদার তাহাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই পুরস্কৃত করা হইবে। এই মর্মে একটি মারফূ হাদীসেও আলোচনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الخ অর্থাৎ কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি, পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত সেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। (বনি ইসরাঈল-১৮)।

যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে; তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করিলে আমি তাহার ফসলে বাড়াইয়া দেই আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে; আমি উহা হইতে তাহাকে কিছু দান করি এবং আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। (শুরা-২০)

(১৭) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৭. তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী এবং পূর্ব সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী। অন্যান্য

দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইত না। ইহাতো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন না।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেই সব ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহারা সৃষ্টিগত ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কথা স্বীকার করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ- তুমি তোমাকে একনিষ্ঠভাবে দীনের জন্য নিয়োজিত রাখ এবং সেই কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক যাহার উপর আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন (রূম-৩০)।

সহীহ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক শিশুই ইসলামী ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরে মাতা-পিতা তাহাকে ইয়াহূদী নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। যেমন পশু নিখুঁত পশুই জন্ম দিয়া থাকে, জন্মের সময় কোন পশুই কান কাটা থাকে না।

সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদিগকে আমি সঠিক মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু শয়তান প্ররোচনা দিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে সরাইয়া দিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা হালাল করিয়াছি সেই গুলিকে হারাম করিয়া দিয়াছে আর আমার সহিত এমন কিছু শরীক করার নির্দেশ দিয়াছে যে ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ পাঠাই নাই। বলা বাহুল্য যে, একমাত্র মু'মিনরাই এই ফিতরাতের উপর অবশিষ্ট রহিয়াছে।

وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ অর্থাৎ- মানব জাতির নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে সাক্ষী আসিয়াছে এইখানে সাক্ষী বলিতে সেইসব শরীয়াতকে বুঝানো হইয়াছে যাহা বিভিন্ন নবীর উপর নাযিল করা হইয়াছে এবং শরীয়াতে মুহাম্মদী দ্বারা যাহার সমাপ্তি ঘটানো হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, ইকারিমা, আবুল আলিয়া, যাহ্হাক, ইবরাহীম নখয়ী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এইখানে شَاهِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। আলী (রা) হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত যে, شَاهِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা) তবে এই দুইটি অর্থের মধ্যে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই। কারণ জিবরাঈল আর মুহাম্মদ (সা) দুইজনে মিলিয়াই

রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। জিবরাঈল (আ) আল্লাহর নিকট হইতে মুহাম্মদ (সা) এর নিকট এবং মুহাম্মদ (সা) উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَّرَحْمَةً অর্থাৎ- আমি এই কুরআনের পূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি কিতাব তথা তাওরাত নাযিল করিয়াছি তৎকালীন উম্মতের জন্য আল্লাহর রহমত ও আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং যে-ই সেই কিতাবের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনিয়াছিল তাহাকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

অতঃপর যাহারা পূর্ণ কুরআন বা উহার অংশ বিশেষ অস্বীকার করে তাহাদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ الخ অর্থাৎ — বিশ্ববাসীর মধ্যে জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে যাহারাই এই কুরআনকে অস্বীকার করিবে তাহাকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সহীহ মুসলিমে শু'বা (র) আবূ মূসা আস'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ ক য়া বলিতেছি যে, ইয়াহূদী হউক কিংবা খৃস্টান হউক আমার কথা শুনার পরও যে আমার প্রতি ঈমান না আনিবে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

আবূ আইয়ূব সখতিয়ানী (র) সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে আমরা যখন কোন হাদীস শুনিতাম সংগে সংগে আমরা কুরআন হইতে উহার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতাম। আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিল যে নবী (সা) বলিয়াছেন, " ইয়াহূদী হউক আর খৃস্টান হউক আমার কথা শুনিবার পরও যে আমার প্রতি ঈমান আসিবে না সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই হাদীসটি শুনিতে পাইয়াও আমি কুরআনে ইহার সমর্থন তালাশ করিতে করিতে وَمَنْ يَّكْفُرْ এই আয়াতটি পাইয়া যাই। হাদীসের সমর্থনে কুরআনে কিছু পাই নাই উহা অতি বিরল।

فَلَاتَكُ فِى مِرْيَةٍ الخ অর্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত সত্য কিতাব। ইহাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নাই। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ الخ অর্থাৎ- এই কুরআন আল্লাহ পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ- এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ সন্দেহাতীত সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না। যেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ - আপনার কাম্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমানদার নহে। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ- আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চলিলে তাহারা আপনাকে আল্লাহর পথ হইতে বিপথে লইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ- মানুষের ব্যাপারে শয়তান তাহার ধারণা সপ্রমাণ করিয়াছে। ফলে একদল ঈমানদার ব্যতীত সকলেই তাহার অনুগত হইয়া গিয়াছে।

(১৮) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(১৯) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(২০) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۝

(২১) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(২২) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

১৮. যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলিবে ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। সাবধান! আল্লাহর লা'নত যালিমদিগের উপর।

১৯. যাহারা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে এবং ইহারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।

২০. উহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করিতে পারিতনা এবং আল্লাহ ব্যতীত উহাদিগের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল এবং উহারা দেখিতও না।

২১. উহারা নিজদিগের ক্ষতি করিল এবং উহারা যে অলীক কল্পনা করিত তাহা উহাদিগের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল।

২২. নিশ্চয় উহারা হইবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে; এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কেহ হইতে পারে। পরকালে সকল ফিরিশতা ও নবী-রাসূলসহ সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতির চোখের সামনে ইহাদিগকে অপমান ও বে-ইযযত করা হইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) সাফওয়ান ইবনে মহরিয (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান বলেন, আমি একদিন ইবনে উমর (রা) এর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামত দিবসে বান্দার সহিত আল্লাহ কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আপনি কিছু শুনিয়াছেন কি? ইবনে উমর (রা) বলিলেন আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাকে কাছে আনিয়া তাহাকে সকল লোক হইতে আড়াল করিয়া একটি একটি করিয়া সকল পাপের কথা স্বীকার করাইবেন। বান্দাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ছা, তোমার কি অমুক পাপের কথা মনে আছে? তুমি যে অমুক পাপ করিয়াছিলে তাহা কি তোমার মনে পড়ে? এইভাবে আল্লাহ বান্দার প্রতিটি পাপের স্বীকৃতি নিবেন। ফলে বান্দা মনে করিবে যে, আমার আর নিস্তার নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সব পাপ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এই বলিয়া বান্দার হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলিবে, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত; ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসদ্বয়ে কাতাদার হাদীস হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ–যাহারা লোকদিগকে সত্যের অনুসরণ ও হিদায়াতের পথে চলা হইতে বিরত রাখে এবং তাহাদিগকে বক্রপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে; ইহারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন ইহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধুও খুঁজিয়া পাইবে না বরং ইহারা আল্লাহর আক্রোশের শিকার এবং আল্লাহ ইহাদের উপর সর্বময় ক্ষমতা রাখেন। যে কোন মুহূর্তেই তিনি ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন। তবে তিনি কিছুদিনের জন্য ইহাদিগকে অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে আল্লাহ তা'আলা যালিমদিগকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর অবকাশ দেন না, এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ;

يُضَاعِفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَاكَانُوْ يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ

অর্থাৎ–এমন লোকদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে, কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে চোখ কান ও অন্তকরণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের এইসব শক্তি তাহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই। কান দ্বারা তাহারা সত্য কথা শুনে নাই, চোখ দ্বারা সত্যকে দেখে নাই এবং অন্তর দ্বারা সত্যকে বুঝার চেষ্টা করে নাই। যেমন ঃ কুরআনে আছে যে, জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রাক্কালে জাহান্নামীরা বলিবে,

لَوْ كُنَّانَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّافِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

অর্থাৎ– যদি আমরা সত্যকে শুনিতাম ও সত্যকে বুঝিতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে যাইতে হইত না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ–যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করিব (নাহল-৮৮)।

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ الخ অর্থাৎ–ইহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধান করিয়াছে; কারণ এই বিপদ আর আযাব ইহাদের স্বহস্তে কৃতকর্মেরই পরিণাম। জাহান্নামে ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ সম্পর্কে উহারা যে অলীক কল্পনা করিত এবং যেসব দেব-দেবীকে আল্লাহর সংগে শরীফ করিত উহা তাহাদের বিন্দুমাত্র

উপকারে আসিবে না বরং উল্টো ক্ষতি করিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً الخ অর্থাৎ–হাশরের দিন দেব-দেবীরা তাহাদের পূজারীদের শত্রু হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করিয়া বসিবে। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ অর্থাৎ–এই কাফির মুশরিকরা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জাহান্নামই হইবে ইহাদের সর্বশেষ পরিণাম। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বেহেশতের বদলে জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামতের পরিবর্তে উত্তপ্ত পানি, নির্ভেজাল শরবতের পরিবর্তে অগ্নি বায়ু; হুরঈনের পরিবর্তে জাহান্নামের পূঁজ, জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্ত এবং পরম দয়ালু আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শনের পরিবর্তে তাহার শাস্তি ও গযব। অতএব তাহারা অবশ্যই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(٢٣) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

(٢٤) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

২৩. যাহারা মুমিন, সৎকার্য পরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাঁহারা স্থায়ী হইবে।

২৪. দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি-সম্পন্নের উপমা, তুলনায় এই দুইটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনার পর এইখানে ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ভাগ্যবান তাহারা যাহারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ রাসূল ও পরকাল ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বাস্তব জীবনে সৎকর্ম করে কথায়

ও কার্যে আল্লাহর আনুগত্য করিয়া চলে। মৃত্যুর পর ইহারা রকমারী সুখ-সমৃদ্ধ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে। যে জান্নাতে রহিয়াছে সুউচ্চ প্রাসাদ, সারিবদ্ধ পালং, ঝুলন্ত নিকটবর্তী ফলের ছড়া, উচ্চ বিছানা, নানা প্রকার ফলমূল, সুস্বাদু খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি দর্শন লাভ। তাহারা বেহেশতে চিরস্থায়ী থাকিবে। না মৃত্যু বরণ করিবে না বৃদ্ধ হইবে, না অসুস্থ হইবে, না নিদ্রায় যাইবে, না পেশাব পায়খানা করিবে, আর না নাক পরিষ্কার করিবে, তাহাদের ঘাম হইবে মিশ্কের ন্যায় সুগন্ধময়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের উপমা দিয়া বলেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى الخ অর্থাৎ–হতভাগা কাফির ও ভাগ্যমান ঈমানদারদের উপমা হইল— কাফির মুশরিকগণ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আর ঈমানদারগণ চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়। কাফিরগণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে সত্য হইতে অন্ধ কোন কল্যাণ ও মঙ্গল ইহারা দেখিতে পায় না আর সত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ তাহারা শুনিতে পায় না ফলে লাভজনক কোন কিছুই তাহাদের কানে আসে না।

পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ বোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করিয়া সত্যের অনুসরণ করে এবং অসত্য ও মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং এই দুই শ্রেণী কখনো সমান হইতে পারে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ –

অর্থাৎ জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসীরা সমান নহে; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম (হাশর-২০)।

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ— এতকিছুর পরও তোমরা সত্য-মিথ্যা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ الخ অর্থাৎ— অন্ধ-চক্ষুষ্মান, অন্ধকার-আলো এবং ছায়া আর তাপ এক হইতে পারে না এবং জীবন্ত আর মৃতও এক নহে? আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা শুনাইতে পারেন আপনি কিন্তু কবরবাসীদেরকে শুনাইতে পারিবেন না। আপনি তো কেবল সতর্ককারী? আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। সব জাতির নিকটই সতর্ককারী গত হইয়াছে।

(٢٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ

(٢٦) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

(٢٧) فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

২৫. আমি তো নূহকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল আমি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৬. যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর, আমি তোমাদিগের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি।

২৭. তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যাহারা ছিল কাফির তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি। অনুধাবন না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে তাঁহারাই যাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথাবাদী মনে করি।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতেছেন। পৃথিবীর মূর্তিপূজক মুশরিকদের নিকট প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল, রাসূলরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন,

اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ— আল্লাহর আযার হইতে আমি তোমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করিতেছি, যদি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা কর।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهُ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ— তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছু উপাসনা করিও না আমি তোমাদের ব্যাপারে মর্মন্তুদ শাস্তির আশংকা করিতেছি। যদি তোমরা এই শিরকের উপর অটল থাক তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতে তোমাদিগকে কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ অর্থাৎ— হযরত নূহ (আ)-এর এই উপদেশবাণী শুনিয়া তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান কাফিরগণ বলিল, তুমিতো ফিরিশতা নও আমাদের মতই মানুষ, সুতরাং আমাদিগের পরিবর্তে তোমার নিকট ওহী আসে কেমন করিয়া ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আর আমাদের সমাজের ঝোলা তাঁতী ইত্যাদি ইতর শ্রেণীর লোকেরাই দেখি তোমার অনুসরণ করিতেছে যাহাদের বিচার বুদ্ধি বলিতে নাই। নেতৃস্থানীয় ভদ্র পরিবারের কেহই তো তোমার প্রতি ঈমান আনে নাই। তাহা ছাড়া আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়াও দেখিতেছি না। আমরা তোমাদিগকে তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি।

এই ছিল নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের অভিযোগ। বলা বাহুল্য যে কাফিরদের এসব অভিযোগ তাহাদিগের অজ্ঞতা বিদ্যা ও বুদ্ধির দৈন্যতারই প্রমাণ বহন করে। কারণ, সত্যের অনুসারীদের নিম্ন শ্রেণীর হইলে তা সত্যের মাপ ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা সত্য সর্বদা আপন স্থানে সত্যই থাকে। অনুসারীগণ নিম্ন শ্রেণীর বা উঁচু শ্রেণীর হওয়ায় কিছু যায় আসে না। বরং সন্দেহাতীত সত্য হইল এই যে যাহারা সত্যের অনুসারী তাঁহারাই মূলতঃ সভ্য ও উঁচুস্তরের লোক যদিও হয় তাহারা গরীব। আর যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে অর্থ বলে ধনী হইলেও তাহারা ইতর। তাহা ছাড়া সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই বেশি সত্যের অনুসারী হইয়া থাকে আর অর্থশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা হয় সত্যের বিরোধী। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذَالِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ অর্থাৎ— হে নবী! আপনার পূর্বে যে গ্রামে আমি সতর্ককারীকেই প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তশালীরা এই উক্তি করিয়াছিল যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি নীতির উপর পাইয়াছি আর আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া থাকি।

তাহা ছাড়া রূমের বাদশা হেরাকল আবূ সুফিয়ানকে নবী (সা)-এর পরিচয় প্রসংগে তাহার অনুসারীরা নেতৃস্থানীয় লোক না কি সমাজের দুর্বল লোক, জিজ্ঞাসা করিলে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিল দুর্বল শ্রেণীর লোক। তখন হেরাক্‌ল বলিয়াছিল নবী-রাসূলদের অনুসারী ইহারাই হইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া কাফিরদের উক্তি ইহারা গভীরভাবে চিন্তা না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হইল ইহা কোন দোষের কথা নহে। কারণ সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া গেলে উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনার

প্রয়োজন হয় না। এহেন ক্ষেত্রে যাহারা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে প্রকৃত পক্ষে তাহারাই নির্বোধ ও অথর্ব। আর রাসূলগণ মানবজাতির নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট আদর্শ নিয়াই আগমন করিয়াছিলেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যত লোকের নিকট আমি ইসলামের দাও'আত দিয়াছি সকলেই চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছে। কেবল আবূ বকরই ছিল ইহার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ ব্যাপারটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিধায় তিনি কোন চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই, দাও'আত পাওয়া মাত্রই তিনি কবূল করিয়া নিয়াছেন।

وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ অর্থাৎ— কাফিররা বলিয়াছিল আমরা তো আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না। কেনই বা দেখিবে; তাঁহারা তো অন্ধ সত্যকে তাহারা দেখিতে পায় না। সত্যকে তাহারা অনুধাবন করিতে পারে না। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া কিভাবেইবা সত্যকে উপলব্ধি করা যায়?

(٢٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَ اٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

২৮. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এই বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর?

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) তাঁহার জাতির প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ;

اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ অর্থাৎ— তোমরা বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস এবং সত্য নবুওতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তোমাদের কাছে তা অস্পষ্ট বলিয়া বলে হয় ফলে তোমরা উহার মর্যাদা উপলব্ধি করিতে না পার এবং উহাকে তোমরা অস্বীকার করিয়া বস; তবে কি তোমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও আমি তোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিব?

(٢٩) وَ يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝

(٣٠) وَ يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

২৯. হে আমার সম্প্রদায় ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ যাচঞা করি না, আমার পারিশ্রমিকতো আল্লাহরই নিকট এবং মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাঁহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিই, তবে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

তাফসীর ঃ এইখানে হযরত নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিতেছেন আমি তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ চাইনা। ইহার বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট হইতেই প্রার্থনা করি।

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ— হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দাবী করিয়াছিল যে, তুমি এইসব নীচ ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে তোমার দরবার হইতে সরাইয়া দাও তবেই আমরা তোমার কাছে আসিতে পারি। ইহাদের সহিত বসিতে আমাদের ঘৃণা হয়। জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিলেন আমি ঈমানদারদিগকে আমার সাহচর্য হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি না। অজ্ঞতার কারণেই তোমরা এইরূপ দাবী করিতে সাহস পাইয়াছ। ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে পরে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? এই বাস্তবতাকে তোমরা কেন উপলব্ধি করিতে চাওনা? উল্লেখ্য যে মক্কার কাফির মুশরিকরাও দুর্বল শ্রেণীর ঈমানদারদেরকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দাবী করিয়াছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন।

لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ

অর্থাৎ— হে নবী! যাহারা সকল-সন্ধ্যা তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন না।

(٣١) وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩১. আমি তোমাদিগকে বলি না আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, আর না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে আমি ফিরিশতা। তোমাদিগের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না। তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই যালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হযরত নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করাই তাঁহার কাজ। এই কাজের বিনিময়ে তিনি কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চান না বরং ছোট-বড় ধনী-গরীব ও উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকলের নিকটই দীনের দাও'আত প্রদান করেন। ফলে যে ইহা গ্রহণ করিল সে-ই মুক্তি পাইয়া গেল। তিনি আরো জানাইয়া দিয়াছেন যে আল্লাহর ধন-ভান্ডারে হস্তক্ষেপ করার তাঁহার কোন শক্তি নাই এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও তিনি আবগত নহেন। তিনি ঠিক ততটুকুই জানেন আল্লাহ তাঁহাকে যতটুকু জানাইয়াছেন। আর তিনি ফিরিশতাও নহেন বরং একজন মানুষ ও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল যাহাকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে আমি এই কথাও বলি না যে যাহাদেরকে তোমরা ইতর ও নীচ মনে কর ইহারা আল্লাহর নিকট কর্মফল পাইবে না তাহাদের মনে কি আছে তাহা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। যদি উপরের ন্যায় ভিতরেও তাহারা ঈমানদার হইয়া থাকে তবে তাহারা উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে। ঈমানদার হওয়ার পর যদি কেউ তাঁহাদের সামান্য ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে তো সে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(٣٢) قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(٣٣) قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

(٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৩২. তাহারা বলিল হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত বিতন্ডা করিয়াছ—তুমি বিতন্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৩৩. সে বলিল, ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৩৪. আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ এই খানে আল্লাহ তা'আলা নূহ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর আযাব ও শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করা সম্পর্কে বলিলেন ঃ

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا الخ অর্থাৎ— তাহারা বলিলেন হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত অতিমাত্রায় বাক-বিতন্ডা করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু তথাপিও আমরা তোমরা অনুসারী হইতে প্রস্তুত নহি। যে শাস্তির কথা তুমি বলিতেছ পার যদি তাহা আনয়ন কর আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিলেও আমরা বাঁধা দিব না যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক। উত্তরে হযরত নূহ (আ) বলিলেন ঃ

اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - অর্থৎ— শাস্তি দেওয়ার মালিক আমি নহি— আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করিলে যেকোন মুহূর্তেই তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতে পারেন। তাহাকে ঠেকাইবার কোন শক্তি তোমাদের নাই।

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْ الخ অর্থাৎ— আল্লাহ যদি তোমাদিগকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করিতে চাহেন তবে আমার কোন দাও'আত তাবলীগ ও উপদেশই তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসিবে না। তিনি-ই তোমাদের রব এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের একদিন ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(٣٥) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ
مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۟

৩৫. তাহারা কি বলে যে সে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে? বল আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছে তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের সহিত পূর্বাপর কাহিনীর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। আরবী ব্যাকরণে এইরূপ বাক্যকে জুমলা মু'তারিস বলা হয়। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! কাফির মুশরিকরা কি এই কথা বলিতে চাহে যে এই কুরআন আপনার নিজের মনগড়া রচনা? তবে আপনি তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআন নিজের হাতে রচনা করিয়া লইয়া থাকি। তাহা হইলে ইহার জন্য আমাকেই জবাব দিহী করিতে হইবে। এই কুরআন কস্মিনকালেও আমার মনগড়া নহে ইহা আল্লাহর বানী। আর তোমরা যে অন্যায় কর তাহার জন্য আমি মোটেই দায়ী নহি। তোমাদেরকেই উহার শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

(٣٦) وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ
فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚۖ

(٣٧) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

(٣٨) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا
مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُوْنَ ؕ

(٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না।

৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস করিত, সে বলিত তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ।

৩৯. এবং অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দিনের আহ্বানের পরও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনিল না, উপরন্তু তাহারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত আল্লাহর আযাব দেখার জন্য তাড়াহুড়া করিতে লাগিল। ফলে হযরত নূহ (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিলেন।

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ— হে আমার প্রতিপালক। পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকেও অব্যাহতি দিও না।

فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ— ফলে তিনি তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিলেন প্রভু হে! আমি পরাজিত আমাকে বিজয় দান কর। তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে,

اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ الخ অর্থাৎ— এ যাবত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের আচরণে তুমি ক্ষোভ কণ্ডি না ও দুঃখিত হউও না।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا الخ অর্থাৎ— আমার তত্ত্বাবধানে আমারই চোখের সামনে এবং আমার শিক্ষানুযায়ী তুমি নৌকা তৈয়ার কর আর যালিমদের ব্যাপারে আমার কাছে কিছু বলিও না ওরা নির্ঘাত ডুটিয়া মরিবে।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) কাঠের গাছ রোপন করেন এবং উপযুক্ত হইলে পরে গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করেন। ইহাতে একশত বছর চলিয়া যায়। অতঃপর নৌকা তৈয়ার করিতে আরো একশত বছর মতান্তরে চল্লিশ বছর চলিয়া যায়।

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাওরাত হইতে উল্লেখ করেন যে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) কে সেগুন কাঠ দ্বারা আশি হাত দৈর্ঘ্য ও পঞ্চাশ হাত প্রস্থের একটি নৌকা নির্মাণ করিয়া উহার ভিতরে বাহিরে আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সামনে দিক মুড়ানো থাকিবে যাহাতে পানি কাটিয়া চলিতে পারে।

কাতাদা (র) বলেন, নূহ (আ)-এর নৌকা দৈর্ঘ্যে তিন শত ও প্রস্থে পঞ্চাশ হাত দিল। হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে উহা দৈর্ঘ্যে ছিল ছয় শত হাত আর প্রস্থে ছিল তিন শত হাত। ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে উহার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার দুইশত হাত আর প্রস্থে ছিল ছয়শত হাত। কারো কারো মতে দৈর্ঘ্য দুই হাজার হাত আর প্রস্থ একশত হাত। (বাকী সঠিক তথ্য আল্লাহই ভালো জানেন।)

বিশেষজ্ঞদের মতে নূহ (আ)-এর নৌকা ছিল তিনতলা বিশিষ্ট প্রত্যেক তলা দশ হাত করিয়া উচ্চতায় ছিল ত্রিশহাত। নীচের তলা চতুষ্পদ হিংস্র পশুদের জন্য। মাঝের তলা মানুষের জন্য আর উপরের তলা পক্ষীকুলের জন্য। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হাওয়ারীগণ একদিন ঈসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিল যে, আপনি যদি নূহ (আ)-এর নৌকা দেখিয়াছে এমন কোন লোককে (আল্লাহর নির্দেশে) জীবিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত সেই নৌকা সম্পর্কে কথা বলিতাম। এই আবেদন শুনিয়া হযরত ঈসা (আ) তাহাদেরকে সংগে লইয়া একস্থানে গিয়া একটি মাটির টিলার উপর বসিলেন। অতঃপর সেখান হইতে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইহা কি? উত্তর তাহারা বলিল, আল্লাহ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন। ঈসা (আ) বলিলেন। ইহাই হইল হাম ইবনে নূহ। অতঃপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা টিলাতে আঘাত করিয়া বলিলেন উঠিয়া পড় আল্লাহর নির্দেশে। সংগে সংগে হাম ইবনে নূহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা হইতে ধূলা-বালি ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে একেবারে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইল। দেখিয়া ঈসা (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এই রূপ বৃদ্ধ হইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন না একেবারে যৌবনেই আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু আপনার লাঠির আঘাত শুনিয়া কিয়ামত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া এইমাত্র আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ঈসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে নূহ (আ) এর নৌকার কিছু বিবরণ শুনান। হাম বলিলেন, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য এক হাজার দুইশত হাত এবং প্রস্থ ছয়শত হাত ছিল। উহা ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। একতলা পশুদের জন্য একতলা মানুষের জন্য ও একতলা পাখীদের জন্য। এক পর্যায়ে পশুদের মল মূত্রে নৌকা বোঝাই হইয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রত্যাদেশ করিলেন যে, হাতীর লেজ টিপ দিয়া ধর। তিনি তাহা করিলে একটি মাদা ও একটি মাদী শূকরের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভূত হইয়াই শূকর দুটি পশুদের সমস্ত মলমূত্র খাইয়া ফেলে। আবার এক সময় নৌকার মধ্যে ইঁদুর উৎপাত করিতে শুরু

করিলে আল্লাহ তা'আলা সিংহের নাকের গোড়ায় আঘাত করার নির্দেশ দেন। নির্দেশমত আঘাত করিলে সিংহের নাকের ছিদ্র হতে একটি মাদা ও একটি মাদী বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং সংগে সংগে ইঁদুর ধরিয়া খাইতে শুরু করে।

অতঃপর ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন কিভাবে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন নূহ (আ) সংবাদ সংগ্রহের জন্য কাককে প্রেরণ করিয়া দিলেন। কাক মৃত জন্তু পাইয়া ভক্ষণ করিতে শুরু করে। এই জন্য উহার জন্য ভয়-ভীতির বদ দু'আ করেন। এই কাক কোন ঘরে থাকিতে পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি কবুতরকে প্রেরণ করিলেন সে ঠোটে করিয়া যায়তুনের পাতা ও পায়ে করিয়া কাদা মাটি নিয়া উপস্থিত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলেন সারা দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। অতঃপর কবুতরকে তাহার গর্দানে হাছুলি পৌঁছাইয়া দেন এবং তাহার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করেন। এই জন্যই কবুতর ঘরে বাসা বাধিয়া থাকিতে পারে।

বর্ণনাকারী বলেন, এসব আলাপের পর হাওয়ারীগণ বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহাকে আমরা আমাদের বাড়ীতে নিয়া যাইতে চাই যাহাতে আমাদেরকে সব কিছু বর্ণনা করিবে ঈসা (আ) বলিলেন যাহার জন্য দুনিয়াতে কোন রিযক নাই; সে কি করিয়া তোমাদের সহিত যাইতে পারে। অতঃপর ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেনঃ যাও তুমি তোমার অবস্থানে ফিরিয়া যাও। ফলে সে পুনরায় মাটি হইয়া যায়।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا الخ অর্থাৎ— আল্লাহর নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নুহ (আ) নৌকা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের বেঈমান লোকেরা যে-ই সেই নৌকার কাছ দিয়া অতিক্রম করিত সে-ই তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত এবং বন্যায় ডুবিয়া মরার যে হুমকী তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিতেন তাহারা উহা অস্বীকার করিত। ইহার জবাবে নূহ (আ) শুধু এতটুকুই বলিতেন যে, তোমরা যেমন আজ আমাদিগকে উপহাস করিতেছে, আমরাও একদিন তোমাদিগকে উপহাস করিব আর অল্পদিন পরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহার উপর দুনিয়াতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আপতিত হইবে আর আখিরাতে অবিরাম চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

(٤٠) حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلٌ ○

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত তোমাদের পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহাদিগকে। তাঁহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন।

তাফসীর ঃ وَفَارَ التَّنُّورُ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, اَلتَّنُّوْرُ অর্থ ভূপৃষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশে গোটা দেশ উদ্বেলিত জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায় এমনকি আগুনের উনুন চুলাগুলি হইতে পর্যন্ত পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জুমহুর আলিমগণ تَنُّوْر এর এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, اَلتَّنُّوْرُ অর্থ প্রভাত রশ্মি ও ভোরের আলো। প্রথম অর্থটি অধিক প্রকাশ। মুজাহিদ ও শাবী (রা) বলেন এই উননটি কুফায় অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে اَلتَّنُّوْرُ ভারতের একটি প্রস্রবণের নাম। কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে اَلتَّنُّوْرُ আরব উপত্যকার একটি প্রস্রবণের নাম যাহাকে 'অহিনুল ওরদাহ' বলা হইয়া থাকে। তবে এই সবকটি মতই অপ্রসিদ্ধ।

যাহোক প্লাবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করিয়া নৌকায় উঠাইয়া লইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন উদ্ভিদের মধ্যে পুঃ স্ত্রী সর্বপ্রকারের গাছ বৃক্ষ জোড়া জোড়া উঠাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সর্বপ্রথম পাখীর মধ্যে তোতা পাখী উঠানো হইল এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হইল। ইবলিস উহার লেজে লটকিয়া রহিয়াছিল। যাহার ফলে গাধা এত ভারী হইয়া যায় যে উঠিতে চাহিলেও উঠিতে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) উহাকে বলিলেন কি যে, গাধা প্রবেশ কর, গাধা দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলেও সে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) বলিলেন যদিও তোর লেজ ধরিয়া ইবলিস লটকিয়া রহিয়াছে তবুও তুই প্রবেশ কর। অতঃপর গাধা ও ইবলিস নৌকায় প্রবেশ করিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমদিকে লোকেরা সিংহকে নৌকায় তুলিতে পারিতেছিল না ফলে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বর দিয়া দুর্বল করিয়া দেন। অতঃপর লোকেরা নৌকায় তুলিয়া লয়।

ইবনে আবূ হাতিম (র).... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লওয়ার পর তাঁহার সংগীরা বলিল, সিংহের সঙ্গে এইসব নিরীহ প্রাণীরা

থাকিবে কি করিয়া? ফলে আল্লাহ তা'আলা জ্বর দিয়া সিংহকে কাবু করিয়া রাখেন। আর তাহাই ছিল পৃথিবীতে জ্বরের প্রথম আবির্ভাব। অতঃপর লোকেরা ইঁদুরের উৎপাতের অভিযোগ করিলে আল্লাহর নির্দেশে সিংহ একটি হাই তোলে। এতে সিংহের নাক হইতে বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং ইঁদুর দমন করিতে শুরু করে।

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ الخ অর্থাৎ—আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) কে নির্দেশ দিলেন যে আপনি আপনার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে নৌকায় তুলিয়া নিন। তবে যাহাদের সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিবে না তাহাদেরকে নহে। ইহাদের মধ্যে ছিল নূহ (আ)-এর পুত্র ইয়াম ও তাহার কাফির স্ত্রী। আর আপনার সম্প্রদায়ের যাহারা ঈমানদার তাহাদরকেও নৌকায় তুলিয়া নিন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের দাও'আতের পরও কয়েক জন লোক মাত্র ঈমান আনিয়াছিল।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণত আছে যে, নারী-পুরুষসহ নূহ (আ) এর অনুসারী ছিল মাত্র আশিজন। কা'ব আহবারের মতে বাহাত্তর জন। কারো কারো মতে মাত্র দশজন। কেহ কেহ বলেন তাহারা ছিলেন নূহ (আ) ও তাঁহার তিন পুত্র ও তিন পুত্র বধু এবং কাফির পুত্র ইয়ামের স্ত্রী। কারো কারো মতে নূহ (আ) এর স্ত্রীও নৌকায় ছিল। কিন্তু কথাটি আপত্তিকর। ঈমান না থাকার কারণে সেও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ। যেমন লূত (আ)-এর স্ত্রীকে তাহার সম্প্রদায়ের শাস্তি ধ্বংস করিয়াছিল।

(٤١) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(٤٢) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۞ وَنَادٰى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ۝

(٤٣) قَالَ سَاٰوِي إِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

৪১. সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে ইহার গতিও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৪২. পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া বলিল; নূহ (আ) তাঁহার পুত্র যে উহাদিগের হইতে পৃথক ছিল তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল হে আমার পুত্র! আমাদিগের সংগে আরোহণ কর এবং কাফিরদিগের সংগী হইও না।

৪৩. সে বলিল, আমি এমন পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। সে বলিল, আজ আল্লাহর বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন সে ব্যতীত। ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নূহ (আ)কে যাহাদিগকে তাহার সংগে নৌকায় তুলিয়া হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি বলিলেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। পানির উপর ইহা আল্লাহর নামেই চলিবে এবং আল্লাহর নামেই যথাস্থানে থামিয়া যাইবে।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ الخ অর্থাৎ— (হে নূহ!) তুমি এবং তোমার সাথীরা যখন নৌকায় আরোহণ করিবে তখন বলিবে প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে যালিমদের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন আরো বলিবে প্রভু হে! আমাকে বরকতময় স্থানে নামাইয়া দিও। তুমিই উত্তম অবতরণকারী।

এই সব আয়াতের ভিত্তিতেই যে কোন নৌযান ও স্থলযানে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হইয়াছে। হাদীসেও এজন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। সূরা যুখরুফে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইবে ইনশা আল্লাহ।

আবুল কাসিম তাবরানী (র)…. ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের সলিল সমাধি হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল, নৌযানে আরোহণ কালে بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا আয়াতটি শেষ পর্যন্ত এবং وماقدروا اللّٰه حقّ قدره الخ إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াতটি পাঠ কর।

এখানে কাফিরদিগকে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করার বিপরিতে মু'মিনদের জন্য اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। বলা অত্যন্ত সমুচিত হইয়াছ। অনুরূপ বহু আয়াত প্রতিশোধের সাথে সাথে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ অর্থাৎ— প্লাবন শুরু হইয়া যাওয়ার পর নূহ (আ)-এর নোকাটি আরোহীদের লইয়া পানির উপর ভাসিয়ে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী সেই প্লাবনের পানি পাহারের চূড়ার উপরও পনের হাত পর্যন্ত ছিল অথবা পৃথিবীর আশি মাইল পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল আর নৌকাটি পানির উপর আল্লাহর নির্দেশ ও অনুগ্রহে ভাসিতে থাকে। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ الخ অর্থাৎ— যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে, আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদিগের শিক্ষার জন্য এবং এই জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ الخ অর্থাৎ—তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ইহা পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ الخ অর্থাৎ— নূহ (আ) তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের সহিত আরোহণ কর। সে হইল নূহ (আ) এর চতুর্থ ছেলে ইয়াম। সে কাফির ছিল। নূহ (আ) তাহাকে ঈমান আনিয়া কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নৌযানে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। উত্তরে সে বলিল ঃ

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ— আমাকে তোমার নৌকায় চড়িতে হইবে না। কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াই আমি জীবন বাচাইতে পারিব। বলা বাহুল্য যে, নূহ (আ) এর পুত্র অজ্ঞতার কারণে ভাবিয়াছিল যে, এই বন্যা তো আর পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঁচু হইবে না, অতএব পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় নিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে নূহ (আ) বলিলেন।

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ অর্থাৎ— আল্লাহ যাহাকে দয়া করেন সে ব্যতীত আজ আল্লাহর শাস্তি হইতে কোন কিছুই কাউকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আল্লাহ যাহার প্রতি দয়া করেন সেই কেবল রক্ষা পাইতে পারেন। ইতিমধ্যেই তরঙ্গ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ফলে নূহ পুত্র পানিতে ডুবিয়া সলিল সমাধির ভাগ্য বরণ করে।

(٤٤) وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৪৪. ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত

হইল। নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, নূহ (আ)-এর নৌকার যাত্রীদের ব্যতীত সকল দুনিয়াবাসী প্লাবনে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তিনি পৃথিবীকে তাহার পানি গ্রাস করিয়া নেওয়ার এবং আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত হইবার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশমতে পানি কমিতে শুরু করে। এই ভাবেই কাফির বে-ঈমানদের ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হয় আর যাত্রীদেরসহ নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জুদী জাযিরায়ে আরবের একটি পর্বতের নাম। কাতাদা (র) বলেন, নূহ (আ) এর নৌকাটি এই পর্বতে এক মাস যাবত স্থির হইয়াছিল। অতঃপর যাত্রীরা নামিয়া যায়। ইহার পর শত শত বছর ধরিয়া আল্লাহ তা'আলা নৌকাটি নিদর্শন স্বরূপ অক্ষত রাখিয়া দেন। এই উম্মতের পূর্ব-পুরুষরাও নৌকাটি দেখিতে পাইয়াছিল। অথচ তাহার পরের কত নৌযান তৈরী করা হইল আর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

যাহ্হাক (র) বলেন, জুদী মুসেলের একটি পর্বতের নাম। কারো কারো মতে তূর পাহাড়কেই জুদী বলা হয়।

ইবনে আবূ হাতিম (র).... নূবা ইবনে সালিম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি যির ইবনে হুবায়শ (রা) কে একদিন বাইতুল্লাহর এক কোণে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি জুম'আর দিন এইস্থানে এত বেশী সালাত আদায় করেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা এই স্থান হইতে গিয়াই জুদী পাহাড়ে ঠেকিয়াছিল।

আলী ইবনে আহমদ (র) ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় তাহার পরিবারবর্গসহ সর্বমোট আশি জন লোক ছিল। ইহারা এক শত পঞ্চাশ দিন নৌকায় অবস্থান করেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই নৌকাটি মক্কার দিকে পাঠাইয়া দিলে তথায় গিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। অতঃপর সেখান হইতে নৌকাটি জুদী পাহাড়ে অবস্থান নেয়। তখন নূহ (আ) কাককে যমীনের সংবাদ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৃত লাশের মাংস ভক্ষণ করার ফলে দেরী করিয়া বসে। এইজন্য তিনি কবুতরকে পাঠাইলেন। সে যায়তুন গাছের পাতা এবং পায়ে যমীনের কাদা মাটি লইয়া উপস্থিত হইল। ইহা নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে পানি শুকাইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি জুদী হইতে নীচে অবতরণ করেন এবং সেখানে একটি

জনপদ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম রাখেন ثَمَانِيْنَ (আশি) একদিন ভোরে এই জনপদের সকলের মুখে আশিটি ভাষা প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে সবচাইতে মিষ্টভাষা হইল আরবী। তখন একজন অপর জনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। এক মাত্র নূহ (আ) সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

কাব আহবার (র) বলেন, জুদী পর্বতে অবস্থান নেয়ার পূর্বে নৌকাটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে চক্কর দিতে থাকে। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, লোকেরা রজব মাসের দশ তারিখে নৌকায় আরোহণ করে। একশত পঞ্চাশ দিন ভ্রমণের পর জুদী পর্বতে অবস্থান নেয় এবং তথায় একমাস অবস্থান করে। অতঃপর মুহাররমের দশ তারিখে তথা আশুরার দিনে তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করে। অবতরণ করিয়া সেইদিন তাহারা সাওম পালন করে। একটি মারফূ হাদীসেও এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদিন একদল ইয়াহূদীর সংগে সাক্ষাত হয়। সেদিন তাহারা আশুরার রোযা রাখিয়াছিল। জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দিন তোমরা কিসের রোযা রাখ?" তাহারা বলিল, "এই দিন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা ও বনী ঈসরাইলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ও ফিরাউনকে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। আর এই দিনেই নূহ (আ)-এর নৌযান জুদী পর্বতে স্থির হয়। ফলে নূহ ও মুসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ এইদিনে রোযা রাখিয়াছিল। তাই আমরাও এই দিনে রোযা রাখি।" শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন মুসার (আ) প্রতি এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী। অতঃপর তিনি রোযার নিয়ত করলেন এবং সাহাবীদেরকে বলিয়াদিলেন, যাহারা আজ রোযা রাখিবার নিয়ত করিয়াছ তাহারা রোযা পূর্ণ করিয়া ফেল। আর যাহারা নিয়ত করে নাই তাঁহারা বাকী দিবসে রোযার নিয়তে উপবাস কাটাও।

وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ— প্লাবন সমস্যা দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস অনিবার্য আল্লাহর রহমত হইতে ইহারা বহুদূরে। উল্লেখ যে সেই প্লাবনে ঈমানদারগণ ব্যতীত অন্য সব মানুষ সমূলে বিনাশ হইয়াছিল। ধ্বংসের হাত হইতে একজন লোকও রেহায় পায় নাই। ইবন জরীর তাবারী.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে হযরত আয়েশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ সম্প্রদায়ের একজন লোকের প্রতিও যদি আল্লাহ দয়াপরাবশ হইতেন তাহা হইলে শিশুর মায়ের প্রতি দয়া করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করেন। এক সময় তিনি আল্লাহর নির্দেশে কাঠের গাছ রোপন করেন। একশত বছরে সেই গাছ বড় হইলে সেই গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করিয়া নৌকা নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া উপহাস করিয়া বলিত নূহ ডাঙ্গায় নৌকা নির্মাণ করিতেছে চালাইবে কিভাবে? উত্তরে তিনি বলিতেন একটু অপেক্ষা কর সময় আসলেই বুঝিতে পারিবে। অতঃপর যখন দুর্যোগ আসিয়া পড়িল মহাপ্লাবন শুরু হইয়া গেল তখন একটি শিশুর মা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে শিশুটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উপরে উঠিয়া আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে পানি উঠিয়া গেলে সে দুই তৃতীয়াংশ উপরে চড়িয়া বসিল। অতঃপর সেখানেও পানি আসিয়া পড়িলে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া আশ্রয় নিল। অতঃপর পানি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া তাহার ঘাড় পর্যন্ত হইয়া গেলে সে শিশুটিকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। কিন্তু তাহাতেও সে রক্ষা পাইল না শিশুসহ ডুবিয়া গেল। আল্লাহ যদি নূহ সম্প্রদায়ের একজন লোকের প্রতিও দয়া করিতেন তো সেই শিশুর মায়ের প্রতিই দয়া করিতেন। (কিন্তু সেই মহিলাকেও তিনি রেহায় দেন নাই।) এই হাদীসটি এই সনদে গরীব। কা'ব আহবার ও মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(٤٥) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

(٤٦) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْئَلْنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّیْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٤٧) قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاِلَّا
تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৪৫. নূহ তাঁহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য আপনি বিচারকদিগের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৪৬. তিনি বলিলেন হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎ কর্ম-পরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত না হও।

৪৭. 'সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর ঃ ইহা প্লাবনের পরের ঘটনা। নূহ (আ)-এর যে পুত্র প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ! আমার পুত্রও তো আমার পরিবারভুক্ত। আর তুমি আমার পরিবারকে নাজাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে। তোমার প্রতিশ্রুতিতো অলংঘনীয় সত্য, সুতরাং আমার পুত্র ডুবিল কেমন করিয়া তুমিতো শ্রেষ্ঠ বিচারক! উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। যাহাদিগকে মুক্তি দিব বলিয়া আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম, আমার ওয়াদা ছিল তোমার পরিবারের সেই সব লোকদের সম্পর্কে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, ইনি নূহ (আ)-এর উরসজাত পুত্র ছিলেন না। ছিলেন তাহার স্ত্রীর জারজ সন্তান। (নাইয়ুবিল্লাহ)। মুজাহিদ, হাসান ওবাইদ ইবনে ওমাইর ও আবূ জা'ফর বাকের ও ইবনে জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নূহ (আ)-এর স্ত্রীর সন্তান ছিলেন। কেহ কেহ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ এবং فَخَانَتَاهُمَا দ্বারা উক্ত মতের দলীল পেশ করেন।

ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচার করেন নাই, করিতে পারেন না। আর إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ অর্থ এই ছেলে তোমার সেই পরিবারভুক্ত নহে যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে ইবনে আব্বাস (রা) এর এই মতটি সন্দেহাতীতরূপে সত্য যাহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচার লিপ্ত হতে দিতে পারে না। এই জন্যই তো যাহারা হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আব্দুর রায্যাক (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন.... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সে নূহ (আ)-এর পুত্রই ছিল। তবে সে নূহ (আ)-এর বিরোধী ছিল।

ইবনে উআইনা (রা).... সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন সে নূহ (রা) এর পুত্রই ছিল। আল্লাহ তো আর মিথ্যা বলেন না। আল্লাহ বলেন وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ অর্থাৎ নূহ তার পুত্রকে ডাকিয়া বলিল। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্হাক মাইমূন ইবনে মিহরান এবং সাবিত ইবনে হাজ্জাজ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) এর মত ইহাই আর ইহাই সঠিক কথা।

(٤٨) قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৪৮. বলা হইল হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণসহ। অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে।

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইয়াছে যে, নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর তাঁহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ঈমানদারদের উপর শান্তি বর্ষণের ঘোষণা দিয়া তাহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রা) বলেন এই সালামের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুমিন নারী-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পরবর্তী শাস্তির ঘোষণার মধ্যেও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল কাফির নর-নারী অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ যখন প্লাবন বন্ধ করিতে চাহিলেন তখন পৃথিবীতে এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে পানি থামিয়া যায়, পৃথিবীর সমুদয় ফোয়ারা ও আকাশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়।

ইয়াহূদীদের ধারণামতে নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হয় রজব মাসের সতেরতম রাত্রিতে আর পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে। অতঃপর চল্লিশ দিন গত হইলে নূহ (আ) পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কিন্তু কাক আর ফিরিয়া আসে নাই। অতঃপর একটি পায়রাকে প্রেরণ করেন। পায়রা এই সংবাদ লইয়া আসে যে কোথাও পা রাখিবার জন্য এতটুকু জায়গাও পাওয়া যায় নাই। ইহার এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করেন। পায়রা সন্ধা বেলায় একটি যয়তুনের পাতা মুখে করিয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী হইতে বন্যার পানি কমিয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করা হইলে আর সে ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইবার মাটি শুকাইয়া গিয়াছে। এইভাবে আল্লাহ প্লাবন শুরু করিবার প্রথম হইতে নূহ (আ) পায়রা প্রেরণের মাঝে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে ভূপৃষ্ঠ শুকাইয়া যায় এবং নুহ (আ) নৌকার ঢাকনা উন্মুক্ত করেন আর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশতম রাত্রিতে বলা হয় ঃ

يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا অর্থাৎ— হে নূহ! আমার দেয়া শান্তিসহ তুমি অবতরণ কর।

(٤٩) تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৯. সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন যে এই কাহিনী এবং এই ধরনের আরো যত কাহিনী আছে এইগুলি অদৃশ্যের সংবাদ, ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে এইগুলি জানাইয়া দিতেছি।

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ— আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কেহই ইতিপূর্বে ইহা জানিত না। ফলে কাহারো এই অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নাই যে আপনি এই কাহিনী অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছেন। বরং আল্লাহ-ই আপনাকে বাস্তব ও সঠিক সংবাদ জ্ঞাত করাইয়াছে— আপনার পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ যাহার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ, অপবাদ ও নির্যাতনে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। অচীরেই আমি আপনাকে সাহায্য করিব ও বিজয় দান করিব এবং আপনাকে আর আপনার অনুসারীদেরকে দান করিব ইহকাল ও পরকালের শুভ পরিণাম। যেমন ঃ আমি ইতিপূর্বে রাসূল দিগকে তাহাদের শত্রু পক্ষের উপর বিজয় দিয়াছিলাম। তাই এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ— অবশ্যই আমি আমার রাসূলদিগকে আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বিজয় দান করিব ঃ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَمَنْصُوْرُوْنَ

অর্থাৎ— অবশ্যই আমার রাসূলদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তাঁহারাই বিজয় লাভ করিবে। (সাফফাত ১৭১-১৭২) আর এইখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ— তুমি একটু ধৈর্যধারণ কর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

(٥٠) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

(٥١) يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

(٥٢) وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

৫০. আদজাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়া ছিলাম সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না।

৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাহার দিকেই ফিরিয়া আস। তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরো শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি 'আদ জাতির নিকট তাহাদেরই এক ভাই হূদকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিতেন আর মূর্তি পূজা করিতে নিষেধ করিতেন। সাথে সাথে এই কথাও তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই দাও'আত ও তাবলীগের বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। আমার প্রতিদান তিনিই দিবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কি বুঝনা যে, যিনি বিনা পারিশ্রমিকে লোকদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে আহ্বান করে তিনি কে হইতে পারেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অতীতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে কৃতপাপের জন্য ক্ষমা আর তাওবার গুণে যে গুণান্বিত হয় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্বচ্ছল জীবিকা দান

করেন তাহার যাবতীয় কাজ সহজ করিয়া দেন ও তাহার জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা দান করেন। এদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ বলেন, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

অর্থাৎ— এসব গুণ অর্জন করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রচুর বারি বর্ষাইবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করিবে (ক্ষমা প্রার্থনা করিবে) আল্লাহ তাহার সকল সমস্যা ও যাবতীয় অভাব-অনটন দূর করিয়া দিবেন এবং তাহাকে কল্পনাতীত রিযক দান করিবেন।

(٥٣) قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٥٤) اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ

(٥٥) مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

(٥٦) اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৩. উহারা বলিল হে হূদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি।

৫৪. আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরা সাক্ষী হও যে আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর।

৫৫. আল্লাহ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা?

৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই যে তাহার আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হূদ (আ)- এর সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল,

يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ— হে হূদ! তুমি তোমার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসংগত সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ কর নাই। সুতরাং শুধু তোমার মুখের কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি না। আমাদের ধারণা ইহাই যে আমাদের কোন ইলাহ অশুভ দ্বারা অবিষ্ট করিয়া তোমার বুদ্ধি-বিবেক হরণ করিয়া নিয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ

إِنِّىْ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا أَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

অর্থাৎ— আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি আর তোমারও সাক্ষী থাক যে, তোমাদের এইসব দেব-দেবী ও প্রতিমা হইতে আমি পবিত্র ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنَ الخ

অর্থাৎ— ইহাতে প্রয়োজন মনে করিলে তোমরা এবং তোমাদের দেব-দেবীরা একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিও না। আমি সে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি; যিনি আমার তোমাদের সকলের প্রতিপালক সকল জীবজন্তুই যাহার আয়ত্তাধীন ও করতলগত। তিনি ন্যায় বিচারক বাদশাহ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

আলীদ ইবনে মুসলিম (র) সাফওয়ান ইবনে আমর (রা)-এর মাধ্যমে আইকা ইবনে আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল জীব জন্তুই আল্লাহর করতলগত। ঈমানদারদিগকে তিনি এমন উত্তমভাবে শিক্ষা দান করেন যাহাতে তিনি সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহের তুলনায় বেশি স্নেহশীল প্রমাণিত হন। এবং কাফিরকে বলা হইবে তোমাকে কি বস্তু দয়াময় প্রতিপালক হইতে ধোকা দিয়া রাখিয়াছে।

এই আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলগণ যে সকল দাবী পেশ করেন তাহা অকাট্য সত্য এবং কাফির সম্প্রদায় যে সব মূর্তি পূজার কথা বলিতেছিল তাহা বাতিল কেননা এই সব মূর্তি ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখে না বরং এই সব হইল জড় পদার্থ যাহা না কিছু শ্রবণ করিতে পারে না দর্শন করিতে পারে, না কাহাকেও ভালবাসিতে পারে আর না শত্রুতা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে একনিষ্ঠ ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ যিনি এক তাহার কোন শরীক নাই, সব কিছুর উপর তাহারই ক্ষমতা ও রাজত্ব। সকল বস্তুই তাহার আয়ত্বাধীন। অতএব তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

(৫৭) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ○

(৫৮) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ
نَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(৫৯) وَتِلْكَ عَادٌ ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ
جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

(৬০) وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا
رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ○

৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহাসহ তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে।

৫৯. এই 'আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রাসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিত।

৬০. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল লানতগ্রস্ত এবং লানতগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালকে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংস হইল হূদ সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

তফসীর ঃ আল্লাহ বলেন, হূদ (আ) তাহার সম্প্রদায়কে আরো বলিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগকে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের যে দাও'আত প্রদান করিয়াছি তোমরা যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তবে মনে রাখিও তোমাদের নিকট

আল্লাহর রিসালাত পৌছনোর দ্বারা তোমাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর তোমাদের পরিবর্তে আমার প্রতিপালক এমন এক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটাইবেন যাহারা এক আল্লাহরই ইবাদত করিবে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করিয়া চলিবে না। কারণ তোমরা তোমাদের কুফরী দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না। উহার অশুভ পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সবকিছু দেখেন শুনেন ও স্বীয় বান্দাদের কথা-বার্তা ও যাবতীয় কর্মকান্ড সংরক্ষণ করেন। অতঃপর একদিন ইহার উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করিবেন। ভালো কাজের জন্য ভালো আর মন্দ কাজের জন্য মন্দ পরিণাম দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا الخ অর্থাৎ— অতঃপর যখন আমার নির্দেশ তথা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্চাবায়ু আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিল এখন আমি হূদ ও তাঁহার ঈমানদার সংগী-সাথীদেরকে দয়া করিয়া কঠোর শাস্তির হাত হইতে রক্ষা করি।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ— 'আদ জাতি তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহর রাসূলদের অবাধ্যতা করিয়াছিল। আল্লাহর সকল রাসূলের অবাধ্যতা করার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, একজন নবী রাসূলকে অস্বীকার করা মূলতঃ সকল নবী-রাসূলকে অস্বীকার করারই নামান্তর। কারণ ঈমান আনার ব্যাপারে সব নবীই সমান। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সকল নবীর উপরই ঈমান আনা অপরিহার্য। এই জন্য একজনকে অস্বীকার করিলে সকলকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং 'আদ জাতির হূদ (আ) কে অস্বীকার করায় সকল নবীকেই অস্বীকার করা সাব্যস্ত হইল।

وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ الخ অর্থাৎ— তাহারা সত্যাশ্রয়ী আল্লাহর নবী হূদ (আ)-এর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত স্বৈরাচারী লোকদের পথ অনুসরণ করিয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের পক্ষ হইতে ইহকাল ও পরকালের জন্য তাহাদিগকে অভিশপ্ত করা হইয়াছে।

أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا الخ অর্থাৎ—জানিয়া রাখ। 'আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল হূদ সম্প্রদায় 'আদের

পরিণাম। সুদ্দী (রা) বলেন 'আদের পরে যত নবী আগমন করিয়াছেন সকলেই তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

(٦١) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

৬১. সামুদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا الخ

অর্থাৎ— সামুদ জাতির নিকট আমি তাহাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইহারা তাবূক ও মদীনার মধ্যবর্তী মাদায়েনে হিজর নামক স্থানে বাস করিত ইহারা 'আদ এর পরবর্তী জাতি। আল্লাহ তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে সালিহ (আ) কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্লাহ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়া বলেন ঃ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনিই মাটি দ্বারা তোমাদের সৃজন কার্য শুরু করিয়াছেন। আদি মানব হযরত আদম (আ) কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মাটিতেই তোমাদিগকে বসবাস করিতে দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তাওবা কর। إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ অর্থাৎ— আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন। তিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন। যেমন ঃ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي الخ অর্থাৎ— আমার বান্দা যখন তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তো বলিয়া দিও আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই (বাক্বারাহ ১৮৬)।

(٦٢) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

(٦٣) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

৬২. তাহারা বলিল, হে সালিহ! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদিগের আশাস্থল। তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদিগের যাহাদিগের ইবাদত করিত আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।

৬৩. সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো আমার ক্ষতিই বাড়াইয়া দিতেছ।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা সালিহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যকার কথোপকথন এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সালিহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আল্লাহর তাওহীদের দাও'আত প্রদান করিলে তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল ঃ

قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا الخ অর্থাৎ— ইতিপূর্বে তো আমরা তোমার বুদ্ধি-বিবেক লইয়া অনেক গর্ব করিতাম এবং তোমার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইবে বলিয়া আশা পোষণ করিতাম। এখন দেখি আমাদের সব আশাই দুরাশায় পরিণত হইল। আর তুমি আমাদিগকে যেই পথে আহ্বান করিতেছ ইহাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সালিহ (আ) বলিলেন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়। তোমরাই বল আমার প্রতিপালক আমাকে তোমাদের নিকট যে বাণী লইয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি যদি সেই ব্যাপারে তাহারই প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি আর তিনি আমাকে নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন তবে আমি যদি আল্লাহ

অবাধ্যতা করিয়া আল্লাহর দাও'আত পরিত্যাগ করি তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তোমরা তো আমার বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু আমার ক্ষতি আর অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করিতে।

(٦٤) وَ يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝

(٦٥) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝

(٦٦) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

(٦٧) وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

(٦٨) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উষ্ট্রীটি তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।

৬৫. কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল তোমরা তোমাদিগের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে।

৬৬. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়া ছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান পরাক্রমশালী।

৬৭. অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল ; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

৬৮. যেন তাহারা সেথায় কখনো বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! সামুদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

তাফসীর ঃ এই আয়াতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা 'আরাফে গত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এইখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

(٦٩) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

(٧٠) فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ○

(٧١) وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

(٧٢) قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

(٧٣) قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিল, সালাম। সেও বলিল, সালাম। সে অবিলম্বে, এক কাবাব করা গোবৎস আনিল।

৭০. সে যখন দেখিল, তাহাদিগের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না তখন তাহাদিগকে অবাঞ্চিত মনে করিল এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলির, ভয় করিও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

৭১. তখন তাঁহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

৭২. সে বলিল কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।

৭৩. তাঁহারা বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ? তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানর্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلامًا قَالَ سَلَامٌ

অর্থাৎ— আমার রাসূলগণ যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ লইয়া আসিল; তখন তাহারা বলিল সালাম। সেও বলিল সালাম। এইখানে রাসূল বলিয়া ফিরিশতা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফিরিশ্তা। আর সুসংবাদ সম্পর্কে কেহ বলেন, এই সুংসবাদ ছিল ইসহাক (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে আবার কেহ বলেন লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে। তবে নীচের আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ بِهِ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

অর্থাৎ— অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাঁহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

قَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ অর্থাৎ— ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল সালাম। অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ) ও সালাম প্রদান করেন।

ইলমে বয়ান বিশেষজ্ঞরা এইখানে ফিরিশ্তাদের সালামের তুলনায় ইবরাহীম (আ)-এর সালাম বেশি উত্তম হইয়াছে মনে করেন। কারণ, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তাহার সালামে سَلَامٌ শব্দটির ইরাব হইল রফা যাহা جُمْلَةٌ اِسْمِيَه হওয়ার ফলে কোন কিছুর স্থায়িত্বের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ سَلَامٌ বলিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকুক।

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ— মেহমান দেখিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) অবিলম্বে একটি কাবাব করা গো-বৎস লইয়া আসিলেন। عِجْلٌ অর্থ গরুর কচি বাচ্চা আর حَنِيْذٌ অর্থ উত্তপ্ত কড়াইয়ে ভুনা করা বস্তু। ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদা (রা) প্রমুখ হইতে শব্দ দুইটির এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থাৎ— মেহমান দেখিয়া তিনি ঘরে যাইয়া একটি মাংসল গো-বৎস (ভুনা করিয়া) আনিয়া তাহাদের সম্মুখে পেশ করেন। তিনি বলিলেন আপনারা খাইতেছেন না কেন? (যারিয়াত ২৬-২৭)।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আতিথেয়তার বিভিন্ন আদব ও শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

অর্থাৎ— মেহমানদিগকে উক্ত খাবার খাইতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) তাঁহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিলেন এবং মনে মনে ভীত হইলেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতাগণ যুবক মানুষের আকৃতি ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে উপস্থিত হইলেন। মেহমান দেখিয়া ইবরাহীম (আ) দ্রুত একটি তাজা গো-বৎস যবাহ করিয়া ভুনা করিয়া মেহমানদের জন্য নিয়া আসেন এবং তিনি মেহমানদের সংগে বসেন আর স্ত্রী সারা মেহমানদিগের সেবাকর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু মেহমানগণ খাদ্য খাওয়া তো দূরের কথা খাদ্যের প্রতি হাতও বাড়াইলেন না। দেখিয়া ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, কি ব্যাপার আপনারা খাইতেছেন না যে? উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা বিনামূল্যে কোন আহার গ্রহণ করি না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঠিক আছে তাহা হইলে মূল্য দিন। মেহমানগণ বলিলেন, ইহার মূল্য কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন ইহার মুল্য হইল তোমরা শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিবে আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলিবে। শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) মিকাঈল-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন এমন ব্যক্তিই আল্লাহর খলীল হওয়ার যোগ্য। কিন্তু ইহার পরও তাহারা খাদ্যের প্রতি হাত বাড়াইতেছেন না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সারা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! এ আবার কেমন মেহমান? তাঁহাদের সম্মানার্থে আমরা নিজ হাতে তাহাদের সেবা করিতেছি আর তাহারা কিনা আমাদের খাদ্য খাইতেছে না।

ইবন আবূ হাতিম (রা).... উসমান ইবনে মাহীস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে মাহীস (রা) ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের সম্পর্কে বলেন, ইহারা ছিলেন চার জন জিবরাঈল মীকাঈল ঈসরাফীল ও রাফাইল (আ)

নূহ ইবনে কায়স (র) বলেন, নূহ ইবনে আবূ শাদ্দাদের মতে ইবরাহীম (আ) মেহমানদের সম্মুখে ভুনা করা গো-বৎস উপস্থিত করার পর জিবরীল (আ) তাহার ডানা দ্বারা গো-বৎসটির গা মুছিয়া দিলে সংগে সংগে উহা জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার মায়ের কাছে চলিয়া যায়।

قَالُوْا لَاتَخَفْ الخ অর্থাৎ— ইবরাহীম (আ) এর এহেন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ফিরিশতাগণ বলিলেন, আমাদের আচরণে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা

মানুষ নই—ফিরিশতা লূতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ শুনিয়া সারা খুশীতে হাসিয়া ফেলিল। কারণ তাহারা অত্যন্ত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও সীমাহীন খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়। অতঃপর পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়।

কাতাদাহ (র) বলেন, সারা এই জন্য হাসিলেন ও অবাক হইলেন একটি সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব অত্যাসন্ন আর তাহারা বিভোর অচৈতন্য। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ضحكت অর্থ حاضبت অর্থাৎ সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনিবার পর তাহার রজঃস্রাব শুরু হইয়া যায়। মুহাম্মদ ইবনে কায়স (রা) বলেন, সারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, আগন্তুক লোকগুলি লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় অপকর্ম করিতে চায় এইজন্য তিনি হাসিয়া ফেলেন। কালবী (র) বলেন, সারা ইবরাহীম (আ) কে ভয় পাইতে দেখিয়া হাসিয়াছেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, সারা ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদে হাসিয়াছেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়, কারণ আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সারা সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর হাসেন নাই বরং লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের খবর শুনিয়া হাসিবার পর তাহাকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

অর্থাৎ— অতঃপর ইবরাহীম পত্নী সারাকে এমন একটি সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহার ঔরসেতে একটি সন্তান জন্মলাভ করিবে। এই সুসংবাদের ফল হিসাবেই ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক (আ) এর জন্ম হয় আর ইসহাক (আ)-এর ঔরসে জন্মলাভ করে হযরত ইয়াকূব (আ)।

এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কে তাহার যে সন্তান যবাহ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক (আ) নহেন। কারণ, ইসহাক (আ) সম্পর্কে সুসংবাদই দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার ঔরসে ইয়াকুব (আ) জন্মলাভ করিবেন । সুতরাং যিনি বয়সপ্রাপ্ত হইয়া সন্তানের জনক হইবেন বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল, তাহাকে যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হইবে কেমন করিয়া? অথচ তখনও ইয়াকূব (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন নাই এবং ইসহাক (আ) তখন ছোট শিশু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, যবাহ হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক নহেন।

قَالَتْ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ هَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا সে (সারা) বলিল, সন্তানের জননী হইব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ।

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ) পত্নীর বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে তাহার তখনকার আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছেঃ

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ الخ অর্থাৎ— তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপরাইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হইবে? উত্তরে ফিরিশতারা বলিল

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ— ফিরিশতারা তাহাকে বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? অর্থাৎ আল্লাহ কাজে বিস্ময় বোধ করিও না। কারণ তিনি যখন যাহা করিতে চাহেন তখন বলেন, হইয়া যাও তখন উহা হইয়া যায় সুতরাং এই ব্যাপারেও তুমি অবাক হইও না। তুমি বৃদ্ধা বন্ধা আর তোমার স্বামী বৃদ্ধ তাহাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ অর্থাৎ—সবশেষে ফিরিশতাগণ বলিলেন হে নবী পরিবার! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক।

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার্হ সম্মানর্হ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যাবতীয় কাজে ও কথায় প্রশংসার অধিকারী আর নিজের জাত ও প্রতিটি সিফাতে সম্মানের অধিকারী।

সহীস বুখারী ও মুসলিমে আছে যে সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো আপনাকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়া নিয়াছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমরা দরূদ পাঠ করিব কিভাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমরা বলিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ○

(٧٥) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ○

(٧٦) يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ○

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয় সতত আল্লাহ্ অভিমুখী।

৭৬. হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদিগের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

তাফসীর ঃ এই খানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ফিরিশতাদের আচরণ এবং লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে যে ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল উহা দূরীভূত হওয়ার এবং সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি ফিরিশতাদের সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়ীদ হইবনে জুবাইর (রা) বলেন, জিবরাইল (আ) ও তাহার সংগীরা আসিয়া ইবরাহীম (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে আমরা এই গ্রামের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। শুনিয়া ইবরাহীম (আ) বলিলেন আপনারা কি এমন একট গ্রাম ধ্বংস করিতেন যাহাতে বাস করে আল্লাহর তিনশত ঈমানদার বান্দা। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আা) বলিলেন আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিবেন যাহাতে দুই শত ঈমানদার বাস করে? তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিবেন যাহাতে চল্লিশজন ঈমানদার বাস করে। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ত্রিশজন হইলে। তাহারা বলিল না। এইভাবে তিনি পাঁচজন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন আর ফিরিশতারা না সূচক উত্তর প্রদান করে। অবশেষে ইবরাহীম (আ) বলিলেন আচ্ছা যে গ্রামে একজন ঈমানদার বাস করে আপনারা কি উহা ধ্বংস করিতে পারিবেন? তাহারা বলিল না। তখন ইবরাহীম (আ) বলিলেন إِنَّ فِيهَا لُوطًا অর্থাৎ আপনারা যে গ্রাম ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন সেখানে তো লূত নিজেই বাস করেন। ফিরিশতারা বলিল,

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ -

অর্থাৎ— এখানে কাহারা বাস করে আমরা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। অবশ্যই আমরা তাঁহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের অন্য সকলকে বাঁচাইয়া রাখিব।

এই কথা শুনিয়া ইবরাহীম (আ) নিশ্চিত হইলেন ও চুপ হইয়া গেলেন। কাতাদা (রা) প্রমুখও প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রা) ইহার সংগে আরো একটু যোগ করিয়া বলেন, ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন যদি সেখানে মাত্র একজন ঈমানদার থাকে তবে আপনারা উহা ধ্বংস করিবেন কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন যদি আপনারা যে গ্রামকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, যদি সেখানে লূত (আ) নিজেই বাস করিয়া থাকেন তবে কি আপনারা তাঁহার উছিলায় আযাব দানে বিরত থাকিবেন? ফিরিশতারা বলিলেন ওখানে কাহারা বসবাস করে তাহা আমাদের ভালো করিয়াই জানা আছে।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ অর্থাৎ— ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী; এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপরে গত হইয়া গিয়াছে।

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ— হে ইবরাহীম! তুমি এইসব বাদানুবাদ হইতে বিরত হও। এই এলাকাবাসী তথা লূত-সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগের ধ্বংস ও বিপদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

(৭৭) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

(৭৮) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝

(৭৯) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝

৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল ইহা নিদারুণ দিন।

৭৮. তাহার সম্প্রদায় তাঁহার নিকট উদভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে হেয় করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?

৭৯. তাহারা বলিল তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কি চাই তাহাতো তুমি জানই।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কে লূত-সম্প্রদায়ের ধ্বংস সংবাদ প্রদান করিয়া ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন আকৃতিতে হযরত লূত (আ) এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি মতান্তরে তাঁহার একটি ক্ষেতে কাজ করছিলেন কিংবা বাড়িতেই ছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি সম্প্রদায়ের দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্ব্যবহারের আশঙ্কায় বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, ইহা আমার জন্য এক নিদারুন দিন। ইহাই ইবনে আব্বাস (রা) ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন, ফিরিশতারা যখন আগমন করেন তখন লূত (আ) তাহার এক ক্ষেতে কাজ করিতেছিলেন; মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে লইয়া বাড়িতে রওয়ানা করেন। তিনি আগে আগে কতটুকু চলার পর আবেদনের সূরে মেহমানদিগকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিলেন যে, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার জানামতে আমার এই সম্প্রদায়ের মত ইতর ও দুশ্চরিত্র মানুষ জগতে আর নাই। অতঃপর আরো একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় একই আবেদন জানান। এইভাবে পরপর চারবার তিনি মেহমানদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানান। কাতাদা (র) বলেন লূত (আ) নিজে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের অপকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ধ্বংস না করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া লূত (আ) এর গ্রামের দিকে রওয়ানা হন। দ্বি-প্রহরের সময় সাদ্দূম নদীর কাছে আসিয়া পশু পালকে পানি পান করানোরতা লূত (আ)-এর এক মেয়ের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। দেখিয়া ফিরিশতারা মেয়েটিকে বলিলেন আমরা এইখানে কোন বাড়িতে মেহমান হইতে পারি কি? উত্তরে মেয়েটি বলিল, আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি বাড়ি হইতে সংবাদ লইয়া আসি। মেয়েটি বাড়িতে যাইয়া পিতাকে বলিল, আব্বাজান।

শহরের ফটকে কয়েকজন যুবককে দেখিয়া আসিলাম, এমন সুদর্শন যুবক আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নাই। তাঁহারা মেহমান হইতে চায়। উল্লেখ্য যে, লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাকে কোন বহিরাগত যুবককে তাঁহার ঘরে আশ্রয় দিতে বারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, আপনার প্রয়োজন নাই বহিরাগতদের আমরাই মেহমানদারী করিতে পারিব। যাহা হউক সংবাদ পাইয়া লূত (আ) অত্যন্ত গোপনে তাহাদিগকে ঘরে লইয়া আসেন, তাহার পরিবারবর্গ ব্যতীত কেহই ইহা টের পাইয়াছিলনা, কিন্তু লূত (আ)-এর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রামের লোকদেরকে ঘটনাটি জানাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া তাহারা আনন্দে দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ قَبْلُ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ "পূর্ব হইতে ইহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল"।

অর্থাৎ— লূত (আ)-এর স্ত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া সমাজের দুশ্চরিত্র লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মানিত মেহমানদের উদ্দেশ্যে অশুভ আচরণ করিতে শুরু করে। আর ইতিপূর্ব হইতেই তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। কুকর্ম তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া লূত (আ) বলিলেন ঃ

يَاقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ অর্থাৎ—এহেন অপকর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গেই মনোবাসনা পূরণ কর উহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। এইখানে লূত (আ) بَنَاتِىْ (আমার মেয়েরা) বলিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের আপন আপন স্ত্রীদেরকে বুঝাইয়াছেন। কারণ নবী উম্মতের জন্য পিতার তুল্য। এই কথা বলিয়া তিনি এমন একটি উপদেশ প্রদান করেন তাহা তাহাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর ছিল। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ الخ অর্থাৎ— তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের পরিবর্তে কি পুরুষদের সহিত তোমরা মিলিত হইতে চাও? বরং তোমরা সীমাসংঘনকারী সম্প্রদায় (শু'আরা-১৬৫)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমার কন্যা বলিয়া লূত (আ) নিজের কন্যাদিগকে বুঝান নাই বরং সম্প্রদায়ের মেয়েদের বুঝাইয়াছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের জন্য পিতাস্বরূপ। কাতাদা (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, এই কথা বলিয়া লূত (আ) তাহাদিগকে নারীদেরকে বিবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আযীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল তাহার

কন্যাতুল্য আর তিনি ছিলেন তাঁহাদিগের পিতৃতুল্য। কোন কোন কিরআতে এইরূপ আছে যে,

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ

অর্থাৎ— নবী ঈমানদারদের পক্ষ্যে তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি আপন। তাঁহার স্ত্রীগণ তাহাদের মা আর তিনি হইলেন তাহাদের পিতা।

রবী ইবনে আনাস, কাতাদা, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ ইহতে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ অর্থাৎ— তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। অর্থাৎ আমার নির্দেশমত তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লইয়াই সন্তুষ্ট থাক।

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ অর্থাৎ— তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ভালো লোক নাই, যে আমার আদেশ পালন করিবে ও আমি যাহা বারণ করি উহা বর্জন করিবে?

উত্তরে তাহারা বলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ الخ অর্থাৎ— হে লূত! তুমি তো জান যে, নারীদের প্রতি আমাদের কোন প্রবৃত্তি নাই আর তুমি ইহাও জান যে, আমরা কি চাই। অর্থাৎ আমরা তোমার ঐসব উপদেশ শুনিতে চাই না। আমরা পুরুষদের ছাড়া আর কিছুই চাইনা। সুদ্দী (র) বলেন, وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ অর্থ اِنَّمَا نُرِيْدُ الرِّجَالَ অর্থাৎ পুরুষরাই আমাদের কাম্য।

(৮০) قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

(৮১) قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮০. সে বলিল, তোমাদিগের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি লইতে পারিতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়।

৮১. তাহারা বলিল, হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ

পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী লূত (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে সে এই বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়াছেন যে, لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً অর্থাৎ আজ যদি তোমাদিগের উপর আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বংশের লোকদেরসহ তোমাদের কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম। একটি হাদীসে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ লূত (আ)-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, তিনি শক্তিশালী আশ্রয় তথা আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহার পর যত নবী আগমন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ আপন আপন সম্প্রদায়ের বিত্তবান ও প্রভাবশালী পরিবারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মুহূর্তে মেহমানগণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ

يَالُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ অর্থাৎ— হে লূত! আপনার ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতা। আমাদের উপস্থিতিতে তাহারা আপনার কাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না। অতঃপর ফিরিশতাগণ লূত (আ)-কে পরিবার-পরিজনসহ রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন আর বলিয়া দিলেন যে, পিছনের দিকে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন কোন ক্রমেই তোমরা পিছনের দিকে তাকাইবে না বরাবর সামনের দিকে চলিতে থাকিবেন। اِلاَّ اِمْرَأَتَكَ তোমার স্ত্রী ব্যতীত। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর এই নিরাপত্তার আওতায় আসিবে না। বর্ণিত আছে যে, লূত (আ) স্ত্রীও সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বিকট শব্দ শুনিয়া সে পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল হায় আমার সম্প্রদায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়।

অতঃপর ফিরিশতারা বলিল ঃ

اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ অর্থাৎ— উহাদিগের নির্ধারিত কাল হইল প্রভাত বেলা, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

বর্ণনায় আছে যে, ফিরিশতা যখন এই কথা বলেন, তখন লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার ঘরের দরজায় ভিড় জমাইয়া তাহাদের অসতুদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল আর লূত (আ) দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন ও এই অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতেছিলেন। অপরদিকে তাহারা তাহার

নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া উল্টা তাহাকে হুমকি দিতেছিল। ঠিক এই সময় হযরত জিবরীল (আ) বাহিরে আসিয়া উপস্থিত সকলের মুখমন্ডলে নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করে। কিন্তু তখন আর তাহাদের পথ দেখিবার শক্তি নাই। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

অর্থাৎ— উহারা মেহমানের ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ করিয়া দেই। সুতরাং তোমরা আমার শাস্তি ভোগ কর (ক্বামার -৩৭)।

মা'মার (র) হুযায়ফা ইবনুল য়ামানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (র) বলেন, ইবরাহীম (আ) মাঝে মাঝে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন ও আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তাহারা উহাতে মোটেই কর্ণপাত করিত না। অবশেষে নির্ধারিত এক সময়ে কয়েকজন ফিরিশতা লূত (আ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাহার এক খামারে কাজ করিতেছিলেন। মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে আপ্যায়নের দাওয়াত করেন। উল্লেখ যে, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ছিল যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূত (আ) তিনবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত শাস্তি দিবে না।

যাহা হউক হযরত লূত (আ) মেহমানদেরসহ বাড়িতে রওয়ানা করিলেন। কতটুকু যাওয়ার পর তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আপনারা কি এই গ্রামের লোকদের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন? ইহাদের চেয়ে দুশ্চরিত্রের লোক জগতে আর আছে, বলিয়া আমার জানা নাই। আপনাদিগকে লইয়া আমি যাই কোথায়? শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন স্মরণ রাখিও এই হইল প্রথম সাক্ষ্য। অতঃপর আরো কতটুকু অগ্রসর হইয়া গ্রামের মাঝ পথে গিয়া হযরত লূত (আ) আবার বলিলেন, আপনারা কি জানেন যে, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি অপকর্ম করিয়া বেড়ায়? ইহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি আমার জানামতে পৃথিবীতে আরেকটি আর নাই! আমার সম্প্রদায়ই জগতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি। শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল দ্বিতীয় সাক্ষ্য। সবশেষে ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া লূত (আ) লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, আমার সম্প্রদায় জগতের সর্বাপেক্ষা ইতর মানুষ। আপনারা কি জানেন তাহারা কি অপকর্মে লিপ্ত? ইহাদের অপেক্ষা ইতর জাতি জগতে আরেকটি নাই। শুনিয়া জিবরাঈল (আ) বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল তৃতীয় সাক্ষ্য। এইবার শাস্তির ফয়সালা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তাহারা ঘরে প্রবেশ করিলে লূত (আ)-এর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় নাড়াইয়া সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত হইতে আহ্বান করিল। সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি সংবাদ বল। সে বলিল, লূতের ঘরে কয়েকজন মেহমান আসিয়াছে। এত সুন্দর চেহারার আর সুঘ্রাণের লোক ইতিপূর্বে কখনো আমি দেখি নাই। শুনিয়া তাহারা দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের সম্মুখে চলিয়া আসে। হযরত লূত (আ) দরজার সম্মুখে তাহাদিগের গতিরোধ করেন এবং আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতে থাকেন যে, তোমরা এই অপকর্ম হইতে বিরত হও এবং এই আমার কন্যারা। ইহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া এক ফিরিশতা উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং জিবরাঈল (আ) আল্লাহর অনুমতি লইয়া সেই আকৃতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে আকৃতিতে তিনি আকাশে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজের ডানা প্রসারিত করিয়া বলিলেন হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। ইহারা কিছুতেই আপনার কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। আপনি দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান ইহাদের সঙ্গে আমিই বুঝাপড়া করিয়া দেখি। ফলে লূত (আ) দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিবরাঈল (আ) বাহির হইয়া ডানা সম্প্রসারিত করিয়া এক ঝাপটা মারিয়া উহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার তাহারা পালাইবার পথও দেখিতে পাইল না। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশে তিনি স্বপরিবারে রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাব্ কাতাদা এবং সুদ্দী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(٨٢) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ۝

(٨٣) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝

৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর।

৮৩. যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা যালিমদিগ হইতে দূরে নহে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا الخ

অর্থাৎ— অতঃপর পরদিন সূর্যোদয়কালে যখন আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সেই জনপদকে উল্টাইয়া উপর দিককে নীচে আর নীচের দিককে উপরে করিয়া দিলাম। এবং উহার উপর ক্রমাগত পাথর বর্ষণ করিলাম।

সিজ্জীন ফারসী ভাষায় মাটির তৈরি পাথরকে বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইহা سَنْكٌ এবং كِلٌّ দুইটি শব্দের সংযুক্ত শব্দ সঙ্গ, অর্থ পাথর এবং كِلٌّ গিল, অর্থ মাটি। যেমন অপর এক আয়াতে আছে حِجَارَةً مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ মাটি হইতে তৈরি শক্ত পাথর। কেহ কেহ বলেন পোরা ইট।

ইমাম বুখারী বলেন, سَجِّيلٍ অর্থ শক্ত ও বড়। سَجِّيلٍ আর سِجِّيْنٍ একই অর্থবোধক শব্দ।

مَنْضُوْدٍ কারো কারো মতে مَنْضُوْدٍ অর্থ যাহাকে আকাশে এই কাজের জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যান্যদের মতে مَنْضُوْدٍ অর্থ ক্রমাগত অর্থাৎ যাহা একের পর এক উহাদের উপর পতিত হইতেছিল।

مُسَوَّمَةً অর্থ চিহ্নিত। অর্থাৎ যে পাথর খন্ডটি যাহার উপর পড়িবার ছিল উহাতে তাহার নাম লিপিবদ্ধ ছিল।

অনেকে বলেন এই পাথরগুলি গ্রামবাসীদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়াছিল। যেমনঃ একজন দাঁড়াইয়া অন্যদের সহিত কথা বলিতেছিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া সকলের মধ্যে তাহার গায়ে পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেয়। এইভাবে একে একে প্রত্যেকেই ধ্বংস হইয়া যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জিবরীল (আ) লূত সম্প্রদায়কে তাহাদের ক্ষেত-খামার মাটি-ময়দান ও ঘর-বাড়ি এবং পশুপালন ও যাবতীয় জিনিসপত্রসহ ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা তাহাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। বর্ণিত আছে যে, উল্টাইয়া নিক্ষেপ করার পর সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকগুলিই সকলের আগে পতিত হয়।

কাতাদা (র) বলেন, শুনিতে পাইয়াছি যে, জিবরীল (আ) মধ্যম গ্রামের হাতল ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা উহাদিগের কুকুরের ঘেউ ঘেই শব্দ শুনিতে পায়। অতঃপর উল্টাইয়া নীচে ফিলিয়া দিয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। কাতাদা (র) বলেন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল চার। প্রতিটি গ্রামে একলক্ষ করিয়া লোক বসবাস করিত। অন্য বর্ণনা মতে গ্রামের সংখ্যা তিন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হইল সাদ্দূম।

কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আরো একটি বর্ণনায় আছে যে, প্রভাতকালে হযরত জিবরীল (আ) নিজের ডানা সম্প্রসারিত করিয়া প্রতিটি ঘর-বাড়ি পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-রাজী ইত্যাদি সহ গোটা এলাকাকে গুটাইয়া ডানার নীচে লইয়া প্রথম আকাশের দিকে উঠাইয়া নেন, এমনকি আকাশবাসীরা মানুষ ও কুকুর ইত্যাদির আওয়ায শুনিতে পায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা চল্লিশ লক্ষ্য। অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া উপুড় করিয়া নীচে ফেলিয়া দেন তাহার পর আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী (র) বলেন, লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটি গ্রাম ছিল (১) সাদ্দূম্ ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। ছোআবা (৩) সাউদ (৪) গামরাহ ও (৫) দাওহা। এই সবকয়টি গ্রামকে জিবরীল (আ) ডানা দ্বারা তুলিয়া আকাশের দিকে উঠাইয়া নিয়া যান। আকাশবাসীরা উহার কুকুর ও মোরগের আওয়ায শুনিতে পাইয়াছিল। অতঃপর উহাকে উপুড় করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দেন এবং সংগে সংগে আল্লাহ পাথর বর্ষণ করিতে শুরু করেন। ইহাতে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন, প্রভাত হইলে হযরত জিবরীল (আ) সাত স্তর জমিসহ গোটা অঞ্চলকে তুলিয়া প্রথম আকাশের দিকে লইয়া যান। ইহাতে আকাশ বাসীরা কুকুর ও মোরগের শব্দ শুনিতে পায়। অতঃপর তিনি গোটা বসতীকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন।

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ— যাহারা লূত–সম্প্রদায়ের অপরাধের ন্যায় অপরাধে অপরাধী এই শাস্তি তাহাদের হইতে কোন দূরে নহে। ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে মহা নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি তোমরা কাহাকে লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্ম করিতে দেখ তবে অপকর্মকারী এবং যাহার সংগে অপকর্ম করা হইয়াছে উভয়কেই মারিয়া ফেল।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলিমের মত প্রকাশ করেন যে, সমকামীকে হত্যা করিতে হইবে। চাই সে বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত হউক। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত হইল, এমন ব্যক্তিকে উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে যেমনটি আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে করিয়াছেন।

(٨٤) وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّیْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝

৮৪. মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। মাপে ও ওজনে কম দিওনা; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি; কিন্তু আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا অর্থাৎ—আমি মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদের ভাই শু'আইবকে পাঠাইয়াছিলাম। ইহারা ছিল আরবের একটি গোত্র। ইহারা হিজায ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। এই অঞ্চলটি মাদইয়ান নামে পরিচিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই মাদইয়ানবাসীর নিকট হযরত শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বংশগত দিক থেকে সেই সময়ের সেরা ব্যক্তিত্ব। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্প্রদায়ের ভাই বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি লোকাদিগকে এক আল্লাহর ইবাদত করিতে আদেশ করিতেন ও ওজনে ফাঁকিবাজী হইতে বারণ করিতেন।

اِنِّیْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ الخ অর্থাৎ— আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি এবং সংগে সংগে এই আশংকাও করিতেছি যে যদি তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়া না আস তবে তোমাদের নিকট হইতে এই সুখ-সম্ভার ছিনাইয়া নেওয়া হইবে এবং পরকালে তোমাদেরকে সর্বগ্রাসী কঠোর শাস্তিতে নিপতিত করা হইবে।

(٨٥) وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

(٨٦ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।

৮৬. যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।

তাফসীর ঃ এইখানে হযরত শু'আইব (আ) নিজের সম্প্রদায়কে প্রথমে অন্যদের দেওয়ার সময় ওজনে কম দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ ও অন্যকে প্রদান করবার সময় সঠিকভাবে ওজন করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে হযরত শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপকহারে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত।

بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ—যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম। হাসান (র) বলেন, অর্থ হইল লোকদেরকে ওজনে কম দেওয়া অপেক্ষা আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর উপদেশ তোমাদের জন্য উত্তম। মুজাহিদ (রা) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা তোমাদের জন্য উত্তম। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত তোমাদের বংশই তোমাদের জন্য উত্তম। আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, সঠিকভাবে ওজন করার পর যে অতিরিক্ত লাভটুকু থাকে; তাহা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। এই আয়াতের অর্থ নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সংগে তুলনীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

অর্থাৎ— হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে ভালো ও মন্দ সমান নহে। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করে।

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ "আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।" অর্থাৎ এইসব কাজ তোমরা লোক দেখানোর জন্য নহে বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কর।

(৮৭) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

৮৭. উহারা বলিল হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদিগের তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু সদাচারী।

তাফসীর ঃ শু'আইব (আ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে তাহার সম্প্রদায় অবজ্ঞা ও পরিহাস করিয়া বলিল,

أَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ .... অর্থাৎ— শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে আমাদিগকে মূর্তি পূজা বর্জন করিতে হইবে কিংবা আমাদেরকে ইচ্ছানুযায়ী আমাদের সম্পদ ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে, তোমার কথায় আমাদেরকে ওজনে কম বেশি করা ত্যাগ করিতে হইবে? আমরা যাহার ইচ্ছা তাহার পূজা করিব এবং আমাদের সম্পদ আমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করিব।

أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি তাঁহার সালাতই উহাদিগকে মূর্তিপূজা বর্জন করিতে আদেশ করিত।

أَوْ أَنْ نَفْعَلَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাওরী ((র) বলেন, এই কথা বলিয়া তাহার যাকাত না দেয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছে।

اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ "নিশ্চয় আপনি সহিষ্ণু সদাচারী" ইবনে আব্বাস (রা) মায়মূন ইবনে মিহরান ইবনে জুরাইজ, আসলাম ও ইবনে জারীর (রা) বলেন, আল্লাহর দুশমনরা অবজ্ঞা ও উপহাস বশতঃ এই কথাটি বলিয়াছিল। তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক।

(৮৮) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮৮. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করিতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন ঃ

يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায় তোমরাই বল তোমাদিগকে আমি যে পথে আহ্বান করিতেছি আমি যদি সে ব্যাপারে আল্লাহর প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুঝিয়া শুনিয়াই আহ্বান করিয়া থাকি আর তিনি আমাকে নিজের তরফ হইতে উত্তম রিযক দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারি?

এইখানে رِزْقًا حَسَنًا (উত্তম রিযক) দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে নবুওত কাহারো মতে হালাল জীবিকা।

وَمَا أُرِيْدُ اَنْ أُخَالِفَكُمْ الخ সাওরী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি এমন নই যে আমি তোমাদিগকে একটি কাজ হইতে বিরত রাখিব আর আমি নিজেই গোপনে উহাতে লিপ্ত হইব। কাতাদাও (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

اَنْ أُرِيْدُ اِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ অর্থাৎ— তোমাদিগকে কোন কাজের আদেশ বা নিষেধ দ্বারা সাধ্যপরিমাণ সংস্কার সাধন ও সংশোধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

وَمَا تَوْفِيْقِى اِلَّا بِاللّٰهِ الخ অর্থাৎ— আমি যাহা করিতে চাই তাহা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। আমার প্রতিটি কাজে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করি এবং তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করি। ইমাম আহমদ (রা) উসমান ইবনে আবূ শায়বা আবূ সুলায়মান যাব্বী (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সুলায়মান বলেন, আমাদের নিকট উমর ইবনে আবদুল আযীযের আদেশ নিষেধ সম্বলিত বিভিন্ন পত্র আসিত। সেইসব পত্রের শেষে তিনি লিখিয়া দিতেন

وَمَا تَوْفِيْقِى اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ أُنِيْبُ

(৮৯) وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

(৯০) وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদিগের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে, যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর হূদের সম্প্রদায়ের কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।

৯০. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু প্রেমময়।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন, يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায় আমার সহিত বিরোধিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করিতে গিয়া তোমারা এমন অপরাধ করিয়া বসিও না যাহার ফলে তোমাদের উপর নূহ, হূদ সালিহ ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ আযাব আপতিত হইবে।

কাতাদাহ (র) لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ এর অর্থ করিয়াছেন لَا يَحْمِلَنَّكُمْ فِرَاقِيْ আর সুদ্দী (র) এর মতে عَدَاوَتِيْ অর্থাৎ আমাকে বর্জন করা বা আমার সহিত শত্রুতা করার উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা গোমরাহী আর কুফরে এমনভাবে মজিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরাও সেই আযাবে নিপতিত হইবে যাহাতে নিপতিত হইয়াছিল পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর সম্প্রদায়ের লোকেরা।

ইবন আবূ হাতিম (র).... ইবনে আবূ লায়লা কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আমি একদিন আমার মুনীবের বাহনের রশি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। যেখানে হযরত উসমান (রা)-এর অপেক্ষায় অনেক লোকের ভীড়। ইত্যবসরে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ الخ আয়াতটি পাঠ করেন অতঃপর বলিলেন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে হত্যা করিও না। যদি আমাকে তোমরা হত্যা কর, তাহা হইলে তোমরা এইরূপ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করান।

وَمَاقَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ "আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূর নহে।" এই দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে সময়ের ক্ষেত্রে। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ লূতের সম্প্রদায় তো এই মাত্র কয়েক দিন আগে ধ্বংস হইয়াছে। কারো মতে দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই যুক্তিসংগত।

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ অর্থাৎ— তোমরা অতীত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর ভবিষ্যত জীবনের জন্য অন্যায় কাজ হইতে তওবা কর।

اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ অর্থাৎ— আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবাকারীর জন্য পরম দয়ালু প্রেমময়।

(৯১) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

(৯২) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৯১. উহারা বলিল হে শু'আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম আমাদিগের উপর তুমি শক্তিশালী নহ।

৯২. সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়। তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

তাফসীর ঃ শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিল ঃ يٰشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيْرًا الخ অর্থাৎ— হে শু'আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথাই আমরা বুঝি না আর আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখিতেছি।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও সাওরী (র) বলেন, শু'আইব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তিতে কিছুটা দুর্বল ছিল। সাওরী (র) বলেন, হযরত শু'আইব (আ) কে "খতীবুল আম্বিয়া"

বলা হইত। সুদ্দী (র) বলেন, اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا অর্থ তুমি একা তোমার সংগে কেহ নাই। আবূ রাওক (রা) বলেন, اِنَّا لَنَرَاكَ الخ অর্থ তুমি দুর্বল ও হীন তোমার বংশের লোকেরাও তোমার দীনের অনুসারী নহে।

وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ অর্থাৎ— তোমার স্বজনবর্গ যদি আমাদের অপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাবশালী না হইত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতাম। কেহ কেহ বলেন, لَرَجَمْنَاكَ অর্থৎ لَسَبَبْنَاكَ অর্থাৎ আমরা তোমাকে গালি দিতাম।

وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ— আমাদের নিকট তোমার কোন মাহাত্ম নাই। উত্তরে হযরত শু'আইব (আ) বলিলেনঃ

يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গের খাতিরে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছ আল্লাহ তা'আলার সম্মানার্থে ছাড়িতেছ না। আমার স্বজনরা কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী? আল্লাহকে তোমরা সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ? তাহার আনুগত্য করা ও তাহাকে সম্মান করা তোমরা আবশ্যক মনে করিতেছ না।

اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ অর্থাৎ— আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তিনি তোমাদিগকে ইহার কড়ায় গন্ডায় প্রতিফল দিবেন।

(৯৩) وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝

(৯৪) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

(৯৫) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।

৯৪. যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আইব ও তাঁহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর যাহারা সামীলংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

৯৫. যেন তাহারা সেথায় কখনও বাসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদিগের পরিণাম যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহর নবী হযরত শু'আইব (আ) যখন নিজের সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তিনি তীব্র হুমকী স্বরূপ বলিলেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের পথে কাজ করিতে থাক আর আমি আমার পথে কাজ করিয়া যাইতেছি। অচীরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে তোমাদের ও আমার মধ্য হইতে কাহার উপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসিবে আর কে মিথ্যাবাদী। পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক আমিও তোমাদের সংগে অপেক্ষা করিতেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا الخ অর্থাৎ— যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আইব ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। আর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হইয়া শেষ হইয়া গেল।

উল্লেখ্য যে, হযরত শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি সম্পর্কে এইখানে বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে صَيْحَةٌ তথা মহানাদ আঘাত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে সূরা 'আরাফে رَجْفَةٌ (ভূমিকম্প) সূরা শু'আরায় عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি) বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে শাস্তির দিবসে উহাদিগের উপর এই সবকটি আযাবই একযোগে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পূর্বাপর বক্তব্যের উপযোগী শাস্তিটির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, সূরা 'আরাফে যখন তাহারা বলিয়াছিলঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا অর্থাৎ— "হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিব।" তখন এই কথার জবাবে সেখানে ভূমিকম্পের কথা

উল্লেখ করাই সংগত ছিল। আর এই খানে তাহারা তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে কথা বলিতে গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিল বিধায় উহার মুনাসাবাহত মহানাদের কথা উল্লেখ করা হইল যাহা যাহাদিগকে শেষ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে সূরা শু'আরায় যখন তাহারা বলিল, فَاسْقِطْ عَلَيْنَا الخ অর্থাৎ তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের এক খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। সেইখানে আল্লাহ বলিলেন فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ الخ অর্থাৎ— ফলে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শস্তি গ্রাস করিল।।

كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا অর্থাৎ— আযাব আসিবার পর তথাকার দৃশ্যটি এমন হইয়াছিল যেন ইতিপূর্বে সেইখানে কোন মানুষ বাসই করে নাই এইভাবে তাহারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ অর্থাৎ— মাদইয়ানবাসীদের জন্য সামূদ জাতির ন্যায় ধ্বংসই ছিল অনিবার্য পরিণাম। উল্লেখ্য যে, সামূদজাতি এক দিকে ছিল মাদইয়ানবাসীদের প্রতিবেশী অপর দিকে খোদাদ্রোহিতা ও ডাকাতী কার্যেও ছিল তাহাদের অনুরূপ।

(٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

(٩٧) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○

(٩٨) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ○

(٩٩) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ○

৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম।

৯৭. ফিরআউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট। কিন্তু তাহারা ফিরআউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ সাধু ছিল না।

৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান।

৯৯. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামত দিবসেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ সম্পর্কে বলেনঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا الخ অর্থাৎ— আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীলসহ কিবতীদের রাজা ফিরআউন ও তাহার আমলাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু জনগণ মূসার দাও'আত প্রত্যাখান করিয়া ফিরআউনের কার্যকলাপের ও তাহার ভ্রান্ত পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ অর্থাৎ— ফিরআউনের কার্যকলাপের কোন সাধুতা পথ নির্দেশনা ছিল না। তাহার যাবতীয় কর্মকান্ড ছিল অজ্ঞতা ভ্রষ্টতা ও কুফর ও খোদাদ্রোহীতায় পরিপূর্ণ।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ অর্থাৎ— ফিরআউনের অনুচররা দুনিয়াতে যেমন তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং সে তাহাদের নেতৃত্ব দিয়াছিল তেমনি কিয়ামতের দিনেও ফিরআউন নেতৃত্ব দিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে আর তাহারাও তাহার পিছনে পিছনে জাহান্নামের অতলে উপনীত হইবে। অবশেষে রাজা প্রজা সকলেই আল্লাহর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا অর্থাৎ— ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে আমি উহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ الخ অর্থাৎ— কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন। যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই অশুভ পরিণাম একা ফিরআউনের জন্যই নহে তাহার সকল অনুসারীকেও অনুরূপ পরিণাম বরণ করতে হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ— সকলেই দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিবে কিন্তু তোমরা জাননা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, যে তাহারা জাহান্নামে বলিবে, رَبَّنَآ اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا الخ অর্থাৎ— হে আমাদের প্রতিপালক আমরা আমাদের নেতাদের কথামত চলিয়াছি। এই সুযোগে তাহারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। প্রভু হে! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও (আহযাব-৬৭)। ইমাম আহমদ (র)…. আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহেলিয়াতের কবি গুরু ইমরুল কায়স জাহান্নামে যাইবে।

وَاتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ— জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ তাহাদেরকে দুনিয়াতে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিবসেও। بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ "কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে।"

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, اَلرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের অভিশাপ। যাহ্হাক এবং কাতাদা (র) ও এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ الخ অর্থাৎ— আমি তাহাদেরকে নেতা বানাইয়াছি তাহারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে (কাসাস-৪১)। কিয়ামত দিবসে তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। এই জগতে তাহাদিগের উপর অভিশাপ চাপাইয়া দিয়াছি আর কিয়ামত দিবসে হইবে তাহারা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا الخ অর্থাৎ— তাহাদিগকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের কাছে পেশ করা হইবে আর কিয়ামতের দিন বলা হইবে এই ফিরআউন গোষ্ঠীকে, তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

(১০০) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ○

(১০১) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ○

১০০. ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি; উহাদিগের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।

১০১. আমি উহাদিগের প্রতি যুলুম করি নাই। কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন আল্লাহ ব্যতীত যে ইলাহসমূহের তাহারা ইবাদত করিত তাহারা উহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ধ্বংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীদের সংবাদ উম্মতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং কাফিরদের ধ্বংস ও ঈমানদারদের মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করিয়া এইখানে বলিতেছেন ঃ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرىٰ الخ অর্থাৎ— এই হইল জনপদসমূহের কতক সংবাদ, যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি হে মুহাম্মদ! সেই জনপদসমূহের কতক এখন বিদ্যমান রহিয়াছে আর কতক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ— উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আমি উহাদিগের উপর যুলুম করি নাই বরং আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়া এবং তাহাদের সহিত কুফরী করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ الخ অর্থাৎ— তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া যেসব দেব-দেবীর পূজা করিত উহারা তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারে নাই এবং ধ্বংস ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। কারণ দেব-দেবীদের পূজাই তাহাদের এই ধ্বংসের মূল কারণ। ফলে তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন غَيْرَ تَتْبِيْبٍ অর্থ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ অর্থাৎ ধ্বংস। তাহারা দেবদেবীর ইবাদত করার কারণে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে এবং এই জন্যই তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(১০২) وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۭ إِنَّ أَخْذَهٗٓ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ○

১০২. এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তিদান করেন জনপদ সমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে। তাহার শাস্তি মর্মন্তুদ কঠিন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার রাসূলদিগকে অস্বীকারকারী ঐসব যালিম জনপদকে আমি যেভাবে ধ্বংস করিয়াছি; তেমনি যখন যাহারা উহাদের ন্যায় আচরণ করিবে তাহাদেরকেও আমি ধ্বংস করিয়া দিব। إِنَّ أَخْذَهٗ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ— আল্লাহর শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ

দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন আর ছাড়েন না।" অতঃপর তিনি وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

(١٠٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

(١٠٤) وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝ؕ

(١٠٥) يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝

১০৩. যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তাহার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে; ইহা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে, ইহা সেই দিন যে দিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে।

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র।

১০৫. যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না, উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমার কাফিরদিগকে ধ্বংস ও ঈমানদারদিগকে মুক্ত দেওয়ার মধ্যে উপদেশ ও পরকাল সম্পর্কিত আমার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে শিক্ষা রহিয়াছে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ— আমি আমার রাসূল ও ঈমানদারদিগকে ইহজীবনে ও যেদিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তথা কিয়ামতের দিন অবশ্যই সাহায্য করিব।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ— অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন যে, আমি অবশ্যই যালিমদেরকে ধ্বংস করিয়া দিব (ইবরাহীম-১৩)।

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ অর্থাৎ— কিয়ামত এমন একটি দিবস যেদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্র করা হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا অর্থাৎ— আমি উহাদিগকে একত্র করিব তখন উহাদের মধ্য হইতে একজনকেও ছাড়িব না।

وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ অর্থাৎ— উহা এমন এক মহাদিবস যেদিন সকল ফিরিশতা, নবী-রাসূল এবং মানব, জ্বীন ও পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টি একত্র হইবে এবং সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক বিচার করিবেন, যেদিন অনু পরিমাণও যুলুম করিবে না বরং একটি নেকের কয়েকগুণ পুরস্কার দান করিবেন।

وَمَانُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ "আমি স্থগিত রাখি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য মাত্র।" অর্থাৎ— কিয়ামতের সংগঠন বিলম্বিত হইবার কারণ হইল, আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব দানের সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কাঙ্খিত পরিমাণ মানুষের আবির্ভাব সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে; তখন আর কিয়ামত সংগঠিত হইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইবে না।

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ অর্থাৎ— যেদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে সেদিন কেহ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলিতে পারিবে না। যেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيَتَكَلَّمُوْنَ إِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا অর্থাৎ— (কিয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না। এবং সে যথার্থই বলিবে (নাবা-৩৮)।

সহীস বুখারী ও মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে আছে "রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেদিন কথা বলিবে না। আর রাসূলদের আরযি হইবে, হে আল্লাহ বাঁচাও! বাঁচাও!

فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّ سَعِيْدٌ অর্থাৎ— কিয়ামতের দিন সমবেত লোকদের মধ্যে একদল হইবে ভাগ্যবান আর একদল হইবে হতভাগা। যেমন অন্যএক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ অর্থাৎ— একদল যাইবে জান্নাতে আর একদল জাহান্নামে (শুরা-৭)। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে.... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলেন, فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ الخ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি নবী (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা যাহা আমল করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত নাকি নির্ধারিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "পূর্ব হইতেই উহা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে হে উমর! তবে যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সে কাজ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্য ও ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

(١٠٦) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ○

(١٠٧) خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ○

১০৬. অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ

১০৭. সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيقٌ অর্থাৎ—জাহান্নামে জাহান্নামীরা চীৎকার ও আর্তনাদ করিতে থাকিবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন زَفِيرِ হয় কণ্ঠনালীতে আর شَهِيقٌ হয় বুকে। অর্থ শ্বাস ফেলাকে আর شَهِيقٌ বলা হয় শ্বাস গ্রহণ করাকে

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"জাহান্নামে তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে।"

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল যে তাহারা কোন কিছুর স্থায়ীত্ব বুঝাইতে চাহিলে বলিত هٰذَا دَائِمٌ دَوَامُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ইহা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্থায়ীত্বের ন্যায় স্থায়ী هُوَ بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ উহা অবশিষ্ট থাকিবে যতদিন পর্যন্ত রাত দিনের পরিবর্তন অব্যাহত থাকে ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার কথা বলিতে গিয়া এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আরববাসীদের কাছে পরিচিত। তাই তিনি বলিয়াছেন خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ الخ অর্থাৎ— যতদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী স্থায়ী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা সেথায় স্থায়ী হইবে।

আমার মতে مَادَامَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আয়াতে আকাশ ও যমীন দ্বারা এজাতীয় অন্য আসমান যমীন উদ্দেশ্য। কারণ পরজগতেও আসমান যমীন থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ অর্থাৎ— সেইদিন যমীনকে অন্য যমীনে রূপান্তরিত করা হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আমাদের এই আসমান যমীনের কথা বলা হয় নাই বরং অন্য আসমান যমীনের কথা বলা হইয়াছে সেই আসমান যমীন যতদিন বিদ্যমান থাকিবে জাহান্নামীদের শাস্তিও ততদিন স্থায়ী হইবে।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন প্রত্যেক জান্নাতের পৃথক পৃথক আসমান ও যমীন রহিয়াছে। إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّهُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ অর্থাৎ— জাহান্নামীরা চিরকালই জাহান্নামে থাকিবে। তবে আল্লাহ যদি ইহার ব্যতিক্রম কিছু করিতে ইচ্ছা করেন করিতে পারেন। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ অর্থাৎ— জাহান্নাম তোমাদের ঠিকানা তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে। তবে আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তো করিতে পারেন (আন 'আম-১২৮)।

আলোচ্য আয়াতে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে ব্যাপারে আলিমগণের বহু মতামত রহিয়াছে। শায়খ আবুল ফারজ ইবনে জাওযী (রা) স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মাসীরে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে তাহারা বলেন, এই ইসতিসনার সম্পর্ক নাফরমান ঈমানদার লোকদের সংগে। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যাহাদিগকে ফিরিশতা নবী-রাসূল ও ঈমানদার জান্নাতীদের সুপারিশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে বাহির করিতে করিতে এমন হইবে যে শেষ পর্যন্ত সেই সব লোকেরাই জাহান্নামে রহিয়া যাইবে যাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বিবেচিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। সুদ্দী বলেন, إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ আয়াতটি خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا এই আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

(١٠٨) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۝

১০৮. পক্ষান্তরে যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে সেথায় তাঁহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ- অর্থাৎ— নবীদের অনুসরণ করিয়া যাহারা সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তাহাদের ঠিকানা হইবে জান্নাত তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না আল্লাহ অন্যরূপ ইচ্ছা করেন।

এইখানে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জান্নাতীরা জান্নাতে সে সুখ-সম্পদ লাভ করিবে, তাহা মূলত বাধ্যতামূলক ব্যাপার নহে বরং তাহা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যাহ্হাক ও হাসান বসরী (র) বলেন, اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ رَبُّكَ কথাটি নাফরমান ঈমানদারদের সংগে সম্পর্কিত যাহারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, অতঃপর জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাত দান করা হইবে।

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ— জান্নাতীদেরকে যে পুরস্কার দান করা হইবে তাহা কখনো বিচ্ছিন্ন বা শেষ হইবে না। এখানে এই কথাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, যেন আল্লাহর ইচ্ছার কথা উল্লেখ করায় কাহারো মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, জান্নাতের পুরস্কারও কখনো শেষ হইয়া যাইতে পারে। মোটকথা আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং জাহান্নামীদের সাজা ও জান্নাতীদের পুরস্কার ইচ্ছা করিলে এক সময় স্থগিত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। জাহান্নামীদের শাস্তিও চিরকাল চলিতে থাকবে। এবং জান্নাতীদের সুখও আজীবন অব্যাহত থাকিবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন "কিয়ামতের দিন এক সময় মৃত্যুকে হৃষ্ট-পুষ্ট একটি দুম্বার আকৃতি দিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উহাকে যবাহ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বলা হইবে হে জান্নাতবাসী জান্নাতে তোমরা চিরকাল থাকিবে কখনো তোমাদের মৃত্যু হইবে না। হে জাহান্নামবাসী জাহান্নামে তোমাদের চিরকাল থাকিতে হইবে কখনো তোমাদের মৃত্য আসিবে না।"

সহীহ হাদীসে আরো আছে যে, অতঃপর বলা হইবে "হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে কখনো তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা যুবকই থাকিবে কখনো বৃদ্ধ হইবে না। তোমরা আজীবন সুস্থ থাকিবে কখনো অসুস্থ হইবে না। চিরকাল তোমরা সুখে থাকিবে কখনো দুঃখিত হইবে না।

(١٠٩) فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۟

(١١٠) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۟

(١١١) وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟

১০৯. সুতরাং উহারা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়ে থাকিও না, পূর্বে ইহাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহাদিগের ইবাদত করিত উহারা তাহাদিগেরই ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব—কিছুমাত্র কম করিব না।

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই উহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১. যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদিগের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ অর্থাৎ— এই মুশরিকরা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে তুমি সংশয়ে থাকিও না। কারণ ইহা চরম মূর্খতা ভ্রষ্টতা ও বাতিল কাজ। কেননা তাহারা যে কাজে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নাই। শুধুমাত্র পিতৃ-পুরুষদের অনুসরণে তাহারা এই সব দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা একদিন ইহার পুরাপুরি প্রাপ্য দিবেন। এই অপরাধে তাহাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করিবেন, যাহা তিনি অন্য কাউকে প্রদান করিবেন না। আর যদি তাহাদের কোন পুণ্য থাকিয়া থাকে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই ইহার ফল দিয়া দিবেন।

وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ অর্থাৎ— আমি অবশ্যই উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব। কিছু মাত্র কম করিব না।

সুফিয়ান সাওরী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ যেসব কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পুরপুরি দান করিবেন একটুও কম করিবেন না।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি পুরাপুরি দিব একটুও কম করিব না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি মূসা (আ) কে কিতাব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বিভক্ত হইয়া এক দল উহাতে ঈমান আনয়ন করে, আরেক দল উহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমাকে তোমার পূর্বের নবীদের হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে তোমার বেলায়ও এইরূপই ঘটিবে।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِّنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ইবনে জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল শাস্তিকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে আল্লাহ এখনই উহাদের মাঝে সীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। আবার الكلمة দ্বারা উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি রাসূল পাঠাইয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দিবেন না। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ— নবী প্রেরণ না করিয়া আমি কাহাকেও শাস্তি দেই না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, অচিরেই তিনি পূর্ববর্তী-পরবর্তী প্রত্যেকে একত্র করিয়া সকলকে নিজ নিজ কর্মের ফল দান করিবেন। ভালো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল। তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাহাদের কৃতকর্মের ফল দান করিবেন। তিনি মানুষের ছোট-বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

(١١٢) فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(١١٣) وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

১১২. সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা স্থির থাকুক, এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩. যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না, পড়িলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগের সাহায্য করা হইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) ও তাঁহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সর্বদা স্থির ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য এই স্থিরতা দৃঢ়তা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সংগে সংগে তিনি যে কোন কাজে সীমালংঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এমন কি কোন কাফির মুশরিকের ব্যাপারেও সীমালংঘন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। অতঃপর তিনি জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি বান্দার সকল কর্মকান্ড তাহার চোখের সামনেই রহিয়াছে। কোন ব্যাপারেই তিনি উদাসীন নহেন এবং কোন কিছুই তাহার কাছে গোপন থাকে না।

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ—তুমি সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। যদি পড় তাহা হইলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَلَا تَرْكَنُوْا অর্থ لَا تُدْهِنُوْا অর্থাৎ তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ করিও না। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, তোমরা শিরকের প্রতি আকৃষ্ট হইও না। আবুল আলিয়া (র) বলেন তোমরা সীমালংঘনকারীদের কাজে সমর্থন দিও না। ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আয়াতের সারমর্ম হইল তোমরা সীমালংঘনকারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিও না। যদি কর তবে অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, তোমরাও তাহাদের অপকর্ম সমর্থন কর ।

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন অভিভাবক নাই যিনি তোমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন এবং এমন সাহায্যকারীও নাই যিনি তোমাদিগকে আল্লাহ আযাব হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখেন।

(١١٤) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ ○

(١١٥) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১৪. সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ।

১১৫. তুমি ধৈর্যধারণ কর কারণ আল্লাহ সৎ-কর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

তাফসীর ঃ আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ এই আয়াতে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগ দ্বারা উদ্দেশ্য ফজর ও মাগরীব। হাসান এবং আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন উদ্দেশ্য ফজর ও আসর। মুজাহিদ (র) বলেন দিবসের প্রারম্ভে হইল ফজর এবং শেষের ভাগ হইল যুহর ও আসর।

وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান (রা) প্রমুখ বলেন, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য ইশার সালাত। মুবারক ইবনে ফুযালার সূত্রে বর্ণিত ইবনে মুবারকের এক বর্ণনায় হাসান (রা) বলেন, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশা। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) অনুরূপ বলেন যে ইহা মাগরিব ও ইশা। আর ইহাও হইতে পারে যে এই আয়াতটি মিরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ এক সময় মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাতই ওয়াজিব ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে এক ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পরে এক ওয়াক্ত। আর রাত্রিকালে মহানবী (সা) ও উম্মতের উপর ফরয ছিল তাহাজ্জুদ। ইহার কিছু দিন পর উম্মতের উপর হইতে তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত তুলিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা)-এর উপর হইতেও রহিত করা হয় বলিয়া একটি মত পাওয়া যায়।

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা বলেন, সৎকর্ম পূর্বের বহু পাপ মোচন করিয়া দেয়। যেমন, ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থে এক হাদীসে আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে হাদীস শুনিয়া আমি অনেক উপকৃত হইতাম। আর অন্য কাহারো মুখে রাসূলের হাদীস শুনিলে আমি উহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে হলফ নিতাম। হলফ করিয়া বলিলে পরে আমি উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বর্ণনা করেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ কোন পাপী মুসলমান ভালোভাবে ওযূ করিয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত উসমান (রা) একদিন লোকদিগকে শিখাইবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযূ করায় ন্যায় ওযূ করিয়া বলিলেন আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ভাবে ওযূ করিয়া পরে বলিয়াছেন "কেহ আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করিয়া একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত সালাত আদায় করিলে আল্লাহ তাহার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মাপ করিয়া দেন।"

ইমাম আহমদ ও আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) আবূ আকীল যুহরা ইবনে মা'বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আকীল (র) উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হাবিসের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। আমারাও তাহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে তাঁহার কাছে মুআয্যিম আসিয়া সালাতের কথা স্বরূপ করাইয়া দিলে তিনি পানি তলব করিলেন। পানি আনিয়া দিলে তিনি ওযূ করিলেন অতঃপর বলিলেন আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবে ওযূ করিতেন অতঃপর বলিতেন কেহ আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করিয়া জোহরের সালাত আদায় করিলে তাহার ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর আসরের সালাত আদায় করিলে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করিলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর ইশার সালাত আদায় করিলে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া ওযূ করিয়া ফজরের সালাত আদায় করিলে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলি মাফ করিয়া দেয়া হয়। إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ এর অর্থ ইহাই।

সহীহ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ " আচ্ছা তোমাদের কাহারো ঘরের সম্মুখে যদি একটি গভীর প্রবাহমান নদী থাকে আর সে প্রতিদিন পাঁচবার উহাতে গোসল করে তবে কি তাহার দেহে কোন ময়লা থাকিতে পারে"? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তরে বলিলেন না হে আল্লাহ রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উসিলায় আল্লাহ বান্দার ছোট ছোট গুনাহগুলি মাফ করিয়া দেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,.... হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হইতে আরেক জুমা এক রমযান হইতে আরেক রমযান ইহার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।" ইমাম আহমদ (র).... আবূ আইয়্যুব

আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ আইয়্যুব আনসারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেনঃ "প্রত্যেক সালাত দুই সালাতের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মিটাইয়া দেয়" আবূ জাফর তাবয়ী (র).... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "সালাত হইল দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা স্বরূপ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ সৎকর্ম অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়।

ইমাম বুখারী (র).... ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি একদিন এক পর নারীকে চুম্বন করিয়া বসে। পরে অনুতপ্ত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সে ঘটনাটি অবহিত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ বলিলেনঃ না, "আমার সকল উম্মতের জন্য।" ইমাম আহমদ মুসলিম তিরমিযী নাসায়ী এবং ইবনে জারীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এক নির্জন বাগানে জনৈক মাহিলাকে একাকী পাইয়া আমি তাহার সংগে সহবাস ব্যতীত সবই করিয়া ফেলিয়াছি তাহাকে চুম্বন করিয়াছি ও আলিঙ্গন করিয়াছি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করি নাই। এখন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিন। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুই বলিলেন না। অগত্যা লোকটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) চোখ তুলিয়া বলিলেন 'লোকটিকে ফিরাইয়া আন।' আনা হইলে তিনি তাহাকে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ الخ। আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া হযরত মু'আয (রা) মতান্তরে হযরত উমর (রা) বলিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন বরং সকল মানুষের জন্য।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় সকলকে দুনিয়া দান করেন কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দ্বীন দান করেন না। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ দ্বীন দান করিলেন সে আল্লাহর প্রিয় ভাজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার প্রাণ; বান্দার হৃদয় ও জিহ্বা সত্যিকার মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং প্রতিবেশী তাহার বাওয়ায়েক হইতে নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত

সে ঈমানদার হইতে পারে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, হে আল্লাহ রাসূল 'বাওয়ায়েক' কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তাহার ধোকাবাজী যুলুম নির্যাতন ইত্যাদি। আর শোন হারাম সম্পদ উপার্জন করিয়া ব্যয় করিলে উহাতে বরকত হয় না এবং দান করিলেও উহা কবূল করা হয় না। আর মৃত্যুর সময় রাখিয়া গেলে উহা তাহার জাহান্নামেরই পাথেয় হয়। আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটান না মিটান সৎকর্ম দ্বারা। অসৎ কর্ম কখনো অসৎ কর্ম মিটাইতে পারে না।

ইবন জরীর (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন একদিন এক আনসারী সাহাবী আসিয়া বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের স্ত্রীর সহিত যাহা করিয়া থাকে সহবাস ব্যতীত এক বেগানা মহিলার সহিত আমি উহার সবই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ الخ আয়াতটি নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে আয়াতটি পড়িয়া শুনাইয়া দেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে আলোচ্য লোকটির নাম 'আমের ইবনে গালিয়্যা আনসারী আত্তাম্মার। মুকাতিল (র) বলেন আবূ নুকাইল আমির ইবনে কায়স আনসারী। খাতীব বাগদাদী (র) বলিলেন লোকটি হইল আবুল য়াসার কা'ব ইবনে আমর (র)।

ইমাম আবূ জাফর (র).... আবুল য়াসার কাব ইবনে আমর আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে আবুল য়াসার (র) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন এক দিরহামের খেজুর ক্রয় করিবার জন্য আমার কাছে আসে। আমি বলিলাম চল আমার বাড়িতে ইহার চেয়ে ভালো খেজুর আছে। তাহাকে লইয়া আমি আমার ঘরে আসি অতঃপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করি। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া উমর (রা)-এর কাছে বলিয়া ইহার প্রতিকার জানিতে চাই, উমর (রা) বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে ফাঁস করিও না। কিন্তু আমি ঠিক থাকিতে না পারিয়া হযরত আবূ বকর (র)-এর নিকট যাইয়া ইহার প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনিও বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে বলিও না। কিন্তু আমি অধৈর্য হইয়া অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি খুলিয়া বলি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহর পথে জিহাদরত একজন লোকের স্ত্রীর সংগে তুমি এই আচরণ করিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে আমার আর জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই এবং মনে মনে চাহিয়াছিলাম যে আমি তখনই

নতুন করিয়া মুসলমান হইয়া লই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইল রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি আমাকে পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহারই জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'সব মানুষের জন্য'।

দারে কুতনী (র)…. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে নিজের জন্য হালাল নহে এমন নারীর সংগে সহবাস বাদে অন্য সব অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "যাও ভালভাবে ওযূ করিয়া সালাত আদায় করিতে থাক।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। শুনিয়া মু'আয (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রসূল! এই সুবিধা কি একা এই ব্যক্তিরই জন্য নাকি সব মুসলমানের জন্য? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন "সব মুসলমানের জন্য।"

আব্দুর রায্যাক (র)…. ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, জনৈক সাহাবী একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার এক মহিলার কথা মনে পড়ে। তখন লোকটি একটি অজুহাত দেখাইয়া অনুমতি লইয়া মহিলার সন্ধানে বাহির হয়। বাড়িতে তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পায় যে মহিলাটি একটি পুকুরের পাড়ে আসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া লোকটি মহিলার কাছে যায় এবং তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া দুই পায়ের মাঝখানে বসিয়া পড়ে। কিন্তু সঙ্গম করিতে পারে নাই। অনুপ্ত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে এবং নবী কারীম (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেয়। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও আর চার রাকা'আত সালাত আদায় কর। লোকিট বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জরীর (র)…. আবূ উমামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! আমাঃ উপর আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর সালাতের জামা'আত দাঁড়াইয়া যায়। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগের দাবীদার সেই লোকটি কোথায়?

লোকটি বলিল এই তো আমি এখানে আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এখন তুমি ভালোভাবে ওযূ করিয়া আমাদের সংগে সালাত আদায় করিয়াছ? লোকটি বলিল হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ "এই সালাতের উসিলায় এখন তুমি তোমার পাপ হইতে জন্মের দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছ। এহেন অপরাধের আর পুনরাবৃত্তি করিও না।" এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ উসমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসমান (র) বলেন, একদিন আমি হযরত সালমান ফারসী (রা) এর সহিত একটি গাছের নীচে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে। অতঃপর তিনি বলিলেন আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না যে কেন আমি এমন করিলাম? আমি বলিলাম কেন করিলেন বলুন। তিন বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন এইরূপ করিয়া বলিয়াছিলেন মুসলমান যখন উত্তমভাবে ওযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহার গুনাহগুলি ঠিক এমনিভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমনি গাছের এই পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... মু'আয (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু'আয (রা) বলেন,রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন কখনো কোন গুনাহ হইয়া গেলে সংগে সংগে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিও। তাহা হইলে নেক কাজ গুনাহকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সংগে উত্তম ব্যবহার দেখাইও।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) বলেন আমি একদিন বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেল তো কোন সংগে সংগে একটি ভালো কাজ করিয়া ফেলিও ভালো কাজ মন্দকে মিটাইয়া দবে।" আবূ যর বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রসূল! لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ও কি সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ (র) বলিলেন "ইহা সর্বোত্তম সৎকাজ।"

ইমাম আহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যেখানেই থাক তুমি আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে সাথে সাথে একটি সৎ কাজ করিয়া লইও আর মানুষের সংগে সদ্ব্যবহার করিও। আবূ বকর বায্যার (র).... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা) এর নিকট আরয করিল হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার কোন প্রয়োজন ও সখ অপূর্ণ রাখি নাই। অর্থাৎ

আমার অন্তরে যত পাপ বাসনা আসিয়াছে সকলই কার্যকর করিয়াছি? নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ রসূল? সে বলিল হাঁ আমি সাক্ষ্য দেই। নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমার উক্ত সাক্ষ্য তোমার সকল পাপের উপর জয়ী হইবে।"

উক্ত রেওয়াতটি উক্ত সনদে উক্ত রাবী মান্তুর ইবনে উব্বাদ ব্যতীত কেহই বর্ণনা করেন নাই।

(١١٦) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

(١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

১১৬. তোমাদিগের পূর্বযুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

১১৭. তোমার প্রতিপালক এইরূপ নহেন যে তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদিগের পূর্ব যুগে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদকারী কোন লোক ছিল না। অল্প সংখ্যক যাহারা অন্যায়ে বাঁধা দান করিত; আমি তাহাদিগকে আমার আযাব ও গযব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক এই উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে নির্দেশ দিয়োছেন যেন তাহাদের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকে যাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَي الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ— তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকিতে হইবে যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবে। তাহারাই প্রকৃত সফলকাম।

হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ অন্যায় হইতে দেখিয়াও যখন মানুষ উহা প্রতিরোধ না করিবে তখন একচেটিয়া সকলের উপরই আল্লাহর আযাব আসার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَااُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ -

অর্থাৎ— সীমালংঘনকারীগণ সর্বদা অন্যায় অপরাধে মজিয়া থাকিত। কাহারো বাধা বা নিষেধাজ্ঞার প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করিত না। এইভাবেই এক সময় হঠাৎ তাহাদের উপর আযাব আসিয়া পড়ে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, তিনি কখনো কোন নিরাপরাধ জনপদকে ধ্বংস করেন নাই। নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার না করা পর্যন্ত কাউকেই তিনি কোন সময় আযাব দেন নাই। পুণ্যবান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা তাহার নীতি নহে। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন।

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ -

অর্থাৎ— আমি তাহাদের উপর অবিচার করি নাই তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছে। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক বান্দার প্রতি অবিচার করেন না (হা-মিম সিজ্‌দাহ ৪৬)।

(١١٨) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝

(١١٩) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۭ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে।

১১৯. তবে উহারা নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি সকল মানুষকে ঈমান বা কুফরের উপর এক জাতি করিয়া দিতে সক্ষম। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন,

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে প্রথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইতে পারে।

وَلاَيَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ— মানুষের মধ্যে আজীবন দ্বীন-আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদের দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে। তবে যুগে যুগে নবীগণের অনুসরণ করিয়া যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহর নির্দেশমত সঠিক দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছে আর এইভাবেই একদিন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটিলে তাহার আনুগত্য মানিয়া নিয়া জীবনের বাঁকে বাঁকে তাহার সাহায্য করিয়া আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত মতভেদ থাকিবে না। কারণ ইহারা হইলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যেমনঃ মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে এক হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ইয়াহূদীরা একাত্তুর ফেরকায় এবং খৃস্টানরা বাহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহাদের এক ফেরকা ব্যতীত প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল সেই এক ফেরকার পরিচয় কি? বলিলেন, "যাহারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করিবে তাহারা।"

আতা (র) বলেন, وَلاَيَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ الخ অর্থ ইহূদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজকেরা মতভেদ করিতেই থাকিবে তবে হানাফিয়্যা তথা যাহারা একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে হকের উপর অটল থাকিবে তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যাহারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত তাহারা সকলেই একদল ভুক্ত যদিও গোত্র-বর্ণে তাহারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর নাফরমানরাই ফেরকাভুক্ত যদিও তাহারা এক দেশের এক বর্ণের লোক হইয়া থাকে।

وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ হাসান (র) বলেন وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ অর্থ وَلِلْاِخْتِلاَفِ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ— এই মতভেদ করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মক্কী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষকে দুইদল ভুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ অর্থাৎ— মানুষের মধ্যে একদল হতভাগা একদল ভাগ্যবান। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে রহমত লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবনে ওহাব.... (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন, যে তাউস (র) বলেন, একদা দুই ব্যক্তি তুমুল ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। দেখিয়া তাউস বলেন তোমরা তো দেখি তুমুল মতভেদ করিতেছ। উত্তরে তাহাদের একজন বলিল এই জন্যই তো আমাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাউস (র) বলিলেন তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। লোকটি বলিল কেন আল্লাহ কি বলেন নই। وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ উত্তরে তাউস বলিলেন না, আল্লাহ মানুষকে মতভেদ করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই— বরং সৃষ্টি করিয়াছেন ঐক্যবদ্ধ থাকিয়া আল্লাহর রহমত লাভ করার জন্য। যেমন হাকাম ইবনে আবান ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণান করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মানুষকে শাস্তি ভোগ করিবার জন্য নহে— রহমত লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) এইরূপই বলিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। আলোচ্য ব্যাখ্যারই সমর্থন করে।

কেহ বলেন, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রহমত ও মতভেদের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাসান বসরী (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে তিনি وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ الخ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তরা মতভেদ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাঁহার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কেহ বলিলেন কেন মতবেদের জন্যই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন না তিনি একদলকে তাহার জান্নাতের জন্য আর একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আতা ইবনে আবূ রাবাহ এবং আমাশ (র)ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইবনে ওহাব (র) বলেন আমি মালিক (র) কে وَلَايَزَالُوْنَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, একদল যাইবে জান্নাতে আর একদল যাইবে জাহান্নামে। ইবনে জরীর ও আবূ উবাইদা ফাররাও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। মালিক (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, لِذَالِكَ অর্থ لِلرَّحْمَةِ একদল লোকের মতে لِذَالِكَ অর্থ لِلْاِخْتِلَافِ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ—আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবই। তোমার প্রতিপালকের এইকথা পূর্ণ হইবেই। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ফলে তাহার কাযা ও কদরে এই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহার সৃষ্ট জ্বিন ও মানুষের একদল জান্নাতের উপযুক্ত হইবে আরেক হইবে জাহান্নামের উপযুক্ত। আর তিনি মানুষ জ্বিন এই দুই জাতি দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবেনই।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণির্ত রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাত আর ও জাহান্নাম একদা বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল।

জান্নাত বলিল আমার কি হইল যে, আমাতে কেবল সমাজের দুর্বল আর অবহেলিত লোকেরাই প্রবেশ করিবে। আর জাহান্নাম বলিল, উদ্দত ও অহংকারীদের দ্বারা আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন তুমি আমার দয়া, তোমাকে দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা দয়া করি। আর জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার আযাব, তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করি। আর তোমাদের প্রত্যেককেই আমি পরিপূর্ণ করিয়া ছাড়িব।

বর্ণিত আছে যে জান্নাতে যত লোকই প্রবেশ করিবে উহাতে কিছু জায়গা শূন্য থাকিয়াই যাইবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা নতূন এক ধরনের জীব সৃষ্টি করিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিবেন। পক্ষন্তরে জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আরো আছে কি। অবশেষে আল্লাহ নিজে উহাতে নিজের কুদরতী পা রাখিবেন। সংগে সংগে জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে তোমার ইযযতের শপথ আমার আর প্রয়োজন নাই।

(১২০) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

১২০. রাসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং মু'মিনদিগের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! তোমার পূর্বেকার নবীদের বৃত্তান্ত, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংগে তাহাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমাজের মানুষের পক্ষ হইতে পাওয়া নবীদের নির্যাতন এবং আমার ঈমানদার সম্প্রদায়কে সাহায্য করা ও কাফির সম্প্রদায়কে অপদস্ত করার কাহিনী তোমার নিকট বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে এইসব বৃত্তান্ত শুনিয়া তোমার চিত্ত দৃঢ় হয় ও মনোবল বৃদ্ধিপায় এবং পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা হইতে তুমি আদর্শ গ্রহণ করিতে পার।

وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ অর্থাৎ— এই সূরার মধ্যে তোমার সত্য আসিয়াছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও একদল পূর্ববর্তী আলিম আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। এক বর্ণনা হতে হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, فِي هَٰذِهِ অর্থ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا অর্থাৎ এই দুনিয়াতে তোমার নিকট সত্য আসিয়াছে। তবে সঠিক হইল, فِي هَٰذِهِ অর্থ এই সূরাতে যাহাতে বিভিন্ন নবীর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার নবী ও ঈমাদার উম্মতদের মুক্তিদান ও কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সূরায় আরো রহিয়াছে সাবধান ও উপদেশ বাণী।

(১২১) وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ○

(১২২) وَانْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ○

১২১. যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল, তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ করিতেছি।

১২২. এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর বিধান বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে হুমকীস্বরূপ এই কথা বলিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে,

اِعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ الخ অর্থাৎ— তোমরা তোমাদের মত ও পথ অনুসারে কাজ করিতে থাক। আমরাও আমাদের মত অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছি। আর তোমরাও পরিণাম ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাক আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানিতে পারিবে যে, কার পরিণাম ভালো আর কার পরিণাম মন্দ। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাহার রাসূলের সংগে কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছে এবং তাহাকে সাহায্য ও শক্তি দান করিয়া সত্য দীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করিয়াছেন আর কাফির গোষ্ঠীকে করিয়াছেন অপমানিত। আল্লাহ পরক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(١٢٣) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১২৩. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর এবং তাহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর এবং তাহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবাহিত নহেন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং একদিন তাহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে আর হিসাবের দিন প্রত্যেককে তিনি নিজ নিজ আমলের প্রতিফল দিবেন। সুতরাং সৃষ্টি এবং বিধান সবই তাঁহার। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে তাঁহার ইবাদত করিবার ও তাঁহার উপর নির্ভর করিবার আদেশ দিয়াছেন। কারণ যে তাঁহার উপর নির্ভর করে ও তাঁহার অভিমুখী হয় তিনি তাহার জন্য যথেষ্ঠ হইয়া যান।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- অর্থাৎ— হে মোহাম্মদ! তোমাকে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের কোন বিষয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছে গোপন নাই। তিনি তাহাদের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি উহার পূর্ণ প্রতিফল দিবেন আর তোমাকের ও তোমার দল-বলকে উভয় জগতেই সাহায্য করিবেন।

ইব্ন জরীর (র) হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, তাওরাতের শেষ কথা আর সূরা হূদের শেষ কথা একই কথা।

সূরা ইউসুফ

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

অত্র সূরার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ছা'লবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ, সালাম ইবনে সালাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এবং তাকে সুলাইম 'আল-মাদায়েনী'ও বলা হইয়া থাকে। তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের গোলামদেরকে সূরা ইউসুফ শিক্ষা দিবে। যে মুসলমান উহা নিজে পড়িবে কিংবা নিজের পরিবারভুক্ত লোকদিগকে শিক্ষা দিবে কিংবা তাহার অধীনস্থদিগকে শিক্ষা দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার মৃত্যু কষ্ট সহজ করিয়া দিবেন আর তাহাকে এত শক্তি দান করিবেন যে সে কোন মুসলমানদের প্রতি হিংসা করিবে না। কিন্তু হাদীসটির সনদ অতি দুর্বল। হাফিয ইবনে আসাকির (র) কাসিম ইবনে হাকাম (র)....তিনি উবাই ইবনে কা'ব (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন কিন্তু সকল সূত্রেই হাদীসটি মুনকার।

ইমাম বায়হাকী (র) দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহূদীদের একটি দল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই সূরাটি পাঠ করিতে শুনিতে পাইল তখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল। কারণ তাহাদের তাওরাতেও ঘটনাটি তদ্রূপই সন্নিবেশিত ছিল।

(١) الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ٥ قف

(٢) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٥

(٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا

الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ٥

১. আলিফ-লাম-রা এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।

২. ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৩. আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি এ ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ সুরা বাক্বারার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরূফ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অতএব এখানে আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই।

قَوْلُهٗ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ অর্থাৎ এইগুলি স্পষ্ট কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ অস্পষ্ট বস্তুসমূহের বাস্তবতা স্পষ্ট করিয়া ও খুলিয়া দেয়। اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ "আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার" কারণ আরবী ভাষা একটি পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত ভাষা। উদ্দেশ্যকে পুরাপুরিভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে সক্ষম। এই কারণেই সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থকে সর্বাধিক উত্তম ফিরিশতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বাধিক উত্তমস্থানে সর্বাধিক উত্তম মাসে সর্বাধিক উত্তম রাসূলের প্রতি এই ভাষায় অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি সর্বদিক হইতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই কুরআন মারফত আপনার নিকট উত্তম ঘটনা পেশ করিয়াছি।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে ইবনে জারীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন— একদা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন উত্তম ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ। অপর এক সূত্রে আমর ইবনে কায়েস (র) হইতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণিত। ইবনে জাবির (র) আরো রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবন সায়ীদ আলকত্তান (র).... হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন অবতীর্ণ হইতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা তেলাওয়াত করিতে থাকেন কিন্তু একবার সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে কোন ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ...... কিছু কাল যাবৎ রাসূললুল্লাহ এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে থাকেন অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ অবতীর্ণ করিলেন। হাফিয (র) ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়েব সূত্রে আমর ইবনে মুহাম্মদ আলকরশী আলমুনকরী হইতে

হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর (র) স্বীয় সূত্রে মসউদী (র) হইতে তিনি আওন ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন—একবার সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করিলেন, তখন তাহারা বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে কিছু হাদীস শুনান। অতঃপর অবতীর্ণ হই اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ । তারপর তাহারা পুনরায় অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহ রাসূল! হাদীস অপেক্ষা উর্ধ্বের এবং কুরআন অপেক্ষা নিম্নের কিছু কথা শুনান অর্থাৎ কিছু ঘটনা শুনান। অতঃপর অবতীর্ণ হইল الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ। তাহারা হাদীসের কামনা করিলেন অতঃপর উত্তম হাদীস অবতীর্ণ হইল, তাহারা কাহিনীর কামনা করিলেন, অতঃপর উত্তম কাহিনী অবতীর্ণ হইল।

এখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এবং কুরআনের প্রশংসার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট, তবুও এখানে মুসনাদে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা সংগত বলিয়া মনে হইতেছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইবনে নু'মান (র)....জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোন আহলে কিতাব হইতে একখানি কিতাব লইয়া নবী করীম (সা) এর নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট উহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রাবী বলেন, উহা শুনিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি ইহাতে লিপ্ত হইয়া ভ্রান্ত হইতে চাও? সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত উজ্জ্বল দ্বীন লইয়া আসিয়াছি। তোমরা আহলে কিতাবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ হইতে পারে তাহারা সত্য কথা বলিবে আর তোমরা উহাকে অস্বীকার করিবে। কিংবা তাহারা কোন বাতিল কথা বলিবে আর তোমরা উহা সত্য মনে করিবে। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকিতেন তবে তাহার পক্ষে ও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন উপায় ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুর রায্যাক (র)....আবদুল্লাহ ইবন সাবেত (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত উমর (রা) নবী (সা) নিকট আসিয়া বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! একবার কোরাইযা গোত্রীয় আমার এক বন্ধু তাওরাত হইতে কিছু ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট কথা আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন, আমি কি উহা আপনার নিকট পেশ করিব? রাবী বলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া নবী করীম (সা) এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত (রা) বলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম হে উমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখমন্ডলীর প্রতি দেখিতেছেন না যে তাঁহার

মুখমন্ডলী কি রূপ বিবর্ণ হইয়াছে? তখন উমর (রা) বলিলেন, আমরা আল্লাহর প্রতি প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখের মলিনতা দূর হইয়া গেল। এবং তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহাম্মদের জীবন যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিতেন এবং তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে ভ্রান্ত হইয়া যাইতে। উম্মতসমূহের মধ্যে তোমরাই আমার উম্মত আর নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের নবী। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) বলেন আবুল গাফ্ফার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (র)....খালিদ ইবনে উরফুতা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় সূস নামক স্থানের অধিবাসী আব্দুল কয়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক? সে বলিল জী হাঁ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সূস নামক স্থানে বসবাস কর? সে বলিল জী হাঁ, তখন তিনি তাহাকে একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করিলেন, রাবী বলেন, তখন লোকটি বলিল আমার অপরাধ কি? হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বলিলেন তুমি বস সে বসিয়া পড়িল, তখন তিনি এই আয়াত পড়িলেন – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنُ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ .... عَنِ الْغَافِلِيْنَ

হযরত উমর আয়াতগুলি তিন বার পড়িলেন এবং তাহাকে তিনবার আঘাত করিলেন, তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি? তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত দানিয়ালের কিতাব লিখিয়াছ? লোকটি স্বীকার করিয়া বলিল, আপনি যে নির্দেশ দিবেন আমি তাহা পালন করিব। তিনি বলিলেন, যাও গরম পানি ও সাদা উল দ্বারা উহা মিটাইয়া দাও। অতঃপর উহা তুমি না নিজে পড়িবে আর না অন্য কাহাকেও পড়াইবে। যদি আমার নিকট এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছে যে তুমি উহা নিজে পড় এবং অন্য লোককেও পড়াও তবে তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করিব। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি বস সে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তখন তিনি বসিলেন একবার আমি আহলে কিতাব থেকে একখানি কিতাব লিখিয়া চামড়ায় পুরিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলাম রাসূলুল্লাহ (স.) উহা দেখিয়া বলিলেন, হে উমর! তোমার হাতে কি? রাবী বলেন, তখন হযরত উমর বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা একখানি কিতাব ইহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে এই উদ্দেশ্যেই আমি লিখিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি

এতই ক্রোধান্বিত হইলেন যে তাহার মুখমন্ডলী লাল হইয়া উঠিল। অতঃপর সালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আনসারগণ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা-কে কেহ নিশ্চয় রাগান্বিত করিয়াছে অতএব তাহারা অস্ত্রধারণ করিলেন। এবং মিম্বরের নিকট একত্রিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ তখন বলিলেন, হে লোক সকল! আমাকে جَوَامِعُ الْكَلِمِ ও خَوَاتِيْمُ الْكَلِمِ দান করা হইয়াছে এবং আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে দান করা হইয়াছে। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে পেশ করিয়াছি তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হইবে না আর বিভ্রান্তকারীরা যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে সেদিকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইবনে আবূ হাতিম (রা) আব্দুলর রহমান ইবনে ইসহাক (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আবূ শায়বা ওয়াসেতী বলে পরিচিত। হাদীস বিশারদগণ তাহাকে ও তাহার শায়খকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। তাফসীর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতের সাক্ষী হিসাবে অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) বলেন, হাসান ইবনে সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত.... তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফাইর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি হিমস হইতে কিছু লোক ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক এমনও ছিল যাহারা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে কিছু কথা লিখিয়া এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাথে লইয়া আসিয়াছিল যে যদি হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে অনুমতি দান করেন তবে এই ধরনের আরো কথা তাহারা উহার সহিত সংযোগ করিবে নতুবা উহা নিক্ষেপ করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহারা বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমরা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে এমন কিছু কথা শুনিতে পাইয়াছি যে তাহা শুনিলে আমাদের লোম খাড়া হইয়া যায়, আমরা কি তাহাদের নিকট হইতে উহা লিখিয়া লইতে পারি? তখন তিনি বলিলেন সম্ভবত তোমরা উহার কিছু লিখিয়া আনিয়াছি। শুন আমি তোমাদিগকে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবিতাবস্থায় খায়বারে গিয়াছিলাম। তথায় এক ইয়াহূদীর সহিত সাক্ষাত ঘটিবার পর তাহার কিছু কথা আমার খুব ভাল লাগিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম তোমার কিছু

কথা কি আমাকে লিখিয়া দিবে? সে বলিল হাঁ, অতঃপর আমি এক টুকরা চামড়া লইয়া আসিলাম, এবং সে উহাতে লিখিতে শুরু করিল। লেখা সম্পূর্ণ হইলে আমি উহা লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ সম্পর্কে অবগত করিলাম। তিনি আমাকে উহা লইয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমি আনন্দিত হইয়া চলিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিলাম সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পছন্দনীয় জিনিস আমি লইয়া আসিয়াছি। যখন উহা আনিয়া হাযির করিলাম·তখন তিনি আমাকে বলিলেন বস, এবং উহা পাঠ কর। অতঃপর কিছুক্ষণ আমি উহা পড়িয়া তাঁহার চেহারার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আমি আর একটি অক্ষরও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না এবং ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া গেলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার সেই লিখিত কপিটি উঠাইয়া নিলেন এবং উঁহার একটি একটি অক্ষর মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এবং তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন সাবধান। তাহাদের কোন কথা মানিবে না, তাহারা নিজেরা তো গুমরাহীর অতিগহ্বরে পতিত হইয়াছে আর অন্যদিগকেও বিভ্রান্ত করিতেছে। অতএব তিনি আমার লিখিত কপির একটি অক্ষরও অবশিষ্ট রাখিলেন না। হযরত উমর (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যদি তুমি তাহাদের কোন কথা লিখিতে তবে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম। এইকথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, আমরা কখনো তাহাদের একটি অক্ষরও লিখিব না। অতঃপর তাহারা বাহিরে আসিয়াই তাহাদের লিখিত কপিটি মাটির গর্তে গাড়িয়া দিল। হযরত সাওরী (র) জাবের ইবনে ইয়াযীদ আলজুফী (র)....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ও 'সারাসীল'-এর মধ্যে আবূ কিলাবাহ-এর সূত্রে হযরত উমর (রা) হইতে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِينَ ○

৪. স্মরণ কর ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল হে আমার পিতা, আমি একাদশ নক্ষত্র সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার কওমকে ইউসুফ (আ)-এর সেই

ঘটনা শুনাইয়া দিন যখন তিনি তাহার পিতাকে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের সিজদা করিবার ঘটনা বলিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর পিতা হইলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সামাদ (র)....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন করীম ইবন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্নে মুহাম্মদ (র) হইতে তিনি আব্দুস সামাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেন, মুহাম্মদ....(র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত! তিনি বলিলেন, সেইব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। তাহারা বলিলেন, আমাদের প্রশ্ন ইহা নয়। তিনি বলিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর একজন নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনিও আল্লাহর আর এক নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনি ছিলেন অর্থাৎ খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। তখন তাহারা বলিলেন আমরা এই সম্পর্কেও প্রশ্ন করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ? তাহারা বলিল জী হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, শুন, যাহারা জাহেলী যুগে শরীফ ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও তাহারা শরীফ ও উত্তম যদি তাহারা ইসলামের সঠিক জ্ঞানলাভ করে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ উসামাহ (র) উবাইদুল্লাহ (র) হইতে এই হাদীসের অনুকরণে রেওয়াতে করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওহী হইয়া থাকে। তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফ (অ)-এর এগার ভাইকে বুঝান হইয়াছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা তাহার পিতামাতাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ্হাক, সুফিয়ান সওরী ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) হইতে ইহা বর্ণিত। স্বপ্ন দেখিবার চল্লিশ বছর পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, আশি বছর পর। যখন তাঁহার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল এবং তাঁহার এগার ভাই তাহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়াছিল।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

অর্থাৎ— ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং তিনি বলিলেন, আব্বা! ইহাই হইল আমার পূর্বের স্বপ্নের তাবীর আল্লাহ উহা সত্য

করিয়া দেখাইয়ছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (র) বলেন, আলী ইব্নে সায়ীদ আলকিন্দী (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার বুছতানাহ নামক এক ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! (সা) ইউসুফ (আ) যে এগারটি নক্ষত্রকে তাহাকে সিজদা করিতে দেখিয়াছিলেন তাহার নাম বলুন, রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং কোন জবাব দিলেন না। তখন জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং নক্ষত্রগুলির নাম বলিয়া দিলেন, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, আচ্ছা যদি আমি নক্ষত্রগুলির নাম বলিতে পারি তবে কি তুমি ঈমান আসিবে? সে বলিল জী হাঁ, তিনি বলিলেন নক্ষত্রগুলির নাম হইল, জিরয়ান (جِرْيَان) তারেক (طَارِقٌ) দাইয়াল (ذَيَّال) যুল কাতিফাইন (ذُو الْكَتِفَيْن) কাবিস (قَابِسٌ) অসসাব (وَثَّابٌ) উমুদান (عَمُوْدَانٌ) ফালীক (فَلِيقٌ) মুসবিহ (مُصْبِحٌ) সারুহ (صَرُوْحٌ) ও ফারগ (اَلْفَرْغُ)

তখন ইয়াহূদী বলিল, হাঁ, হাঁ আল্লাহর কসম, নক্ষত্রগুলির নাম ইহাই। ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটিকে হাকাম ইবনে জাহীর হইতে সায়ীদ ইবনে মানসূরের সূত্রে দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী ও আবূ বকর আল বাজাজ (র) তাহাদের মুসনাদসমূহে ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইয়ালা তাহার চারজন শায়খের মাধ্যমে হাদীসটি হাকাম ইবনে জহীরের সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অতিরিক্তও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— ইউসুফ (আ) যখন স্বপ্ন দেখিলেন তখন তিনি উহা তাঁহার পিতা ইয়াকুব (অ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ইহা একটি স্বপ্ন। যাহা বাস্তবে পরিণত হইবে। সূর্য দ্বারা তাঁহার পিতা ও চন্দ্র দ্বারা তাঁহার মাতাকে বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি কেবল হাকাম ইবনে জহীর বর্ণনা করিয়াছেন অন্যান্য ইমামগণ ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্জন করিয়াছেন। জাওজানী বলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৫) قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

৫. সে বলিল হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে তিনি তাহার স্বপ্নের তাবীর ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার

ভ্রাতারা এক সময় তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া যাইবে। সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। এমনকি তাহারা ঁাহার সম্মানার্থে সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তিনি যেন তাহার স্বপ্ন তাহার ভাইদের নিকট বর্ণনা না করেন। তাহা হইলে তাহারা হিংসার বশিভূত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বললেন,

لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا অর্থাৎ– তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না তাহা হইলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিবে। জনাব রাসূলুল্লাহ (স) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে তাহা অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে পারে আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে পাশ বদল করিয়া শয়ন করিবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। এবং উহার অকল্যাণ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আর কাহার নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। এইরূপ করিলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যের রেওয়ায়েতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন– যতক্ষণ স্বপ্নের কোন তাবীর না করা হয় ততক্ষণ তাহা পাখীর পায়ের উপর থাকে অর্থাৎ উহা বাস্তবায়ন হয় না। অতঃপর যখন তাবীর করা হয় তখন উহা বাস্তবে পরিণত হয়। ইহা হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নিয়ামত নিজ হইতে প্রকাশ না পায় উহা গোপন রাখা উচিৎ। হাদীসে বর্ণিত, তোমাদের প্রয়োজনসমূহ গোপন রাখিয়া উহা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ কর। কেননা প্রত্যেক নিয়ামতের হিংসুক রয়েছে।

(٦) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৬. এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) যে মর্যাদা লাভ করিবেন সে সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিতেছেন যে যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে

স্বপ্ন যোগে নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্যকে সিজদা করিতে দেখাইয়াছেন অনুরূপভাবে নবুয়তের মাধ্যমে তোমাকে মর্যাদা দান করিবেন।

وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ হযরত মুজাহিদ (র) এবং আরো একাধিক তাফসীরকার বলেন, আর তোমাকে স্বপ্নের তাবীর শিক্ষা দিবেন। وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমাকে রাসূল বানাইয়া ও তোমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিবেন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحَاقَ অর্থাৎ যেমন তিনি তোমার দুই পিতামহ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়া এবং তাহাদিগকে নবী বানাইয়া পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করিয়াছেন। তোমাকেও তদ্রূপ নবুয়ত দান করিবেন। اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক এই কথা ভাল ভাবেই জানেন যে নবুয়তের যোগ্য ব্যক্তি কে?

(٧) لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

(٨) اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۚ ○

(٩) اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

(١٠) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

৭. ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদিগের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

৮. স্মরণ কর উহারা বলিয়াছিল আমাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ ও তাহার ভ্রাতাই আমাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।

৯. ইউসুফকে হত্যা কর। অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, ফলে তোমাদিগের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদিগকেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।

১০. উহাদিগের মধ্যে একজন বলিল ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং তোমরা যদি কিছু করিতে চাও তাহাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ ও তাহাদের ভাইদের ঘনটায় প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক উপদেশ আছে। তাহাদের ঘটনা বাস্তবিক একটি বিস্ময়কর ঘটনা اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا অর্থাৎ তাহারা কসম খাইয়া এই কথা বলিল যে ইউসুফ ও তাহার আপন ভাই বিন্‌য়ামীন আমাদের পিতার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক আদরের وَنَحْنُ عُصْبَةٌ অথচ আমাদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় বেশী। এই অবস্থায় তাহারা দুইজন আমাদের তুলনায় আদরের কি রূপে হইতে পারে। اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ নিশ্চয় আমাদের পিতার ইহা একটি স্পষ্ট ভুল।

প্রকাশ থাকে যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এই আয়াতের বর্ণনা ভংগি দ্বারা তো ইহা বুঝা যায় সে তাহারা নবী ছিলেন না। অবশ্য কেহ কেহ এই কথা বলেন, এই ঘটনার পর তাহারা নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও প্রমাণ সাপেক্ষ। যাহারা তাহাদের নবী হওয়ার কথা বলেন, তাহারা قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে اَسْبَاطٌ শব্দ দ্বারা তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) এর ভ্রাতাগণের নবী হওয়াকে প্রমাণিত করেন। অথচ বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন গোত্রকে اَسْبَاطٌ (আসবাত) বলা হইত যেমন আরবের বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত قَبَائِلَ (কাবায়েল) আর আযমের বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত شُعُوْبَ (শুউব) উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা কেবল এতটুকুই বুঝা যায় যে বনী ইসরাঈলের اسباط এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা ইরশাদ করিয়াছেন যে সেই সমস্ত اَسْبَاطَ (গোত্রসমূহ) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল যদিও সে সমস্ত গোত্রসমূহ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণেরই বংশধর কিন্তু আয়াতে এই কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই যে তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ অর্থাৎ তাহারা পরস্পর এই কথা বলে ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেল

অথবা অজানা কোন এক গভীর কূপে তাহাকে নিক্ষেপ কর তাহা হইলেই পিতার প্রিতি ও স্নেহ কেবল তোমরাই লাভ করতে সক্ষম হইবে। وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ এবং তাহার পর তোমরা তোমাদের পাপের তওবা করিয়া ভাল লোক হইয়া যাইবে। قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ এই আলোচনা শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না। অর্থাৎ তাহার প্রতি তোমাদের শত্রুতা এত চরমে পৌছান উচিৎ হইবে না। হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন এই ব্যক্তি ছিল তাহার বড় ভাই যাহার নাম ছিল রুবেল। সুদ্দী বলেন, তাহার নাম ছিল "ইয়াহুযা" এবং মুজাহিদ (র)-এর মতে তাহার নাম ছিল "শমউন"

বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল না কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াই ছাড়িতেন। অর্থাৎ তাহাকেহ নবুয়ত দান ও মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা। অতএব রুবেল-এর পরামর্শে তাহারা তাহাদের প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিল। রুবেল যে পরামর্শ দিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-কে কোন অজানা জঙ্গলের কূপের নীচে নিক্ষেপ করা। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কূপটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কূপ। يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ অর্থাৎ তাহার ধারণা ছিল এইভাবে কোন পথিক তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাইবে। এবং তোমরা তাহার থেকে মুক্তি লাভ করিবে। অতএব তাহাকে আর হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ অর্থাৎ তোমরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি করিতেই চাও তবে ইহাই তোমাদের করণীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা অত্যন্ত জঘন্য কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করা পিতার নাফরমানী করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া নিষ্পাপ কচি বাচ্চার প্রতি এবং বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করা—হকদার ব্যক্তির হক নষ্ট করা ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। স্বীয় পিতাকে দুঃখ দেওয়া ও বৃদ্ধ বয়সে তাহার প্রিয় সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া কচি কোমল বাচ্চাকে যখন তাহর পিতার স্নেহ মমতার সর্বাধিক প্রয়োজন তখনই তাহার পিতাকে স্নেহ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে তাহারা জড়িত হইয়াছিল। 'আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন' কারণ তাহারা বড়ই মারাত্মক অপরাধ করিয়াছিল। সালামাহ ইবনে ফযল (র)-এর সূত্রে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ٥

(١٢) اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ٥

১১. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন না কেন? যদিও আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী।

১২. আপনি আগামিকল্য তাহাকে আমাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করুন সে ফলমূল খাইবে ও খেলাধুলা করিবে আমরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর বড় ভাই-এর পরামর্শে তাহারা সকলেই এই ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)কে লইয়া একটি অনাবাদ কূপে নিক্ষেপ করিবে। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের পর পিতাকে ধোকা দিয়া এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহাকে এই বিপদে নিক্ষেপ করিবার জন্য সকলেই ঐক্যমত পোষণ করিল অতঃপর তাহারা পিতার নিকট আসিয়া বলিল مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنَاصِحُوْنَ তাহারা এই কথা কেবল তাহাদের পিতাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলিয়া ছিল। তাহাদের অন্তরে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র কারণ ইউসুফ (আ)-কে ভালবাসার কারণেই তাহার প্রতি তাহারা হিংসা পোষণ করিত। তাহারা বলিল اَرْسِلْهُ مَعَنَا আপনি তাহাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ এখানে يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ - يَا এর সহিত পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, সে দৌড়াদৌড়ি করিবে ও আনন্দ উৎফুল্ল করিবে। হযরত কাতাদাহ, যাহ্হাক সুদ্দী ও অনান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিতেছেন। وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আমরা তাহাকে হিফাযত করিব এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন।

(١٣) قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ٥

(١٤) قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ٥

১৩. সে বলিল, ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে।

১৪. উহারা বলিল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ যখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের সহিত মাঠে যাইবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিল তখন তিনি বলিলেন, اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ। তোমরা যত সময় তাহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দূরে রাখিবে এসময়টি আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হইবে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি এই ভালবাসার কারণ হইল তিনি হযরত ইউসুফের মুখমন্ডলে নবুওয়াতের নূর প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং তাহার পবিত্র ও উত্তম আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। আল্লাহ রহমত ও সালাম তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক।

قَوْلُهٗ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যখন তোমাদের তীর নিক্ষেপ ও পশুচারণে ব্যস্ত থাকিবে সেইমুহূর্তে নেকড়ে আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। অথচ তোমরা উহা জানিতেই পারিবে না। হায়। তাহারা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মুখ হইতে এই কথাটি ওজর হিসাবে পাইয়া বসিল। তাহারা তখনই বলিল আব্বা! আপনি ভালই চিন্তা করিয়াছেন। আমরা এতবড় একটি শক্তিশালী দল থাকাবস্থায় যদি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তো আমরা সকলেই অপদার্থ প্রমাণিত হইব ও ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

(١٥) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ
اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১৫. অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে গভীরকূপে নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তুমি উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে উহারা তোমাকে চিনিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাদের পিতাকে বুঝাইয়া রাযী করিয়া লইল এবং তাহাকে লইয়া তাহারা জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইর। জঙ্গলে গিয়া তাহারা সকলেই এই কথার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করিল যে ইউসুফকে তাহারা একটি অনাবাদ গভীর কূপের নিচে নিক্ষেপ করিবে। অথচ তাহারা তাহাদের পিতার নিকট এইকথা বলিয়াই তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা তাহাকে আদর করিবে যত্ন করিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার আরামের সহিত রাখিবে

এবং আমাদের সহিত আনন্দ উৎফুল্লের সহিত সময় কাটাবে। হযরত ইয়া'কূব (আ) যখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাহাকে বুকে জড়াইয়া তাহার চুমা খাইয়া দু'আ করিয়া বিদায় দিলেন। আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, পিতার দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়ার সাথে সাথেই তাহারা গাদ্দারী করিতে শুরু করিল তাহারা তাহাকে গালাগালী করিতে লাগিল এবং বিভিন্নভাবে তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল এমনকি তাহারা তাহাকে শারীরিক আঘাত করিতেও বিরত থাকিল না। অতঃপর যখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) কে লইয়া কূপের নিকট আসিল তখন তাহারা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে চাহিল। তিনি একের পর একজনকে ধরিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, সকলেই ধাক্কা দিয়া ও মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন। তখন সকলে মিলিয়া একটি শক্ত রশি দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া কূপের মধ্যে ছাড়িয়া দিল তিনি হাতের সাহায্যে কুপের এক পাশ ধরিয়া বসিলে তাহারা আঙ্গুল দ্বারা মারিতে মারিতে তাহার হাত ছুটাইয়া দিল। অতঃপর তিনি যখন কুপের অধভাগে পৌঁছুলেন তখন তাহারা রশি কাটিয়া দিল। ফলে তিনি কূপের তলদেশে পৌঁছুলেন। তথায় একটি পাথর ছিল তিনি সেই পাথরের ওপর দাঁড়াইয়া গেলেন। আল্লাহ তা'আলা এই কঠিন বিপদকালে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাহার নিকট অহী পাঠাইলেন। ইরশাদ হইয়াছে وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ হে ইউসুফ! তুমি শান্ত হও বিচলিত হইওনা। অচিরেই আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন এবং তোমার ভ্রাতারা যাহা কিছু করিয়াছে উহা সম্পর্কে তাহাদিগকে এমনভাবে জানাইয়া দিবে যে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা এই ওহী সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমার সহিত তাহারা দুর্ব্যবহার করিয়া এই সম্পর্কে তুমি তাহাদিগকে জানাইবে অথব তাহারা তোমাকে চিনিতে পরিবে না। হযরত ইবনে জারীর (র) বলেন, হারেস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল তখন তিনিতো তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রাবী বলেন তখন তিনি একটি পেয়ালা আনিয়া তাঁহার হাতের ওপর রাখিয়া আঙ্গুলী দ্বারা একটা টোকা দিলেন পেয়ালায় শব্দ হইতেই তিনি বলিলেন এই দেখ পেয়ালা যেন

কি বলিতেছে। তোমাদের নাকি একজন সত ভ্রাতা ছিল যাহার নাম ছিল ইউসুফ। তোমরা তাহাকে তাহার পিতার নিকট হইতে লইয়া গিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছ। অতঃপর পুনরায় উহাতে টোকা দিলেন এবং কিছুক্ষণ উহাতে কান লাগাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন দেখ, পেয়ারাটি এখন বলিতেছে যে তোমরা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখাইয়া তাহার পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিয়াছিলে যে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহারা বিচলিত হইল এবং তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল হায়, পেয়ালাটি তো তোমাদের সমস্ত গোপন সংবাদ বলিয়া দিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, কূপের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) কে জানাইছেন যে তুমি তাহাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জানাইয়া দিবে অথচ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

(١٦) وَجَآءُوٓ اَبَاهُمۡ عِشَآءً يَّبۡكُوۡنَ ۝

(١٧) قَالُوۡا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوۡسُفَ عِنۡدَ مَتَاعِنَا
فَاَكَلَهُ الذِّئۡبُ ۚ وَمَآ اَنۡتَ بِمُؤۡمِنٍ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صٰدِقِيۡنَ ۝

(١٨) وَجَآءُوۡ عَلٰى قَمِيۡصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَـكُمۡ اَنۡفُسُكُمۡ
اَمۡرًا ؕ فَصَبۡرٌ جَمِيۡلٌ ؕ وَاللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوۡنَ ۝

১৬. উহারা রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিগের পিতার নিকট আসিল।

১৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতে ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদিগের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।

১৮. উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল 'না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পর রাতের অন্ধকারে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া ইউসুফ (আ)-কে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অনুতাপ ও অনুসূচনা করিতে লাগিল। এবং তাহারা এই বলিয়া ওজর করিতে লাগিল إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ আমরা তীর নিক্ষেপ ও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় গিয়াছিলাম وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا এবং ইউসুফকে আমাদের কাপড় ও মাল আসবাবের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথারই আশংকা করিয়াছিলেন। وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ তাহারা তাহাদের আব্বাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে কথা বলিয়াছিল যে আপনিতো আমাদের কথা বিশ্বাসই করিবেন না যদি আমরা সত্য কথাও বলি তবুও আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিবেন। আপনি যখন শুরুতেই একটি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব এই পরিস্থিতে আপনি আমাদিগকে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর আপনি যদি আমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া ফেলেন তবে আপনাকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ঘটনাটি এতই আশ্চার্যজনক যে আমরাই বিস্মিত যে ঘটনাটি কিরূপে ঘটিয়া গেল। وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ তাহারা একটি মিথ্যা রক্ত সাজাইয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করিবার জন্যই তাহারা এতসব ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা বলিয়াছিল।

মুজাহিদ সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন যে, তাহারা একটি বকরির বাচ্চা ধরিয়া যবাই করিয়া তাহার রক্ত ইউসুফ (আ)-এর জামায় মাখাইয়া আনিয়াছিল ইহা দ্বারা তাহারা ইহারই সাক্ষী পেশ করিতে চাহিয়া ছিল। যে তাহাকে সত্যসত্যই নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জামায় তাহার রক্ত লাগিয়াছে কিন্তু রক্ত মাখিবার সময় তাহারা জামাটি ছিঁড়িয়ে ফেলিতে ভুল করিয়াছে। অতএব তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট তাহাদের ধোকা ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্র নবী উহা হজম করিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় কিছু না বলিলেও তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের পিতা তাহাদের কথায় কোন আস্থা

আনিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ তোমাদের অন্তর একটি কথা গড়িয়া লইয়াছে। যাহা হোক আমি তোমাদের এই ব্যবহারে উত্তম ধৈর্যধারণ করিব যাবৎ না আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহে এই বিপদ হইতে আমাকে মুক্ত করেন। وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ তোমরা যে মিথ্যা ব্যাপারটি সাজাইয়াছ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলই সে ব্যাপারে সাহায্যকারী। ইমাম সাওরী (র) সিমাক (র)....হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যে তাহাকে যদি বাঘে খাইত তাহা হইলে তাহার জামাও ছিঁড়িয়া ফেলিত। ইমাম শা'বী হাসান এবং কাতাদাহ্ (র) অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয় এমন ধৈর্যকে যাহাতে কেহ অস্থির ও বিচলিত হয় না। হুশাইম (র) হাব্বান ইবনে আবূ হাবলা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, صَبْرٌ جَمِيْلٌ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যে ধৈর্যে কোন অভিযোগ থাকে না তাহাকে صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয়। হাদীসটি মুরসাল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইমাম সাওরী (র) তাহার কোন সাথী হইতে বর্ণনা করেন তিনটি জিনিস একত্রিত হইলে তাহাকে ধৈর্য (صَبْرٌ) বলা হয় তোমার বিপদ কাহার নিকট বর্ণনা করিবে না স্বীয় অন্তরের বেদনা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না এবং সাথে সাথে নিজেকে নির্দোষ মনে করিবে না। ইমাম বুখারী (র) এখানে হযরত আয়েশা (রা) এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে ঘটনায় তাঁহার প্রতি অপবাদ লাগান হইয়াছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন আল্লাহ্র কসম, আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঠিক তদ্রূপ যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলিয়াছিলেন,

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অর্থাৎ এখন তো ধৈর্যধারণ করাই উত্তম আর তোমাদের ঐ সমস্ত মনগড়া কথার জন্য এক মাত্র আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে।

(١٩) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٠) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۝

১৯. এক যাত্রীদল অসিল, উহারা উহাদিগের পানিসংগ্রাহককে প্রেরণ করিল, সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল 'কী সুখবর! এ সে এক কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

২০. এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্য-মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করিবার পর তাহার সহিত কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন 'আইয়াশ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) সেই অন্ধকার কূপে তিন দিন অবস্থান করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার পর কূপের পার্শ্বেই তাহারা সারাদিন বসিয়া থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) কি করেন কিংবা তাহার সহিত কি কি ঘটনা ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তথায় একটি কাফেলা পাঠাইয়া দেন তাহারা তাহাদের ভিস্তিকে পানির জন্য পাঠাইল। সে যখন কূপের নিকট আসিল এবং তাহার ডোল কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহার রশি মযবুত করিয়া ধরিয়া বসিল এবং পানির পরিবর্তে তিনিই বাহিরে আসিলেন। ভিস্তি তাহাকে দেখিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠল। وَقَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ কেহ কেহ এখানে يَابُشْرَاى পড়িয়াছেন। সুদ্দী বলেন, بُشْرَى (বুশরা) এক ব্যক্তির নাম; ভিস্তি তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াই চিৎকার করিয়াছিল। কিন্তু সুদ্দীর এই কথা গরীব (غَرِيْبٌ) এই কিরাত অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা আর কেহ দান করেন নাই। উপরোক্ত কিরাত অনুসারে পূর্বের ব্যাখ্যাও হইতে পারে। ভিস্তি يَاىِ مُتَكَلِّمٌ-এর প্রতি شُتْرَى কে اِضَافَتْ (সম্বন্ধিত) করিয়া এবং يَا কে ফেলিয়া দিয়াছে যেমন বলা হইয়া থাকে يَانَفْسِ اِصْبِرِىْ এবং يَاغُلَامُ اَقْبَلْ আসলে ছিল يَانَفْسِىْ ও يَا غُلَامِىْ পরে يَا কে ফেলিয়া দেয়া হইয়াছে يَابُشْرَى এর কিরাত ইহার সমর্থন করে। يَا কে ফেলিয়া দিয়া যের ও পেশ উভয়টি দেওয়া জায়েয আছে।

قَوْلُهٗ وَ اَبْشَرُوْهُ بِضَاعَةً কাফেলার যে সমস্ত লোক হযরত ইউসুফ (আ)-কে পাইয়াছিল তাহারা তাহাকে পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল। যেন কাফেলার অবশিষ্ট লোক তাহার অংশিদারিত্বের দাবী না করিয়া বসে। তাহারা কাফেলার অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইল যে তাহারা ছেলেটিকে কূপের নিকটের লোকদের নিকট হইতে খরীদ করিয়াছে। মুজাহিদ সুদ্দী ও ইবনে জরীর (রা) এই তাফসীর করিয়াছেন। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ তাফসীর বর্ণনা

করিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহার অবস্থা লুকাইয়া ছিল অর্থাৎ তাহাদের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। আর ইউসুফ (আ)ও নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন যেন তাহার ভাইরা তাহাকে হত্যা না করিয়া দেয়। এবং তিনি বিক্রি হইয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিলেন। ভিস্তি চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা অতি সামান্য মূল্যেই তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ) ভ্রাতাগণ ও তাহার খরীদদাররা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের গোপন ভেদ প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু এক বিরাট রহস্যের কারণে তিনি এমন করেন নাই। ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই তিনি ঘটিতে দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা নবী করীম (সা)-কেও এক প্রকার সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, আপনার বংশীয় লোকেরা আপনাকে যে দুঃখ কষ্ট দিতেছে তাহা আমি দেখিতেছি আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি কিন্তু তাহা আমি করিতেছি না। কারণ আমার সমস্ত কাজই রহস্যপূর্ণ। আমি তাহদিগকে ঢিল দিতেছি। সময় আসিলেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আপনাকেই বিজয়ী করিব যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহার ভাইদের উপর বিজয়ী করিয়াছিলাম। قَوْلُهٗ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। মুজাহিদ ও ইকরামাহ্ (র) বলেন, بَخْسٍ শব্দের অর্থ হইল অসম্পূর্ণ ও অল্প যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا অর্থাৎ—ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিল (সূরা জ্বিন ২)। তাহাদের ইহাতে কোন লোভই ছিলনা। এমনকি যদি কাফেলার লোকেরা তাহাকে বিনা মূল্যেই চাহিত তাহা হইলে বিনামূল্যেই তাহারা বিক্রয় করিয়া দিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) বলেন, شَرَوْهُ এর সর্বনামটি ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতি ফিরিয়াছে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, সর্বনামটি سَيَّارَةٌ (কাফেলা) এর দিকে ফিরিয়াছে কিন্তু প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ এর দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকেই বুঝান হইয়াছে কাফেলার লোকদিগকে নয়। কারণ কাফেলার লোকেরা তো তাহাকে পাইয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যবসার পণ্য হিসাবে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল যদি তাহাদের ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অনিহা থাকিত তাহা হইলে তাহাকে ক্রয় করিত না। অতএব এখানে شَرَوْهُ-এর সর্বনাম (ضَمِيْر) টি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই কথারই প্রাধান্য

হইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, بَخْسٍ-এর অর্থ হারাম। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ যুলুম। কিন্তু যদিও শব্দের অর্থ ইহা হইতে পারে কিন্তু এখানে এই অর্থ বুঝান হয় নাই। কারণ ইউসুফ (আ)-এর বিক্রয়মূল্য চাই বেশী হোক চাই কম সর্বাবস্থায় উহা হারাম যাহা সকলেই জানিত। কারণ তিনি ছিলেন একজন নবী যাহার পিতা দাদা ও দাদার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)ও নবী ছিলেন অতএব তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। যাহার দাদা ও দাদার পিতাও অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন। অতএব এখানে بَخْسٍ অর্থ- হারাম নয় বরং ইহার অর্থ, অতি সামান্য মূল্য। অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ভ্রাতাকে বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহাও অতি সামান্য মূল্যে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ হযরত ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহারা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নূন আল বাকালী, সুদ্দী, কাতাদাহ্, আতীয়্যাহ্, আল আওফী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আতীয়্যাহ (র) বলেন, তাহারা দুই দিরহাম করিয়া পরস্পরে বন্টন করিয়া লইয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, চব্বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমাহ্ (র) বলেন চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে। وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ-এর তাফসীর প্রসংগে যাহহাক্ (র) বলেন, তাহারা এইকথা জানিত না যে হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র নবী, কাজেই তাহারা এই সমস্ত কর্মকান্ড করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-কে তাহারা বিক্রয় করিবার পর কাফেলার পিছনে পিছনে ছুটিল এবং তাহাদিগকে বলিল, দেখ এই গোলামটির কিন্তু পলায়ন করিবার অভ্যাস আছে। অতএব তোমরা ইহাকে খুব মযবুত করিয়া বাধিয়া লইবে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বাধিয়া রাখিল যাবৎ না তাহা মিসর লইয়া পৌছল। মিসরে পৌছাবার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিল, যে ব্যক্তি আমাকে খরীদ করিবে সে সুখী হইবে। অতঃপর মিসরের আযীয তাহাকে ক্রয় করিলেন তিনি একজন মুসলমান ছিলেন।

(٢١) وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ؗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٢٢) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

২১. মিসরের যে ব্যক্তি উহাকে ক্রয় করিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদিগের উপকারে

আসিবে। অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আল্লাহ্ তাহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মিসরের যে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরে তাহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহার নূরানী চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে তাহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। অতএব সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল, اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا তিনি মিসরের উজীর ছিলেন যাহার উপাধি ছিল আযীয। তাহার নাম ছিল কিৎফীর (قطفير)। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন (اطفير) ইৎফীর ইবন রুহীব নাম ছিল। তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। মিসরের সম্রাট ছিলেন তখন রাইয়ান ইবনে অলীদ। তিনি আমালেকা গোত্রীয় ছিলেন। আযীযের স্ত্রীর নাম ছিল রায়াল বিনতে রা'আবীল। কেহ কেহ যুলায়খা বলেও উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবনে জারিব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম ছিল মালেক ইবনে যুউর ইবনে করীব ইবনে আনাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে ইবরাহীম। আবূ ইস্হাক (র) আবূ 'আবীদাহ্ (র) হইতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বাধিক দুরদর্শী ছিলেন তিন ব্যক্তি (১) মিসরের আযীয- যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং সাথে সাথেই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে সম্মান ও যত্ন সহকারে রাখ। (২) যে মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-কে একবার দেখিয়াই তাহার পিতাকে বলিয়াছিল يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ হে আব্বা! আপনি তাহাকে মজদুর হিসাবে গ্রহণ করুন। (৩) আর হযরত আবূ বকর (রা) যখন তিনি হযরত ওমর (রা)-কে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ অর্থাৎ যেমন হযরত ইউসুফ-কে তাহার ভাইদের পাঞ্জা হইতে মুক্তি দান করিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি অনুরূপভাবে তাহাকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। قَوْلُهٗ وَلِنُعَلِّمَهٗ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ হযরত মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন, تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ দ্বারা স্বপ্নের তাবীর বুঝান

হইয়াছেন। وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ আল্লাহ্ তা'আলা সকলের ওপর বিজয়ী তিনি যাহা ইচ্ছা করেন। তাহার বিরোধীতা ও প্রতিবাদ করার শক্তি কাহারও নাই। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন । অধিকাংশ লোক তাহার কার্যাবলী ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্ক অজ্ঞাত। قَوْلُهٗ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ, যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর জ্ঞান বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইল এবং শরীর ও পূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট হইল اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا তখন তাহাকে আমি নবুয়ত দান করিলাম এবং তাহাকে অন্যান্য সমস্ত লোকের মধ্যে তাহাকেই নির্বাচন করিলাম। وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আর আমি অনুরূপভাবেই সৎলোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। হযরত ইউসুফ (আ) তাহার কর্মকান্ডে সৎ ছিলেন। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। হযরত ইউসুফ (আ) কত দিনে তাহার পরিণত বয়সে উপনিত হইয়াছিলেন সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন তেত্রিশ বছর। হযরত ইবনে আব্বাস, (রা) হইতে অন্য এক রেওয়ায়েতে ত্রিশ বছর হইতে কিছু অধিক বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, বিশ বছর হাসান (র) বলেন, চল্লিশ বছর। হযরত ইকরিমাহ্ (র) বলেন, পঁচিশ বছর। সুদ্দী (র) বলেন, ত্রিশ বছর। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, আঠার বছর। ইমাম মালেক, রবীআহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও শা'বী (র) বলেন, اَشُدَّ শব্দের অর্থ, সহনশীল। ইহাছাড়া আরো মতামত রহিয়াছে।

(٢٣) وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৩. সে যে স্ত্রীলাকের গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, আইস, সে বলিল, আমি আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি, তিনি আমার প্রভু তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকিতে দিয়াছেন সীমা-লংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ মিসরের আযীয যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় সন্তানের ন্যায় তাহাকে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীকেও বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহাকে যেন অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখা হয়। কিন্তু মহিলাটি ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কার্য চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আহ্বান করিল। বস্তুতঃ সে তাহার রূপে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া

তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। মহিলাটি নিজে খুব সজ্জিতা হইয়াই নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাকে هَيْتَ لَكَ বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) অতি কঠোরভাবে তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, مَعَاذَاللّٰهُ اِنَّهُ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ আমি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তোমার স্বামী আমার মুনীব তিনি আমার বসবাসের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। رَبٌ শব্দের অর্থ সরদার বা মুনীব আরবের লোকেরা এ শব্দটি সরদার অর্থের জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে اِنَّهُ لَايُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ। মনে রাখিবে যালেম লোকেরা কখনো সফল হইতে পারে না। قَوْلُهٗ هَيْتَ لَكَ এই আয়াতের কিরাত প্রসংগে তাফসীরকারদের একাধিক মতামত আছে। অধিকাংশের মতে هَا যবর দিয়া ও يَا-কে সাকিন দিয়া এবং تَا যবর দিয়া পড়িতে হয়। মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, উক্ত মহিলাটি ইউসুফ (আ)-কে তাহার দিকে আহ্বান করিতেছে। আলী ইবনে আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন هَيْتَ শব্দটি هَلُمَّ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিরবিন, হুবাইশ, ইকরিমাহ্ হাসান এবং কাতাদাহ্ অনুরূপ মত পোষণ করেন।

আমর ইবনে উতবা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন শব্দটি সুরিয়ানী, অর্থ হইল عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমার প্রতি জরুরী। সুদ্দী (র) বলেন শব্দটি কিবতী ভাষার একটি শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা একটি অপরিচিত শব্দ। ইহা দ্বারা আহ্বান করা হয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইকরিমাহ (র) বলেন, هَيْتَ لَكَ হাওরানী ভাষা যাহার অর্থ هَلُمَّ لَكَ বুখারী (র) ইহাকে মুয়াল্লাকরূপে বলিয়াছেন কিন্তু আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (র) বলেন, আহমদ ইবন সাহ্ল আল ওয়াসেতী (র)....ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদ করা দাস ইকরিমাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন هَيْتَ لَكَ অর্থ هَلُمَّ لَكَ বস্তুতঃ শব্দটি হাওরানী। আবূ 'উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (রা) বলেন, ইমাম কাসায়ী هَيْتَ لَكَ এই কিরা'আতকে ভালবাসতেন এবং বলতেন ইহা হাওরানবাসীদের ভাষা যাহার অর্থ হইল تَعَالَ অর্থাৎ 'আস।' আবূ উবাইদ বলেন, আমি হাওরানের অধিবাসীদের একজন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ইহা তাহাদের ভাষা। ইমাম ইবনে জরীর (র) তাহার মতের সমর্থনে কবির এই কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করেন।

اَبْلِغْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنُ + نَيْنَ اَدْى الْعِرَقِىْ اِذَاحَيْتَنَا
اِنَّ الْعِرَقِىْ وَاَهْلَهٗ + عَنَقٌ اِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا

কবির উক্ত কবিতার মধ্যে هَيْتَ শব্দের অর্থ হইল, আস অবশ্য কেহ কেহ هِئْتُ ও পড়িয়া থাকেন অর্থাৎ هَا ও ء কে যের দিয়া এবং تُ কে পেশ দিয়া পড়িয়া থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ আবদুর রহমান সুলামী আবূ ওয়ায়েল ইকরিমাহ্ ও কাতাদাহ্ (র) এইরূপ পড়িয়াছেন তখন অর্থ হইবে, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ 'আমর ও কাসায়ী (র) এই কিরাতকে অস্বীকার করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক هَيْتِ পড়িতেন অর্থাৎ هَا কে যবর দিয়া ও تَا কে যের দিয়া পড়িতেন। ইহা একটি অপ্রচলিত কিরাত আর অন্যান্য কারীগণ বিশেষতঃ মদীনার অধিকাংশ লোক هَا কে যবর ও -تَا কে পেশ দিয়া পড়েন অর্থাৎ هَيْتُ যেমন কবি বলেন,

لَيْسَ قَوْمِي بِالْاَبْعَدِيْنَ اِذَامَا + قَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيْرَةِ هَيْتُ

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, সাওরী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কারীদের কিরাত সমস্তই একটি অন্যটির নিকটবর্তী অতএব তোমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্রূপ পড়। অবশ্য পারস্পরিক বিবাদ ও নিন্দাবাদ হইতে বিরত থাকিবে। এখানে هَيْتُ শব্দের অর্থ, "আস" যেমন তোমরা বলিয়া থাক تَعَالَ هَلُمَّ অর্থাৎ আস। প্রশ্ন করা হইল হে আবূ আবদুর রহমান! কিছু লোক ইহাকে هِيْتُ পড়েন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলিলেন, যেমন তুমি শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্রূপ পড়াই আমার নিকট পছন্দনীয়। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে অকী (র)....বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আবূ ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) ইহাকে هَيْتُ لَكَ পড়েন তখন মাসরূক (র) বলিলেন, কিছু লোক ইহাকে هَيْتُ لَكَ পড়েন তখন তিনি বলিলেন যেমন আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি তদ্রূপ পড়াই আমি পছন্দ করি। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র).... ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, هَيْتُ এর মধ্যে هَا ও تَا একে যবর দিয়া পড়িবে। আবার অন্যান্য কারীগণ هَا কে যবর يَا কে সাকিন ও تَا কে পেশ দিয়া পড়েন। আবূ উবাইদ মা'মার ইবনে মুসান্না বলেন, هَيْتُ শব্দটি দ্বিবচন ও বহুবচন হয়না অনুরূপভাবে ইহার স্ত্রীলিঙ্গও হয় না বরং একই শব্দ দ্বারা সকলকেই সম্বোধন করা হয়। অতএব এইরূপ বলা হইয়া থাকে هَيْتُ - هَيْتُ لَكُمْ هَيْتُ لَهُنَّ এবং هَيْتُ لَكِنَّ - هَيْتَ لَكَ - لَكُمَا

(٢٤) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

২৪. সেই রমণীতো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। তাহাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক মতামত বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং আরো অনেক হইতে সেই ব্যাখ্যাই বর্ণিত যাহা হযরত ইবনে জারীর (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা বাগভী বলেন, মহিলার প্রতি হযরত ইউসুফ (আ)-এর আকৃষ্ট হওয়া এর অর্থ- হইল তাহার অন্তরে মহিলাটির সামান্য চিন্তা আসা তাহার প্রতি প্রবল কোন আকর্ষণ নয়। অতঃপর আল্লামা বাগভী 'আবদুর রায্যাক' এর হাদীস পেশ করেন, তিনি মা'মার হইতে তিনি হাম্মাম হইতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন আমার কোন বান্দা কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে তখন তাহার একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। যদি ইচ্ছানুসারে কাজ করে তবে দশ নেকী লিপিবদ্ধ করিবে। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া পরে উহা না করে তার একটি নেকী লিখিবে। কারণ সে আমার কারণেই খারাপ কাজ ত্যাগ করিয়াছে আর যদি সেই খারাপ কাজ করেই ফেলে তবে তাহার একটি গুনাহ লিখিবে।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে। এক বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ (আ) মহিলাটিকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাহাকে স্ত্রী হিসাবে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যদি আল্লাহ্র নিদর্শন না দেখিতেন তবে তিনি মহিলার প্রতি অসৎকর্মের ইচ্ছা করিতেন কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহ্র নিদর্শন দেখিয়াছিলেন সুতরাং অসৎ কর্মের তিনি ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু এই মতটি আরবী ভাষা শাস্ত্রের দিক হইতে ঠিক নহে। ইমাম ইবনে জরীর ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইউসুফ (আ) কি দলীল দেখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হাসান, কাতাদাহ্, আবূ সালেহ, যাহ্হাক, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে

কিরাম বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তখন তাহার আব্বার ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। যিনি মুখের মধ্যে আঙ্গুলী দিয়া দন্ডায়মান ছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর তিনি ইউসুফ (আ)-এর বুকে হাত মারিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ এর মনীবের ছবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইউসুফ (আ)-এর সম্মুখে তাহার মনিব কিৎফীর ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

ইব্নে জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ঘরের ছাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি উত্থাপন করিলে তিনি তথায় لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا আয়াতটি দেখিতে পাইলেন। আবূ মা'মার আল মাদনী ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহ্ব বলেন, নাফে ইবনে ইয়াযীদ (র) কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। ইউসুফ (আ) যে নিদর্শন দেখিয়াছিলেন তাহা হইল তিনটি আয়াত (১) اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ তোমাদের ওপর ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা তোমাদের কর্মকান্ড দেখাশুনা করেন। (২) وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ তুমি যে কোন অবস্থায় থাকনা কেন আল্লাহ্ তোমার সাথেই আছেন। (৩) اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের প্রত্যেক আমালের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। নাফে (র) বলেন, আবূ হেলালকেও কুরাযীর ন্যায় বলিতে শুনিয়াছি এবং তিনি একটি চতুর্থ আয়াত বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা হইল وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, প্রাচীরের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত লিখিত দেখিয়াছিলেন। ইমাম ইবনে জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, তিনি একটি নিদর্শন দেখিয়াছিলেন যাহা তাহাকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। আর সম্ভবতঃ উহা ইয়াকূব (আ)-এর ছবি ছিল। আর কোন ফিরিশ্‌তার আকৃতিও হইতে পারে। ইহা ছাড়া কিতাবের কোন আয়াতও হইতে পারে। অবশ্য উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্টভাবে বলার জন্য কোন নিশ্চিত দলীল নাই। অতএব নির্দিষ্টভাবে কোন একটিকে নিদর্শন হিসাবে মন্তব্য না করাই সঠিক মত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও নির্দিষ্ট কোন নিদর্শনের উল্লেখ করেন নাই।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ অর্থাৎ যেমন আমি তাহাকে নিদর্শন দেখাইয়া অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি অনুরূপভাবে অন্যান্য কাজেও তাহাকে আমি সাহায্য করিয়া থাকি এবং অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখি। اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ। বস্তুতঃ তিনি আমার প্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(٢٥) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(٢٦) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ○

(٢٧) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ○

(٢٨) فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ○

(٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِـِٔينَ ○

২৫. উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাঁহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হইতে পারে।

২৬. ইউসুফ বলিল, সেই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

২৭. আর উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।

২৮. গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামাটি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন বলিল ইহা তোমাদের নারীদিগের ছলনা, ভীষণ তোমাদিগের ছলনা।

২৯. হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষ কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই অপরাধী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) মহিলাটি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দরজার দিকে ছুটিয়াছিলেন।

মেয়েলোকটিও তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দরজার দিকে ছুটিল। পেছন দিক হইতেই তাহার জামা ধরিয়া ফেলিল। জামা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে ইউসুফ (আ)ও পূর্ণ শক্তি দিয়া দৌড়তে চেষ্টা করিলেন এবং তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। এই টানাটানিতেই তাহার জামা ছিঁড়িয়া গেল। এই অবস্থায় উভয়ই দরজার কাছে পৌঁছাইয়া গেল এবং হঠাৎ মহিলার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তাহাকে দেখিতেই মহিলাটি ষড়যন্ত্রমূলক পথ আবিষ্কার করিল এবং সাথে সাথেই সমস্ত দোষ হযরত ইউসুফ (আ)-এর উপর চাপাইয়া দিল। সে বলিল مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءً যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সহিত কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তাহার শাস্তি ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ। তাহাকে বন্দী করা হউক, নয় তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হউক। হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার ইজ্জত বিপন্ন হইবার আশংকা করিলেন তখন তিনি তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তব বর্ণনা বলিয়া দিলেন তিনি বলিলেন هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَفْسِىْ সেই আমাকে তাহার উদ্দেশ্য চারিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে এমনকি সে আমার পিছনে ছুটিয়াছিল এবং আমার জামা টানিয়া ধরিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ এবং তাহার পরিবারের এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফ (আ)-এর জামা সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়িয়া থাকে তবে মহিলাই তাহার কথায় সত্যবাদী অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মহিলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং মহিলা তাহা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে সম্মুখ দিক হইতে ধাক্কা দিয়াছিল তখন তাহার জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অতএব, মহিলার কথাই সত্য وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ لَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ যদি ইউসুফ (আ)-এর জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়িয়া গিয়া থাকে তবে মহিলাটিই মিথ্যাবাদী। আর তিনি সত্যবাদী। কারণ তিনি যখন তাহার নিকট হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলেন তখন মহিলাটি পিছনের দিক হইতে তাহার জামা ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল এই সময়ই তাহার জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে সাক্ষ্যদাতা কি ছোট কোন বাচ্চা ছিল না কোন বয়সী লোক ছিল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইসরাঈল (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا- ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন দাড়ী বিশিষ্ট লোক ছিল। সাওরী (র) জাবের (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,

সাক্ষ্যদাতা বাদশার একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ্, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইসহাক (র) ও অন্যান্যরা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন বয়সী লোক ছিল। যায়দ ইবনে আসলাম ও সুদ্দী (র) বলেন লোকটি মহিলাটির চাচাত ভাই ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকটি বাদশার একজন নিজস্ব লোক ছিল। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুলায়খা বাদশা রাইয়ান ইবনে অলীদের ভাগ্নী ছিল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا-এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, সাক্ষ্যদাতা ক্রোড়ের একটা ছোট শিশু ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হেযায ইবন ইয়াসাফ, হাসান, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক ইবন সুবাহিম (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একটি ছোট শিশু ছিল। ইবনে জরীর এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জারীর (র) বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে চার ব্যক্তি শিশু কালেই কথা বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষ্যদাতা তাহাদেরই একজন। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ (র)....ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, চার ব্যক্তি শিশুকাকেই কথা বলিয়াছে— ইবনে মাশেতাহ বিনতে ফিরআউন, ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষী জুরাইজ এর ঘটনায় এক সাথী ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন উহা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল কোন মানুষ ছিল না। কিন্তু তাহার এ মন্তব্যটি গরীব।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ অর্থাৎ মহিলাটির স্বামীর নিকট যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর সত্যতা এবং তাহার স্ত্রীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হইল তখন তিনি বলিলেন إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ। এই যুবকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও তাহাকে বে-ইয্যত করা তোমাদেরই ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নহে। إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ। নিসন্দেহে তোমাদের ষড়যন্ত্র বড়ই গুরুতর। অতঃপর তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই বিষয়টি গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন। يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ইউসুফ! তুমি বিষয়টি এড়াইয়া যাও এবং ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, আসল অপরাধী তুমিই অতএব তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। লোকটি নরম প্রকৃতির ছিলেন কিংবা তাহার স্ত্রী মাযুর মনে করিয়াছিলেন, কারণ তাহার স্ত্রী যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছিল তাহার প্রতি ধৈর্য-ধারণ করা সম্ভব ছিল না এই কারণেই তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি এই যুবকের সহিত যে কুমতলব পোষণ করিয়া ছিলে তাহা হইতে তওবা কর প্রকৃত অপরাধীণী তুমিই ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ নিষ্পাপ।

(٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً
وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا
رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۗ
اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

(٣٢) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۗ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ
الصّٰغِرِيْنَ ۝

(٣٣) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

(٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩০. নগরে কতিপয় নারী বলিল, আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিতেছে যে প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে

৩১. স্ত্রীলোকটি যখন উহাদিগের ষড়যন্ত্রের যথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। উহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদিগের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফ-কে বলিল উহাদিগের সম্মুখে বাহির হও, অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইল এবং নিজ দিগের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মহাত্মা, এ তো মানুষ নহে, এতো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা।

৩২. সে বলিল, এই যে, যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে। আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি, সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং হীনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৩. ইউসুফ বলিল, হে আমার প্রতিপালক এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদিগের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

৩৪. অতঃপর তাঁহার প্রতিপালক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাঁহাকে উহাদিগের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) ও আযীযের স্ত্রীর সংবাদ শহরে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং মানুষের মধ্যে উহার চর্চা হইতে লাগিল। وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ আর শহরের আমীর উমারাগণের স্ত্রীগণ আযীযের স্ত্রীর আচরণকে অত্যন্ত জঘন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল اِمْرَاَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا আযীযের স্ত্রী তাহার গোলামের নিকট কুমতলব হাসিলের চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا তাহার প্রেম অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, شَغَافُ অন্তরের পর্দাকে বলা হয় আর شَغَفُ বলা হয় হত্যাকারী প্রেমকে اِنَّا لَنَرَاهَا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ইউসুফের মহব্বতের ব্যাপারে তাহার আচরণকে আমরা স্পষ্ট ভ্রান্তি ধরিয়া মনে করিতেছি।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ অতঃপর আযীযের স্ত্রী তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক অপবাদ শুনিতে পাইল তখন তাহাদিগকে সে আমন্ত্রণ করিল। শহরের মেয়েরা তাহার সম্পর্কে বলিতে লাগিল, ইউসুফের প্রেম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মেয়েদের নিকট যখন ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্যের কথা পৌঁছল তখন তাহাদের অন্তরে তাহাকে দেখিবার বাসনা জন্ম নিল অতএব তাহারা আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে এইরূপ কথা বলিতে শুরু করিল, যেন এইভাবে তাহারা তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন আযীযের স্ত্রী তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিল যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ অর্থাৎ সে তাহাদিগকে তাহার ঘরে ভোজের জন্য দাওআত দিল وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاءً আর তাহাদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিল। হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, مُتَّكَاءً অর্থ- মজলিস যেখানে বিছানা, বালিশ থাকিবে এবং খাদ্যদ্রব্য ও চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার জন্য লেবু রাখা হয়। وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا আর তাহাদের প্রত্যেককে সে একটি চাকু দিল। আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে ইহা ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ আর ইউসুফ (আ) যাহাকে অন্য একটি ঘরে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে তাহাদের সম্মুখে হাযির হইবার জন্য নির্দেশ দিল। فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা তাহাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহার রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া তাহারা এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, লেবু কাটিতে গিয়া তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিল। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ছুরিটি নিক্ষেপ করিয়া দিল। অনেক তাফসীরকারের মতে আযীযের স্ত্রী শহরের আমন্ত্রিত মেয়েরা যখন তাহাদের পানাহার শেষ করিয়াছিল তখন তাহাদের সম্মুখে লেবু রাখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি ছুরি দিল এবং তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি ইউসুফকে দেখিতে চাও। তাহারা সকলেই বলিল, হাঁ, অতঃপর হযরত ইউসুফকে ডাকিয়া আনা হইল, তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল, অতঃপর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল, যেন তাহাকে সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়াই দেখা সম্ভব হয়। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গেলেন তখন উপস্থিত মেয়েরা লেবুর পরিবর্তে হাত কাটিয়া বসিল। অথচ তখন ব্যাথার অনুভূতি তাহাদের হইল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা হাতের ব্যাথা অনুভব করিল। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, তোমরা একবার দেখিয়াই এই কান্ড করিয়াছ এখন তোমরাই বল আমার অবস্থা কি হইতে পারে

فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا الخ তখন তাহারা বলিল, "আল্লাহ্‌র কসম, এ কোন মানুষ নহে বরং এ তো একজন সম্মানিত ফিরিশতা।" অর্থাৎ আমরা ইউসুফ (আ)-এর যে রূপ-সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রেক্ষিতে আমরা তোমার কোন দোষ ধরিতে পারি না। তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় অত সুন্দর মানুষ কখনো দেখিতে পায় নাই এমন কি তাহার কাছাকাছি সুন্দরও কোন লোক দেখিতে পায় নাই। কারণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য-দান করা হইয়াছিল। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মি'রাজের ঘটনাকালে হযরত মুহাম্মদ (সা) তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি বলেন তখন আমি দেখিলাম হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। হাম্মাদ, ইবনে সালামা (র) সাবেত হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁহার মাতাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁহার মাতাকে সমস্ত সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হইয়াছিল। আবূ ইসহাক (র) আবুল আওয়াস (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন

মসউদ হইতে আরো বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। যখন কোন মেয়েলোক তাহার নিকট আসত তখন তিনি স্বীয় চেহারা ঢাকিয়া ফেলিতেন। কারণ তিনি আশংকা করিতেন যে সে মেয়েলোক তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। হযরত হাসান বসরী, মুরসালরূপে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে দান করা হইয়াছিল আর দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল সমগ্র বিশ্ববাবাসীকে। অথবা তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করা হইয়াছে, এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য। সুফিয়ান (র)....রবীআহ আলজারশী (র) হইতে বর্ণনা করেন, সৌন্দর্য দুই ভাগ করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতা হযরত সারাহকে অর্ধেক দান করা হইয়াছে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক সমস্ত মখলূকের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। ইমাম আবুল কাসিম সুহাইলী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল হযরত ইউসুফ (আ) হযরত আদম (আ) এর সৌন্দর্যের অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম আকৃতি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার সন্তানদের মধ্যে তাহার ন্যায় সৌন্দর্যের অধিকারী আর কেহ ছিল না। এবং ইউসুফ (আ)-কে তাহার সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হইয়াছিল। এ কারণেই শহরের মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا

মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, حَاشَ لِلّٰهِ এখানে مَعَاذَ اللّٰهِ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে কিরাত এইরূপ পড়িয়াছেন مَا هٰذَا بِشِرًى অর্থাৎ এইরূপ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নহেন اِنْ هٰذَا اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ অবশ্যই এ কোন সম্মানিত ফিরিশ্তা। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ এই হইল "সেই যুবক যাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে নিন্দা করিয়াছ।" এই কথা বলিয়া সে শহরের মেয়েদের নিকট তাহার প্রেমের ব্যাপারে ওযর পেশ করিতেছিল। কারণ তাহার ন্যায় রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতি প্রেম হওয়াটাই স্বাভাবিক। لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ অর্থাৎ আমি তাহার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়া তাহাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছি কিন্তু সে তাহা হইতে বিরত রহিয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শহরের মেয়েরা যখন তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইল তখন আযীযের স্ত্রী তাহার চরিত্র সম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিয়া যাহা পূর্বে তাহাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিল আর তাহা হইল তাহার চরিত্রের পবিত্রতা। অতঃপর আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ধমক দেওয়ার

উদ্দেশ্যে বলিল لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا الخ আমি তাহাকে যে নির্দেশ দান করিয়াছি যদি সে তাহা পালন না করে তবে তাহাকে অবশ্যই বন্দী করা হইবে আর অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হইবে। তখন ইউসুফ (আ) তাহাদের ষড়যন্ত্র ও অকল্যাণ হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন- رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ - অর্থাৎ—হে আমার প্রতিপালক। যেই অশ্লীলতার প্রতি তাহারা আমাকে আহ্বান করিতেছে তাহার তুলনায় কয়েদী হওয়াই আমার পক্ষে উত্তম।

وَاِنْ لَّمْ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ অর্থাৎ যদি আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যাস্ত করিয়া দেন তবে ঐ অশ্লীলতা হইতে বাঁচিবার আমার কোন শক্তি নাই কারণ আমি তো আপনার সাহায্য ব্যতিত কোন উপকার ও অপকার করিতে সক্ষম নই। একমাত্র আপনিই সাহায্যদাতা এবং আপনার প্রতি আমার ভরসা। অতএব হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যস্ত করিবেন না। فَاسْتَجَابَ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিলেন। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাঁচাইয়া নিলেন এবং তিনি কঠোরভাবে উহা হইতে বিরত থাকিলেন এবং বন্দী হওয়াকেই পছন্দ করিলেন। ইহা ছিল ইউসুফ (আ)-এর চরম কামেল হওয়ার প্রমাণ। একদিকে তিনি ছিলেন অসীম সৌন্দর্যের অধিকারী যুবক অপরদিকে মহিলাটিও অতি রূপবতী ও ধনসম্পদে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মিসরের আযীযের পত্নী এই অবস্থায় কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও সওয়াবের আশায় অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিয়া বন্দী হওয়াকে পছন্দ করা তাহার চরম সাধনার প্রমাণ।

এই কারণেই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে; সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে দিনে তাঁহার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবেন না , (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকিয়া যৌবন অতিক্রম করিয়াছে (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সহিত বাধা (৪) যে দুই ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে ভালবাসে তাহাদের মিলন ও তাহাদের বিচ্ছেদ এই একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। (৫) যে ব্যক্তি এত গোপন সদকা করে যে ডান হাত সদকা করিলে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। (৬) যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণী তাহার সহিত কুমতলব পোষণ করিয়া আহ্বান করে অতঃপর সে তাহার জওয়াবে এই কথা বলে আমি তো আল্লাহ্কে ভয় করি (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়া তাহার অশ্রু প্রবাহিত করে।

(٣٥) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۟

৩৫. নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইল তাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইবার পরও তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখাই সমীচীন মনে করিল। খুব সম্ভব তাহারা এই পথ এই উদ্দেশ্যেই অবলম্বন করিয়াছিল, যেন তাহারা জনমনে এই ধারণা দিতে সফল হয় যে মিসরের আযীযের স্ত্রীর সহিত সে-ই কুমতলব পোষণ করিয়াছিল এবং এই কারণেই তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে।

এই কারণেই মিসরের সম্রাট যখন তাহাকে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠায়াছিলেন তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার করিলেন যাবৎ না তাহার পবিত্রতা স্পষ্টভাবে সকলের সম্মুখে প্রমাণিত হয়। যখন তাহার চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইল তখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন, তাহারা ইউসুফ (আ)-কে এই কারণেই বন্দী করিয়াছিলেন যেন মিসরের আযীযের স্ত্রীর চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়া সে লাঞ্ছিত না হয়।

(٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

৩৬. তাহার সহিত দুইজন যুবক কারগারে প্রবেশ করিল। উহাদিগের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি; এবং অপর জন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখি উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও। আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে দিন কারাগারে প্রেরণ করা হইল। সেদিন আরো দুইজন যুবককেও কারাগারে পাঠান হইল। কাতাদা (র) বলেন, তাহাদের একজন ছিল বাদশার মদ প্রস্তুতকারক আর অন্যজন হইল তাহার রুটি প্রস্তুতকারক। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন মদ প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুনদাহ আর রুটি প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুহলছ। সুদ্দী (র) বলেন, যুবকদ্বয়ের কারাগারে প্রেরিত হইবার

কারণ ছিল বাদশার খাবারে বিষ মিশ্রিত করিবার ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত ছিল বলিয়া বাদশা তাহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) ইতিমধ্যেই দানশীলতা, আমানত, সত্যতা, সদাচরণ ও অতিরিক্ত ইবাদত, স্বপ্নের তাবীর, কয়েদীর প্রতি সদ্ব্যবহার রোগীদের সেবা ও তাহাদের হক আদায় করেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। উল্লেখিত যুবকদ্বয় যখন কারাগারে প্রবেশ করিল তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিল। একদিন তাহারা বলিয়া বসিল আমরা তো আপনাকে খুব ভালবাসী। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে বরকত দান করুন। কিন্তু ব্যাপার হইল, যে ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসিয়াছে তাহার ভালবাসার কেবল আমার ক্ষতিই হইয়াছে আমার ফুফু আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন তাহার কারণে আমার ক্ষতি হইয়াছে। আমার আব্বা আমাকে ভালবাসিতেন। তাহার কারণেও আমি বিপর্যস্ত হইয়াছি। আর আযীযের স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ভালবাসিয়াছে। তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম আমরা তো কেবল ভালবাসিতেই পারি। অতঃপর তাহারা একদিন স্বপ্নে দেখিল। মদ প্রস্তুতকারক দেখিল সে আঙ্গুর হইতে রস বাহির করিতেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) اِنِّىْ اَرَانِىْ اَعْصِرُ عِنَبًا পড়িতেন। ইবনে আবূ হাতিম আহম্মদ ইবনে সিনান (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি এখানে اَعْصِرُعِنَبًا পড়িতেন। (আমি আঙ্গুরের রস বাহির করিতেছি)। যাহ্হাক (র) اِنِّىْ اَرَانِىْ اَعْصِرُ خَمْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন এখানে خَمْرًا অর্থ عِنَبًا অর্থাৎ আঙ্গুর। তিনি বলেন, আম্মানের লোকেরা আঙ্গুরকে خَمْرٌ বলে। ইকরিমাহ্ (র) বলেন যুবকটি হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, আমি আঙ্গুরের লতা লাগাইয়াছি এবং উহাতে আঙ্গুর ধরিয়াছে অতঃপর আঙ্গুর ছিঁড়িয়া উহার রস বাহির করিয়াছি এবং বাদশাকে উহা পান করিতে দিয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ বলিলেন তুমি তিন দিন পর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আবার বাদশাকে আঙ্গুরের মদ পান করাইবে। আর দ্বিতীয় যুবক বলিল, আমি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছি যে আমি রুটি বহন করিতেছি। আর পাখিরা উহা খাইতেছে। আপনি ইহার তাবীর বলিয়া দিন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা হইল তাহারা উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, অকী! ও ইবনে হুসাইদ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গীরা স্বপ্নে কিছুই দেখিতে পায় নাই এবং তাহারা ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়িয়া তাঁহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

(৩৭) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

(৩৮) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৩৭. ইউসুফ (আ) বলিল তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্ বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাহাদিগের মতবাদ বর্জন করিয়াছি।

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদিগের কাজ নহে। ইহা আমাদিগের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। কিন্তু মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার সাথীদ্বয়কে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তিনি বলেন আমি তোমাদের স্বপ্নের তাবীর জানি এবং যখনই তোমরা কোন স্বপ্ন দেখিবে উহার তাবীর সংঘটিত হইবার পূর্বেই আমি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا الخ। অর্থাৎ তোমাদিগকে যে খাবার দেওয়া হয় উহা আসিবার পূর্বেই আমি উহার তাবীর বলিয়া দিব। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত ইউসুফ (আ) কে একাকী থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। যখন আহারের সময় হইত কেবল তখনই তাহাকে অন্যের সহিত মিলিতে দেওয়া হইত এই কারণেই তিনি সাথীদ্বয়কে বলিয়া দিলেন, যখনই খাইবার সময় হইবে তখনই তোমাদিগকে তোমাদের খাবার আসিবার পূর্বেই ইহার তাবীর বলিয়া দিব।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে এই কথাও বলিলেন তাবীর করিবার এই জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলাই

আমাকে দান করিয়াছেন, কারণ আমি কাফিরদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। অতএব তাহারা কিয়ামতে সওয়াব ও শাস্তিরও কোন আশা করে না। وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ الخ আর আমি আমার পূর্ব পুরুষদের অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ করিয়াছি। অর্থাৎ "আমি কাফিরদের পথ ছাড়িয়া এই সমস্ত আম্বিয়া কিরামের পথ ধরিয়াছি।" এইরূপভাবে যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ ধরিয়াছে, আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করিয়াছে এবং ভ্রান্ত লোকদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরে হেদায়াতের নূর ভরিয়া দেন এবং তাহাকে জ্ঞান ভান্ডার দান করেন এবং শরীয়তের ইমাম বানাইয়া দেন, অতএব সে মানুষকে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান করে। مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নহে ইহা হইল আমাদের ওপর ও সাধারণ মানুষের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তাঁর কোন শরীক নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয়— তাওহীদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের সকলের পক্ষে আল্লাহ্র এক মহা অনুগ্রহ যাহার শিক্ষা তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র শুকুর করে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ইহাকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ হিসাবে স্বীকার করে না বরং তাহারা بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ الخ আল্লাহ্র নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জাতির সহিত ধ্বংসের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে সিনান (র)....ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত। তিনি দাদাকেও পিতার সমতুল্য করিতেন এবং তিনি বলিতেন আল্লাহ্র কসম, যাহার ইচ্ছা হয় আমি তাহার সহিত এই ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদের নিকট লিআন (لعان) করিতে প্রস্তুত। আল্লাহ্ তা'আলা দাদার উল্লেখ করেন নাই; তিনি হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে বলেন وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ এই আয়াতে পিতা ও দাদা সকলকেই পিতা বলেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(٣٩) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

(٤٠) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৯. হে কারা সংগীদ্বয়। ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?

৪০. তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত করিতেছ, যেই নাম তোমাদিগের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে, কেবল তাহার ব্যতিত, ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

তাফসীর ঃ অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) যুবকদ্বয়কে কেবল মাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন— আচ্ছা তোমরা বলতো দেখি ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ একাধিক বিভিন্ন প্রতিপালককে ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম না কেবল মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্কে ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন তাহারা সে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করিয়া থাকে আর যাহাদিগকে ইলাহ বলিয়া মান্য করে প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল তাহাদের মনগড়া নাম ছাড়া কিছুই নহে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে। مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই মনগড়া ইলাহের কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন সমস্ত হুকুম, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের অধিকারী কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, আর তিনি কেবল তাহারাই ইবাদতের জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন। ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ অর্থাৎ আমি যে তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি যে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি তাহাই হইল সঠিক ধর্ম যাহার অনুকরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার দলীল প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা উহা সম্পর্কে অবগত নহে। আর এই কারণেই অধিকাংশ লোক মুশরিক হইয়াছে وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঈমানের জন্য যদিও অত্যন্ত লোভ করেন কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বাদ দিয়া তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন কারণ তিনি জানিতেন স্বপ্নের তাবীর তাহাদের একজনের পক্ষে শুভ নহে অতএব তিনি তাহাদিগকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। যেন তাহারা পুনরায় ঐ প্রশ্ন না করে। কিন্তু তাহারা পুনরায় সেই একই প্রশ্ন করিল তখনও তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইবনে জুরাইজের এই বক্তব্য প্রশ্নের উর্ধ্বে নহে, কারণ হযরত ইউসুফ (আ) তো পূর্বেই

তাহাদিগকে স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিলেন। এখানে ঘটনা কেবল ইহাই ঘটিয়াছিল যে কারাগারের যুবকদ্বয় হযরত ইউসুফ (আ)-কে একজন সম্মানিত বুযুর্গ মনে করিয়া তাহার নিকট তাহাদের স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং এই সুযোগে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহাদের মধ্যে সত্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নসীহত শেষ করিয়া তাহাদের স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিয়াছিলেন এবং এই তাবীর জানিবার জন্য তাহাদের পুনরায় আর প্রশ্ন করিতে হয় নাই।

(٤١) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

৪১. হে কারা সংগীদ্বয়, তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, তাহার প্রভুকে মদ্যপান করাইবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে সে শুলিবিদ্ধ হইবে। অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সাথীদ্বয়কে বলেন, يَاصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا يُسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا একথা তিনি সেই ব্যক্তিকে করিয়াছিলেন যে আঙ্গুর হইতে রস বাহির করিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও তাবীর বলেন নাই যেন সে চিন্তিত না হয় এই কারণেই তিনি অনির্দিষ্টভাবে বলিলেন—

وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি তাহার পক্ষে প্রযোজ্য ছিল যে নিজেকে রুটি বহন করিতে দেখিয়াছিল। অতঃপর সাথে সাথেই এইকথা বলিলেন এই ফয়সালা অবধারিত। যাবত না স্বপ্নের তাবীর করা হয়, উহা মুলতবী থাকে কিন্তু স্বপ্নের তাবীর হইয়া যাওয়ার পর উহা অবশ্যই ঘটিয়া যায়। সাওরী (র) ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন তখন তাহারা বলিল আমরা কোন স্বপ্ন দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ الخ তোমরা যে সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছ উহার ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। মুহাম্মদ ইবন ফুযাইল (র)....ইবনে মসউদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে যায়দ (র) আসলাম ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

সারকথা হইল যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করিবে যদি উহার তাবীর করা হয় তবে উহাই সংঘটিত হইয়া যায়। ইমাম আহমদ (র) মু'আবিয়াহ ইবনে হায়দাহ্ (র)

হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বপ্ন যেন পাখির পায়ের উপর যাবৎ না উহার তাবীর করা হয় যখন উহার তাবীর করা হয়, তখনই উহা ঘটিয়াই যায়। আবূ ইয়া'আলার মুসনাদ গ্রন্থে ইয়াযীদ রককাশীর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত স্বপ্নের তাবীর সর্বপ্রথম যে যাহা দিয়াছে উহাই সংঘটিত হয়।

(٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

৪২. ইউসুফ (আ) উহাদিগের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল তাহাকে বলিল তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও, কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল। সুতরাং ইউসুফ (আ) কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি বাদশাকে শরাব পান করায় হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সম্পর্কে ধারণা করিয়াছিলেন যে সে মুক্তি পাইবে অতএব তিনি তাহাকে নির্জনে এই কথা বলিয়াছিলেন যে তুমি বাদশাহর নিকট আমার আলোচনা করিবে, যেন যে ব্যক্তি শুলীবিদ্ধ হইবে সে যেন বুঝিতে না পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি বাদশার নিকট হযরত ইউসুফ (আ)-এর আলোচনা করিতে ভুলিয়া গেল। ইহা শয়তানেরই একটি চালবাজী ছিল। যাহার ফলে ইউসুফ (আ)-এর কয়েক বছর যাবত কারাগারে কাটাইতে হইল। فَأَنسَاهُ এর মধ্যে সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়াছে এটাই সঠিক মত। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অ্যান্যান্য তাফসীরকারগণ এই মতই পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ এইমতও পোষণ করিয়াছেন যে সর্বনামটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ফিরিয়াছে। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এইমত পোষণ করেন। ইবনে জরীর বলেন, ইবনে অকী (র)....ইবনে আব্বাস হইতে মারফূরূপে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন, "যদি হযরত ইউসুফ (আ) এই কথাটি তাহাকে না বলিতেন তবে এত দীর্ঘকাল তাহার কারাগারে কাটাইতে হইত না। কারণ তিনি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নিকট হইতে মুক্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাদীসটি নিশ্চিত দুর্বল। কারণ সূত্রের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে অকী দুর্বল আর ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ জাওযী অধিক দুর্বল। হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতে হাদসীট মুরসালরূপে বর্ণিত। কিন্তু ইহাও গ্রহণ যোগ্য নহে। بِضْعَ শব্দটির অর্থ কি এই সম্পর্কে মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে بِضْعَ বলা হয়। ওহ্ব ইবন

মুনাবিবহ (র) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ) বিপদের মধ্যে সাত বছর কাটাইয়াছিলেন আর ইউসুফ (আ) কারাগারে সাত বছর কাটাইয়াছেন। বুখতনা নাসারের শাস্তিও সাত বছর ছিল। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইউসুফ (আ) দশ বছর কারাগারে ছিলেন, যাহ্হাক (র) বলেন চৌদ্দ বছর ছিলেন।

(٤٣) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُءْيَٰيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ○

(٤٤) قَالُوٓا أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ○

(٤٥) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ
فَأَرْسِلُونِ ○

(٤٦) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ○

(٤٧) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ○

(٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ○

(٤٩) ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ○

৪৩. বাদশাহ বলিল আমি স্বপ্নে দেখিলাম সাতটি স্থূলকার গাভী উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে। এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাও তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।

৪৪. উহারা বলিল, ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।

৪৫. দুইজন কারাদ্বয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার স্মরণ হইল সে বলিল আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও।

৪৬. সে বলিল হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকার গাভী ইহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও যাহাতে আমি লোকদিগের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।

৪৭. ইউসুফ (আ) বলিল, তোমরা সাত বৎসর একদিক্রমে চাষ করিবে অতঃপর তোমরা যে শষ্য সংগ্রহ করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতিত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে।

৪৮. এবং ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর। এই সাত বৎসর যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে লোকে তাহা খাইবে, কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতিত।

৪৯. এবং ইহার পর আসিবে এক বৎসর সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে, এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত মিসরের বাদশাহ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার এই স্বপ্নই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগার হইতে সম্মানের সহিত মুক্তি লাভের কারণ হইয়াছিল। কারণ বাদশাহ স্বপ্ন দেখিয়াই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই ব্যাপারে তিনি বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহার সাম্রাজ্যের আমীর, জ্যোতিষী, উলামা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগকে একত্রিত করিয়া স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহারা উহার ব্যাখ্যা দান করিতে অপারগতার কথা জানাইয়া দিলেন, তাহারা বলিলেন ইহা أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ অর্থাৎ ইহা আপনার মানসিক বিকার যাহার কারণে আপনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ আর আমরা এই মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করিতে পারিব না। ঠিক এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারের সাথী যুকবদ্বয়ের যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়াছিল হযরত ইউসুফ (আ) এর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আর তিনি বাদশাহর নিকট তাহার আলোচনা করিতে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন সে কথা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর সে বাদশাহ্ ও দরবারের অন্যান্য লোকদিগকে বলিল আমি এই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিতে পারি।

فَأَرْسِلُونِ অর্থাৎ আমাকে ইউসুফ (আ) এর নিকট পাঠাইয়া দিন। অতঃপর তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল يُوسُفُ

ايها الصديق হে ইউসুফ হে সত্যবাদী! এই ভাবে সম্বোধন করিয়া সে বাদশাহর স্বপ্ন বর্ণনা করিল এবং ইউসুফ (আ) তাহাকে কোন প্রকার তিরস্কার না করিয়াই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে কারাগার হইতে মুক্তির জন্যও কোন শর্ত আরোপ করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন تَزْرَعُوْنَ بِسَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا অর্থাৎ সাত বছর পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব সাচ্ছন্দ হইবে ও খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। সাতটি মোটা গরু দ্বারা সাতটি সাচ্ছন্দের বছর বুঝান হইয়াছে কারণ গরু দ্বারা যমীন চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ যমীন হইতেই নানা প্রকার ফলমূল ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই উপদেশও দান করিলেন এই সাত বছরে যে ফসল উৎপন্ন হইবে উহা শীষসহ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে যেন উহা কোন প্রকার নষ্ট না হইতে পারে। অবশ্য যতটুকু পরিমাণ তোমাদের খাইতে প্রয়োজন হইবে উহা শীষ ছাড়া রাখিতে পারিবে। এবং অতিরিক্ত খরচ করিবে না যেন পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও তোমরা উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার। এই দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরকেই সাতটি দুর্বল গরু দ্বারা বুঝান হইয়াছে যাহা মোটা গরুগুলিকে খাইয়া ফেলিতে ছিল। কারণ সাচ্ছন্দের বছর যাহা কিছু জমা করা হইয়া থাকে দুর্ভিক্ষের বছরে উহা খাইয়া শেষ করা হয়।

হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে এই কথাও বলিলেন—দুর্ভিক্ষের সাত বছর কিছুই উৎপন্ন হইবে না। তাহারা যাহা কিছু যমীনে বপন করিবে উহার কিছুই গজাইয়া উঠিবে না। এই কারণে তিনি বলিলেন يَاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা পূর্বে যাহা কিছু পরবর্তী বছরসমূহের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল কেবল উহাই ভক্ষণ করিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সাথে সাথে এই সুসংবাদও দান করিলেন যে দুর্ভিক্ষের সাত বছর শেষ হইবার পর যে বছরটি আসিবে উহা খুব শান্তিময় হইবে। সেই বছর খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। আর লোকেরা খুব পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারা তাহাদের অভ্যানুসারে যায়তুন ও অন্যান্য জিনিসের তেল বাহির করিবে এবং আঙ্গুরের রস বাহির করিয়া পান করিবে। আর পশুর স্তনেও অনেক দুধ জমা হইবে অতঃপর তাহারা দুধ বাহির করিবে ও পান করিবে। হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ يَعْصِرُوْنَ এর অর্থ হইল يَحْلِفُوْنَ অর্থাৎ তাহারা গাভী দোহন করিয়া দুধ পান করিবে।

(٥٠) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝

(٥١) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ؗ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(٥٢) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝

(٥٣) وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫০. বাদশাহ বলিল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস। যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদিগের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাহাদিগের ছলনা সম্যক অবগত।

৫১. বাদশাহ নারীগণকে বলিল, যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহর মহাত্ম্য আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই। আযীযের স্ত্রী বলিল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।

৫২. সে বলিল, আমি ইহা বলিয়াছিলাম যাহাতে সে জানিতে পারে যে তাহার অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বাস ঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র সফল করে না।

৫৩. সে বলিল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকার্য প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন বাদশাহর দূত স্বপ্নের তাবীর শুনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবীর তাহার খুব পছন্দ হইল আর তিনি যে একজন অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাহাও তাহার বুঝিতে অবশিষ্ট থাকিল না। অতএব তিনি দরবারের লোকাদিগকে বলিলেন ائْتُونِي بِهِ অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-কে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আমার নিকট হাযির কর। কিন্তু বাদশাহর দূত আসিয়া যখন তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তির সংবাদ জানাইল, তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার করিলেন যাবৎ না, বাদশাহ ও তাহার প্রজাদের নিকট এই কথা প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন নির্দোষ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। এবং আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে যে দোষ অর্পণ করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর তাহাকে যে কারাগারের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে উহা কোন অপরাধের কারণে নহে বরং উহা ছিল সম্পূর্ণ যুলুম ও অবিচার। অতএব তিনি দূতকে বলিলেন ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ। তুমি তোমার মনীবের নিকট গিয়া আমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করিতে বল।

হাদীস শরীফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও তাহার ভদ্রতার প্রশংসা করা হইয়াছে। বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থসমূহে ইমাম জুহরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি সায়ীদ ও আবূ সালমাহ হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন "আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা সন্দেহ পোষণ করিতে অধিক হকদার যখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক,আপনি মৃতকে জীবিত করেন কিরূপে ? উহা আমাকে একটু দেখিবার সুযোগ দিন। আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী গোত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) যতকাল কারাগারে বন্দী ছিলেন যদি আমি ততদিন বন্দী থাকিতাম তবে আমি আহ্বানকারীর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতাম।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফাল (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِى الخ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "যদি আমি হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্থলে হইতাম তবে সাথে সাথেই আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম এবং দোষমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না।

আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইবন উয়াইনাহ্ (র)....ইক্‌রিমাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমিতো হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় বিস্মিত না হইয়া পারিনা দেখতো! স্বপ্নে বাদশাহ সাতটি দুর্বল ও মোটাতাজা গরু দেখিয়া তাঁহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বিনা

দ্বিধায় ও বিনা শর্তে উহার তাবীর বলিয়া দেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে কারাগার হইতে মুক্তির শর্ত ছাড়া তাহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতাম না। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় আমার বিস্ময় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করুন, যখন তাঁহার নিকট বাদশাহর দূত আসিয়া কারাগার হইতে মুক্তি সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বাহির হইতে বিরত থাকিলেন যাবৎ না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে সংবাদ শ্রবণ করিতেই দরজার নিকট দৌড়াইয়া যাইতাম। কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

قَوْلُهُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ الخ আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা মিসরের বাদশাহ যখন আযীযের স্ত্রীর আমন্ত্রণে উপস্থিত মহিলাদের নিকট হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা বল, তোমরা আমন্ত্রণের দিনে ইউসুফ (আ) কে আকৃষ্ট করিয়া তোমাদের কুমতলব হাসিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে সেই দিন কি ঘটনা ঘটিয়াছিল? বাদশাহ যদিও সকলকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার উজীর আযীযের স্ত্রীই মূল লক্ষ্য ছিল। বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে মহিলারা সকলেই বলিল আল্লাহ্র পানাহ ইউসুফের মধ্যে আমরা কোন দোষ দেখি নাই। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ ইউসুফ যে কথা বলিয়াছে যে আযীযের স্ত্রীই কুমতলব পোষণ করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছিল সে কথাই সত্য— বস্তুতঃ আমিই কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আযীযের স্ত্রী বলে আমি এই স্বীকারোক্তি এই জন্যই করিয়াছি যেন আমার স্বামী এই কথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে চরম কোন খেয়ানত করি নাই। অবশ্য এই যুবকের প্রতি লোভ করিয়াছিলাম কিন্তু সে তাহা পূর্ণ করিতে বিরত রহিয়াছে। এইজন্যই আমি স্বীকার করিয়াছি যেন তিনি জানিতে পারেন যে আমিও দোষমুক্ত। وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র চলিতে দেন না— وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ আযীযের স্ত্রী বলে, আমি আমার প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ মনে করি না কারণ প্রবৃত্তি অসৎ কাজের কামনা বাসনা করিয়া থাকে। আর এই কারণেই আমি ইউসুফের প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম। اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ। নিশ্চয় প্রবৃত্তি খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ । কিন্তু আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহাকে তিনি বাঁচাইয়া রাখেন।

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও পরম মেহেরবান এই বক্তব্যটি আযীযের স্ত্রী যুলায়খার বলেই অধিক প্রসিদ্ধ। আল্লামা মাওরদী (র) তাহার তাফসীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ (র)ও তাহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই কথা হযরত ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন অর্থাৎ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ হইতে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ। পর্যন্ত ইউসুফ (আ) বলিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থ হইবে, আমি বাদশাহ্র দূতকে এইজন্য ফিরাইয়া দিয়াছি যেন আযীয এইকথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার খেয়ানত করি নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদের খেয়ানত চলিতে দেন না। আল্লামা ইবনে জরীর ও ইবনে হাতেম (র) কেবল এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে; বাদশাহ্ যখন মহিলাদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তৈামরা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলে? তাহারা বলিল ঃ

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ আল্লাহ্ পানাহ আমরা তাহার সম্পর্কে খারাপ কিছুই জানি না। قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ কিন্তু আযীযের স্ত্রী বলিল, এখন তো সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, সেদিনেও কি নয় যে দিন আযীযের স্ত্রী আপনার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তখন তিনি বলিলেন وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জুবাইর, ইকরিমাহ্, ইবন আবূ বুদাইল, যাহ্হাক, জামান, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। কারণ পূর্ববর্তী সব কথাগুলোই আযীযের স্ত্রীর যাহা বাদশাহর সম্মুখে বলিয়াছিল অথচ হযরত ইউসুফ (আ) তখন বাদশার নিকট ছিলেন না। বরং তিনি তাহাকে পরে তথায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।

(٥٤) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ
اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝

(٥٥) قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৪. বাদশাহ বলিল ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর বাদশাহ যখন তাহার সহিত কথা

বলিল তখন বাদশাহ বলিল, আজ তুমি আমাদিগের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হইলে।

৫৫. ইউসুফ বলিল আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব দান করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যখন বাদশাহর নিকট নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي তোমরা তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর তাহাকে আমি আমার বিশিষ্ট সহচর ও উজীর নিযুক্ত করিব। فَلَمَّا كَلَّمَهُ অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন হযরত ইউসুফের সহিত আলাপ করিয়া তাহার মর্যাদা ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ আজ হইতে আপনি আমাদের নিকট অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন আপনি আমাকে দেশের শস্য ভান্ডারের সংরক্ষণের ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত করুন। আমি সংরক্ষণ করিতে ও উহা সঠিকভাবে বিতরণ করিতে সক্ষম। হযরত ইউসুফ (আ) নিজেই এ ব্যাপারে নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের প্রশংসা করা জায়েয যদি তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যরা অবগত না থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) তাহার দুইটি বিশেষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। حَفِيظٌ অর্থাৎ ধনভান্ডার সংরক্ষণকারী ও عَلِيمٌ অর্থাৎ যে দায়িত্ব তাহার প্রতি ন্যাস্ত করা হইবে উহা যথাযথভাবে পালন করিবার জ্ঞানে গুণান্বিত। শায়বা ইবন নাআমাহ (র) বলেন, حَفِيظٌ অর্থ- "আপনি আমার নিকট যাহা আমানত রাখিবেন উহা সংরক্ষণকারী" আর عَلِيمٌ অর্থ- "দুর্ভিক্ষের বছরসমূহ সম্পর্কে আমি অবগত।" এই ব্যাখ্যা ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর নিকট উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ঐ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তাহার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারিবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। তিনি যমীনের শস্য ভান্ডারের কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার জ্ঞানানুসারে কাজ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাঁচাইতে পারেন এবং এই পরিস্থিতিতে সঠিক ও নিখুঁত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিতে পারেন। বাদশাহর অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়াছিল। অতএব তিনি তাহার সম্মানার্থে অতি আগ্রহসহকারে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

(٥٦) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۗ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٥٧) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

৫৬. এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, সে দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি, আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

৫৭. যাহারা মুমিন এবং মুত্তাকী তাহাদিগের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছি يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেন ইউসুফ (আ) যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে সর্ব বিষয়ে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন, কারাগারে দুঃখকষ্টের ও সংকীর্ণ জীবন যাপন করিয়া এখন ইউসুফ (আ) যেন তাঁহার ইচ্ছামত কোন বসবাসের স্থান নির্ধারণ করিতে পরেন। نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ আমি যাহাকে ইচ্ছা আমার রহমতের অংশ দান করিয়া থাকি আর সৎলোকদের শ্রমফল আমি নষ্ট করি না। অতএব হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার ভাইদের দুর্ব্যবহার ও আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাহাকে করাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছেন আমি উহার বিনিময় নষ্ট করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্য পরকালে যে বিনিময় জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা তাঁহার পার্থিব রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে অধিকতর বড় ও উত্তম। যেমন তিনি হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, هٰذَا عَطَاءُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبِ অর্থাৎ- পার্থিব এই ধন সম্পদ ও রাজত্ব আমি আপনাকে দান করিয়াছি এবং পরকালেও আপনার জন্য আমার নিকট অত্যন্ত মর্যাদা ও উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে। মোটকথা মিসরের সম্রাট রাইয়ান ইবন অলীদ

হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্ত্রিত্ব দান করিলেন। এই পদেই সেই মহিলার স্বামী অধিষ্ঠিত ছিলেন যে মহিলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহার সহিত অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে মিসরের সম্রাট হযরত ইউসুফ (আ) -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা) বলেন হযরত ইউসুফ (আ) মিসর সম্রাটকে বলিলেন اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ আপনি আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের কাজে নিয়োজিত করুন, তখন তিনি বলিলেন, আমি আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম। অতঃপর তিনি ইৎফীর নামক মন্ত্রীকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থলে হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্ত্রি নিযুক্ত করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইৎফীর তখন কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিল এবং মিসরের সম্রাট ইৎফীরের স্ত্রীকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। যখন তাহার স্ত্রী তাহার নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সহিত যাহার কামনা করিয়াছিলে উহা অপেক্ষা ইহা ভাল নয় কি? তখন তিনি বলিলেন, হে সিদ্দীক! হে সত্যবাদী! আপনি আমার পূর্বের কর্মকাণ্ডের জন্য তিরস্কার করিবেন না, আপনি জানেন, আমি একজন সম্পদশালী রূপবতী মহিলা আর আমার স্বামী ছিলেন পৌরুষহীন আমার সহিত তাহার মিলনই সম্ভব ছিল না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন উহাও কাহার অজানা নয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে কুমারীই পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত মিলনের ফলে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আফরাশীম ইবনে ইউসুফ ও মীশা ইবনে ইউসুফ। আফরাশীম ইবন ইউসুফ এর ঔরশে হযরত ইউশা' ইবনে নূন এর পিতা নূন এবং হযরত আইয়ুব (আ) এর স্ত্রী হযরত রহমত জন্ম গ্রহণ করেন। ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলেন, আযীযের স্ত্রী একদিন পথে দাঁড়াইয়াছিল হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ) সেইপথ দিয়া অতিক্রম করিলেন, তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার আনুগত্যের ফলে গোলামকে রাজত্ব দান করিয়াছেন এবং তাহার নাফরমানীর কারণে রাষ্ট্রের অধিকারীকে দাসে পরিণত করিয়াছেন।

(٥٨) وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

(٥٩) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ
اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

(٦٠) فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○

(٦١) قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○

(٦٢) وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ
اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৫৮. ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৫৯. এবং সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই আমি উত্তম মেযবান।

৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদিগের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিবে না। এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না।

৬১. উহারা বলিল, উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং নিশ্চয়ই ইহা করিব।

৬২. ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদিগের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও— যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লামা সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকাগণ বলেন, যে কারণে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া মিসরে আসিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-এর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর যখন শান্তির সাতটি বছর শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ভিক্ষের বছর সমাগত হইল এবং মিসরের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি এই দুর্ভিক্ষ কিনান শহরেও ছড়াইয়া পড়িল। এই শহরেই

হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাহার সন্তানরা বসবাস করিত। এই সময় হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্যদ্রব্যের প্রতি কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং বিরাট খাদ্যভান্ডার সংগ্রহ করিলেন।

তখন হযরত ইউসুফ (আ) বাহিরের প্রত্যেক আগন্তুককে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। আর তিনি নিজে এবং সেনাবাহিনী এমন কি মিসর সম্রাটও কেবল দুপুর বেলা একবার মাত্র এক আধ লুকমা খাদ্য আহার করিতেন। মিসরবাসীদের পক্ষে ইহা ছিল এক অপূর্ব রহমত। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম বছরে তাহাদের নিকট মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করিতেন, আর দ্বিতীয় বছরে তাহাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন, অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বছরেও আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। এমনকি তিনি যখন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হইয়া গেলেন তখন অবশেষে তাহাদের জীবনের ও সন্তান-সন্তুতির বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন এবং পরে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের মালও ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য এই কথা সত্য কি মিথ্যা উহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তবে রেওয়ায়েতটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত যাহা আমরা বিশ্বাসও করিতে পারিনা আর অবিশ্বাস ও করি না। মোটকথা বহিরাগতদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরাও ছিল যাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশে আসিয়াছিল। তাহারা এই কথা জানিতে পারিয়াছিল যে মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দান করেন অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্রদিগকে তথায় পাঠাইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর আপন ভাই বিনিয়ামীন যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে তাহার সর্বাধিক প্রিয় পুত্র ছিলেন তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, আর অবশিষ্ট দশজনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যখন মিসরে পৌঁছল তখন হযরত ইউসুফ (আ) শাহী প্রতাপের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কারণ তাহারা তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই ছাড়িয়াছিল এবং বিদেশী কাফেলার নিকট তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল আর তাহারা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে উহাও তাহাদের জানা ছিল না। ফলে তাহারা এই কথা ভাবিতেও পারে নাই যে, সেই ইউসুফ এতবড় মর্যাদার অধিকারী হইবেন। কাজেই তাঁহাকে তাহারা চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদেরকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের সহিত এমনভাবেই কথা বলিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে চিনতেই পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই শহরে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হে আযীয! আমরা খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, সম্ভবতঃ তোমরা গোয়েন্দা,

তাহারা বলিল, আল্লাহ্ পানাহ! আমরা গোয়েন্দা নই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় বাস কর। তাহারা বলিল, আমরা কেনানের অধিবাসী এবং 'আমাদের পিতা আল্লাহ্র নবী হযরত ইয়াকূব (আ)।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যতিত তাহার আর কি কোন সন্তান আছে? তাহারা বলিল আমরা মোট বার ভাই কিন্তু আমাদের কনিষ্ঠ ভাই যে, আমাদের আব্বার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিল সে জংগলে মারা গিয়াছে এখন তাহার আপন আর এক ভাই আছে। তাহাকে আব্বা আসিতে দেন নাই। তিনি তাহার দ্বারাই সান্ত্বনা লাভ করেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদের যত্ন ও সম্মান করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ আর তিনি যখন তাহাদের আসবাবপত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহাদের খাদ্যদ্রব্য পূর্ণভাবে মাপিয়া উটের উপর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে লইয়া আসিবে, তোমরা সত্য কথা বলিয়াছ না মিথ্যা বলিয়াছ তাহা যেন আমি বুঝিতে পারি।

اَلاَ تَرَوْنَ اَنِّىْ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এইকথা বলিয়া হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে পুনরায় আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই কথা فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ বলিয়া তাহাদিগকে ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। অর্থাৎ তোমরা যদি তাহাকে লইয়া না আস তবে পুনরায় আর খাদ্য পাইবে না। قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ তাহারা বলিলেন, আমরা তাহার আব্বার সহিত এই সম্পর্কে আলাপ করিব এবং তাহাকে আনিবার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করিব যেন আপনি এই কথা বুঝিতে পারেন যে আমরা আপনার সহিত সত্য কথাই বলিয়াছি। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের নিকট হইতে দুইটি জিনিস বন্ধক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতটি সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। কারণ তিনি তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং বন্ধক রাখা ইহার পরিপন্থী।

وَقَالَ لِفِتْيَانِهٖ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার গোলামদিগকে বলিলেন اَجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ অর্থাৎ যে পূঁজীর বিনিময়ে তাহারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়াছে উহা তাহাদের বস্তার মধ্যেই এমনভাবে রাখিয়া দাও যেন তাহারা বুঝিতেই না পারে। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তাহারা ঐ পূঁজী লইয়া পুনরায় আসিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আশংকা করিয়াছিলেন, যদি তিনি তাহাদের পূঁজী রাখিয়া দেন তবে অন্য কোন পূঁজী না থাকার কারণে তাহারা হয়ত আর আসিবেনা আর

ইহাও হইতে পারে যে, তিনি তাহার পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে খাদ্যের কোন বিনিময় গ্রহণ করা পছন্দ করেন নাই। কেহ কেহ ইহাও বলেন, যে তাহারা যখন তাহাদের মালের মধ্যে উক্ত পূঁজী পাইবে তখন তাহারা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য পুনরায় আসিবে।

(٦٣) فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝

(٦٤) قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّٰحِمِينَ ۝

৬৩. অতঃপর উহারা যখন তাহাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য বরাদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতাকে আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দিন। যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।

৬৪. তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশ্বাস করিব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম তাহার ভ্রাতা সম্বন্ধে। আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হইলেন দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইরা তাহাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন তাহারা বলিল يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ। অর্থাৎ যদি আমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে আমাদের সহিত প্রেরণ না করেন তাহলে আগামীতে আমাদিগকে আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে না। অতএব আমাদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহাকে সংরক্ষণ করিব। কোন কোন ক্বারী يَكْتَلْ পড়িয়াছেন অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) আমাদিগকে পূর্ণভাবে মাপিয়া দিবেন। وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আপনি তাহার প্রতি কোন ভয় করিবেন না। সে নিরাপদেই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাহারা বলিয়াছিল, اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আব্বা! আপনি ইউসুফ-কে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন সে আমাদের সহিত খেলা ধুলা করিবে এবং আমরা তাহাকে হেফাযত করিব। কিন্তু তাহারা ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে পূর্বেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এই কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদিগকে বলিলেন هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমরা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিবে যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলে। অতএব আমি বিনিয়ামীনের ব্যাপারে ঠিক তদ্রূপ ভরসা

করিতে পারি যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ভরসা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ তোমরা তাহাকে আমার নিকট হইতে উধাও করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ–আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী আর তিনিই সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। তিনি আমার এই দুর্বলবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আমি আশা করি তিনি আমার নিকট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।

(٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

(٦٦) قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

৬৫. যখন উহারা উহাদিগের মাল-পত্র খুলিল তখন তাহারা দেখিতে পাইল উহাদিগের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদিগের প্রদত্ত পণ্য মূল্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, পুনরায় আমরা আমাদিগের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব, এবং আমরা আমাদিগের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনিব যাহা আনিয়াছি তাহা পরিমাণে অল্প।

৬৬. পিতা বলিল আমি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়। অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ তাহার বিধায়ক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহাদের পূঁজী ও মূলধন ফেরৎ পাইল তখন তাহারা বলিল مَا نَبْغِيْ আমরা আর কি আশা করিতে পারি? হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের পূঁজী তাহাদের মালের মধ্যেই

রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, আমাদের পূঁজী ফেরত দেওয়া হইয়াছে আর রেশনও পুরাপুরিভাবে পাইয়াছি ইহা হইতে অধিক আমরা আর কি আশা করিতে পারি?

وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا অর্থাৎ যখন আপনি আমাদের সহিত আমাদের ভাইকে পাঠাইবেন তখন আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য-দ্রব্য লইয়া আসিব। وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ এবং আরো একটি উটের বোঝাই মাল অতিরিক্ত আনিব। হযরত ইউসুফ (আ) প্রত্যেককে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এক গাধার পরিমাণ বোঝা খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন, কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায় গাধাকেও بَعِيْرٍ বলা হইয়া থাকে। ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের ভাইকে সাথে লইয়া গেলে যে অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে সেই তুলনায় ইহাতো সহজ কাজ। এই কথাটি দ্বারা তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার ও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ হযরত ইয়াকুব (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যাবৎ না আল্লাহর নামে শপথ করিবে যে তাহাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবে আমি তাহাকে পাঠাইব না اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অবশ্য যদি তোমরা সকলেই বিপদের সম্মুখিন হও এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে সক্ষম না হও তবে সতন্ত্র কথা। যখন তাহারা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করিল তখন হযরত ইয়াকূব (আ) বলিলেন, اَللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যেহেতু রেশনের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না কাজেই তিনি এই এরূপ পরিস্থিতিতেও বিনিয়ামীনকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(٦٧) وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

(٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৭. সে বলিল, হে আমার পুত্রগণ তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের জন্য কিছু করিতে পারিব না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাহার উপর নির্ভর করিতে চাহি, তাহারই উপর নির্ভরকারীগণ নির্ভর করুক।

৬৮. এবং যখন তাহারা তাহাদিগের পিতা তাহাদিগকে যে ভাবে আদেশ করিয়াছিল সেই ভাবেই প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ইয়াকূব (আ) কেবল তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) যখন তাহার সন্তানদিগকে তাহাদের ভাই বিনিয়ামীনসহ মিসরের দিকে রওনা করাইয়া দিলেন তখন তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারা সকলে যেন একই দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ না করে। বরং বিভিন্ন দরজা দিয়া যেন তাহারা শহরে প্রবেশ করে। ইবনে আব্বাস , মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, মুজাহিদ যাহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদের প্রতি মানুষের নজর লাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কারণ, তাহারা অত্যন্ত রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তিনি নজর লাগিয়া যাওয়ার ভয় করিয়াছিলেন কারণ নজর সত্য এমনকি এই নজর সওয়ারীকেও ঘোড়া হইতে নীচে ফেলাইয়া দেয়। ইবনে আবূ হাতিম, ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতে وَادْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথা জানিতেন, যে হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইয়া সেই দরজাসমূহের কোন একটিতে মিলিত হইবে।

وَمَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলাম উহা তাকদীরের ফয়সালা রদ করিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্ কোন কিছুর ইচ্ছা করলে তাহা কোন তদবীরে রদ হইতে পারে না اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ হুকুম কেবল তাহারই চলে তাহার উপর আমি ভরসা করিয়াছি এবং সকল ভরসাকারীদের তাহার উপরই ভরসা করা উচিত।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا -

যখন তাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করিল , তখন সেই তদবীর আল্লাহর ফয়সালাকে একটুও রদ করিতে সক্ষম হইবে না। অবশ্য হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তরে যে আশঙ্কা ছিল তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া একটা দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আর তাহা হইল তাহাদিগকে নজর হইতে বাচাইয়া রাখা ।

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) জ্ঞানী ছিলেন যাহা তিনি জানিতেন তাহার প্রতি আমল করিতেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ যে জ্ঞান তাহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী ছিলেন।

(٦٩) وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৯. উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং উহারা যাহা করিতেছে তাহার জন্য দুঃখ করিও না।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাঁহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে লইয়া মিসরে পৌঁছল তখন তিনি তাহাদিগকে শাহী মেহমান খানায় থাকিবার জন্য স্থান দিলেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আর তাহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে নির্জনে লইয়া গিয়া যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তাহার আপন ভাই। আর তাহার অন্যান্য ভাইরা যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সে জন্য কোন কষ্ট ও দুঃখ না পান তাহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন। সাথে সাথে এইসব কিছু তাহার অন্যান্য ভাইদের নিকট হইতে যেন গোপন রাখেন সে উপদেশটি করিতেও তিনি ভুলিলেন না। এবং এইকথাও তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে তিনি নিজের কাছে সম্মানের সাথে রাখিয়া দেওয়ার সর্বপ্রকার তদবীর করিবেন।

(٧٠) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

(৭১) قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

(৭২) قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

৭০. অতঃপর সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানিপাত্র রাখিয়া দিল। অতঃপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করিয়া বলিল হে যাত্রী দল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর!

৭১ .উহারা তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমরা কি হারাইয়াছ?

৭২. তাহারা বলিল আমরা বাদশার পানপাত্র হারাইয়াছি যে, উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্রের বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার ভাইদিগকে এক এক উষ্ট্রের বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দিলেন তখন তাহার কোন এক কর্মচারীকে বলিয়া দিলেন সে যেন বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে একটি শাহী পানিপাত্র রাখিয়া দেয়। অধিকাংশ তাফসীর-কারের মতে পেয়ালাটি ছিল রূপার। আবার কেউ কেউ বলিয়াছিল পেয়ালাটি স্বর্ণের ছিল। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, এই পেয়ালা দ্বারা পানি পান করা হইত এবং মানুষের খাদ্য-দ্রব্যও মাপিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম শু'বা ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, صُوَاعَ الْمَلِكِ হইল রূপার তৈরি শাহী পেয়ালা যাহাতে পানি পান করা হইত। এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকটও তদ্রূপ একটি পেয়ালা ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) উক্ত পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে রাখিয়া দিলেন যে কেহ বুঝিতেই পারিল না। অতঃপর একজন ঘোষণা করিল اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ হে কাফেলার লোকেরা তোমরা তো চোর। অতঃপর তাহারা ঘোষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল قَالُوْا مَاذَا تَفْقِدُوْنَ নَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ তোমরা কি হারাইয়াছ? তাহারা বলিল আমরা বাদশাহর পেয়ালা হারাইয়াছি। অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা রেশন মাপিয়া দেওয়া হইয়াছে উহাই হারাইয়া গিয়াছে। وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আর পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করা হইল যে ব্যক্তি উহা খুঁজিয়া বাাহির করিয়া দিবে তাহার জন্য এক উষ্ট্রের বোঝা রেশন অতিরিক্ত পুরস্কার হিসাবে মিলিবে। وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ আর এই পুরস্কারের জন্য আমি দায়িত্বশীল।

(٧٣) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ○

(٧٤) قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○
(٧٥) قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

(٧٦) فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

৭৩. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।

৭৪. তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার শাস্তি কি?

৭৫. তাহারা বলিল, ইহার শাস্তি, যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে, সেই উহার বিনিময়। এইভাবেই আমরা সীমা লংঘনকারীদিগের শাস্তি দিয়া থাকি।

৭৬. অতঃপর সে তাহার সহোদরের মালপত্র তাল্লাশির পূর্বে তাহাদিগের মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল। পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এই ভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম। বাদশার আইনে তাহার সহোদরকে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কর্মচারীরা যখন তাহার ভাইদের প্রতি চুরির অভিযোগ চাপাইয়া দিল, তখন তাহারা বলিল, مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ অর্থাৎ যত দিন তোমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ তোমরা এইকথা ভালভাবেই জান যে আমরা ফাসাদকারীও নহি আর চোরও নহি। অর্থাৎ আমাদের চরিত্র এইরূপ আচরণের অনুমতি দেয় না। কারণ তাহারা ইউসুফ (আ) ভাইদের উত্তম চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ) এর কর্মচারীরা বলিল, مَا جَزَآؤُهٗ

اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ। যদি চোর তোমাদের মধ্যেই থাকে আর তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তবে তোমাদের শাস্তি কি হইবে قَالُوْا جَزَاؤُهُ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ হযরত ইবরাহীম (আ) এর শরীয়তে এই বিধানই ছিল চোরকে তাহারই হাওলা করিয়া দেওয়া হইত, যাহার মাল চুরি করা হইত। হযরত ইউসুফও ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন এই কারণেই তিনি তাহার ভাইয়ের মাল আসবাব দেখিবার পূর্বে তাহার অন্য ভাইদের মাল আসবাব দেখিলেন।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ অতঃপর তাহার ভাইয়ের মাল হইতেই পেয়ালা বাহির করা হইল এবং তাহাদের স্বীকৃত অনুসারেই তাহার ভাইকে গ্রেফতার করা হইল। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করেন كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ এইরূপভাবেই বিশেষ রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি ইউসুফ (আ)-এর জন্য এই তদবীর করিয়াছি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শিক্ষা দান করিয়াছেন।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ অর্থাৎ মিসরের আইন অনুযায়ী চোরকে গ্রেফতার করিয়া রাখার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া নিজেরাই এই ফয়সালা দিয়াছিল আর হযরত ইউসুফ (আ)ও ইহা জানিতেন। অতএব তাহাদের নিজেদের ফয়সালা অনুসারেই বিনিয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট থাকিতে বাধ্য হইলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের শরীয়তের এই বিধান জানিতেন, এই কারণে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ অন্যত্র তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন, يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মর্যাদা বুলন্দ করেন (মুজাদালাহ-১১)।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেও জ্ঞানী আছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, সকল আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর আলেম ও জ্ঞানী আছে এমন কি এই পরম্পরা আল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। আব্দুর রায্যাক (র).... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম— তখন তিনি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথায় একব্যক্তি আশ্চার্যান্বিত হইল এবং বলিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন খুব খারাপ বলিয়াছ; বলিতে হইবে এইরূপ اَللّٰهُ الْعَلِيْمُ فَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ অনুরূপভাবে সিমাক (র) ইকরিমাহ হইতে

তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইহা তো বলা যায় এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি হইতে জ্ঞানী আর এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী। কিন্তু আল্লাহ সকল জ্ঞানীদের ঊর্ধ্বে। হযরত ইকরিমা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে হইল وَفَوْقَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ

(৭৭) قَالُوٓا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٥

৭৭. উহারা বলিল সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদিগের নিকট প্রকাশ করিল না। সে মনে মনে বলিল, তোমাদিগের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন শাহী পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে হইতে বাহির করিতে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ অর্থাৎ বিনিয়ামীনের এই কাজ তাহার ভাই ইউসুফ (আ)-এর কাজের মতই হইয়াছে। ইউসুফ (আ)ও পূর্বে এইরূপ চুরি করিয়াছিল। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) তাহার নানার মূর্তী চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ (র) হইতে তিনি মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন সর্ব প্রথম হয়রত ইউসুফ (আ) যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা হইল, হযরত ইউসুফ (আ)-এর এক ফুফু ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর সর্ব প্রথম কন্যা সন্তান। হযরত ইসহাক (আ)-এর একটি কমরবন্ধ ছিল যাহা বংশের সর্বাধিক বড় সন্তানের নিকট থাকিত। হযরত ইউসুফ (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার লালন পালনের দায়িত্ব তাহার এই ফুফুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। তিনি তাহাকে মুহূর্তের জন্যও পৃথক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই দিকে হযরত ইউসুফ (আ) যখন কিছু বড় হইলেন তখন তাহার পিতা হযরত ইয়াকূব (আ)ও তাহার প্রতি অসাধারণভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাহার ভগ্নির নিকট আসিয়া বলিলেন, বোন! ইউসুফকে আপনি আমার নিকট ফিরাইয়া দিন আল্লাহর কসম আমি একমুহূর্তও

তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না— ইহার জবাবে তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, আমি তাহাকে দিব না। অবশ্য কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন আচ্ছা একবারেই যদি না ছাড়িতে চাও তবে কিছু দিনের জন্য আমার নিকট রাখ যেন আমি তাহার প্রতি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। একদিন তিনি কমর বন্ধনটি হযরত ইউসুফ (আ) কাপড়ের নীচে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হযরত ইসহাক (আ)-এর কমরবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে, দেখ কে উহা চুরি করিয়াছে। তাহারা কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। অতঃপর তিনি বলিলেন আচ্ছা ঘরের সকলের নিকট খুঁজিয়া দেখা হউক। তাহারা খুঁজিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট কমরবন্ধটি পাইল। তখন তাহার ফুফু বলিলেন এখন হইতে ইউসুফ আমার নিকটই থাকিবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী ইহাই চুরির বিচার ছিল।

অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার ভগ্নির নিকট আসিলে তাহার ভগ্নি তাহাকে পূর্ণ ঘটনা বলিলেন, উহা শুনিয়া তিনি বলিলেন সত্যই যদি সে এইরূপ করিয়া থাকে তবে সে আপনার নিকটই থাকিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাহাকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন এবং হযরত ইয়াকূব তাহার ভগ্নির মৃত্যুর পূর্বে আর তাহাকে নিজের কাছে আনিতে সক্ষম হইলেন না।

বিনিয়ামীনের এই ঘটনার পর তাহার ভাইরা হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ হযরত ইউসুফ (আ) মনে মনে এই কথাই বলিলেন أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ তোমরা বড় নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক তোমরা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ উহা ভাল করিয়াই জানেন। এখানে فَأَسَرَّهَا এর هَا সর্বনামটি দ্বারা পরে উল্লেখিত أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ বুঝান হইয়াছে এই কারণে আরবী গ্রামারের اِضْمَارقَبْلَ الذِّكْرِ বিধানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ مَرْجَعُ (সর্বনামটি যাহার দিকে ফিরিয়াছে) উল্লেখ করিবার পূর্বেই ضَمِيْرُ (সর্বনাম) উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবী গ্রামারের বিধানে সাধারণভাবে ইহা বৈধ না হইলেও বিশেষক্ষেত্রে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্য গ্রন্থে পদ্য ও গদ্যাংশে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আল্লামা আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) মনে মনে এই কথা বলিয়াছিলেন أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا الخ তোমরা বড় খারাপ প্রকৃতির লোক।

(৭৮) قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৭৯) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

৭৮. উহারা বলিল হে আযীয, ইহার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ । সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদিগের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদিগের একজন।

৭৯. সে বলিল যাহার নিকট আমরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।

তাফসীর ঃ বিনিয়ামীনকেই যখন গ্রেফতার করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) এর নিকট রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল, তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট নরম সূরে কথা বলিতে লাগিল এবং বলিল হে আযীয اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا তাহার একবৃদ্ধ পিতা আছেন এবং তাহাকে অত্যধিক ভালবাসেন এবং তাঁহার হারান পুত্রের শোক কষ্টকে ইহার দ্বারাই কোন প্রকারে ভুলিয়া থাকেন।

অতঃপর তাহার স্থলে আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ আপনাকে আমরা ন্যায়পরায়ণ সৎ লোক মনে করিতেছি قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ তিনি বলিলেন তোমাদের কথা অনুসারে যাহার নিকট আমাদের মাল পাওয়া গিয়াছে এবং তোমরাও উহা স্বীকার করিয়াছ কেবল তাহাকেই গ্রেফতার করিতে হইবে যদি অন্য নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করি তবে اِنَّا اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ অবশ্যই আমরা যালেম অত্যাচারী হইব।

(৮০) فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

(٨١) اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ٥

(٨٢) وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۭ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ٥

৮০. যখন তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল তোমরা কি জান না যে তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিও বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮১. তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বলিও হে আমাদিগের পিতা, আপনার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না।

৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের সম্মুখে সংবাদ দিতেছেন যে তাহারা যখন বিনিয়ামীনকে মুক্ত করার ব্যাপ্যরে নিরাশ হইল অথচ তাহারা তাহাদের পিতার নিকট বিনিয়ামীনকে ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ করিয়াছিল। কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে বাঁধা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা خَلَصُوْا نَجِيًّا অন্যান্য লোকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাহাদের সর্বাধিক বড় ব্যক্তি যাহার নাম ছিল রুবাইল, কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম ছিল ইয়াহুযা এই রুবাইলই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইরা তাহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

এই রুবাইল তাহার অন্যান্য ভাইদিগকে বলিল, اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ আব্বা তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে

তাহার নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ লইয়াছিলেন নয় কি? এখন ইহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে অথচ পূর্বে ইউসুফকে যে তোমরা হারাইয়াছ উহাও তোমরা ভুলিয়া যাও নাই। فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ অতএব আমি তো এই শহরেই অবস্থান করিব حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْ اَبِىْ যাবৎ না আব্বা আমাকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দান করেন اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ কিংবা যাবৎ না আল্লাহ কোন ফয়সালা করেন অর্থাৎ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার ভাইকে মুক্ত করিয়া লইব কিংবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিব وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। অতঃপর তাহাদের বড় ভাই তাহাদিগকে এই আদেশ করিল তাহারা যেন তাহাদের পিতাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে এবং ওযর পেশ করিয়া আমাদিগকে নির্দোষ প্রমাণিত করে وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيْنَ কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমরা তো পূর্বে এই কথা জানিতাম না যে আপনার পুত্র চুরি করিবে। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলান (র) বলেন, অথবা এই গায়েব তো জানিতাম না যে সে চুরি করিয়াছে—আমাদের নিকট মাসলা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে চোরের শাস্তি কি? আমরা তাহাই বলিয়া দিয়াছি।

وَسْـئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا আয়াতের মধ্যে قَرْيَةً দ্বারা মিসর শহর বুঝান হইয়াছে কিংবা অন্য কোন শহর। প্রথম মতটি কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا আর কাফেলার লোকদিগকেও জিজ্ঞাসা করুন তাহারা আমাদের সত্যতা আমাদের আমানত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান করিবে এবং আমরা যে বিনিয়ামীনের হিফাযত করিয়াছি তাহাও সাক্ষ্য দান করিবে। وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ সে যে চুরি করিয়াছে এবং চুরির দায়ে তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এ ব্যাপারে আমরা সত্যবাদী।

(৮৩) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

(৮৪) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝

(৮৫) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

(৮٦) قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

৮৩. ইয়াকূব বলিল না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। হয়ত আল্লাহ উহাদিগকে এক সংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৮৪. সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

৮৫. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আপনি ইউসুফের কথা ভুলিবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন অথবা মৃত্যুবরণ বরিবেন।

৮৬. সে বলিল আমি আমার অসহনীয় বেদনা আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে তাহার আব্বা এই সময়ও ঠিক সেই কথা বলিলেন যাহা তিনি ইউসুফ (আ)-কে হারাইবার পর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান জামা দেখিয়া বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বলিতে লাগিল তখন তিনি তাহাদের প্রতি এই ধারণাই করিলেন যে তাহারা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তেমন ব্যবহার করিয়াছে যেমন পূর্বে তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত করিয়াছিল। কেহ বলেন, বিনিয়ামীনের সহিত তাহার ভাইদের এই ব্যবহার যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত পূর্বের ব্যবহারের ওপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) এই সময়ও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা তিনি হযরত ইউসুফ (আ) কে হারাইয়া বলিয়া ছিলেন, অর্থাৎ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ বরং তোমরা নিজেরাই ইহা গড়িয়া লইয়াছ অতএব উত্তম ধৈর্যধারণই করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের আশা বুকে বাধিয়া রহিলেন, যে আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বরই

তাহার তিন সন্তান হযরত ইউসুফ, বিনিয়ামীন ও তাহার বড়পুত্র রুবাইলকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তাহার পুত্র রুবাইল মিসরেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। অর্থাৎ হয়ত তাহার পিতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন কিংবা গোপনে তিনি বিনিয়ামীনকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এই কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ) বলিলেন

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ সম্ভবতঃ আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তিনি অবশ্যই আমার অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তাহার ফয়সালায় তিনি বড়ই হিকমত ওয়ালা। وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ قَالَ يَاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার সন্তানদের প্রতি বিমূখ হইয়া হযরত ইউসুফ (আ)-কে হারাবার পুরাতন শোক পুনরায় তাজা করিয়া লইলেন এবং বলিলেন হায় ইউসুফ। আব্দুর রায্যাক (রা)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন উম্মতে মুহাম্মদী ব্যতিত অন্য কোন উম্মতকে "ইন্না-লিল্লাহ".....দান করা হয় নাই। দেখুন হযরত ইয়াকূব (আ) এইরূপ বিপদ কালেও কোন মাখলূকের প্রতি কোন অভিযোগ করিল না।

ইবনে আবূ হাতিম....আখনাফ ইবনে কয়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! বনী ইস্রাঈল হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ও ইয়াকূব (আ)-এর অসীলা দিয়া আপনার নিকট দু'আ করে আপনি তাহাদের সহিত চতুর্থ নামটি আমার জুড়িয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইলেন হে দাউদ। ইবরাহীম (আ)-কে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন অথচ এই বিপদ আপনার ওপর পতিত হয় নাই। আর ইসহাক নিজেই নিজের কুরবানী মঞ্জুর করিয়া ছিলেন অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিযাছিলেন, আপনি এই বিপদেও গড়েন নাই। আর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হইতে আমি তাহার প্রাণ প্রিয় পুত্র পৃথক করিয়া দিয়াছিলাম অতঃপর তাহার চক্ষু সাদা হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ চিন্তায় তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন আপনি এই বিপদেও পড়েন নাই। হাদীসটি মুরসালরূপেতে বর্ণিত এবং মুনকার।

সঠিক কথা হইল হযরত ইস্মাঈল (আ)-কেই যবাই করিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিল। হাদীসের সূত্রটিতে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন রাবী বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। খুব সম্ভব আহনাফ ইব্ন কয়েস (র) কোন ইসরাঈলী ব্যক্তি হইতে যেমন কা'ব ও ওহব (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইস্রাঈলী বর্ণনায়

একথাও আছে যে হযরত ইউসুফ যখন বিনিয়ামীনকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন তখন হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার নিকট দয়ার প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার পুত্রকে মুক্তিদান করেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে আমরা বিপদগ্রস্থ পরিবারের লোক। ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, ইসহাক (আ)-কে যবাই করিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিল আর ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচ্ছেদের আগুনে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্রদের অন্তর বিগলিত হইল এবং তাহারা পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে শুরু করিল। তাহারা বলিল,

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ আপনি তো সর্বদা ইউসুফেরই আলোচনা করিতেছেন حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا এমন কি তাহার আলোচনা করিতে করিতে একেবারেই দুর্বল হইয়া পড়িবেন। – اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ কিংবা আপনি মৃত্য বরণ করিবেন। অর্থাৎ আপনার এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের আশংকা যে আপনার মৃত্যু হইয়া যাইবে। قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ তিনি বলিলেন আমার চিন্তা ও অস্থিরতার অভিযোগ কেবল আল্লাহর নিকট করিতেছি।

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আমি সর্বপ্রকার কল্যাণেরই আশা করি। এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন উহা আমি (ইয়াকুব) সত্য মনে করি এবং সেই স্বপ্ন এক সময় অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হইবে। আওফী এই প্রসঙ্গে বলেন, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য এবং একদিন আমি (ইয়াকুব) তাহাকে সিজদা করিব। ইবনে আবূ হাতিম (রা)....আসাম ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর একজন বন্ধু ছিলেন একদিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি কারণে আপনার দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়াছে এবং আপনার পিঠ কুজ হইয়াছে। তিনি বলিলেন দৃষ্টি শক্তি তো ইউসুফের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ হইয়াছে আর বিনিয়ামীনের চিন্তায় আমার পিঠ কুজ হইয়াছে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি বলিলেন, হে ইয়াকূব! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কাহার নিকট অভিযোগ করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়না? তখন তিনি বলিলেন আমি কেবল আল্লাহর নিকটই আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার অভিযোগ করিতেছি। তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি যাহার অভিযোগ করিতেছেন আল্লাহ উহা জানেন। হাদীসটি গরীব ও মুনকার।

(٨٧) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

(٨٨) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র রহমত হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণ আল্লাহর রহমত হইতে কেহই নিরাশ হয় না কাফিরগণ ব্যতিত।

৮৮. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল হে আযীয! আমরা ও আমাদিগের পরিবার পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তুচ্ছ পণ্য লইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাদিগের রসদ পূর্ণমাত্রার দিন এবং আমাদিগকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্র দিগকে বলিলেন তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড় এবং ইউসুফ ও তাহার ভাই বিনিয়ামীনকে খুঁজিয়া বাহির কর। تَحَسَّسْ শব্দটি কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং تَجَسَّسْ ব্যবহৃত হয় মন্দ ও অকল্যাণের জন্য। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার সন্তানদিগকে এই সুসংবাদও দান করিলেন যে ইউসুফ ও তাহার ভাই বিনিয়ামীনকে অচিরেই পাওয়া যাইবে। এবং এই কথাও বলিলেন, তাহারা যেন আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয়। তাঁহার রহমত হইতে কেবল কাফিররাই নিরাশ হইয়া থাকে। فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ তাহারা যখন রওয়ানা হইয়া মিসরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আ) এর দরবারে প্রবেশ করিল তখন قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ তাহারা বলিল, আমরা বড়ই অভাবগ্রস্ত। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে তাহারা বিপদগ্রস্ত। وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ অর্থাৎ আমাদের নিকট অতি সামান্য পূঁজী আছে بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ অর্থ সামান্য পূঁজী মুজাহিদ ও হাসান (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল পূঁজী। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অচল দিরহাম। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন هِىَ الدَّرٰهِمُ الْقُوْلُ আবূ সালেহ (র) বলেন بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ এর অর্থ হইল সবুজ

ঘাস ও সনুবার গাছ। যাহ্‌হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল মুদ্রা। আসলে اَزْجَاءُ শব্দের অর্থ হইল, কোন জিনিস নষ্ট হওয়ার কারণে উহা ফিরাইয়া দেওয়া। যেমন হাতেম তাই বলেন, اِلَيْكَ عَلَى مَلْجَانَ ضَيْفٍ مَدَافِعٍ + وَارْمَلَةٌ تُزْجِى مَعَ اللَّيْلِ اَرْمَلًا ধিকৃত অতিথি ধিকৃত বিধবারা যাহাদের রাত্রেও অন্য বিধবাদের নিকট বিতাড়িত করা হয় তাহারা যেন মিলহান এর প্রতি ক্রন্দন করে।

আশা বনী সা'লাবাহ বলেন,

اَلْوَاهِبُ الْمِائَةِ الْهِجَانِ وَعَبْدِهَا + عُوْذًا تُزْجِى خَلْفَهَا اَطْفَالَهَا

কবির উপরোক্ত কাব্যাংশের মধ্যে تُزْجِى শব্দটি হাকাইয়া দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে এই অল্প পূঁজীর বিনিময়ে পাত্র ভরিয়া খাদ্য-দ্রব্য দান করুন যেমন পূর্বেও দান করিয়াছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) এর ক্বিরাতে فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا রহিয়াছে অর্থাৎ খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা আমাদের উট বোঝাই করিয়া দিন। এবং সদকা করুন। ইবনে জুরাইজ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমাদের ভাইকে ফিরাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি সায়ীদ ইবন জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন تَصَدَّقْ عَلَيْنَا এর অর্থ হইল, এই সামান্য পূঁজী গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতি সদকা করুন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবী করীব (সা)-এর পূর্বে কি কখনো কোন নবীর উপর সদকা হারাম করা হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন তুমি কি فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ শ্রবণ কর নাই? ইবনে জরীর (রা) হারিস হইতে তিনি কাসিম হইতে ইহা বর্ণিত। ইবনে জরীর (রা)....মুজাহিদ হইতে বর্ণিত তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা কি জায়েজ আছে? اَللّٰهُمَّ تَصَدَّقْ عَلَىَّ হে আল্লাহ্ আমার প্রতি সাদকা করুন, তিনি বলিলেন, হাঁ সাদকা তো সেই করে যে সওয়াবের আশা পোষণ করে।

(৮৯) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝

(৯০) قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৯১) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝

(৯২) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

৮৯. সে বলিল তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ (আ) ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?

৯০. উহারা বলিল তবে কি তুমিই ইউসুফ সে বলিল আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেই রূপ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

৯১. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদিগের উপর প্রধান্য দিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২. সে বলিল আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট যখন তাহার ভাইদের দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাব ও দুই পুত্র সন্তানকে হারাইয়া ইয়াকূব (আ) যে চিন্তা ও অস্থিরতার আগুনে বিদগ্ধ হইতে ছিলেন উহার আলোচনা করা হইল অথচ তিনি এখন রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী তখন তাঁহার অন্তর বিগলিত হইয়া গেল তাহার পিতার প্রতি অত্যন্ত আবেগ বিজোড়িত হইলেন। এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি ভাইদের নিকট স্বীয় পরিচয় পেশ করিলেন। মাথা হইতে রাজ মুকুট নামাইয়া ফেলিলেন। তিনি ভাইদিগকে বলিলেন هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত তোমরা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের স্মরণ আছে কি? যাহা তোমরা মূর্খতার অভিশাপে লিপ্ত হইয়াই করিয়াছিলে? অর্থাৎ তোমাদের মূর্খতাই ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে সে জাহেল সে মূর্খ। অতঃপর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পড়েন। ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যাহারা খারাপ কাজ করে তাহারা মূর্খতার কারণে করে অতএব তাহারা জাহেল তাহারা মূর্খ। অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কথাই প্রকাশ

যে হযরত ইউসুফ (আ) যেমন, প্রথম দুইবার তাহার ভাইদের নিকট আল্লাহর নির্দেশে নিজের সত্তাকে গোপন করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে শেষবার আল্লাহর নিদের্শেই তাহার স্বীয় পরিচয় পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় ও অপছন্দীয় হইয়া পড়িল তখন আল্লাহ তা'আলা দুঃখ দুর্দশা দূর করিয়া দেন। فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা আসে কঠিন অবস্থার সহিত সহজ অবস্থা আসে। হযরত ইউসুফ (আ) এর বক্তব্যের পর তাহার ভাইরা বলিল, তবে আপনিই কি ইউসুফ। এখানে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব اَنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ পড়িয়াছেন। এবং ইবনে মুহাইমিন এর কিরাতে হইল শুধু اَنْتَ يُوْسُفُ কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল প্রথমটি। কারণ, প্রশ্ন দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহারা দুই বছর যাবৎ ইউসুফ (আ) এর নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল অথচ তাহাদের অধিকাংশ লোকই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। এই কারণে তাহারা বিস্মিত হইয়া এদিকে ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন, এই কারণেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনিই কি ইউসুফ? উত্তরে তিনি বলিলেন হাঁ আমি ইউসুফ আর এ হইল আমার ভাই। قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর আমাদিগকে একত্রিত করিয়া বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا অবশ্যই যে ব্যক্তি পরহেজগারী গ্রহণ করিবে এবং ধৈর্যধারণ করিবে আল্লাহ এইরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করেন না। তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর আকৃতি প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় ও নবুওতের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করিয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন, এবং তাহারা এই কথাও স্বীকার করিল যে তাহারাই তাহার প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে ও অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের অপরাধের স্বীকৃতির জন্য হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন وَلَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরস্কার কোন অভিযোগ আমার নাই এবং আজ হইতে তোমাদের অপরাধের উল্লেখও আর করিব না। অতঃপর তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক মেহেরবান।

আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের অপরাদ স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন وَلَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তোমাদের অপরাধের উল্লেখ করিব না। ইবনে ইসহাক ও সাওরী (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তোমাদিগকে কোন তিরস্কার করিব না কোন শাস্তি দিব না। يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের অপরাধকে ঢাকিয়া ফেলুন তিনি বড়ই মেহেরবান।

(٩٣) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٩٤) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ○

(٩٥) قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখ মন্ডলের উপর রাখিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। আর তোমাদিগের পরিবারের সকলেই আমার নিকট লইয়া আসিও।

৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হ্ইয়া পড়িল তখন তাহাদের পিতা বলিল তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।

৯৫. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পূর্ব ভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) উহা জানিতে পারিয়া তাহার জামা তাহাদের নিকট দিয়া বলিলেন আমার এই জামা লইয়া যাও فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا অতঃপর আব্বার মুখমন্ডলের উপর রাখিয়া দিবে, ফলে তিনি দেখিতে পাইবেন। وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ এবং তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট.লইয়া আসিবে وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ যখন কাফেলা মিসর হইতে বাহির হইল قَالَ اَبُوْهُمْ তখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার নিকট অবস্থানকারী সন্তানদিগকে বলিলেন اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ যদি না তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বল তবে অবশ্যই বলিব যে আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাইতেছি। আব্দুর রায্‌যাক (রা).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত— তিনি বলেন যখন কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল তখন একটি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং হযরত ইউসুফ (আ) এর জামার সুগন্ধি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন হযরত ইয়াকূব (আ) আট দিনের দূরত্ব হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার সুগন্ধি পাইয়াছিলেন। ইবনে সিনান (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন মিসর ও কিনআনের মাঝে আশি ফরসাখের দূরত্ব ছিল। এবং হযরত ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর মধ্যে বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল আশি বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, আতা, কাতাদাহ ও সায়ীদ ইবন জুবাইর (র.) لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ এর তাফসীর করেন لَوْلَا تُسَفِّهُوْنِ অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে বেকুব না বল।

হযরত হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (র) এর অপর এক বর্ণনায় تُفَنِّدُوْنِ এর অর্থ تُهَرِّمُوْنِ অর্থাৎ তোমরা আমাকে বৃদ্ধ না বল। قَوْلُهٗ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করেন لَفِى خطيئتك القديم অর্থাৎ আপনি আপনার পুরাতন ভুলের মধ্যেই লিপ্ত। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, না আপনি ইউসুফের ভালবাসা ভুলিতে পারেন আর না আপনি কোন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের পিতাকে এমনি কঠোর কথা বলিয়াছিল যাহা তাহাদের পক্ষে সমীচীন নহে।

(٩٦) فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰـهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ
اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٩٧) قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○

(٩٨) قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

৯৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো অপরাধী।

৯৮. সে বলিল আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন بشير অর্থ ডাকবাহন। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, সুসংবাদ বহনকারী ছিল ইয়াহুযা ইবনে ইয়াকূব। সুদ্দী (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান জামা সেই প্রথম

আনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সামনে পেশ করিয়াছিল এই কারণেই সে হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই জামা আনিয়া তাহার পূর্বের অপরাধ ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। জামা আনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মুখের ওপর রাখিতেই তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ আমি একথা জানি যে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই কথাও বলিয়াছি اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বলিলে আমি এই কথাই বলিব যে আমি ইউসুফের সুগন্ধি পাইতেছি। তখন তাহারা তাহাদের পিতাকে নরম সুরে বলিল হে আব্বা! আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা বড় অপরাধী। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তাহার প্রতি যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহার জন্য বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইবরাহীম তায়সী (র) আমর ইবনে কয়েস ইবনে জুরাইজ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) শেষ রাত পর্যন্ত সময় লইয়াছিলেন। ইবনে জরীর (র)....মুহারেব ইবনে দিদার হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করিতে শুনিলেন, হে আল্লাহ আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতঃপর আমি জওয়াব দিয়াছি। আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন আমি মান্য করিয়াছি। আর এই যে শেষ রাত্র আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত উমর লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিলেন যে শব্দটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর ঘর হইতে আসিতেছে। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাকে এই সময় দু'আ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত ইয়াকূব তাঁহার পুত্রদের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত দু'আ বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ হাদীসে বর্ণিত সে রাতটি ছিল জুম'আর রাত। ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন, তোমাদের জন্য জুম'আর রাতে দু'আ করিব। হাদীসটি এই সূত্রে গরীব তবে মারফু হওয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের দ্বীমত রহিয়াছে।

(٩٩) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا
مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

(١٠٠) وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ
هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَقَدْ اَحْسَنَ
بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ
نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ط اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ
هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৯৯. অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।

১০০. এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার সম্মানে সিজদায় নিপতিত হইলেন। সে বলল হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মিসর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। ইউসুফ (আ) তাহার ভাইদিগকে তাহার পিতামাতা ও পরিবারের সকলকে লইয়া মিসরে আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ভাইরা তাহাই করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গ কিনআন হইতে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত ইউসুফ (আ) এই সংবাদ পাইয়া যে তাহারা মিসরের নিকটবর্তী হইয়াছেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইলেন। মিসর সম্রাট তাহার আমীর উমারা ও উজীরদিগকে ইউসুফ (আ)-এর সহিত তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য যাইবার নির্দেশ দিলেন। কেহ কেহ বলেন সম্রাট নিজেও হযরত ইউসুফ (আ) এর সহিত তাহার পিতার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে আল্লাহর বাণীতে تَقْدِيْمْ ও تَاْخِيْرْ হইয়াছে যাহা

علم بلاغت (ভাষালংকার শাস্ত্র) এর একটি বিধান। আসলে আয়াতের অর্থ হইল ইউসুফ (আ.) প্রথম কাফেলার লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে প্রবেশ কর।

অতঃপর তিনি তাহার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন, আর তাহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর (র) ইহার প্রতিবাদ করিয়া আল্লামা সুদ্দীর মতকে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার পিতা মাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে নিজের কাছে স্থান দিলেন কিন্তু যখন তাহারা শহরের দ্বারে পৌঁছিলেন তখন তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, এখন নিরাপদেই শহরে প্রবেশ করুন। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় দ্বীমত আছে কারণ, ايواء অর্থ, ঘরে স্থান দান করা আর এখানে এই অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য কোন বাধা নাই অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) এর নিকট প্রবেশ করিবার এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবার পর তিনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আপনারা মিসরে নিরাপদে বসবাস করুন। اُدْخُلُوْا দ্বারা اُسْكُنُوْا বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ আপনারা পূর্বে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের যে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন উহা হইতে এখানে নিরপদে বসবাস করুন। বলা হইয়া তাকে যে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শুভাগমনের ফলে মিসরবাসীদের উপর হইতে অবশিষ্ট বছরগুরির দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইবার জন্য বদ দু'আ করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্লাহ! তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বছরের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করিয়া আমার সাহায্য করুন।

অতঃপর তাহারা যখন পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার নিকট দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবার দরখাস্ত করিল এবং এই উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ানকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উপর হইতে দুর্ভিক্ষ সরাইয়া দেওয়ার জন্য দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আর বরকতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দিলেন। قَوْلُهُ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র) বলেন, اَبَوَيْهِ দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা ও খালাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর পিতা-মাতা উভয় জীবিত ছিলেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, তাঁহার মাতার মৃত্যুর উপর কোন দলীল নাই। পবিত্র কুরআন দ্বারাও প্রকাশ্যভাবে এই কথাই বুঝা যায়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালামের ভাবধারায় এই মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

قَـوْلُهُ وَرَفَـعَ اَبَـوَيْـهِ عَـلَـى الْـعَـرْشِ ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ আরো অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসাইলেন وَخَـرُّوْا لَـهُ سُـجَّـدًا। অর্থাৎ তাহার পিতা-মাতা ও অবশিষ্ট ভাইরা তাহাকে সিজদা করিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল এগার। وَقَـالَ يٰـاَبَـتِ هٰـذَ تَـاوِيْـلُ رُءْيَـاىَ مِـنْ قَـبْـلُ হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, এই হইল আমার সেই পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এই স্বপ্নের কথা তিনি তাহার পিতাকে পূর্বেই জানাইয়াছিলেন। اِنِّـى رَاَيْـتُ اَحَـدَ عَـشَـرَ كَـوْكَـبًـا। আয়াত দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সম্মানার্থে সিজদা করা জায়েজ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ইহা জায়েযও ছিল। তৎকালে যখন কেউ বড়কে সালাম করিত তখন তাহার সম্মানার্থে সিজদায় পড়িত। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিল। অতঃপর আমাদের এই শরীয়তে হারাম ঘোষিত হইয়াছে। এই শরীয়তে সিজদাকে কেবল আল্লাহর সহিত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ইহাই। হাদীসে বর্ণিত হযরত মু'আয (রা) একবার সিরীয়ায় আগমন করিলেন। তিনি তথাকার অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সম্মুখে সিজদা করিতে দেখিলেন। তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন তিনি হযরত মু'আযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! ইহা কি? তখন তিনি বলিলেন, আমি সিরিয়ার অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সম্মুখে সিজদা করিতে দেখিয়াছি, অথচ আপনিই তো সিজদার অধিক যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রী লোককে তাহার স্বামীর সম্মুখে সিজদা করিতে নির্দেশ দিতাম— কারণ স্বামীর অধিকার স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি।

অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার মদীনার পথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হযরত সালমান (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত সালমান তখন নতুন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হে সালমান! তুমি আমাকে সিজদা করিবে না বরং সেই মহান সত্তাকে সিজদা করিবে যিনি চির জীবিত যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করিবেন না। সারকথা হইল পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে সিজদা করা জায়েয ছিল এই কারণেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভাইরা তাহাকে সিজদা করিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন يٰـاَبَـتِ هٰـذَا تَـاوِيْـلُ رُءْيَـاىَ مِـنْ قَـبْـلُ قَـدْ جَـعَـلَـهَـا رَبِّـى حَـقًّـا হে আব্বা! ইহাই হইল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আমার প্রতিপালক সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কাজের পরিণতিকে تاويل বলা হয়, যেমন ইরশাদ হইয়াছে هَـلْ يَـنْـظُـرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهُ يَوْمَ يَاْتِى تَاْوِيْلُهُ এখানে يَـوْمَ يَـاْتِـى تَـاوِيْـلِ দ্বারা কিয়ামত দিবস বুঝান হইয়াছে যে দিন মানুষের আমলের ভাল-মন্দ ফল প্রকাশ পাইবে।

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا অর্থাৎ স্বপ্নকে সঠিক ও সত্য করিয়াছেন আর আমি যাহা ঘোমের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম জাগ্রতাবস্থায়ও তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলেন, وَقَدْ أَحْسَنَ بِىْ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন আর তোমাদিগকে গ্রাম হইতে এইজনপূর্ণ শহরে আনিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা গ্রামে বসবাস করিতেন এবং পশুপালন করিতেন। তিনি বলেন কেউ বলেন তাহারা সিরীয়ার অন্তর্ভুক্ত ফিলিস্তীনের এক গ্রামে বসবাস করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, 'হিসমী' এর নিম্নভূমীর এলাকা আওলাজ নামক স্থানে বসবাস করিতেন। তাহারা গ্রামে বসবাস করিত এবং উট ছাগল পালন করিত।

مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ الخ হযরত ইউসুফ (আ) বলেন আমার প্রতি আল্লাহর এই নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে আমার ও আমাদের ভাইদের মাঝে শয়তানের বিরোধ সৃষ্টি করিবার পর। আমার প্রতিপালক যে কাজের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাহার উপায় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং উহা সহজ করিয়া দেন। اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ। তিনি তাঁহার বান্দাদের কিসে মঙ্গল হইবে আর কিসে অমঙ্গল হইবে উহা ভালভাবেই জানেন। اَلْحَكِيْمُ। তিনি তাহার বাণীতে কাজে তাহার ফয়সালা ও নির্ধারণে এবং যাহা কিছু ইচ্ছা করেন উহা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে বড়ই প্রজ্ঞাবান।

আবূ উসমান নহদী (র) সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর স্বপ্ন ও উহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন, স্বপ্ন ও উহার তাবীরের মাঝে ইহার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। ইবনে জরীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উমর ইবন আলী (রা)....হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বিচ্ছেদ ও তাহাদের পুনর্মিলনের মাঝে আশি বছরের ব্যবধান ছিল। এই দীর্ঘ কালে কখনো তাহার অন্তর হইতে চিন্তা দূর হয় নাই এবং তাহার অশ্রুজল সর্বদাই তাহার উভয় মুখমন্ডলিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সে কালে সারা বিশ্বে আল্লাহর নিকট হযরত ইয়াকূব (আ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না। হুশাইম (র) ইউনুস (র) হইতে তিনি হাসান হইতে বর্ণনা করেন এই সময় কাল ছিল তিরাশি বছর। মুবারাক ইবনে ফাযালাহ (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতের বছর বয়সে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহার পিতা হইতে আশি বছর দূরে ছিলেন এবং তাহার পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তিনি একশ বিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ও

ইউসুফ (আ)-এর মাঝে পঁয়ত্রিশ বছর বিচ্ছেদ ছিল। মুহাম্মদ ইবন ইস্‌হাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ) হইতে আঠার বছর কাল দূরে ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বলে, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব হইতে চল্লিশ বছর কিংবা অনুরূপ কাল দূরে ছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) মিসর আগমন করিবার পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সতের বছর ছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ ইসহাক ছবাইয়ী (রা) আবূ-আবীইদা হইতে বর্ণনা করেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন মিসর প্রবেশ করেন তখন তাহাদের সংখ্যা ছিল তেষট্টিজন। এবং মিসর হইতে যখন বাহির হন তখন ছিল ছয় লক্ষ সত্তুর জন আবূ ইসহাক (র) মসরূক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাহারা ছিলেন তিন শত নব্বই জন পুরুষ ও স্ত্রী। মুসাইব উবাইদাহ (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন— হযরত ইয়াকূব (আ) যখন হযরত ইউসুফ (আ) সহিত মিলিত হন তখন স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়া তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছিয়াশি জন। আর তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিয়াছিল তখন তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও উর্ধ্বে।

(١٠١) رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ
الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

১০১. হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ-কর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত যখন পূর্ণ হইল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহার মাতা-পিতাকে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া ছিলেন, নবুয়ত ও সাম্রাজ্য দান করিলেন তখন তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন তাহার প্রতি এই সমস্ত নিয়ামত দুনিয়ায় বর্ষণ করিয়াছেন অনুরূপভাবে আখিরাতেও যেন তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হয় এবং মৃত্যুকালে যেন তাহাকে ইসলামের ওপর অটল রাখিয়া মৃত্যু দান করেন। যাহ্‌হাক (রা) বলেন,

وَالْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ এর মধ্যে صَالِحِيْنَ দ্বারা হযরত আম্বিয়া ও রাসূলগণ বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর উক্ত দু'আ সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যুকালে করিয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা) তাহার মৃত্যুকালে আঙ্গুলী উঁচু করিয়া তিনবার এই দু'আ পড়িলেন اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই দু'আর এই অর্থও হইতে পারে যে যখনই তাহার মৃত্যু আসিবে তখন যেন ঈমানের উপর থাকিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। এবং সৎলোকের সহিত তাঁহার মিলন হয়। তিনি তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন ইহার এই অর্থ উদ্দেশ্যে নহে। যেমন কেহ এইরূপ দু'আ করিয়া থাকে, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দান করুন। আবার এইরূপ দু'আও করা হয়, হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুসলমান করিয়া জীবিত রাখুন ও মুসলমান রাখিয়াই মৃত্যুদান করুন ও নেক লোকদের সহিত আমাদিগকে মিলাইয়া দিন। অবশ্য এখানে এই অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে হযরত ইউসুফ (আ) তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এইরূপ মৃত্যু কামনা করা তাহাদের শরীয়তে জায়েয ছিল।

হযরত কাতাদা (র) تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّالْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর অস্থিরতা দূর করিয়া দিলেন এবং তাহার চক্ষু শীতল হইল, সম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ সুখ-শান্তি সব কিছুই যখন তিনি লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি পূর্ববর্তী সৎলোকদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্বে কোন নবী মৃত্যু কামনা করেন নাই। ইবনে জরীর ও সুদ্দী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম নবী যিনি মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তিনিই প্রথম নবী যিনি ইসলামের ওপরই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ) সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্লাহ আপনি-আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করিয়া দিন আর আমার পরিবারের সেই সমস্ত লোকদিগকেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। "হযরত ইউসুফ তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।" যদিও এই কথার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদের শরীয়তে ইহা জায়েয নহে।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কোন বিপদের কারণে কাহারও পক্ষে মৃত্যু কামনা করা জায়েয নহে। যদি তাহার মৃত্যু কামনা করা জরুরী হয় তবে সে যেন এইরূপ বলে, হে আল্লাহ! যতদিন আমার পক্ষে জীবন ধারণ করা কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় তখন

আমাকে মৃত্যু দান করুন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অবশ্য তাহারা হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে যদি সে ভাল লোক হয় তবে জীবিত থাকিয়া আরো ভাল কাজ করিবে আর যদি মন্দ লোক হয় তবে সম্ভবত সে জীবিত থাকিয়া তওবা করিয়া লইবে। কিন্তু সে যেন এইরূপ দু'আ করে "হে আল্লাহ যতকাল আমার পক্ষে জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে আমাকে মৃত্যুদান করুন। ইমাম আহমদ (র).... উসামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি আমাদিগকে নসীহত করিলেন, ফলে আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস (রা) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বহু ক্রন্দন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন আহ! যদি আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, হে সা'দ! আমার নিকট বসিয়া তুমি কাঁদিতেছ? এইরূপ তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন হে সা'দ যদি তোমাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়া থাকে তবে তোমার দীর্ঘ জীবন ও নেক আমল তোমার পক্ষে উত্তম।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র).... আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত—তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে আর উহা আসিবার পূর্বে উহার দু'আ ও হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) তাহার খিলাফতের শেষ দিকে যখন রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা দেখিতে পাইলেন এবং কোন উপয়েই উহার কোন সমাধা হইতেছিল না। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ। আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন, আমি তাহাদিগকে বহু গালি দিয়াছি আর তাহারাও আমাকে বহু গালি দিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) এর সঙ্গে যখন খুরাসানের শাসকের বিরোধ দেখা দিল তখন তিনি দু'আ করিলেন হে আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দিন। হাদীসে বর্ণিত যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে তখন কেহ কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিবার সময় বলিবে, হায়। আমি যদি এখানে হইতাম। কারণ তখন নানা প্রকার ফেৎনা-ফাসাদ প্রকাশ ঘটিবে। এবং উহাতে লিপ্ত হইয়া তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে। আবূ জাফর ইবনে জরীর (রা) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্ররা যাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত অসদাচরণ করিয়াছিল, হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছিলেন।

কাসিম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন.... তিনি আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর যাবতীয় অশান্তি দূর করিয়া দিলেন এবং মিসরে সকলেই একত্রিত হইয়া যেন ও না করে। অবশ্য যদি কাহারো স্বীয় আমলের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে তবে তাহার

পক্ষে অনুমতি আছে। শুন, যখন কেহ মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়। মু'মিনের আমল তাহার কল্যাণকে বৃদ্ধি করে। হাদীসটি শুধু ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যুর কামনা নিষিদ্ধ কেবল সেই ক্ষেত্রে যখন পার্থিব বিপদ আসে এবং কেবল মৃত্যু কামনাকারীর সত্তার সহিত উহা খাস হয়। কিন্তু যদি বিপদ দ্বীনের সহিত সম্পর্কিত হয় তখন মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ফিরআউনের যাদুকরদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যাহাদিগকে ফিরআউন ইসলাম গ্রহণের দায়ে হত্যা করিবার ধমক দিয়াছিল। তাহারা তখন বলিয়াছিল رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ধৈর্য দান করুন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। হযরত মারইয়াম (আ)-এর যখন প্রসব বেদনা শুরু হইল এবং তিনি খেজুর তলায় আসিলেন তখন তিনি আল্লাহর দরবারে বলিয়াছিলেন يَالَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا হযরত মারইয়াম (আ) যেহেতু বিবাহিতা ছিলেন না একমাত্র আল্লাহ কুদরতেই তিনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন অতএব মানুষ তাহাকে অপবাদ দিবে এই লজ্জায় তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন হায়! যদি ইহার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। যখন তিনি সন্তান প্রসব করিলেন তখন লোকেরা তাহাকে চিৎকার করিয়া বলিল ঃ

يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَآ اُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَسَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا –

হে মারইয়াম তুমি তো বড় অশ্লিল কাজ করিয়াছ তোমার পিতাও মন্দ লোক ছিলেন না আর তোমার মাতাও অসতী মহিলা ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই অপবাদ হইতে তাহার মুক্তির পথ বাহির করিয়া দিলেন তিনি যে শিশুকে প্রসব করিলেন সে সেই অবস্থায় বলিয়া উঠিল যে সে আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতএব উহা একটি বিরাট মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হইল। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র) হযরত মু'আয (রা) হইতে এই দু'আ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ফিতনার ইচ্ছা করেন তখন আমাকে ফিৎনা মুক্ত রাখিয়া মৃত্যু দান করুন।

ইমাম আহমদ (র)....মাহমূদ ইবন লবীদ হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, দুইটি বিষয়কে মানুষ অপছন্দ করে। ১. মানুষ মৃত্যু অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু ফিৎনা হইতে উত্তম। ২. মানুষ অল্প মাল অপছন্দ করে অথচ অল্প মাল হিসাব দেয়ার জন্য সহজতর। সারকথা হইল, দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় লিপ্ত

হইলে মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। এই কারণে বসবাস করিতে লাগিলেন। তখন একদিন তাহার পুত্রগণ নির্জনে একে অপরকে বলিতে লাগিল আমরা আমাদের আব্বাকে এবং আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছি তাহা কি তোমাদের জানা নাই? তাহারা বলিল হাঁ। এখন যদিও তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন তাহা কি তোমরা জান? অতঃপর তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাহারা তাহাদের আব্বার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিবে।

অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের আব্বার পার্শে বসিল তখন হযরত ইউসুফ (আ)ও তাহার আব্বার অপর পার্শে বসা ছিলেন। তাহারা হযরত ইয়াকূব (আ) কে বলিলেন আব্বা! আমরা আপনার নিকট আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আমরা কখনো আপনার নিকট আসি নাই। আর আজ আমরা এমন বিপদে লিপ্ত হইয়াছি যে আজ পর্যন্ত এইরূপে বিপদে কোন দিন লিপ্ত হই নাই। তাহাদের এই কাকুতি মিনতির কারণে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তর বিগলিত হইল আর আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরতো স্বাভাবিক ভাবেই অতি কোমল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের প্রয়োজন কি বল, তাহারা বলিল, আপনার তো আর এই কথা অজানা নাই যে আমরা আপনার সহিত ও আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-এর সহিত কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি। তাহারা বলিল, আপনারা কি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন নাই? তাহারা বলিলেন, হাঁ, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ আবার বলিল, আপনারা ক্ষমা করিয়া দিলেও উহা আমাদের কোন উপকার করিবে না যদি আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া না দেন। তখন ইয়াকূব (আ) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা কি চাও? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন ইহাই আমাদের কাম্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, এই সম্পর্কে যখন আপনার নিকট অহী আসিবে তখন আমাদের সান্ত্বনা হইবে ও চক্ষু শীতল হইবে। তাহা না হইলে সারা জীবন আমাদের সান্ত্বনা হইবে না।

রাবী বলেন, অতঃপর হযরত ইয়াকূব কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতার পশ্চাতে এবং তাহারা সকলে তাহাদের উভয়ের পশ্চাতে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দাঁড়াইল। অতঃপর তিনি দু'আ করিলেন এবং ইউসুফ (আ) আমীন বলিলেন— এইভাবে দু'আ হইতে লাগিল কিন্তু বিশ বছর যাবত তাহাদের দু'আ কবূল হইল না। এমনকি বিশ বছর পর্যন্ত যখন তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হইতে লাগিল তখন ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'তালা আমাকে এই সুসংবাদসহ প্রেরণ করিয়াছেন যে তিনি আপনার দু'আ কবূল করিয়াছেন এবং আপনার পুত্রগণ যে অসদাচরণ করিয়াছে উহা তিনি ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তও লইয়াছেন যে আপনার পর তাহাদিগকে তিনি নবুয়ত দান করিবেন। তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (রা) বলেন, হাদীসটি হযরত আনাস (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইয়াযীদ রাক্কাশী ও সালেহ মুররী উভয়ই দুর্বল রাবী। সুদ্দী (রা) বলেন, যখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে অসীয়ত করিলেন যে তাহাকে যেন হযরত ইবরাহীম ও ইসহাকের নিকট দাফন করা হয়। অতঃপর যখন তাহার মৃত্যু হইল তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সিরীয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং উভয় নবীদ্বয়ের নিকট তাহাকে দাফন করা হইল।

(١٠٢) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

(١٠٣) وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٠٤) وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০২. ইহা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি ষড়যন্ত্র কালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছিয়াছিল তখন তুমি উহাদিগের সংগে ছিলে না।

১০৩. তুমি যতই চাহ না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে।

১০৪. এবং তুমি তাহাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ ব্যতিত কিছু নয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ও তাঁহার ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে সাম্রাজ্যের শক্তি দান করিয়া কিভাবে তাহাকে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করিয়াছেন অথচ, তাঁহার ভাইরা তাহাকে ধ্বংস ও নিপাত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল উহার আলোচনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এই ঘটনা ও ইহার অনুরূপ আরো ঘটনার সংবাদ দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন এই সমস্ত গায়েবের সংবাদ। نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনার নিকট গায়েবের এই সংবাদ দান করিয়াছি যেন ইহা দ্বারা আপনি নসীহত গ্রহণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহারাও যেন উপদেশ লাভ করে। وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তাহাদের নিকট ছিলেন না। আর তাহাদিগকে দেখিতেও পান নাই اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ যখন তাহারা হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ

اَقْلَامَهُمْ আর তাহাদের নিকটও ছিলেন না যখন তাহরা হযরত মারইয়াম (আ)-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কলম নিক্ষেপ করিতেছিল وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ আর যখন আমি হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলাম তখনও আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا আর আপনি মাদিয়ান বাসীদের মাঝেও ছিলেন না অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঘটনাবলী জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন وَمَا كَانَ لِىْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ আর ঊর্ধ্বাকাশে ফিরিশ্তাগণ যখন আলোচনা করিতেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

اِنْ يُّوْحٰى اِلَّا اَنَّمَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবকিছুই ওহীর মধ্যে অবগত করান হইয়াছে। অতএব যাহারা তাহার কথা অমান্য করে তিনি তাহাদিগের জন্য ভীতিপ্রদর্শণকারী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন— হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহাদিগকে পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবগত করাইয়াছেন যে ঘটনাসমূহের মধ্যে তাহাদের জন্য নসীহত-উপদেশ এবং তাহাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। অথচ এতদসত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করিতেছে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْنَكَ আপনি যদি অধিকাংশ লোকের মত মানিয়া নেন তাহা হইলে তাহারা আপনাকে ভ্রান্ত করিয়া দিবে। কারণ অধিকাংশ লোকই তো কাফের। অতএব কাফিরদের মত মান্য করিলে ভ্রান্ত হওয়ার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আপনি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার পারিশ্রমিক ও চাঁদা আপনি প্রার্থনা করেন না। اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ইহা তো কেবল সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ যাহা দ্বারা তাহারা নসীহত ও উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং পার্থিব ও পারলৌকক শান্তি ও মুক্তি লাভ করিবে।

(١٠٥) وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

(١٠٦) وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○

(١٠٧) اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১০৫. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।

১০৬. তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহার শরীক করে।

১০৭. তবে কি তাহারা আল্লাহর সর্বগ্রাসি শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ ?

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের দলীলসমূহ সম্পর্কে ও তাহার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কোন চিন্তা ভাবনা করে না তাহাদের এই গাফলতী সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা অভিযোগ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বিশাল যমীন ও আসমানসমূহের মধ্যে তাওহীদের নানা প্রকার নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র-সূর্য উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ উহাদের কিছু স্থির এবং কিছু চলমান এবং চলমান নক্ষত্রসমূহের জন্য তিনি গতিপথও সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীকে তিনি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ক্ষেত খামারের যমীন বাগান-উদ্যান পাহাড় ও পর্বতমালা বিশাল সমুদ্র ও তরঙ্গমালা বিশাল ময়দান ও বনভূমি তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এই যমীনে তিনিই নানা প্রকার ফলমূল উৎপাদন করিয়াছেন যাহার কিছু কিছু পারস্পরিক সাদৃশ্য কিন্তু উহাদের স্বাদ ও গন্ধ ভিন্ন। তিনিই এই যমীনে অসংখ্য প্রাণীকে জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যুদান করেন। অতএব সেই সত্তা যিনি এতশক্তির অধিকারী এবং এই সবকিছুই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি পূত-পবিত্র এবং এক ও অদ্বিতীয় তিনি চিরজীবি তিনি কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহর এই সমস্ত গুণাবলী ও সৃষ্টির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে না— সুতরাং তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমানও রাখে না।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ আর যাহারা আল্লাহর প্রতিতো ঈমান রাখে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শিরকের অভিশাপে লিপ্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকদের ঈমান হইল এতটুকু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় আসমানসমূহ যমীন ও পর্বতমালার সৃষ্টিকর্তা কে? তখন তাহারা বলে, আল্লাহ। অথচ তাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, শা'বী, কাতাদাহ, যাহ্হাক, আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুশরিকরা হজ্জকালে এই বলিয়া তালবিয়াহ পড়িত। হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নাই কিন্তু অবশ্য যেই শরীক আছে তাহার মালিকও আপনিই। এবং যে শরীক যে সমস্ত বস্তুর মালিক উহারও প্রকৃত মালিক আপনিই। সহীহ মুসলিম শরীফ আরো বর্ণিত আছে মুশরিকরা যখন

এই কথা বলিত, হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাযির আপনার কোন শরীক নাই তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন বছ বছ অর্থাৎ আর কিছু বলিও না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ শিরক অত্যন্ত গুরুতর যুলুম। আর আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করাই হইল বড় রকমর শিরক। বুখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত আব্দুলুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত অন্যকে শরীক করা হইল সর্বাধিক বড় গুনাহ। হযরত হাসান বসরী (র) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মুনাফিকরাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা কেবল মানুষকে দেখাইবার জন্য ভাল কাজ করিয়া থাকে তাহাদের এই রিয়াও লৌকিকতা ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلوٰةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে আর তাহারা আল্লাহর ধোকায় রহিয়াছে— তাহরা অতি অলসতাভরে সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়। কেবল মানুষকে দেখাইবার জন্যই তাহারা সালাত পড়িতে যায়। নামকে ওয়াস্তে তাহারা আল্লাহর যিকির করে। কোন কোন শিরক এতই শুক্ষ্ম হয় যে, যে ব্যক্তি শিরক করে সেও উহা বুঝিতে পারে না। যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ আসেম ইবনে আবূ নজুদ বর্ণনা করেন, তিনি উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার হযরত হুযায়ফা (র) এক রোগীর কাছে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহার বাসায় একটি সূতা বাঁধা আছে অতঃপর তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন অথবা খুলিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ- হাদীসে শরীফ বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার নামে কসম খাইয়াছে সে শিরক করিয়াছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ননা করিয়াছেন এবং ইহাকে "হাসান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঝাড়-ফুঁক ও মিথ্যা তাবীয ব্যবহার করাও শিরক। আবূ দাউদ ও আহমদ (র) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করাও শিরক— আল্লাহ তা'আলার তাওয়াক্কুল দ্বারাই সমস্ত বিপদ দূর করিয়া দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বিস্তারিত বর্ণনা

করেন, তিনি বলেন আবূ মু'আবিয়া (র)....আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) তাহার প্রয়োজন সারিয়া বাড়ী আসিতেন তখন তিনি দরজার নিকট আসিয়া কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলিতেন যেন আমরা তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া যাই এবং এমন কোন কাজ তাহার সম্মুখে না ঘটে যাহা তিনি অপছন্দ করেন। একদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া তাহার অভ্যাসনুযায়ী কাশি দিলেন তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধ আমাকে অসুখের জন্য তাবীয দিতেছিল আমি তাহার কাশির শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধাকে আমার চৌকির নীচে ঢাকিয়া রাখিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিয়া আমার গলায় একটি তাবীয দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। এইটি কি? আমি বলিলাম ইহা একটি তাবীয। তখন তিনি উহা ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এবং তিনি বলিলেন আব্দুল্লাহর বাড়ী শিরক-এর প্রতি মুখাপেক্ষি নহে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত যয়নাব বলেন, আমি তখন তাহাকে বলিলাম আপনি এই কথা বলিতেছেন? অথচ একবার আমার চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে আমি এক ইয়াহূদীর নিকট যাইতাম ইয়াহূদী আমাকে ঝাড়িয়া দিলে আমি রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন তোমার চক্ষুতে শয়তান আঘাত মারিত এবং ইয়াহূদীর ঝাড়-ফুঁকে উহা সারিয়া যাইত। রাসূলুল্লাহর (সা) যে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন তোমার পক্ষে তাই বলাই যথেষ্ট।

اِذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে মানবকুলের প্রতিপালক আপনি কষ্ট দূর করিয়া দিন আপনি রোগমুক্ত করুন আপনি রোগ হইতে মুক্তিদানকারী রোগমুক্তির আপনার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। রোগ মুক্তির এমন ব্যবস্থা যাহা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ইমাম আহমদ (র)....আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম অসুস্থ ছিলেন তাহাকে বলা হইল, যদি আপনি কোন তাবীয ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। তখন তিনি বলিলেন, আমি তাবীয ব্যবহার করিব? অথচ নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে তাহাকে তাবীযের প্রতিই অর্পণ করা হয়। হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছন। ইমাম আহমদ (র) এর মুসনাদ গ্রন্থে উকবাহ ইবনে আমির হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় সে শিরক করে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে আল্লাহ যেন তাহার কাজ সম্পন্ন না করেন, আর যে ব্যক্তি তাহার গলায় তাবীয ঝুলায় আল্লাহ যেন তাহার কাজকেও ঝুলাইয়া রাখেন।

হযরত আলা তাহার পিতা হইত তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমস্ত শরীক হইতে বে-নিয়ায যে ব্যক্তি তাহার কোন কাজে আমার সাহিত কাহাকেও শরীক করে আমি তাহাকে এবং তাহার কাজকে ছাড়িয়া দেই। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সায়ীদ ইবনে আবূ ফাযালা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি আল্লাহ তা'আলা যেদিনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোককে একত্রিত করিবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে— যে ব্যক্তি তাহার কোন আমলে শিরক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় তাহার নিকট প্রার্থনা করে— যাহাকে সে শরীক বানাইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত শরীকদের অপেক্ষা শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নিয়ায। হাদীসটি ইমাম আহমদ রেওয়াত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমাদের উপর সর্বাধিক যেই বস্তুর আমি ভয় করি তাহা হইল ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, 'রিয়া' (লৌকিকতা) কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা যখন মানুষকে তাহাদের আমলের বিনিময় দান করিবেন তখন রিয়াকারদিগকে বলিবেন দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমল করিয়াছিলে, তোমরা তাহাদের নিকট গিয়া দেখ তোমাদের আমলের কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইসমাঈল ইবনে জা'ফর....মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)....আব্দুলাহ্ ইবনে অমর হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়া তাহার কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন সে শিরক করিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। উহার কাফফারা কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে এই কথা বলিবে হে আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ ব্যতিত আর কোন কল্যাণ নাই আর আপনার পক্ষের শুভ ব্যতিত আর কোন শুভ নাই। আর আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি বলেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী একদিন খোতবা দানকালে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরককে ভয় কর উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হারব ও কয়েস ইবনে মুযারিব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হয় আপনি ইহার দলীল পেশ করিবেন নতুবা আমরা উমর (রা)-এর নিকট গিয়া আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন তিনি বলিলেন আমি ইহার দলীল পেশ করিতেছি। একদিন

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিলেন, তিনি তাঁহার ভাষণে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরক হইতে বাচ, উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল শিরক যখন পিপিলিকার চল হইতেও গোপন এই পরিস্থিতিতে আমরা উহা হইতে কি ভাবে বাঁচিব? তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিবে, হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমাদের জানা আছে— আপনার সহিত সেই শিরকে লিপ্ত হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর যাহা আমাদের জানা নাই উহা হইতেও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং উহাতে প্রশ্নকারী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র).... মা'কিল ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম কিংবা তিনি বলিলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, শিরক পিপিলিকার চলন হইতেও তোমাদের মধ্যে অধিক গোপন হইয়া আছে। অতঃপর তিনি বলিলন যাহা ছোট ও বড় শিরককে দূর করিয়া দেয় তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? তোমাদের সকলেই এই দু'আ করিবে হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমার জানা আছে তাহা হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর অজানা কোন শিরক করিয়া বসিলে উহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হাফিয আবূল কাসিম বাগভী (রা)....আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিতেছেন "আমার উম্মতের মধ্যে শিরক পাথরের উপর পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। রাবী বলেন তখন আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা হইতে বাচিবার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন অধিক কম ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক যাহাতে দূর হইতে পারে উহা কি আমি আপনাকে দিব না? তিনি বলিলেন জী হাঁ ইহা রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন আপনি এই দু'আ করিবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مَنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ - وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

হে আল্লাহ! যে শিরক আমার জানা আছে উহাতে লিপ্ত হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতছি। আর যে শিরক আমি না জানা অবস্থায় করিয়াছি উহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইমাম দারেকুতনী (র) বলেন আবূ নযর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী

ইয়ালা ইবনে আতা (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত আবূ বকর (রা) একবার বলিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি সকালে সন্ধ্যায় এবং শয়নকালে দু'আ করিব তখন তিনি বলিলেন, আপনি এই দু'আ করিবেন

اَللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

হে আল্লাহ। হে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা গায়েব ও হাযির সম্পর্ক পরিজ্ঞাত যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি শয়তনের অকল্যাণ ও উহার শিরক হইত। হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসায়ী উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার বর্ণনায় আরো কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন,....তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন— তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই দু'আ পড়িতে বলিয়াছেন অতঃপর তিনি উক্ত দু'আ উল্লেখ করিয়া শেষে এইটকুও বৃদ্ধি করেন

وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ قَوْلُهُ (اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ)

অর্থাৎ সেই সমস্ত মুশরিকরা কি এই বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হইবে যাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। যেমন,

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ - اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যাহারা অপকর্মসমূহের ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহারা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়াছে যে আল্লাহ তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবেন কিংবা তাহাদের প্রতি অন্য কোন শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন অথচ তাহারা বুঝিতেও পারিবে না। অথবা আল্লাহ তাহাদের উঠিতে বসিতে সব সময়ই তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন কিংবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া

তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন আর আল্লাহ তো কোন ব্যাপারে অক্ষম নন। তোমাদের প্রভু বড় দয়ালু ও মেহেরবান” (নাহল ৪৫-৪৭)।

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে—

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ - اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ - اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ -

“জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে যে রাতের বেলা তাহাদের নিদ্রাকালেই আমার শাস্তি তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইবে। কিংবা জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতেও নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে দিনের বেলা তাহাদের খেলধূলার সময়ই আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। তাহারা কি আল্লাহর শাস্তি হইত নিশ্চিত হইয়াছে? অথচ আল্লাহর শাস্তি হইতে কেবল ক্ষতিগ্রস্থ লোকরাই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।”

(١٠٨) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১০৮. বল ইহাই আমার পথ; আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।

তফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে এই নির্দেশ দিতেছেন তিনি মানুষকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে তাওহীদের প্রতি দাও'আত ও আহ্বান করাই আমার পথ। পূর্ণ বিশ্বাস ও দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমি উহার দিকে মানুষকে আহ্বান করিতেছি। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহারাও শরীয়ত ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ যুক্তি ও পূর্ণ আস্থাসহকারেই সেই পথের দিকেই মানুষকে আহ্বান করে যাহার দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আহ্বান করেন قَوْلُهٗ سُبْحَانَ اللّٰهِ আমি আল্লাহকে তাহার কোন শরীক ও সমকক্ষ হইতে তাহার কোন পিতা-পুত্র স্ত্রী হইতে এবং উজীর-নাজীর নিযুক্ত করা হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তিনি এইসব কিছু হইতে উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

সাত আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে আর সব কিছুই তাহার প্রশংসার সহিত তাহার তাসবীহ করে কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ্ বুঝ না। নিঃসন্দেহে তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী।

(١٠٩) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

১০৯. তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদিগের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহাদিগের নিকট ওহী পাঠাইতাম। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই। এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা মত্তাকী তাহাদিগের জন্য পরলোকই শ্রেয়। তোমরা বুঝ না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কেবল পুরুষদিগকেই রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন, নারীদিগকে নহে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এমতই পোষণ করেন। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে আল্লাহ তা'আলা কোন আদম কন্যার প্রতি এমন অহী প্রেরণ করেন নাই যাহা দ্বারা শরীয়তের ধারক হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ বলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারাহ্, হযরত মুসা (আ)-এর তা, আর ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারিয়াম বিনতে ইমরান নবুয়াত প্রাপ্তা ছিলেন লীল হিসাবে তাহারা বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ হযরত সারাহকে হযরত ইসহাক (আ)-এর পর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জন্ম গ্রহণ করিবার সুসংবাদ দিয়াছিলেন আর হযরত মূসা (আ)-এর মাতার নিকটও অহী প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ। অর্থাৎ আমি মূসা (আ)-এর মাতার নিকট এই অহী প্রেরণ করিলাম তুমি তাহাকে দুধ পান করাও। আর হযরত মারিয়াম (আ)-এর নিকট ফিরিশ্‌তা আসিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণ করিবার সুসংবাদ দান করিলেন ইরশাদ হইয়াছে

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ط يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন হে মারিয়াম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মনোনীতা করিয়াছেন ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীদের উপর আপনাকে মনোনিতা করিয়াছেন। হে মারিয়াম! আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন তাহাকে সিজদা করুন এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকু করুন। উপরোক্ত মহিলাদের প্রতি কেবল এতটুকু ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্ত কেবল এতটুকুতে কেহ নবী হইতে পারে না। অবশ্য তাহাদের নবুয়তের দ্বারা যদি শুধু কেবল তাহাদের মর্যাদাকে বুঝান হইয়া থাকে তবে ইহা যে সত্য উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

তবে কেবল এতটুকু কাহারো নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে কথা থাকিয়া যায়। আহলে সুন্নাত আল জামা'আত যে মত পোষণ করিয়াছে এবং আবূল হাসান আশ'য়ারী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন নারী নবী হইতে পারে নাই। অবশ্য অনেকেই সিদ্দীকা হইয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মারিয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন

مَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلاَنِ الطَّعَامَ -

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কেবল আল্লাহর রাসূল ছিলেন তাহার পূর্বেও বহু রাসূল অতীত হইয়াছেন। তাহার মাতা সিদ্দীকাহ ছিলেন, তাহারা উভয়ই খাদ্যাহার করিতেন। অত্র আয়াতে হযরত মারিয়ামকে সর্বাধিক সম্মানিত যে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে তাহা হইল সিদ্দীকাহ। যদি তিনি নবী হইতেন তাহা হইলে তাহাকে নবী বলিয়াই উল্লেখ করা হইত। কুরআনের ভাষায় তিনি কেবল সিদ্দীকাহ। যাহ্হাক (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন যাহাদিগকে নবুয়ত দান করা হইয়াছে তাহারা যমীনেরই অধিবাসী তাহারা আসমানের কোন ফিরিশ্তা নন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মতের সমর্থনে এই আয়াত দ্বারা পাওয়া যায়

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

অর্থাৎ আপনার পূর্বে যত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহারা পানাহার করিতেন আর বাজারেও চলাফেরা করিতেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ -

অর্থাৎ আর না আমি তাহাদিগকে এমন শরীরবিশিষ্ট করিয়াছিলাম যে তাহাদের পনাহারের প্রয়োজন ছিল না আর না তাহারা চিরজীবি ছিল। অতঃপর তাহাদের সহিত করা প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করিয়াছি। এবং তাহাদিগকে এবং অন্য যাহাকে আমি চাহিয়াছি মুক্তি দান করিয়াছি আর সীমাঅতিক্রমকারীদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

قَوْلُهُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ আমি তো কোন প্রথম রাসূল নহি অর্থাৎ আমার ন্যায় পূর্বে আরো অনেক রাসূল আসিয়াছেন। قَوْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى এখানে اَهْلُ الْقُرٰى

দ্বারা শহরের অধিবাসী বুঝান হইয়াছে। গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসী বুঝান হয় নাই। গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কঠোর স্বভাব ও কঠোর চরিত্রের অধিকারী হইয়া থাকে। আর শহরের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কোমল ও নরম স্বভাবের হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে যাহারা বস্তীতে বসবাস করে তাহারাও গ্রাম ও জঙ্গলের বসবাসকারীদর ন্যায় কঠোর ও বক্র স্বভাবের হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا نِفَاقًا বেদুঈনরা কুফর ও নিফাকের দিক থেকে অধিক কঠোর। হযরত কাতাদাহ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ইহার অর্থ হইল শহরের অধিবাসী তাহারা গ্রামের লোকদের তুলায় অধিক জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। এক হাদীসে বর্ণিত একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি উটনী হাদিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে উহার বিনিময় করিলেন কিন্তু সে উহা কম মনে করিল রাসূলুল্লাহ তাহাকে আরো অধিক দান করিলেন এমন কি সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি যে কুরাইশী আনসারী সাক্বফী কিংবা দাওসী গোত্রীয় লোক ব্যতিত অন্য কাহার হাদীয়া গ্রহণ করিব না।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন....তিনি হযরত ইবন ওমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, যে মুমিন মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে সে সেই ব্যক্তি হইতে উত্তম যে না তো মানুষের সহিত মেলামেশা করে আর না তাহাদের দেওয়া কোন কষ্ট সহ্য করে।

قَوْلُهٗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) যাহারা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চায় তাহারা যমীনে ভ্রমণ করে নাই فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الخ। তাহা হইলে পূর্ববর্তী যাহারা তাহাদের ন্যায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের পরিণাম দেখিতে পারিত কিরূপে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ। অর্থাৎ তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ করে নাই তাহা হইলে তাহাদের অসূর দৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিত যে তাহাদের ন্যায় কত লোককে ধ্বংস করা হইয়াছে। আর মু'মিনগণকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মাখলূকের মধ্যে এই নিয়মই চালু করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে। وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا। অর্থাৎ মু'মিনগণকে যেমন পৃথিবীতে মুক্তি দান করিয়াছি অনুরূপভাবে পরকালেও মুক্তিদান করিব তবে পরকালের মুক্তি ও উহার নিয়ামতরাজী ইহকাল অপেক্ষা অধিক উত্তম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ-

"আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করিব আর কিয়ামত দিবসেও যেদিন যালেমদের জন্য তাহাদের ওজর কোন উপকার করিবে না তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ আর পরকালের ঘর তাহাদের জন্য বড়ই খারাপ" (মোমিন-৫১-৫২)। আর دَارُ শব্দটিকে اٰخِرَةِ এর প্রতি اِضَافَتْ (সম্বন্ধিত) করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় এইরূপ اِضَافَتْ এর বহু ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন صَلٰوةِ الْاُولٰى - مَسْجِدِ الْجَامِعِ - عَامِ اَوَّلٍ - بَارِحَةَ الْاُوْلٰى ও يَوْمَ الْخَمِيْسِ আরবী কবিতায়ও এইরূপ বহু اِضَافَتْ বিদ্যমান।

(١١٠) حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদিগের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন আম্বিয়ারে কিরামের প্রতি কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হয় এবং তাহারা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকেন তখন তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) কে যখন নানা প্রকার কঠিন বিপদ দ্বারা প্রকম্পিত করা হইল এমনকি তাহারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, আল্লাহ! আপনার সাহায্য কখন আসিয়া এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে?

كُذِّبُوْا শব্দটির মধ্যে দুটি ক্বিরাত বিদ্যমান—একটি হইল ذَال কে তাশদীদ সহকারে পড়া। হযরত আয়েশা (রা) এইরূপই পড়িতেন। ইমাম বুখারী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে উরওয়াহ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট তিনি এই আয়াতটি حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ সম্পর্কে এই প্রশ্ন করিল যে আয়াতটি কি كُذِبُوْا না كُذِّبُوْا তখন হযরত আয়েশা বলিলেন। كُذِّبُوْا তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তো আয়াতের অর্থ হইবে রাসূলগণ ধারণা করিলেন যে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের ধারণা করিবার কি

ছিল? তাঁহাদিগকে তো নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইত। হযরত আয়েশা বলিলেন, তাহারা ইহা নিশ্চিতভাবেই মন করিতেন যে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইত। হযরত উরওয়াহ বলেন আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ পানাহ। রাসূলগণ কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা করিতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে আয়াতের অর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল অতঃপর তাহাদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদ স্থায়ী থাকায় এবং আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হওয়ায় তাহারাও ধারণা করিয়াছিল যে তাহাদের নিকট রাসূলগণের পক্ষ হইতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ এমন কি যখন রাসূলগণ সে সমস্ত লোক হইতে নিরাশ হইলেন যাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাহারা এই ধারণা করিলেন যে এখনতো তাহাদের অনুসারীরাও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আগত হইল। তাফসীরকার বলেন, আবূল ইয়ামান (র).... উরওয়াহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলন আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরাত কি, قَدْ كُذِبُوْا (তাশদীদ ছাড়া) তিনি বলিলেন, আল্লাহ পানাহ। এইরূপ কিরাত হইতে পারে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে খবর দিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) قَدْ كُذِبُوْا তাশদীদ ছাড়া পড়িতেন। ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন অতঃপর ইবনে আব্বাস আমাকে বলিলেন তাহারা মানুষই তো ছিলেন অতঃপর দলীল হিসাবে এই আয়াত পড়িলেন حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত দেখিয়া রাসূলগণ ও সেই সমস্ত লাকেরা যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল বলিয়া উঠিল— আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসিবে? মনে রাখিও আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে বলিলেন উরওয়াহ আমাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে খবর দিয়াছেন যে তিনি ইহার বিরোধিতা করেন ও ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত যে ওয়াদাই করিয়াছেন উহা সম্পর্কে তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে উহা অবশ্যই ঘটিবে। তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনো এই ধারণা করেন নাই যে তাঁহার নিকট আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনো ভুল হইবে। অবশ্য আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর উপর ধারাবাহিকভাবে কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হইত এ কারণে তাহাদের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইত যে ধারাবাহিকভাবে এই বিপদের কারণে তাহাদের অনুসারীরাই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া বসে।

ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন, উরওয়াহ (রা) এর বর্ণিত হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে হযরত আয়েশা قَدْ كُذِّبُوْا তাশদীদ সহ পড়িতেন। تَكْذِيْبُ ধাতুমূল হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র)....ইয়াহ্ইয়া ইবন সায়ীদ হইতে বর্ণনা করেন। একবার কাসেম ইবন মুহাম্মদ এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী এ আয়াত حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوْا এর كُذِبُوْا তাশদীদ ছাড়া পড়িয়াছেন। তখন কাসেম বলিলেন তাহাকে আমার পক্ষ হইতে এই খবর দিবে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াত এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِّبُوْا অর্থাৎ ذَالْ-কে তাশদীহসহ। রাসূলগণের সহচরগণই তাহাদিগকে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় কিরাত হইল ذَالْ তাশদীদ ছাড়া পড়া—তাফসীরকারগণ ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্ববর্তী তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি আয়াতকে এইরূপ পড়িতেন حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوْا অর্থাৎ ذَالْ কে তাশদীদ ছাড়া পড়িতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলিলেন ইহাকেই তুমি খারাপ মনে কর। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ হইতে অন্যান্য রাবীগণ যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত কিরাত তাহার বিরোধী। আ'মাশ মুসলিম হইতে তিনি ইবনে আব্বাস হইতে এই আয়াত حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا সম্পর্কে বলেন রাসূলগণ যখন তাঁহাদের কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের কওমরা যখন তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিল যে তাহারা তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে তখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আসিল।

نُنَجِّيْ مَنْ نَّشَاءُ অতঃপর যাহাকে আমার ইচ্ছা হইল শাস্তি হইতে মুক্তিদান করিলাম। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইমরান ইবনে হারেস সুলামী, আব্দুর রহমান ইবনে মু'আবিয়াহ, আলী ইবনে তালহা এবং আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস(রা) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে জরীর (র)....বলেন একজন কুরাইশী যুবক সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা কি করিল হে আবূ আব্দুল্লাহ! আয়াতের এই অক্ষরটি কিরূপ পড়িতে হইবে? আমি যখন পড়িতে পড়িতে এই আয়াতের নিকট আমি তখন আমার মনে হয় হায়।

যদি আমি এই সূরাটি না পড়িতাম। حَتّٰى إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলিলেন হাঁ, যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন আর যাহাদের নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা ধারণা করিল যে রাসূলগণ তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়াছেন এই ব্যাখ্যা শুনিয়া হযরত যাহ্হাক (র) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি বলিলন আজকের ন্যায় এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি কোন আলিম হইতে শুনিতে পাই নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে যদি আমার ইয়ামানও যাইতে হইত তবুও উহা আমার পক্ষে সহজ ছিল। ইবনে জরীর (রা) অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেন মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) সায়ীদ ইবন জুবাইরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই জাওয়াব দান করিলেন। অতঃপর মুসলিম ইবনে ইয়াসার দন্ডায়মান হইয়া তাহার গলায় গলা লাগাইলেন এবং বলিলেন আল্লাহ তা'আলা আপনার পেরেশানী এমনিভাবে দূর করিয়া দিন যেমন আজ আপনি আমার পেরেমানী ও অস্থিরতা দূরিভূত করিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে আরো অনেক সূত্রে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইবন জুবাইর (রা) এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর করিয়াছেন এমনকি মুজাহিদ كُذِّبُوْا এর ذَال কে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ كَذَبُوْا অবশ্য কোন কোন তাফসীরকার ظَنُّوْا এর সর্বনামটিকে মু'মিনদের প্রতি ফিরাইয়াছেন আবার কোন কোন তাফসীরকার কাফিরদের প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ কাফিররা কিংবা মু'মিনগণ এই ধারণা করিয়াছিল যে রাসূলগণ তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসিবার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ হইতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীরের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত যেমন ইবনে জরীর (র)....তামীম ইবনে হাযম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে এই আয়াত সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি حَتّٰى إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ অর্থাৎ যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইলেন আর তাহাদের কওম আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হইতে দেখিয়া ধারণা করিল যে তাহাদের নিকট মিথ্যা ওয়াদা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রা) হইতে এই একই ধরনের তাফসীর বিশিষ্ট দুই রেওয়ায়েত বর্ণিত। কিন্তু হযরত আয়েশা উহা অস্বীকার করেন। অবশ্য ইবনে জরীর হযরত আয়েশা (রা) এর তাফসীর ও কিরাতের সমর্থন করেন এবং অন্যান্য মতামতের প্রত্যাখ্যান করেন ও অপছন্দ করেন।

(١١١) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

১১১. উহাদিগের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু মু'মিনদিগের জন্য ইহা পূর্ব গ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়ত ও রহমত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন আম্বিয়ায়ে কিরামের তাহাদের কওমের সহিত যেসমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কিরূপে মু'মিনগণকে নাজাত দেওয়া হইয়াছিল আর কাফিরদিগকে কিভাবে ধ্বংস করা হইয়াছিল উহাতে عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ জ্ঞানীজনদের জন্য উপদেশ নিহিত আছে مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى অর্থাৎ এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতারিত আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার মনগড়া রচিত গ্রন্থ নয়। وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ বরং ইহা আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সঠিক বিষয় সমূহকে সত্যায়িত করে এবং উহার মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে উহাকে অস্বীকার করে উহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় রহিত হইয়াছে এবং যাহা এখনো অবশিষ্ট আছে উহা ঠিক ঠিকভাবে বর্ণনা করিয়া দেয়। وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ কুরআন সমস্ত শরীয়তের হুকুম আহকম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। অর্থাৎ কোনটি হালাল কোনটি হারাম কোনটি অপছন্দনীয়ও কোনটি পছন্দনীয় উহা বর্ণনা করে ইহা ছাড়া শরীয়তের করণীয় কাজের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব কোনটি মুস্তাহার উহাও বর্ণনা করে। নিষিদ্ধ হারাম কাজ ও উহার সাদৃশ্য মকরূহ কাজ সমূহকেও বর্ণনা করিতে বাদ দেয় নাই। ভবিষ্যতের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ দান করে আল্লাহর সত্তা তাহার গুণাবলী এবং যে সমস্ত দোষসমূহ ইহতে তিনি পবিত্র তাহাও বর্ণনা করিতে ছাড়ে নাই। এই কারণেই আল কুরআন وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ মু'মিনদের অন্তরকে ভ্রান্তি ও গুমরাহী হইতে সঠিক পথের সন্ধান দান করে আর তাহারা এই কুরআনের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে রাব্বুল আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করে। আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন ইহকাল ও পরকালে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর কিরামত দিবসে যখন অনেকের মুখমন্ডলি কাল ও বিবর্ণ হইব এবং অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে। সে দিনে তিনি উজ্জ্বল বেহারাবিশিষ্ট মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমীন। সুরা ইউসুফের তাফসীর সমাপ্ত হইল। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য তাহারই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা রা'দ

মাদানী ৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম-রা-এ গুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে যে মুকাত্তা'আত হরফসমূহ বিদ্যামান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সূরা বাক্বারার শুরুতে করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে একথাও বলিয়াছি যে, সূরার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে সাধারণত: তাহার উদ্দেশ্য ইহাই যে, কুরআন আল্লাহর বাণী আল্লাহর পক্ষ হইতেই উহা অবতারিত, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব এখানেও মুকাত্তা'আত হরফসমূহের পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ অর্থাৎ ইহা আল্-কুরআনের আয়াতসমূহ। কোন কোন তাফসীরকারের মতে আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইমত ঠিক নহে। অতঃপর ইহার ওপর عَطْفٌ (অন্বয়) করিয়া কিতাবের অন্যান্য صفات (গুণবাচক বিশেষপদ) বর্ণনা করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) এবং যাহা আপনার উপর অবতারিত হইয়াছে। مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উহা পরম সত্য। পূর্বের مُبْتَدَأ (উদ্দেশ্য) এর خبر (বিধেয়) সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই সত্য এবং মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এর তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লামা ইবনে জারীর (রা) বলেন, واو টি যায়েদা

(অতিরিক্ত) অথবা একটি صِفَتْ (গুণবাচকপদ) কে অন্যটির ওপর عَطْفُ (অন্বয়) করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন কবির এই কবিতার মধ্যে وَاوْ অব্যয়টি এরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে–

إِلَى الْمَلِكِ الْقَوْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ + وَلَيْثُ الْكَتِيْبَةِ فِى الْمُزْدَحَمِ

وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيُؤْمِنُوْنَ "কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না" আয়াতটির বিষয়বস্তু وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مُؤْمِنِيْنَ "যদিও আপনি তাহাদের ঈমান আনার প্রতি লোভ করেন কিন্তু তাহদের অধিকাংশই ঈমান আনিবেনা" এর বিষয়বস্তুর অনুরূপ। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহে যদিও সর্বপ্রকার স্পষ্টতা রহিয়াছে তবুও তাহাদের অন্তরের রোগের করণে অধিকাংশই ঈমান আনিবে না।

(٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

২. আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ও বিশাল সম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে আল্লাহর স্বীয় কুদরতেই আসমানসমূহকে বিনা খুঁটিতেই উঁচু করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে এত দূরে রাখিয়াছেন যে তাহার শেষ প্রান্ত পাওয়াই দুষ্কর। প্রথম আসমান এই পৃথিবী; পানি ও শূন্যমন্ডলীকে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহার চতুর্দিক হইতেই পৃথিবী হইতে সমান দূরত্বে অবস্থিত। সর্বদিক হইতেই আসমান পৃথিবী হইতে পাঁচশত বৎসরের উর্ধ্বে অবস্থিত। এবং ইহার ঘনত্বও পাঁচশত বৎসরের। দ্বিতীয় আসমান প্রথম আসমানকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং উভয়ের মাঝেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব বিদ্যমান। অনুরূপভাবে তৃতীয় তারপর চতুর্থ তারপর পঞ্চম তারপর ষষ্ট ও সপ্তম আসমান রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাতটি আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনও সাতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, সাতটি আসমান এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয়

বস্তু কুরসীর তুলনায় তদ্রূপ যেমন কোন বিশাল ময়দানে একটি রিং পড়িয়া আছে। এবং কুরসী আরশের তুলনায় ঠিক তদ্রূপ। আর আরশ যে কত বড়, তা কেবল আল্লাহই জানেন। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত, আরশ ও যমীনের মাঝে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব বিদ্যমান এবং আরশের উভয় প্রান্তের মাঝেও পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব রহিয়াছে। এবং আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। قَوْلُهُ تَعَالَى بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আসমানের খুঁটি আছে কিন্তু আমরা উহা দেখিতে পাই না। হযরত ইয়াস ইবনে মু'আবীয়াহ্ (র) বলেন, আসমান যমীনের উপর কোন খুঁটি ছাড়াই গম্বুজের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। হযরত কাতাদাহ (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনের অগ্রপশ্চাত মিলাইলেই ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الخ দ্বারাও ইহাই বুঝায় যায়। تَرَوْنَهَا বাক্যটি نَفِيْ এর তাকীদ সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ আসমানগুলি খুঁটি ছাড়াই উচ্চে দন্ডায়মান যেমন তোমরা উহা দেখিতে পাইতেছ। ইহাই আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। উমাইয়্যাহ ইবনে আবূ সলতের কবিতায় দেখা যায়—যাহার কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহার কবিতা তো ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তর ঈমান গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ বলেন নিম্নের কবিতা উমাইয়্যাহর নহে বরং হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের।

أَنْتَ الَّذِيْ مِنْ فَضْلٍ وَرَحْمَةٍ + بَعَثْتَ اِلَى مُوْسَى رَسُوْلًا مُنَادِيًا

অর্থাৎ, আপনি তো সেই মহান আল্লাহ যিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় হযরত মূসা (আ) কে স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূনের সাথে রাসূল বানাইয়া ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ هَارُوْنَ فَادْعُوا + اِلَى اللّٰهِ فِرْعَوْنَ الَّذِيْ كَانَ طَاغِيًا

অতঃপর আপনি বলিয়াছিলেন, হে মূসা তুমি এবং হারূন যাও এবং অহংকারী ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান কর।

وَقُوْلَا لَهُ هَلْ اَنْتَ سَوَّيْتَ هٰذِهٖ + بِلَا وَتَدٍ حَتّٰى اِسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَا

এবং তোমরা তাহাকে বল, পৃথিবী যেভাবে সমতল স্থাপিত আছে তুমি কি পেরাগ ছাড়া তাহাকে এইরূপ স্থাপন করিয়াছ?

وَقُوْلَا لَهُ اَاَنْتَ رَفَعْتَ هٰذِهٖ + بِلَا عَمَدًا وَفَوْقَ ذٰلِكَ بَانِيًا –

এবং তোমরা তাহাকে বল, এই সুউচ্চ আসমানসমূহকে কি তুমি বিনা খুঁটিতে বুলন্দ করিয়া রাখিয়াছ? না আরো কোন্ নির্মাণকারী রহিয়াছেন।

وَقُوْلَا لَهُ هَلْ اَنْتَ سَوَّيْتَ وَسَطَهَا + مُنِيْرًا اِذَا مَاجَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيًا

আর তাহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, আসমানের জ্যোতির্ময় চন্দ্র কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ যখন রাতের অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্য করিয়া দেয়? তখন উহা তোমাকে আলো দান করে ও পথ প্রদর্শন করে।

وَقُوْلَا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً + فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْاَرْضِ ضَاحِيًا

আর তোমরা তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর ভোরবেলা সূর্যকে কে পাঠাইয়া দেয় অতঃপর যমীনের সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়া দেয়?

وَقُوْلَا لَهُ مَنْ اَنْبَتَ الْاَرْضَ فِى الثَّرٰى + فَيُصْبِحُ الْعَشْبُ يَهْتَزُّ رَاَيًا

তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, মাটি হইতে বীজ থেকে চারা বাহির করে কে? অতঃপর উহা দুলিয়া দুলিয়া দর্শকের অন্তরকে উৎফুল্ল করে ।

وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِى رُؤُسِهٖ + فَفِىْ ذٰلِكَ اٰيَاتٌ لِّمَنْ كَانَ وَاعِيًا

এবং সে গাছসমূহে শীষ সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে ফসল সৃষ্টি করে। বল, এ সমস্ত কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? এ সকলের মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও তাহার অস্তিত্বের নির্দশন রহিয়াছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সূরা আ'রাফের মধ্যে করা হইয়াছে। এবং ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আয়াতে যে রূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা তেমনই ছাড়িয়া দেওয়া হউক। অবশ্য আল্লাহর অন্য কোন বস্তুর সাদৃশ্য ও নন এবং তিনি অকেজোও পড়িয়া নহেন। এ ধরনের সবকিছু হইতে তিনি পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।

قَوْلُهُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, চন্দ্র-সূর্য উভয় কিয়ামত পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَلشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا অর্থাৎ সূর্য তাহার নির্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিতেছে এবং তাহার সে নির্দিষ্ট স্থান হইল যমীনের অপর প্রান্তে যে অংশ আরশের নীচে অবস্থিত। চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ যখন সেই স্থানে পৌঁছে যায় তখন আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত হয়। বিশুদ্ধ দলীলসমূহ দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, আরশ এক গম্বুজের ন্যায় যাহা পৃথিবীর সহিত এইভাবেই মিলিত হইয়া আছে। আরশ অন্যান্য আসমানসমূহের ন্যায় বেষ্টন করিয়া নহে। কারণ আরশের পা আছে এবং আরশ

বহনকারী ফিরিশ্‌তাও নির্ধারিত রহিয়াছেন। কিন্তু বেষ্টনকারী আসমান সম্পর্কে ইহার কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি তাহার নিকট সুস্পষ্ট যাহারা এই সম্পর্কে আয়াত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নক্ষত্রসমূহকে বাদ দিয়া কেবল চন্দ্র ও সূর্যকে উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ সাতটি চলমান নক্ষত্রের মধ্যে এই দুইটি অধিক উজ্জ্বল। আর চলমান সাতটি নক্ষত্র স্থির নক্ষত্রসমূহ হইতে অধিক বড় অধিক মর্যাদার অধিকারী। অতএব চন্দ্র-সূর্যকে যখন মানুষের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে তখন অন্যান্য নক্ষত্র সমূহের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন থাকে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْ اللّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ তোমরা সূর্যকে সিজদা করিওনা আর চন্দ্রকেও না বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহকে সিজদা করিও যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা কেবল, তাহারই ইবাদত করিতে চাও।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُمُ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য এবং সমস্ত নক্ষত্রসমূহ তাহারই আদেশের অধিনস্ত। মনে রাখিও। সৃষ্টি করা ও নির্দেশ করিবার অধিকার কেবল তাঁহারই— রাব্বুল আলামীন আল্লাহ বড়ই বরকতময়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টারূপে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অর্থাৎ তিনি এমন নির্দশনসমূহ পেশ করেন যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি পূর্বের ন্যায় যখন ইচ্ছা করিবেন পুনরায় সকলকে সৃষ্টি করিয়া কিয়ামতে একত্রিত করিবেন।

(٣) وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۭ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(٤) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٥

৩. তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্ট করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৪. পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে, দ্রাক্ষা–কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে। এবং ফল হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বজগতের আলোচনা শেষে অধঃজগতের তাহার কুদরত ও হিকমতের আলোচনা শুরু করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন هُوَالَّذِىْ مَدَّ الْأَرْضِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যমিনকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়াছেন এবং সুউচ্চ মযবুত পাহাড়-পর্বত দ্বারা উহাকে মযুবত করিয়াছেন। এবং উহাতে নদী-নালা খাল-বিল প্রবাহিত করিয়াছেন যেন উহা দ্বারা নানা রংগের নানা স্বাদের ও নানা গন্ধের ফলের বাগানসমূহকে সেচ করিতে পারেন। مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফলকে তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। يُغْشِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ অর্থাৎ রাতদিন পরস্পর একটির পর অপরটি আসে, একটির গমন হইলে অপরটির আগমন ঘটে। স্থান ও কালের মধ্যে তিনিই পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ আল্লাহর এই সমস্ত নিয়ামতসমূহে ও দলীলসমূহে জ্ঞানীলোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছেন।

قَوْلُهُ وَفِى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ যমীনের বিভিন্ন টুকরা একত্রিত হইয়া মিলিয়া আছে অথচ, আল্লাহর কুদরত পরিলক্ষিত করুন, এক টুকরা তো উর্বর উহার ফসল উৎপন্ন হয় আর এক টুকরা অনুর্বর যাহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আয়াতের এই তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক (রা) এবং অরো অনেক মুফাস্সির হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নানা রংগ বেরংগের যমীন হওয়াও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যমীনের কোন টুকরা লাল কোনটি সাদা কোনটি হলুদ,

কোনটি কাল কোনটি প্রস্তরময় আবার কোনটি নরম, কোনটি বালুকাময় কোনটি লবণাক্ত অথচ যমীনের এই সমস্ত টুকরাসমূহই পরস্পরে মিলিত। এতদসত্ত্বেও যমীনের এই রকমারিতা ইহাই প্রমাণ করে যে যিনি যমীনের সৃষ্টিকর্তা তিনি মহাক্ষমতার অধিকারী তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আর কোন প্রতিপালকও নাই।

قَوْلُهٗ وَجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ — زَرْعٌ শব্দটি جَنّٰتٌ এর ওপর عَطْفٌ হইতে পারে তখন زَرْعٌ ও نَخِيْلٌ উভয়টি মারফূ হবে। আর اَعْنَابٍ এর ওপরও عَطْفٌ হইতে পারে তখন زَرْعٍ ও نَخِيْلٍ মাজরূর হইবে। (অর্থাৎ দুইটি শব্দের শেষেই যের দিয়া পড়িত হইবে)। ক্বিরাত শাস্ত্রের ইমামগণ উভয় প্রকার ক্বিরাত পড়িয়াছেন قَوْلُهٗ وَصِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ صِنْوَانٌ বলা হয় এমন গাছকে যাহার অনেকগুলি কান্ড একই স্থান হইতে গজাইয়া থাকে যেমন আনার ও তীন ফলের গাছ কোন কোন খেজুর গাছও এমন হইয়া থাকে। আর غَيْرُ صِنْوَانٍ বলা হয় একই কান্ডবিশিষ্ট গাছকে। বাবাকে وَصِنْوُ الْاَبِ বলা হয়। কারণ, চাচা ও বাপ উভয় একই শিকড় অর্থাৎ একই বাপ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন, اِمَّا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ রাসূলুল্লাহ (সা) অত্র হাদীসে চাচাকে وَصِنْوُ الْاَبِ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে হযরত বারা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন صِنْوَانٌ বলা হয় একই মূল হইতে নির্গত একাধিক খেজুর গাছকে। আর وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ বলা হয় বিভিন্ন মূল হইতে নির্গত খেজুর গাছকে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আস্লাম (র) এবং আরো অনেকে এইমতই পোষণ করেন تُسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ হযরত আ'মাশ (র)। আবূ সালেহ হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে, نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ-এর তাফসীর প্রসংগে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একই বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ফলের স্বাদ পৃথক পৃথক, কোনটি অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু আর কোনটি তিক্ত কোনটি টক। পুনরায় একই ফলের স্বাদে পরিবর্তন ঘটে। আর প্রত্যেকের রংগও পৃথক পৃথক কোনটি হলুদ বর্ণের কোনটি লাল, কোনটি সাদা আবার কোনটি কালো। ইহা ছাড়া দেখিবার সৌন্দর্যের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। অথচ সকল ফলের গাছ একই খাদ্য ভক্ষণ করে আর তা হইল পানি। আল্লাহর এই সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নির্দশন। ইহা আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। যিনি স্বীয় ক্ষমতায় তাহার সৃষ্টির মধ্যে এই পার্থক্যই করিতে সক্ষম اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ নিঃসন্দেহে ইহার মধ্যে জ্ঞানীজনদের জন্য রহিয়াছে অনেক নির্দশন।

(٥) وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৫. যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা, মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করিব? উহারাই উহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগেরই গলদেশে লৌহ শৃংখল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন হে নবী! (সা) আপনি এই সকল কাফিরদের কিয়ামত দিবস অস্বীকার করিবার কারণে বিস্মিত হইবেন না। তাহারা আল্লাহর নির্দশনসমূহ ও তাহার ক্ষমতার দলীল প্রমাণসমূহ স্বচক্ষে দেখিতেছে তাহারা ইহা স্বীকারও করে যে, আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর এই কথাকে অমান্য করে যে তিনি পুনরায় সমস্ত মানব-দানব সৃষ্টি করিবেন, অথচ তাহারা যাহা অমান্য করে তাহার চাইতে অধিক বিস্ময়কর জিনিসকে স্বীকার করিয়াছে এবং তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। অতএব বিস্ময়তো তাহাদের এই কথায় করিতে হয় اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব, তখন কি আবার আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইবে? অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথা বুঝে যে আসমান যমীন সৃষ্টি করা, মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে দ্বিতীয়বার তাহার পক্ষে সৃষ্টি করা সহজ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ তাহারা কি বুঝে না যে, যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি পুনরায় মৃতসমূহকে জীবিত করিতে সক্ষম। হাঁ, অবশ্যই তিনি যাবতীয় বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অমান্যকারী উল্লেখ করিয়া বলেন اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ তাহারাই সেই দল যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করিয়াছে। আর তাহারাই সেই দল যাহাদের গলায় জিঞ্জীর পরিধান করান হইবে। অর্থাৎ আগুনের মধ্যে তাহারা জিঞ্জীরসহ সাতার কাটিতে থাকিবে। وَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ আর তাহারই দোযখবাসী এবং চিরদিন তাহারা দোযখে অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে দোযখ হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাওয়া হইবে না।

(٦) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৬. মঙ্গলের পূর্বে উহারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করিতে বলে যদিও উহাদিগের পূর্বে বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেতো কঠোর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ অর্থাৎ এই সকল অমান্যকারীরা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ মঙ্গলের পূর্বে অমঙ্গল ও শাস্তির জন্য। যেমন তাহারা বলে وَقَالُوْ يَاَيُّهَا الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَمَا تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوْا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ হে ব্যক্তি! যে এই দাবীর করে যে, তাহার ওপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে তুমি তো পাগল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আযাবের ফিরিশ্‌তা হাযির কর না কেন? মনে রাখিও ফিরিশ্‌তা কেবল হকসহ অবতীর্ণ হন। আর যখন নির্দিষ্ট সময় আগত হইবে, তখন আর তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ আর তাহারা শাস্তির জন্য ব্যস্ত سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল, আযাব কবে সংগঠিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ عَنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ যাহারা বে-ঈমান তাহারাই শাস্তির জন্য ব্যস্ত। আর যাহারা ঈমানদার তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত। আর তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقَالُوْ عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا আর তাহারা বিদ্রূপ করিয়া বলে হে আমাদের প্রভু? কিয়ামতের পূর্বেই আমাদের হিসাব কিতাব মিটাইয়া দিন ও শাস্তি দিন। যেমন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَاِذْ قَالُوْ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ الخ আর তাহারা যখন বলে হে আল্লাহ যদি ইহা (শাস্তি) আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আসমান হইতে পাথর বর্ষণ করুন। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফরীর কারণে এবং কঠোরভাবে আল্লাহর শাস্তিকে অমান্য করিবার দরুন শাস্তি অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্যস্ত হইত। قَوْلُهُ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ অর্থাৎ আমি পূর্ববর্তী উম্মৎদের প্রতি আমার শাস্তি অবতীর্ণ

করিয়াছি এবং উহাদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষার বস্তু ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি আল্লাহর অপরিসীম ধৈর্য না হইত এবং তিনি ক্ষমা না করিতেন তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ "যদি আল্লাহ মানবজাতিকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করিতেন তবে ভূপৃষ্টে কোন প্রাণীকেও শাস্তি না দিয়া ছাড়িতেন না। وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ "কিন্তু তোমার প্রভু মানুষের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল"। তাহারা দিবা রাত্র অন্যায় অপরাধ করিতে থাকে, তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু আল্লাহ সাথে সাথে এই ঘোষণাও করিয়াছেন যে, তিনি বড় কঠিন শাস্তিদাতাও যেন একদিকে মানুষ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয় এবং তাহারা যেন একেবারে বে-পরোয়াও না হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন,

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

"যদি তাহারা আপনাকে অমান্য করে তবে আপনি বলিয়া দিন তোমাদের প্রতিপালক বড়ই প্রশস্ত দয়ার অধিকারী কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাহার শাস্তিকে কেহই হটাইতে সক্ষম নহে।" তিনি আরো ইরশাদ করেন اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। আল্লাহ আরো বলেন, نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اِنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ –"আপনি আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দিন, নিঃসন্দেহে আমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান আর আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক। এই প্রকার আরো বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা একদিকে বান্দাকে আশান্বিত করে অপরদিকে তাহাকে ভীত সন্ত্রস্তও করে। ইবনে আবূ হাতিম (র)....সায়ীদ ইবন মুসাইব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "যদি আল্লাহ ক্ষমা না করিতেন তবে কাহারো জীবনে কোন স্বাদ থাকিত না। আর যদি আল্লাহ শাস্তি না দিতেন তবে সকলেই বে-পরোয়া হইয়া যুলুম অত্যাচারে নিমগ্ন হইয়া পড়িত।" হাফিয ইবনে আসাকির (র) হাসান ইবনে উস্মান (র) সম্পর্কে লিখিয়াছেন, একবার তিনি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখিতে পাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার উম্মতের কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ বলিলেন, আমি আপনার প্রতি সূরা আর-রা'আদ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ الخ যে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি উহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে? তিনি বলেন, অতঃপর আমি জাগ্রত হইলাম।

(৭) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۟

৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহার বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নির্দশন অবতীর্ণ হয় না কেন? আমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শক্রতা পোষণ করিয়া ও কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া এই কথা বলে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নিকট যেমন মু'জিযা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তিনি আমাদের নিকট তদ্রূপ মু'জিযা পেশ করেন না কেন? উদাহরণ স্বরূপ, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করা এবং আরবের পাহাড়গুলিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে সুজলা সুফলা করা ও নহর প্রবাহিত করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا مَنَعْنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ "আর যদি মু'জিযাসমূহও আমি অবতীর্ণ করিতাম তবে পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহারাও উহা অমান্য করিয়া দিত" অতএব তাহাদের শাস্তি অবতীর্ণ হইত। সুতরাং আপনি তাহাদের কথায় চিন্তিত হইবেন না اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ "আপনিতো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী" হেদায়াত দানকারী নহেন। وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ "তাহাদিগকে হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নহে, বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন"। قَوْلُهٗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আহ্বানকারী ছিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর করেন, "হে নবী! আপনি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী, আর হেদায়াত দানকারী হইতেছি আমি।" মুহাম্মদ সায়ীদ ইবন জুবাইর, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর করিয়াছেন।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন নবী ছিলেন।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী অতিত হইয়াছেন।" হযরত কাতাদাহ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। আবূ সালিহ ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাফে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কায়েদ ও নেতা ছিলেন।" আবুল আলিয়া (র) বলেন, কায়েদ অর্থ এমন পথ প্রদর্শক যাহার ইল্ম ও আমল দ্বারা অন্যান্য লোক সঠিক পথের সন্ধান পায়। মালেক (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক থাকেন যিনি তাহাদিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন। আবূ জা'ফর

ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন। "আমি ভীতি প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হাদী আছেন।" এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর কাঁধের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, "হে আলী! তুমিও একজন হাদী, আমার পরে অনেক লোক তোমার দ্বারা হেদায়াত লাভ করিবে" ইবনে আবূ হাতিম (রা)....হযরত আলী (রা) হইতে- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রসংগে বলেন, হাদী হইলেন, বনু হাশেমের এক ব্যক্তি। হযরত জুনাইদ (র) বলেন, তিনি হইলেন আলী ইবনে আবূ তালেব (রা)। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(٨) اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

(٩) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝

৮. প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তাহা জানেন এবং বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯. যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তাহার ইলম ও জ্ঞান হইতে কোন বস্তুই গোপনে নহে। সকল গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভে কি আছে তাহা তিনি জানেন। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ "তিনি গর্ভে অবস্থিত বস্তুকে জানেন" অর্থাৎ গর্ভে নর কিংবা নারী বাচ্চা রহিয়াছে, সুন্দর কিংবা কুৎসিত সৎ কিংবা অসৎ, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত কিংবা স্বল্পায়ুপ্রাপ্ত সবই তিনি জানেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ। "তিনি তোমাদের সম্পর্কে তখনই জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে যমীন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে লুকায়িত ছিলে।" তিনি আরো ইরশাদ করেন, يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন এক স্তর সৃষ্টি করিবার পর আর এক স্তরে তিন তিন অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

"আমি মানুষকে মথিত মাটির সারাংশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে শুক্রাকারে একটি স্থানে রাখিয়াছি। অতঃপর সেই শুক্রকে জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি অতঃপর উক্ত জমাট বাধা রক্তপিন্ডকে পেশীতে পরিণত করিয়াছি অতঃপর উক্ত পেশীকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি অতঃপর হাড়গুলির সহিত গোস্ত জড়াইয়া দিয়াছি। অবশেষে উহাকে একটি ভিন্ন সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছি অতএব আল্লাহই মহিমাময় তিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমাদের মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ তোমাদের শক্র জমা রাখা হয়, অতঃপর চল্লিশ দিন উহা জমাট বাধা রক্তপিন্ড অবস্থায় থাকে অতঃপর চল্লিশ দিন যাবৎ পেশীর আকৃতিতে থাকে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, এবং চারটি বিষয় লিখিবার জন্য তাহাকে আদেশ করেন। তাহার রিযিক তাহার বয়স তাহার আমল এবং সে সৎ কিংবা অসৎ। অতঃপর আল্লাহ্ বলিতে থাকেন এবং ফিরিশ্তা লিখিতে থাকে। قَوْلُهُ وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ ইমাম বুখারী (রা) বলেন ইবরাহীম ইবনে মুনযির (র)....ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন গায়েবের চাবি পাঁচটি, যাহা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না, (১) আগামীকল্যের কথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। (২) মাতৃ গর্ভে সংকোচিত বস্তুকেও আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না। (৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হইবে উহাও আল্লাহ ব্যতিত কেহ জানে না। (৪) কোন ভূখন্ডে তাহার মৃত্যু ঘটিবে তাহাও আল্লাহ ব্যতিত কে জানে না। (৫) আর কিয়ামত কবে কায়েম হইবে তাহাও কেহ জানে না। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন مَا تَغِيْضُ মাতৃগর্ভে সংকোচিত বস্তু দ্বারা অসম্পূর্ণ বাচ্চা যাহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া যায় বুঝান হইয়াছে। এবং فَمَا تَزْدَادُ দ্বারা পূর্ণ বাচ্চা বুঝান হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কেহ দশমাস গর্ভধারণ করিয়া থাকে, কেহ নয় মাস গর্ভ ধারণ করে অর্থাৎ কেহ বেশীদিন গর্ভধারণ করে কেহ অল্প দিন। কিন্তু কে কত দিন ধারণ করিবে ইহা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মাতৃগর্ভের কোন সন্তান নয় মাস হইতে কম

সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে আর কে নয় মাস হইতে অধিক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। হযরত যাহ্হাক (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে দুইবছর পর প্রসব করেন এবং তখন আমার দাঁত উঠিয়াছিল।

হযরত ইব্নে জুরাইজ হযরত জামীলা বিনতে সা'দ হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন,গর্ভধারণের সর্বোচ্চকাল হইল দুইবছর। হযরত মুজাহিদ مَاتَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ এর তফসীর প্রসংগে বলেন, مَاتَغِيْضُ এর অর্থ হইল, গর্ভাবস্থায় ঋতু আসা এবং مَاتَزْدَادُ এর অর্থ হইল নয় মাস হইতে অধিক গর্ভধারণ করা। আতীয়্যাহ, আওফী, হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং যাহ্হাক (র)ও এই ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, স্ত্রীলোক নয়দিন হইতে কম রক্তস্রাব দেখিতে পাইলে উহা নয় দিন হইতে বেশী হয়। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং ইবনে যায়েদ (র) ও ইহাই বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, রক্তস্রাব না হইলে বাচ্চা পূর্ণ হয় ও বড় হয়।

মকহুল (র) বলেন, বাচ্চা মাতৃগর্ভে চিন্তিত হয় না বড় আরামেই অবস্থান করে মাতৃগর্ভেই হায়েযের রক্ত দ্বারা তাহার আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন এক অপরিচিত স্থানে আগমনের কারণে চিৎকার করিতে থাকে। যখন তাহার নাভীর রগ কাঠিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহার রুজী মাতৃবক্ষে স্থানান্তিত হয়। তখনও সে তাহার রুজীর জন্য ব্যস্ত হয় না আর চিন্তিতও হয় না। যখন সে কিছু বড় হয় এবং স্বীয় হাতের সাহায্যে ধরিতে শুরু করে, তখন হাতের সাহায্যে আহার করে আর যখন সে যৌবনে উপনিত হয় তখন সে রুজীর জন্য হায়! হায়!! করিতে আরম্ভ করে। মকহুল (র) বলেন, পরিতাপের বিষয়, যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে এবং শিশু ছিলে তখন তো তোমাকে আল্লাহ রুজী দান করিয়াছেন কিন্ত যখন যৌবনে উপনিত হইয়াছ তখন রুজীর জন্য চিৎকার শুরু করিয়াছ। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى সমস্ত স্ত্রীলোক কোন বস্তুকে গর্ভে ধারণ করে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন"। হযরত কাতাদাহ (র) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, "সমস্ত বস্তুর জন্য আল্লাহর নিকট একটি পরিমাণ নির্ধারিত রহিয়াছে" অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত মাখলূকের রুজী ও তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, একবার জনাব নবী করীম (সা)-এর এক কন্যা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তাহার একটি পুত্র মৃত্যু শয্যায় রহিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেন একটু তাহার নিকট উপস্থিত হন ইহাই তাহার কামনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আল্লাহ যাহা লইয়া গিয়াছেন,তাহা তাহারই সত্ব এবং যাহা তিনি দান করিয়াছেন তাহার মালিকও তিনি। তাহার নিকট প্রত্যেক জিনিসের

জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখে قَوْلُهٗ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি উপস্থিত ও অদৃশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপনীয় নহে اَلْكَبِيْرُ তিনি সর্বপেক্ষা বড় اَلْمُتَعَالُ তিনি মহান قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا সমস্ত বস্তুকে তিনি বেষ্টন করিয়া আছেন। অতএব সকলেই তাহার সম্মুখে মাথা নত করে এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলেই তাঁহার বাধ্য।।

(١٠) سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○

(١١) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

১০. তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহর জ্ঞান গোচর।

১১. মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে। উহারা আল্লাহর আদেশে তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেই নাই, এবং তিনি ব্যতিত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার অসীম জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তাহাদের কেহ চুপে কথা বলুক, কিংবা চিৎকার করিয়া কথা বলুক, তিনি সবই শ্রবণ করেন। কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى "আর যদি আপনি উচ্চস্বরে কথা বলেন, তবে উহা তিনি জানেন কারণ তিনি গোপন হইতে গোপনতর কথাও জনেন।" ইরশাদ হইয়াছে وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

وَمَاتُعْلِنُوْنَ "যাহা তোমরা চুপে চুপে কর এবং যাহা প্রকাশ্যে কর, তিনি সবই জানেন।" হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বলেন, সে সত্ত বড়ই পবিত্র যিনি সর্ব প্রকার শব্দ শ্রবণ করেন। আল্লাহর কসম স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়াছিল এমন একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল। আমি তখন ঘরের পাশেই ছিলাম। সে চুপে চুপে আমার নিকট তাহার কিছু কথা বলিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- "অবশ্যই আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যে তাহার স্বামী সম্পর্কে আপনার নিকট ঝগড়া করিতেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিতেছে এবং তিনি আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। قَوْلُهُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ এই অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঘরের মধ্যভাগে গোপন থাকে। وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ আর যে ব্যক্তি দিনের আলোকে চলিতে থাকে তাহারা উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। তিনি সকলকেই জানেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। اَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ মনে রাখিও যখন তাহারা তাহাদের কাপড় পরিধান করে তখনও তিনি জানেন।

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَانٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلاَ تَعْلَمُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, আর কুরআনের যে অংশই তোমরা পাঠ করুন আর যে আমলই তোমরা কর তখন আমি তোমাদের কাছে অবস্থান করি। আসমান ও যমীনের এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও আল্লাহর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং ছোট বড় সব কিছু কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। قَوْلُهُ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الخ অর্থাৎ বান্দার জন্য এমন কিছু ফিরিশ্তা নির্ধারিত রহিয়াছে যাহারা দিনের বেলা বিপদ মুসীবত হইতে তাহাদের সংরক্ষণ করে এবং দিন শেষে তাহারা চলিয়া গেলে রাতের বেলা তারা কিছু ফিরিশ্তা তাহাদের সংরক্ষণের জন্য আগমন করে। যেমন করিয়া তাহাদের ভালমন্দ আমল লিপবদ্ধ করিবার জন্য দিনের বেলা কিছু ফিরিশ্তার অগমন ঘটে এবং দিন শেষে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের বেলা কিছু ফিরিশ্তা আগমন করে। তাহাদের একজন ফিরিশ্তা ডান দিকে থাকে আর একজন থাকে বাম দিকে। ডান দিকের ফিরিশ্তা ভাল ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাদিকের ফিরিশ্তা লিপিবদ্ধ করে মন্দ ও অসৎ কাজ। এই দুইজন ফিরিশ্তা তাহাদের হিফাযত করে যাহাদের একজন

বান্দার পিছনে থাকে অপরজন থাকে বান্দার সম্মুখে। অর্থাৎ দিনের বেলা মোট চারজন ফিরিশ্‌তা থাকে এবং রাতের বেলাও চার জন ফিরিশ্‌তা থাকে। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত তোমাদের মধ্যে রাতের ফিরিশ্‌তা ও দিনের ফিরিশ্‌তাগণের পরস্পর আগমন ঘটে এবং ফজরের সালাত ও আসরের সালাতের সময় তাহারা একত্রিত হয়। অতঃপর যাহারা রাত্রিকালে তোমাদের মধ্যে ছিল তাহারা আল্লাহর নিকট গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থা রাখিয়া আসিয়াছ? অথচ, তিনি অধিক পরিজ্ঞাত, তখন তাহারা বলে, আমরা যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, যখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখনো তাহারা সালাতে রত ছিল। অপর এক হাদীসে বর্ণিত "তোমাদের সহিত এমন কিছু ফিরিশ্‌তা থাকে যাহারা পায়খানার সময় ও স্ত্রী মিলনকাল ব্যতিত সর্বদা তোমদের সহিত থাকে। এতএব তোমরা তাহাদিগকে শরম কর এবং তাহাদের সম্মান কর।" হযরত আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন مُعَقِّبَاتٌ হইল ফিরিশ্‌তাগণ। হযরত ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফিরিশ্‌তাগণ বান্দার অগ্রভাগে ও তাহার পশ্চাদভাগে থাকিয়া তাহাদের হিফাযত করেন। কিন্তু তাকদীরের নির্ধারিত বিষয়টি যখন সমাগত হয় তখন তাহারা সরিয়া পড়ে। মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যে তাহার ঘুমের অবস্থায় ও জাগ্রতবাস্থায় মানব দানবের অনিষ্ট হইতে তাহার হিফাযত করে। যখন তাহাদের কেহ বান্দার ক্ষতি করিতে আসে তখন ফিরিশ্‌তা তাহকে বলে, সরিয়া যাও কিন্তু যাহাকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দান করিয়াছেন উহা তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হযরত সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা দুনিয়ার সম্রাটদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাহার অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হইয়াছে যাহার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। হযরত ইকরিমাহ (রা) বলেন তাহারা হইলেন আমীর উমারা যাহাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার থাকে। যাহ্হাফ (রা) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। এবং তাহারা হইল মুশরিকের দল। ইবনে কাসীর গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে অনুরূপ ফিরিশ্‌তাগণও পাহারা দিয়ে বান্দার হিফাযত করে। ইবনে জরীর (র) এই ক্ষেত্রে একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসান্না (র).... কিনানাহ আদভী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উসমান ইবনে আফফান

(রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মানুষের সহিত কয়জন ফিরিশ্‌তা থাকে, আমাকে বলিয়া দিন? তিনি বলিলেন, "তোমার নেক কাজসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তোমার ডান দিকে একজন ফিরিশ্‌তা থাকে আর এই ফিরিশ্‌তা বাম দিকের ফিরিশ্‌তার আমীর। তুমি যখন কোন সৎকাজ কর তখন দশ নেকী লেখা হয় আর যখন তুমি কোন অসৎকাজ কর তখন বাম দিকের ফিরিশ্‌তা ডানদিকের ফিরিশ্‌তাকে জিজ্ঞাস করেন আমি কি ইহা লিখিব? সে বলেন না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তওবা করিবে। এমনিভাবে সেই ফিরিশ্‌তা তিন বার অনুমতি প্রার্থন করেন। অতঃপর তৃতীয় বার যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখন বলিবেন এখন তুমি লিখ। আল্লাহ আমাদিগকে ইহার থেকে মুক্তিদান করুন এই ব্যক্তি বড় খারাপ সাথী। আল্লাহর প্রতি তাহার মোটে শ্রদ্ধাবোধ নাই। তাহার কোন লজ্জাও নাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْدٌ বান্দা যে কথাই উচ্চারণ করে তখন তাহার নিকট উহা সংরক্ষণকারী এক ফিরিশ্‌তা প্রস্তুত থাকে। আর দুই ফিরিশ্‌তা তোমার অগ্রভাগে ও পশ্চাদভাগে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, আর একজন ফিরিশ্‌তা তোমার মাথার চুল ধরিয়া আছে তুমি যখন নম্রতাবলম্বন করিবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন। আর যখন আল্লাহর উপর অহংকার করিবে তিনি তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন ও লাঞ্ছিত করিবেন। ইহা ছাড়া দুইজন ফিরিশ্‌তা কেবল হযরত মুহম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে তোমার দুই পাশে অবস্থান করেন। আর একজন ফিরিশ্‌তা তোমার মুখের ওপর দন্ডায়মান থাকেন যেন কোন সাপ বিচ্ছু তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহা ছাড়া আরো দুইজন ফিরিশ্‌তা তোমার চক্ষুর ওপর পাহারায় নিযুক্ত আছেন। মোট দশজন ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিয়োজিত থাকে। দিনের বেলায় নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের ফিরিশ্‌তা আগমন করেন তাহাদের সংখ্যা দশ মোট বিশজন ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। মানুষকে প্রতারণা করিবার জন্যই দিনের বেলা ইবলিস স্বয়ং তৎপর থাকে এবং রাতের বেলা তাহার চেলারা নিয়োজিত থাকে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবন আমির (রা)....আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের সহিত একজন জ্বিন সাথী ও একজন ফিরিশ্‌তা সহচর নির্ধারিত রাখা হইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সহিত ও? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার সহিতও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহার ওপর বিজয়ী করিয়াছেন, অতএব সে ভাল কাজ ব্যতিত মন্দ কাজের নির্দেশ করে না। قَوْلُهُ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ইহার তফসীর কেহ কেহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর নির্দেশে বান্দার হিফাযত করেন। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জুবাইর, ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, কোন কোন কিরাতে يَحْفَظُونَهُ بِامْرِ اللّٰهِ আছে। হযরত কা'ব আহবার (রা) বলেন,"যদি আদম সন্তানের জন্য সকল নরম ও কঠিন স্পষ্ট হইয়া যাইত তবে সকল বস্তুই সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইত। যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষণের জন্য ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করিয়া না দিতেন যাহারা তোমাদের পানাহারকালেও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেন, তবে তোমাদিকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। আবূ উমামাহ (রা) বলেন, প্রত্যেক মানুষের সহিত একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যিনি সমস্ত বিপদ মুসীবত তাহার নিকট হইতে দূরে রাখেন কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ সমাগত হইলে তখন তাহাকে সেই বিপদে সোপর্দ করিয়া দেন। আবূ মিজলাজ বলেন, "মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিল। তখন তিনি সালাতে রত ছিলেন লোকটি বলিল, আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন। মুরাদ গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের সহিত দুইজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাহারা এমন বিপদ হইতে তাহাকে হিফাযত করেন যাহা তাহার ভাগ্যে নাই। কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ আসিলেই তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ভাগ্য একটি মযুবত কিল্লা। কেহ কেহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশ হইতে তাহাকে হিফাযত করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা যে তাবীয ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে ফিরাইয়া দিতে পারে? তখন তিনি বলিলেন هِيَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ "ইহাও তাকদীরেরই অংশ।"

ইবনে আবূ হাতিম....ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাইলের এক নবীর নিকট ওহী পাঠাইলেন, আপনি আপনার কওমকে বলিয়া দিন, যে কোন জনপদের লোক যখন আল্লাহর আনুগত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা অবাধ্যতাবলম্বন করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রিয়বস্তুকে হটাইয়া দিয়া অপ্রিয়বস্তু তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ। একটি মার'ফূ হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে, হাফিয মুহাম্মদ ইবনে উস্‌মান ইবনে আবূ শায়বাহ স্বীয় গ্রন্থ 'সিফাতুল আরশ' এ উল্লেখ করিয়াছেন হাসান ইবনে আলী (রা).... উমাইর ইবনে আব্দুল মালিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) কুফায় ভাষণ দানকালে বলিলেন, আমি নীরব থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতেন এবং যখন তাহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতাম তিনি তাহার উত্তর দান

করিতেন, একদিন তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আমার সম্মান ও আমার মহত্বের কসম, এবং আরশের উপর আমার বলুন্দ মর্যাদার কসম, যে কোন জনপদের লোক আমার অবাধ্যতা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার অনুগত্য হইয়া যায় আমি তাহাদিগকে আমার শাস্তি ও আযাব হইতে উদ্ধার করিয়া আমার অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করি, যাহা তাহারা পছন্দ করে। হাদীসটি গরীব ইহার সনদে এমন রাবীও আছেন যাহার কোন পরিচিতি আমার নিকট নাই।

(١٢) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

(١٣) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝

১২. তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

১৩. বজ্র নির্ঘোদ ও ফিরিশ্‌তা গণ সভয়ে তাহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন। এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন তথাপি উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বিদ্যুত তাঁহারই আদেশের অনুগত। মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে যে আলোচ্ছটা দেখা যায় উহাকে বিদ্যুত বলে। ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল জলদ নামক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে লিখিয়াছিলেন যে, বিদ্যুত হইল পানি। خَوْفًا وَّطَمَعًا হযরত কাতাদাহ বলেন, বিদ্যুৎ মুসাফিরের জন্য ভয়ের কারণ সে উহা দেখিয়া ভীত হয়। এবং মুকীমও স্বীয় আবাসভূমীতে বসবাসকারী উহার বরকত ও উপকারের আশা করে এবং উহার মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কামনা করে।

وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ অর্থাৎ আল্লাহ ঘনঘন মেঘমালা সৃষ্টি করেন উহাতে পানি থাকার কারণে উহা ভারী হয় এবং যমীনের নিকটবর্তী হয়। মুজাহিদ (র) বলেন اَلسَّحَابُ الثِّقَالُ হইল সেই মেঘ যাহার মধ্যে পানি থাকে।

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ আয়াতটি وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ এর অনুরূপ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....বনী গিফারের একজন শায়খ হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি ভাল কথা বলেন এবং উত্তম হাসী হাসেন"। ইহার

অর্থ, "আল্লাহই ভাল জনেন," সম্ভবত তাঁহার কথা হইল বিদ্যুত, এবং তাহার হাসী হইল বজ্র। মূসা ইবনে উবায়দাহ (র) সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং উহার সহিত উত্তমরূপে কথা বলেন এবং উত্তমরূপে হাস্য করেন। তাহার হাসী হইল বজ্র এবং কথা হইল বিদ্যুৎ। হাতিম....মুহম্মদ ইবনে মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন 'বরক' হইল একজন ফিরিশ্তা যাহার চারটি চেহারা আছে একটি মানুষের চেহারা, একটি গরুর চেহারা, একটি শকুনের চেহার, ও একটি সিংহের চেহারা। যখন উক্ত ফিরিশ্তা লেজ হেলায় তখন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়।

ইমাম আহমদ (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিদ্যুত ও বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার গজব দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিবেন না, এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। আর আমাদিগকে শান্তিতে রাখুন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও বুখারী 'কিতাবুল আদব' এ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) "আল ইয়াওম অ-লাইলাতি" গ্রন্থে হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত হইতে তিনি আবূ মাতর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ পড়িতেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি যখন বজ্রের শব্দ শুনিত পাইতেন তখন سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهٗ পড়িতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাউস ও আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত তাহারাও অনুরূপ দু'আ পড়িতেন। ইমাম আওযায়ী বলেন, ইবনে আবূ যাকারিয়া (র) বলিতেন, যে ব্যক্তি বজ্রের শব্দ শুনিয়া سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِهٖ বলে তাহার উপর বজ্র পতিত হইবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি যখন বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন কথা বলা বন্ধ করিতেন এবং এ দু'আ পাঠ করিতেন سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ এবং তিনি ইহাও বলিতেন, ইহা যমীন বাসীদের জন্য বড় কঠিন ধমক। ইমাম মালেক (রা) ইহা তাঁহার মুওয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারী কিতাবুল অদব এ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করিত তবে রাতে তাহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতাম এবং দিনের বেলা তাহাদের প্রতি সূর্য উদিত করিতাম। আর কখনো তাহাদিগকে বজ্রের শব্দ শ্রবণ করাইতাম না। তাবারী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা যখন বজ্রের শব্দ শ্রবণ কর তখন আল্লাহর যিকির কর। কারণ, যিকিরকারীর উপর ব্রজপাত হয় না।

قَوْلُهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَن يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদানের জন্য যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর বজ্রপাত ঘটান। এই কারণে শেষ যুগে বজ্রপাত বেশী ঘটিবে। যেমন ইমাম আহমদ (র)....আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَتّٰى يَاتِى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُوْلُ مَنْ صَعِقَ قَبْلَكُمْ الْغَدَاةَ فَيَقُوْلُوْنَ صَعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ - কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে বজ্রপাত বেশী ঘটিতে এমনকি কেহ কোন গোত্রের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সকালে কাহার উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে? তাহারা বলিবে, অমুকের ওপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে অমুকের উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে, অমুকের উপর বজ্র পড়িয়াছে। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে বর্ণিত, হাফিয আবূ ইয়ালা (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে আরবের এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, অতঃপর লোকটি তাহাকে ডাকিতে গিয়া বলিল "রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ডাকিয়াছেন, সে বলিল, রাসূলুল্লাহ কে? আর আল্লাহ-ই বা কে? সে কি স্বর্ণের তৈরী না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী? অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে পূর্ণ বর্ণনা বলিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আবার বলিলেন, তুমি দ্বিতীয়বারও যাও সে লোকটি আবারও গেল এবং সে অহংকারী ব্যক্তি পুনরায় পূর্বের কথাই তাহার সহিত বলিল। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া পূর্ণঘটনা বলিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আবার উহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন সে তৃতীয়বারও তাহাকে ডাকিতে গিয়া পূর্বের কথার সম্মুখীন হইল। তাহাদের আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় আল্লাহ অহংকারী লোকটির মাথার ওপরে একখন্ড মেঘ পাঠাইয়া দিলেন। এবং উহা হইতে তাহার মাথায় বজ্রপাত ঘটিল এবং তাহার মাথার খুলি উড়িয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) আলী ইবনে আবূ ইয়াসার থেকে বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাফিয আবূ বকর বায্যায (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) আব্দুর রহমান ইবন সাহ্হাব আলআব্দী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাহাকে এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিতে পাঠাইলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বল, তোমাদের প্রভু স্বর্ণের তৈরী না রৌপের তৈরি না মুক্তার তৈরী? রাবী বলেন, তাহাদের মধ্যে এই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক টুকরা মেঘ পাঠাইয়া ছিলেন অতঃপর উহা গর্জন করিয়া তাহার উপর বজ্রপাত করিল। অতঃপর তাহার মাথার খুলী উড়িয়া গেল। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) বর্ণনা করেন মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবর এক ইয়াহূদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ (সা) আপনি বলুন আপনার প্রভু কিসের তৈরী তিনি তামার তৈরী না মুক্তার না ইয়াকূত প্রস্তরের? রাবী বলেন, তখন তাহার উপর বজ্র পড়িল। এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিল। অতঃপর অবতীর্ণ হইল وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ الخ

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা) কে মিথ্যা বলিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, এবং وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ অবতীর্ণ করিলেন। তাফসীরকারগণ আমির ইবন তুফাইল ও আরবাদ ইবন রবীআহর ঘটনাকেও উক্ত আয়াতের শানে নযূল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণিত আছে তাহারা উভয়েই যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল "আপনি আমাদিগকে অর্ধেক অর্ধেক সরদারী দান করিলেই আপনাকে আমরা নবী হিসাবে মানিয়া লইব। কিন্তু নবী করীম (সা) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন অভিশপ্ত আমির বলিল, অপনার মুকাবিলার জন্য আমি আরবের ময়দানসমূহ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা ভরিয়া ফেলিব তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ তা'আলা ও আনসারগণ তোমাকে এই সুযোগই দিবেন। অতঃপর তাহারা এক অবকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিতে স্থীর করিল। একজন কথা বলিবে অপর জন তাহকে হত্যা করিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সংরক্ষণ করিলেন। তাহারা মদীনা হইতে বাহির হইয়া আরবের বিভিন্ন গোত্রে গিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লোক একত্রিত করিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আরবাদ-এর উপর মেঘ প্রেরণ করিলেন এবং উহা হইতে বজ্রপাত করিয়া তাহকে জ্বালাইয়া দিলেন। অপরদিকে আমির প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তখন আল্লাহ্ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى اللّٰهِ অবতীর্ণ করিলেন। আরবাদের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কবি লবীদ এক কবিতার মাধমেও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছে। হাকিম আবুল কাশিম তবরানী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আবরাদ ইবনে কয়েস এবং ইবনে তুফাইল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তখন বসিয়াছিলেন তাহারাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িল। আমির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে অপনি আমাকে কি দিবেন? তিনি বলিলেন অন্যান্য মুসলমান যাহা পায় তুমিও তাহা পাইবে। তখন আমির বলিল, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে কি আপনি আমাকে আপনার পরে খলীফা নিযুক্ত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার জন্যও নয় আর তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও নয়। অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী

তোমাদের সাহায্য করিবে। সে বলিল, নজদের সেনাবাহিনী এখনো আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সাহায্যের আমার প্রয়োজন নাই। বরং আমাকে গ্রাম এলাকার আমীর নিযুক্ত করুন আর আপনি শহরের আমীর থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন অতঃপর তাহারা যখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন আমির বলিল, আল্লাহর কসম, আমি তো আপনার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাবাহিনী দ্বারা ময়দান পরিপূর্ণ করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ তোমাকে বাধা দিবেন। আরবাদ ও আমির যখন বাহির হইয়া গেল। তখন আমির আরবাদকে বলিল, আমি মুহাম্মদ (সা) কে কথার মধ্যে লিপ্ত রাখিব সেই অবকাশে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। তুমি যখন মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করিয়া ফেলিবে তখন তাহার লোকেরা আর যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। তাহারা দিয়াত গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আমরা তাহাদিগকে দিয়াত দান করিব। আরবাদ বলিল, আচ্ছা তাই কর। অতঃপর তাহারা পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিল। আমির বলিল হে মুহাম্মদ! আমাদের সহিত আসুন কথা বলিব। অতঃপর তিনি উঠিয়া গেলেন, অতঃপর তাহারা উভয়েই একটি দেয়ালের নিকট বসিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সহিত দাঁড়াই কথা বলিতে লাগিলেন। এক সুযোগে আরবাদ তাহার তরবারী বাহির করিবার জন্য যখন উহার ওপর হাত রাখিল তখন তাহার হাত অবশ হইয়া গেল এবং তরবারী উঁচু করিতে সে সক্ষম হইল না। যখন যথেষ্ট বিলম্ব হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আরবাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন সে করিতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন। আমির ও আরবাদ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া রাকেম এর প্রস্তরময় যমীনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহাদের নিকট হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর তথায় পৌছলেন এবং তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া যখন রাকেম নামক স্থানে পৌছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আরবাদ এর উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহা দেখিয়া আমির সেখান হইতে পলায়ন করিয়া যখন জুরাইম নামক স্থানে পৌছল তখন সে প্লেগ নামক রোগে আক্রান্ত হইয়া ছালূল গোত্রীয় একটি স্ত্রী লোকের ঘরে সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার নিজের বাড়ী যাইবার জন্য অশ্বে আরোহণ করিল এবং পথেই মৃত্যু বরণ করিল। অতঃপর আল্লাহ তাহার সম্পর্কে اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى হইতে وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ পর্যন্ত নাযিল করিলেন। ইহার মধ্যে সেই ফিরিশ্‌তাগণের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর সংরক্ষণ করিতেন অতঃপর আরবাদকে যে বস্তু দ্বারা তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখও রহিয়াছে। অর্থাৎ বজ্রপাতের।

قَوْلُهٗ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ তাহারা আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই সে সম্পর্কেও সন্দিহান।

وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফির ও অমান্যকারীদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন এই আয়াতটি وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ এর সাদৃশ্য। অর্থাৎ তাহারা প্রতারণা করিয়াছে আর আমিও তাহাদের সহিত শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি যাহা তাহারা বুঝিতেও পারেন নাই। হে নবী! আপনি দেখুন তাহাদের প্রতারণার পরিণতি কি হইয়াছে। আমি সেই প্রতারকদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছি। হযরত আলী (রা) হইতে وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত, ইহার অর্থ হইল, কঠিন শাস্তি দানকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, দারুন শক্তিশালী।

(١٤) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ٥

১৪. সত্যের আহ্বান তাহারই যাহারা তাহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মুখে পানি পৌঁছিবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌঁছিবার নহে কাফিরদিগের আহ্বান নিষ্ফল।

তাফসীর : হযরত আলী (রা) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ তাওহীদ। ইবনে জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও মালেক (রা) মুহম্মদ ইবন মুনকাদির হইতে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য কাল্পনিক উপাস্যের উপাসনা করে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার দিক হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায়, সে পানির প্রতি তাহার হাত বাড়াইয়া দেয়, যেন উহা তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া আসে কিন্তু সে যেমন তাহার উদ্দেশ্যে বিফল, অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে যে ডাকে সেও বিফল। হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কূপের এক প্রান্ত হইতে হাত দ্বারা পানি ধরিবার চেষ্টা করে অথবা, পানি পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছায় না। অতএব উহা তাহার মুখে কিভাবে পৌঁছাবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ বলেন, যে ব্যক্তি তাহার জিহবা দিয়া পানিকে ডাকিতে থাকে এবং তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকে কিন্তু সে পানি কখনো তাহার নিকট আসিবে না। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ হইল যে ব্যক্তি পানি তাহার মুঠের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহার মুঠের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যে ডাকে সে এই ব্যক্তির ন্যায় বিফল।

যেমন কবি বলেন, فاني وا ياكم وسوقًا اليكم كقابض ماء لم تسقناها

অন্য এক কবি বলেন,

فاصبحت فماكان بيني و بينها + من الودمثل القابض الماء باليد –

উভয় কবিতার মধ্যে পানি মুঠার মধ্যে লইবার অর্থ উহা দ্বারা উপকৃত না হইতে পারা বুঝান হইয়াছে। অতএব আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ায় পানি ধরিবার জন্য কিংবা মুখে দেওয়ার জন্য, কিন্তু যে পানি তাহার মুখে পৌঁছায় না তাহা দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়া সম্ভব নহে, অনুরূপ ভাবে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহারাও উপকৃত হইতে পারে না। না দুনিয়াতে আর না পরকালে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ "কাফিরদের ডাকাডাকি সবই বৃথা"।

(١٥) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩

১৫. আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদিগের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহত্ব ও তাঁহার সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আসমান যমীনের যাবতীয় বস্তুকে তাহার অনুগত করিয়া রাখিয়াছে সেই কারণেই মু'মিনগণ তো সেচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে এবং কাফিরও অনিচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে। সমস্ত জিনিসের ছায়াও সকালে বিকালে তাহার প্রতি নত হয়। اُصَالٍ শব্দটি اُصَيْلٍ -এর বহুবচন। অর্থ দিনের শেষাংশ। আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلاَلُهُ আয়াতটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(١٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৬. বল, কে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল তিনি আল্লাহ, বল তবেকি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে? বল অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তাহারা আল্লাহর এমন শরীফ

করিয়াছে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে, বল আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা তিনি এক, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই কথাই তাকীদ করিয়াছেন কারণ, আরবের পৌত্তালিকতা এই কথা স্বীকার করিত যে, এক মাত্র আল্লাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহার পরিচালক ও প্রতিপালক এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে কার্যোদ্ধারকারী বলিয়া মানিত এবং উহাদের উপাসনা করিত। অথচ, তাহার না তো তাহাদের নিজদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম আর না তাহাদের উপসনাকারীদের কোন উপকার-অপকার করিতে পারে। অতএব যাহারা এই প্রকার মাবুদের উপসনা করে এবং যাহারা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাহারা কি সমান হইতে পারে? যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর তা'আলার ইবাদত করে সে আল্লাহর দেওয়া নূরপ্রাপ্ত। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ -

অর্থাৎ এই মুশরিকরা আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিয়াছে তাহারা কি এমন কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য। অতএব তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি ও তাহাদের শরীকদের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইতেছে না। অর্থাৎ এমন নহে। আল্লাহর সাদৃশ্য ও তাহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। তাহার কোন শরীক নাই। তাহার কোন উজীরও নাই। আর তাহার স্ত্রী পুত্রও নাই تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا আল্লাহ তা'আলা এইসব কিছু হইতে পবিত্র। এই সকল মুশরিকরা আল্লাহর সহিত এমন সমস্ত বস্তুকে উপসনা করে যাহা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং আল্লাহর দাস ও গোলাম। যেমন তাহারা নিজেরাও একথা স্বীকার করিত তাহারা তালবীয়াহ পড়িবার সময় বলিত,

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّاشَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন শরীক আছে যাহার মালিকও আপনই এবং সে যাহার মালিক, প্রকৃতপক্ষে তাহার মালিকও আপনিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى "আমরা তাহাদের উপাসনা কেবল এই উদ্দেশ্যে করি যে, তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করে।" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের আকীদা অস্বীকার করিয়া বলেন, لَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম হইবে না। এবং তাহার অনুমতি ছাড়া কাহার সুপারিশ কোন কাজেও আসিবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَاِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু দয়াময় আল্লাহর নিকট গোলাম হইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতে তাহাদের সকলেই একা একাই তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। যখন সকলেই আল্লাহ দাস সুতরাং তাহাদের একজন অপরজনকে দলীল প্রমাণ ছাড়া শুধু মাত্র স্বীয় ধারণার বশীভূত হইয়া উপাসনা করিবে কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরণ করিয়াছেন যাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করিতে বাধা দিতেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিত, অতএব তাহাদের প্রতি আযাবের ও শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়া গেল। وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا আর আপনার প্রভু কাহার প্রতি যুলুম করেন না।

(١٧) اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۗ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ؕ

১৭. তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এর প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এই রূপে উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্য কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই ভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায় এই ভাবে আল্লাহ উপমা দিয়া থাকেন।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হক ও সত্যের স্থায়ী হওয়া ও বাতিলের শেষ হওয়ার দুইটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন, فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا অতঃপর প্রত্যেক নদী-নালা তাহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে পানি গ্রহণ করে ও প্রবাহিত হয়। বড় নদী বেশী পানি ধারণ করে এবং ছোট নদী উহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে ধারণ করে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন অন্তরকে উপমিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন অন্তরে অনেক বেশী ইলম ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আবার কোন কোন অন্তর অনুজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা রাখে فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا অতঃপর নদীর প্রবাহিত পানির ওপরে ফেনাও সৃষ্টি হয়।

একটি উপমা তো এই হইল وَمِمَّا تُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ ইহা হইল দ্বিতীয় উপমা, অর্থাৎ গহনা তৈয়ার করিবার জন্য যে স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে গলান হয় এবং পাত্র ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিবার জন্য যে লোহা কিংবা তামা গলান হয় উহাতেও ফেনার সৃষ্টি হয়। كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ অর্থাৎ হক ও বাতিল যখন একত্রিত হয়, তখন বাতিল মিটিয়া যায় এবং হক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ফেনা পানির সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না আর স্বর্ণ রৌপ্যের সহিতও পারে না বরং ফেনা শেষ হইয়া যায় এবং স্বর্ণ রৌপ্য এবং পানি টিকিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, বাতিলও মিটিয়া যায় এবং হক টিকিয়া থাকে।

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً অর্থাৎ ফেনা দ্বারা কোন উপকার হয় না বরং উহা টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া যায় এবং নদী-নালার উভয় পার্শ্বে চলিয়া যায় কিংবা গাছের ডালে লাগিয়া থাকে কিংবা বাতাসে উড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বর্ণ রৌপ্য, লোহা ও তামার ময়লা পৃথক হইয়া যায় এবং টিকিয়া থাকে শুধু পানি, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য পদার্থ যাহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

যাহা মানুষের জন্য উপকার উহা তো যমীনে থাকিয়া যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ আমি মানুষের জন্যই উপমাসমূহ বর্ণনা করি কিন্তু কেবল জ্ঞানীগণই উহা বুঝিয়া থাকে। পূর্ববর্তী উলমায়ে কিরামের জনৈক আলেম বলেন যখন কুরআনের কোন উপমা পাঠ করিয়া আমি উহা বুঝিতে ব্যর্থ হই, তখন আমার ক্রন্দন আসে। কারণ আল্লাহ বলেন উপমাসমূহ কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারে। অতএব উপমা বুঝিতে না পারা জ্ঞানহীনদের চিহ্ন।। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোককে উপমিত করিয়াছেন যাহাদের অন্তরে ইলম ও ইয়াকীন রহিয়াছে আর কোন কোন অন্তরে সন্দেহও অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সন্দেহ যুক্ত অবস্থার কোন আমল উপকারী হয় না। কিন্তু ইয়াকীন ও পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে উহা দ্বারা আল্লাহ তাহাকে উপকৃত করেন। فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আর যাহা মানুষের উপকারী উহা যমীনে থাকিয়া যায়। আর উহা হইল ইয়াকীন ও বিশ্বাস যেমন গহনা প্রস্তুত করিবার সময় স্বর্ণ আগুনের মধ্যে গলান হইলে স্বর্ণের ময়লা আগুনের দ্বারা থাকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় আর নির্ভেজাল স্বর্ণটুকু উঠাইয়া লওয়া হয় অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকীন ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন এবং

সন্দেহকে পরিত্যাগ করেন। আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পানির ঢল নদী নালার লাকড়ী ও আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়। وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ যাহা আগুনে গরম করিয়া গলান হয়, তাহা হইল যেমন স্বর্ণ রৌপ্য, গহনা তামা লোহা ইত্যাদি। লোহা ও তামার ময়লাকে আল্লাহ পানির ফেনার সহিত উপমিত করিয়াছেন। এবং যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় যেমন স্বর্ণ রৌপ্য এবং যে পানি দ্বারা যমীন উপকৃত হইয়া উহার মাধ্যমে তাহারা ফসল উৎপন্ন করে উহার সহিত সৎ কাজকে উপমিত করিয়াছেন, যাহা তাহার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আর অসৎকাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে না যেমন ফেনা উপকারে আসে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে যে হক ও হেদায়াত আসিয়াছে যে ব্যক্তি তাহার উপর আমল করিবে উহা তাহার জন্য উপকারী হবে এবং যমীনে অবশিষ্ট উপকারী পানির ন্যায় এই সৎকাজ তাহার উপকারের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অনুরূপভাবে লোহা দ্বারাও যাবৎ না উহাকে আগুনে জ্বালাইয়া উহার ময়লা দূর করিয়া উহার নির্ভেজাল লোহা বাহির করিয়া লওয়া হয় চাকু, ছুরি, তরবারী তৈয়ার করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে বাতিল ও অসৎকাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন কিয়ামত কায়েম হইবে এবং আল্লাহর সম্মুখে মানুষ দন্ডায়মান হইবে ও আমলসমূহ পেশ করা হইবে তখন বাতিল আমল অকেজো প্রমাণিত হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে। অপর পক্ষে হক পন্থি ও সৎকার্য সম্পাদনকারী তাহার আমল দ্বারা উপকৃত হইবে। হযরত মুজাহিদ, হাসান বসরী, আতা, কাতাদাহ এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে উপরোক্ত আয়াতের এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারার শুরুতে মুনাফিকদের দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি উপমা আগুনের এবং অপরটি পানির। আর তাহা হইল مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ এবং أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ প্রথম উপমাটি আগুনের এবং দ্বিতীয়টি পানির। অনুরূপভাবে সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য দুটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি হইল وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ الايه "যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের আমলসমূহ "মরিচিকা সমতুল্য" ভীষণ গরমে মরীচিকার সৃষ্টি হয় ইহা দূর হইতে পানির ন্যায় মনে হয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি চাও, তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমরা পিপাসিত আপনি আমাদিগকে পানি পান করান। তাহাদিগকে বলা হইবে "তোমরা পান করিতে যাও না কেন? অতঃপর তাহারা পানির জন্য জাহান্নামে নামিয়া যাইবে, কিন্তু তথায় তাহারা দেখিতে পাইবে প্রকৃত পক্ষে উহা পানি নহে। পানি সাদৃশ্য মরীচিকা।"

অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয় উপমা বর্ণনা করিয়াছেন اَوْكَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ কিংবা গভীর সমুদ্রে অন্ধকারসমূহের ন্যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই হেদয়াত ও ইলমসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহার উপমা সেই বৃষ্টি সমতুল্য, যাহা কোন যমীনে বর্ষিত হইয়াছে কিন্তু যমীনের একাংশ উহা গ্রহণ করিয়া বহু ঘাস ও ফসল উৎপাদন করিয়াছে আর উহার একাংশ কঠিন প্রস্তরময় কিন্তু উহা পানি আটকাইয়া রাখিয়াছে, অতঃপর সেই পানি দ্বারা মানুষ উপকৃত হইয়াছে তাহারা নিজেরা পান করিয়াছে, তথায় পশু চরাইয়া তাহাদিগকেও পানি পান করাইয়াছে এবং উহা দ্বারা ক্ষেত খামার সেচ করিয়াছে। যমীনের আর একপ্রকার হইল কঠিন সমতল প্রস্তরময়, যাহা না পানি আটকাইয়া রাখিতে পারে আর না তাহার উৎপাদন ক্ষমতা আছে। ইহা হইল, যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞানভান্ডারসহ প্রেরণ করিয়াছেন উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। উহা সে নিজেও শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দান করিয়াছে, তাহার এবং সেই ব্যক্তির উপমা যে ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই আর আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াত গ্রহণও করে নাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্র উপমাটি হইল পানি বিশিষ্ট উপমা। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহু (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্যাক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছে যখন উহা পাশ্ববর্তী স্থানসমূহকে আলোকিত করিয়াছে তখন পতংগ এবং পরোয়ানা আগুনের মধ্যে পড়িয়া জীবন শেষ করিতে উদ্যত হইল যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়াছে সে উহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল কিন্তু তাহারা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে আগুনের মধ্যে পতিত হইতে লাগিল। ইহাই হইল আমার ও তোমাদের উপমা। আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া আগুনে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিতেছি অথচ, তোমরা আমার বাধা উপেক্ষা করিয়া আগুনে প্রবেশ করিতেছ। হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইল আগুন বিশিষ্ট উপমা।

(١٨) لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؔ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৮. মঙ্গল তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বনে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদিগের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো থাকিত উহারা

মুক্তি-পণ রূপে তাহা দিত। উহাদিগের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদিগের আবাস। উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সৎ ও অসৎ লোকদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন - لِلَّذِيْنَ يَسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ "যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহার নির্দেশসমূহের প্রতি মাথাবনত করিয়াছে তাহার প্রদান করা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের জন্য الْحُسْنٰى "উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে" যেমন আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন

اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا

"যে ব্যক্তি যুলুম করিবে তাহাকে আমি শাস্তি দান করিব অতঃপর তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহাকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার আমিও তাহার সহিত নরম কথা বলিব"। অন্য আয়াতে রহিয়াছে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার এবং অধিক জিনিসও।

قوله وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে নাই وَلَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যদি পরকালে তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় যে, দুনিয়ার ধন-ভান্ডার ও উহার সমপরিমাণ ধনভান্ডার দান করার বিনিময়ে আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে তবে মুক্তি লাভের বিনিময়ে উহাও করিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ উহা গ্রহণ করিবেন না। কারণ, কিয়ামতে কোন প্রকর দান খয়রাত ও বিনিময়ের লেন-দেন চলিবে না। اُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ অর্থাৎ তাহাদের হিসাব নিকাশ বড়ই খারাপ হইবে। ছোট বড় সর্ব প্রকার বিষয়ের হিসাব দিতে হইতে। আর যাহার নিকট হইতে পুংখানুপুংখরূপে হিসাব লওয়া হইবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَاْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

(١٩) اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১৯. তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে সে আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেক-শক্তিসম্পন্নগণই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করে যে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা পরম সত্য উহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। বরং উহার সবটুকুই সত্য উহার একাংশ অপরাংশের সত্যতা প্রমাণ করে উহার কোন অংশ অপরাংশের বিরোধী নহে। উহার সমস্ত সংবাদ সত্য উহার নির্দেশসমূহ ও নিষেধসমূহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً "সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হইয়াছে।" অতএব হে মুহাম্মদ! (সা) যাহার নিকট আপনার আনিত আদর্শের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর যে ব্যক্তি এমন অন্ধ না তো সে কল্যাণের পথ দেখিতে পায় আর না বুঝিতে পারে এবং আর বুঝিলেও উহার সত্যতা স্বীকার করে না এবং উহার অনুসরণ করে না। তাহারা সমান হইতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يَسْتَوِىْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ·

দোযখবাসীরা ও বেহেশ্তবাসী সমান হইতে পারে না। বরং বেহেশ্তের অধিবাসীগণই সাফল্যের অধিকারী। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই দুই দল কি একরকম হইতে পারে? অর্থাৎ তাহারা সমান হইতে পারে না। إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ আসল কথা হইল যাহারা অবিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী কেবল তাহারাই নসীহত গ্রহণ করে। "আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন"।

(٢٠) الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ

(٢١) وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۗ

(٢٢) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عُقْبَى الدَّارِ ۙ

(٢٣) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

(٢٤) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ

২০. যাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না;

২১. এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাহাদিগের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে ইহাদিগের জন্য শুভ পরিণাম।

২৩. স্থায়ী জান্নাত উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া।

২৪. এবং বলিবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।

তাফসীর ঃ যাহারা উপরোল্লেখিত উত্তম গুণসমূহের অধিকারী হইবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছেন যে, তাহাদের জন্য পরকালের উত্তম বিনিময় এবং দুনিয়ার সহাস্যও রহিয়াছে। তাহারা হইল اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ "যাহারা ওয়াদা পালন করে, ওয়াদা ভংগ করে না। অর্থাৎ তাহারা সেই মুনাফিকদের ন্যায় নহে, যাহারা ওয়াদা করিলে ভংগ করে, ঝগড়া করিলে অশালিন কথা বলে, কথা বলিলে, মিথ্যা বলে এবং তাহাদের নিকট আমানত রাখিলে উহাতে খেয়ানত করে। اَلَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ আর তাহারা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সহিত আত্মীয়তার বন্ধন মযবুত রাখিতে ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা উহাকে পালন করে। এবং গরীব মুখাপেক্ষি লোকদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দেয়। وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ আর তাহারা যে কাজ সম্পাদন করে এবং যাহা তাহারা বর্জন করে সে ব্যাপারে তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই সে কাজ করে এবং তাহার অসন্তুষ্টির ভয়েই অন্যায় কাজ বর্জন করে এবং পরকালের খারাপ হিসাব নিকাশকে ভয় করে। এই কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সর্বাবস্থায় সঠিক সরল পথে চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ আর যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হারাম ও গুনাহসমূহ হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখিয়া ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ও বিরাট পুরস্কার ও বিনিময়ের লোভে তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে হারাম ও গুনাহর কাজসমূহ হইতে বাচাইয়া রাখে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর তাহারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ শরীয়তের নিয়মানুসারে সালাতের সঠিক সময়সমূহে রুকু সিজদা এবং খুশু, পূর্ণ একাগ্রতা ও নিবিষ্টতার সহিত তাহারা সালাত আদায় করে। وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ যাহাদের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব, যেমন স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও দূরবর্তী মুখাপেক্ষী লোকজন আমার দেওয়া রুজী হইতে তাহারা তাহাদের জন্য ব্যয় করে। سِرًّا وَّعَلَانِيَةً তাহারা সর্বাবস্থায়, প্রকাশ্যে, গোপনে, রাতে-দিনে সকল সময় ব্যয় করে। কোন অবস্থা তাহাদিগকে ব্যয় করিতে বাধা দেয় না। وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ আর তাহারা ভাল কাজ দ্বারা মন্দ কাজকে বাধা দেয়, যখন কেহ তাহাদিগকে কষ্ট দান করে তাহারা উহা হাসীমুখে বরণ করে, এবং ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ "উত্তম পন্থায় হটাইয়া দিন, তখন আপনি দেখিতে পাইবেন আপনার ও যাহার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং যাহারা ভাগ্যবান কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে।" এই কারণেই যাহারা উল্লেখিত গুণসমূহের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে এই সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে তাহাদের জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যাও দান করিয়াছেন যে, সে বিনিময় হইল جَنّٰتُ عَدْنٍ চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ। عَدْنٍ অর্থ, বসবাস করা جَنّٰتِ عَدْنٍ অর্থ চিরকাল বসবাসের বাগানসমূহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, বেহেশতের মধ্যে এক প্রাসাদ আছে যাহার নাম 'আদন' যাহার চতুর্দিকে পাঁচ হাজার দরজা আছে এবং উহার জন্য পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা নিযুক্ত আছে। উহাতে নবী সিদ্দীক ও শহীদগণ ব্যতিত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহ্হাক (র) جَنّٰتُ عَدْنٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা হইল বেহেশতের একটি শহর যেখানে রাসূলগণ নবীগণ শহীদগণ ও ইমামগণ অবস্থান করিবেন এবং অন্যান্য লোক উহার পার্শ্ববর্তীস্থানে বাস করিবেন। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَوْلُهُ صَلَحَ مِنْ اٰبَآءِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ উপরোল্লেখিত গুণের অধিকারী লোক যাহাদিকে বেহেশ্তে দাখিল করা হইবে। তাহাদের প্রিয় লোকজনকে যেমন তাহাদের মুমিন পিতা-পিতাসহ, পরিবারের অন্যান্য লোকজন সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী তাহাদিগকেও উহাদের সম্মানার্থে ও তাহাদের মনের শান্তির জন্য তাহাদের সহিত একত্রিত করা হইবে। এমন কি যাহারা নিম্নশ্রেণীর বেহেশতের অধিবাসী তাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ-পূর্বক উচ্চশ্রেণীতে আসন দান

করিবেন। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ। "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ ঈমান আনিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের সন্তানগণকেও তাহাদের সহিত একত্রিত করিয়া দিব قَوْلُهُ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ الخ। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং আম্বিয়া সিদ্দীকীন ও রাসূলগণের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়া বেহেশতের যে অশেষ নিয়ামত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে এই কারণে ফিরিশ্তাগণ সদাসর্বদা তাহাদিগকে প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদিকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাইতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন, তিনি বলিলেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম দরিদ্র মুহাজিরগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, যাহারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হইতে দূরে ছিলেন এবং সদা কষ্টেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং যখন তাহাদের মৃত্যু সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। আল্লাহ তা'আলা কোন একজন ফিরিশ্তাকে বলিবেন, যাও, এবং তাহাদিগকে মুবারকবাদ দান কর। তখন ফিরিশ্তাগণ বলিবে হে আল্লাহ! আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা, এতদসত্ত্বে আপনি আমাদিগকে সালাম ও মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন? তখন আল্লাহ বলিবেন, তাহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা কেবল আমারই ইবাদত করিত, আমার সহিত কাহাকেও শরীফ করিত না। তাহারা সর্বপ্রকার আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং সদা কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে আর যখন তাহাদের মৃত্যু আসিয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং তাহারা বলিবে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। পরকালের বিনিময় বড়ই উত্তম।

আবুল কাসিম তাবরানী (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইল দরিদ্র মুহাজিরগণ। তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যখন তাহাদিগকে কোন নির্দেশ করা হইয়াছে তাহারা তাহা স্বাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছে ও উহা পালন করিয়াছে। কোন শাসকের নিকট তাহার কোন প্রয়োজন থাকিলে উহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু

হইয়াছে এবং তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বেহেশতকে ডাকিবেন অতঃপর বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জায় উপস্থিত হইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সে সকল বান্দা যাহারা আমার রাহে লড়াই করিয়াছে আমার রাহে যাহাদিগকে যাতনা দেওয়া হইয়াছে আমার রাহে যাহারা জিহাদ করিয়াছে তাহার কোথায়? তোমরা বিনা হিসাব নিকাশে বেহেশতে প্রবেশ কর। ফিরিশ্তাগণ আসিবে এবং সিজদায় পড়িয়া বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আমরা দিবা রাতে আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি, এই সমস্ত লোক কাহারা, যাহাদিগকে আপনি আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিলেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তাহারা হইল আমার সেই সমস্ত বান্দা যাহারা আমার রাহে জিহাদ করিয়াছেন এবং আমার রাহে নির্যাতিত হইয়াছিল, অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজায় তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং বলিবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

আবদুল্লা ইবনে মুবারক.... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুমিন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া তাহার আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং তাহার সেবক দল সারি দিয়া থাকিবে সারির এক প্রান্তে একটি রুদ্ধদ্বার থাকিবে অতঃপর একজন ফিরিশ্তা ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে এমনকি ইহা মু'মিন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবে। অতঃপর মু'মিন বলিবে তোমরা তাহাকে অনুমতি দান কর। মু'মিনের নিকটবর্তী সেবক তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে তোমরা অনুমতি দান কর এইভাবে দরজার নিকট ব্যক্তি খাদেমের নিকট ইহা পৌঁছাইয়া যাইবে অতঃপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফিরিশ্তা ভিতরে প্রবেশ করিবে এবং মু'মিনকে সালাম করিয়া চলিয়া যাইবে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত যে তিনি প্রতিবছর শেষে শহীদগণের কবর যিয়ারত করিবার জন্য যাইতেন এবং سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ বলতেন। হযরত আবূ বকর উমর এবং উস্মান (রা) ও অনুরূপ যিয়ারত করিতেন।

(٢٥) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

২৫. যাহারা আল্লাহর সহিত দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের জন্য আছে লা'নত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মন্দ আবাস!

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে অসৎলোক ও তাহাদের গুণাবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মু'মিনগণ যে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে উত্তম বাসস্থানের অধিকারী হইবে অসৎ কাফিররা উহার বিপরীত জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মু'মিনগণ দুনিয়ায় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি পালন করিত আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখিত এবং কাফিররা وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করিত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করিত। এবং দুনিয়ায় ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। যেমন হাদীসে বর্ণিত, মুনাফিকের আলামত হইতেছে তিনটি, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয়, উহার খিয়ানত করে। অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, যখন পারস্পরিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন উহা ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া করে তখন অশালীন কথা বলে। এই কারণে, আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন। اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ, অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে। وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ আর তাহাদের পরিণাম হইবে অতি জঘন্য। وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং অতি জঘন্য বাসস্থান। হযরত আবুল আলীয়া وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মানুষের ওপর যখন মুনাফিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে ছয়টি অভ্যাস প্রকাশ পায়, যখন তাহারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভংগ করে, যখন আমানত রাখা হয় উহার খিয়ানত করে। আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর তাহারা ভংগ করে। আল্লাহ যাহা মিলাইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহারা উহা বিচ্ছিন্ন করে এবং যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তাহাদের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও তাহারা তিনটি অভ্যাসে লিপ্ত থাকে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর যখন আমানত রাখা হয় উহার মধ্যে খিয়ানত করে।

(٢٦) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

২৬. আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহ জীবনতো পর জীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই যাহাকে ইচ্ছা তাহার রুজী বৃদ্ধি করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার রুজী হ্রাস করিয়া দেন। ইহা সব কিছুই হিকমত ও ইনসাফের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কাফিরদিগকে আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত দান করিয়াছে তাহাতে মগ্ন হইয়া তাহারা আনন্দে মাতিয়া আছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঢিল দিয়াছেন, হঠাৎ তাহাদিগকে তিনি পাকড়াও করিবেন যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَالٍ وَّ بَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ "তাহারা কি ধারণা করিতেছে যে আমি তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তাত-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিতেছি। তাড়াহুড়া করিয়াই আমি তাহাদিগের জন্য সর্ব প্রকার ভালাই পৌঁছাইয়া দিতেছি—কিন্তু তাহারা অনুভবই করিতে পারিতেছে না"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিনদের জন্য যে সমস্ত নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন উহার তুলনায় পার্থিব জীবন যেন অতি নিকৃষ্ট তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى বরং তোমরা পাথিব জীবনকেই প্রাধন্য দিতেছ অথচ পারলৌকিক জীবনই অধিক উত্তম ও স্থায়ী। ইমাম আহমদ (র)....মুস্তাওরিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ যেমন কেহ তাহার এই আঙ্গুলীটি সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া ইহা উঠাইয়া দেখিবে যে, আঙ্গুলের সহিত কতটুকু পানি আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা বলিতে সময় তাহার শাহদাত আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন। (মুসলিম) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছোট কানবিশিষ্ট মৃত ছাগলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই মৃত ছাগলের মালিকরা যখন ইহা নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তাহাদের নিকট যেমন ইহা তুচ্ছ ও ঘৃণিত ছিল সমস্ত জগতের ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট তদ্রূপ নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

(٢٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝

(٢٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

(٢٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

২৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাহার পথ দেখান যাহারা তাঁহার অভিমুখী।

২৮. যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জানিয়া রাখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।

২৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাহাদিগেরই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা আরব পৌত্তলিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিতেছেন, তাহারা বলে, لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নাই কেন? যেমন তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُوْنَ "সে যেন পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি যেমন নিদর্শন প্রেরণ করাইয়াছিল তদ্রূপ নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করে"। পূর্বে তাহাদের এই ধরনের বক্তব্য সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা যা চায় আল্লাহ তাহা পেশ করিতে সক্ষম। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। হাদীসে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা যখন তাঁহার নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিতে, তাহাদের দেশে নহর ও নদীনালা প্রবাহিত করিতে এবং মক্কার পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তথায় ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচায় পরিণত করিবার জন্য বলিল, তখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী পাঠাইলেন যে, যদি আপনি চান, তবে তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিব কিন্তু তাহার পরও যদি তাহারা কুফরী করে তবে তাহাদিগকে এমনি শাস্তি দিব যাহা পৃথিবীর কাহাকেও দেই নাই। আর যদি আপনি বলেন, তবে ইহার পরিবর্তে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বারা উন্মুক্ত করা হউক। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ "আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হয় তাহাকে তাহার নিকট পৌঁছাবার পথ দেখান"। অর্থাৎ আল্লাহই গুমরাহ করেন এবং তাহাদের কথামত কোন নিদর্শন ছাড়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। হেদায়াত ও গুমরাহীর সম্পর্ক নির্দশন পেশ করা ও উহা পেশ না করিবার সহিত নহে। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,, যাহারা কোন রকমই ঈমাম আনিবে না তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ ও ভীতিপ্রদর্শন কোন কাজেই আসেন না।.আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ যাহাদের জন্য শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা ঈমান আনিবে না যাবত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন উপস্থিত হউক না কেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ -

"যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করি. এবং তাহাদের সহিত মৃত লোকজন জীবিত হইয়া কথা বলে, এবং সমস্ত জিনিস তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জাহেল, মুর্খ"। এই কারণেই, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ যাহারা আল্লাহ নিকট বিনয়ী হইয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ যাহাদের অন্তরে ঈমান মযবুত হইয়াছে যাহাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে এবং আল্লাহর যিকিরে তাহারা শান্তি লাভ করে এবং আল্লাহকে মাওলা ও সাহায্যকারী হিসাবে মানিয়া লইয়াছে اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ইবনে আবূ তালহা (র) طُوْبٰى শব্দের অর্থ বলেন, আনন্দ ও চক্ষুর শীতলতা, ইকরিমাহ (রা) طُوْبٰى لَهُمْ -এর অর্থ করেন, তাহাদের মাল অতি চমৎকার। যাহ্‌হাক (রা) বলেন, তাহাদের প্রতি ঈর্ষা হইবে। ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, طُوْبٰى একটি আরবী শব্দ, বলা হইয়া থাকে طُوْبٰى لَكَ তুমি যেন মঙ্গলময় হও। حُسْنٰى مَاٰبٍ সুন্দর আশ্রয়স্থল ও সুন্দর ঠিকানা। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে طُوْبٰى لَهُمْ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহা হাবশী ভাষায় বেহেশতের যমীন।

সায়ীদ ইবনে মাসূজ বলেন, طُوْبٰى হিন্দী ভাষায় বেহেশতের এক নাম। আল্লামা সুদ্দী ও হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, طُوْبٰى বেহেশতের এক নাম। মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশত সৃষ্টি করিলেন তখন তিনি বলিলেন, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ

ইবনে জরীর (র)....শাহর ইব্‌নে হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তূবা বেহেশতের একটি গাছের নাম উহার ডালপালা বেহেশতের প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা ইবনে আব্বাস (রা) মুগীস ইবনে সুমাইয়ান আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে "তূবা" বেহেশতের একটি গাছের নাম বেহেশতের প্রত্যেক ঘরে উহার ডাল পালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুক্তার দানা হইতে গাছটি রোপন করিয়াছেন। এবং তিনি উহাকে বিস্তৃত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন অতঃপর আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা উহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই গাছেরই মূল হইতে বেহেশতের মধু, শরাব, দুধ ও পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহব (র)....হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, "তূবা বেহেশতের একটি গাছ যাহা এক শত বছরের পথ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বেহেশত বাসীদের কাপড়সমূহ উহার পাপড়ী হইতে বাহির হয়"।

ইমাম আহমদ (র)....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি বড় মুবারক যে আপনাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وَ اٰمَنَ بِىْ ثُمَّ طُوْبٰى ثُمَّ طُوْبٰى ثُمَّ طُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يَرَنِىْ "সেই ব্যক্তি মুবারক যে আমাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি মুবারক যে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে অথচ আমাকে সে দেখিতে পায় নাই।" এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'তূবা' কি? তিনি বলিলেন, "বেহেশতের একটি গাছ যাহা তিনশত বৎসরের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত বেহশতবাসীদের কাপড় উহার পাপড়ী হইতে নির্গত হইবে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ (র).... সাহল ইবনে সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার ছায়ায় সাওয়ারী এক শত বৎসর চলিলেও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। রাবী বলেন অতঃপর আমি নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা) হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে অতিদ্রুত অশ্বরোহী একশত বৎসর পর্যন্ত চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত ইয়াযীদ ইবনে যুবাইর (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে। সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর যাবৎ চলিতে থাকিবে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে পড় ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইর্‌শাদ করিয়াছেন, "বেহেশ্‌তের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় কোন সাওয়ারী সত্তুর কিংবা একশত বৎসর চলিতে পারে। এই গাছটি 'শাজারাতুল খুলদ' নামে পরিচিত। মুহাম্মদ ইবনে ইস্‌হাক (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা'-এর আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, সাওয়ারী উহার একটি ডালের ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে পারিবে অথবা বলিয়াছেন উহার এক একটি ছায়ার নীচে শত শত সাওয়ারী অবস্থান করিতে পারিবে সেখানে স্বর্ণের পঙ্গপাল রহিয়াছে এবং উহার একটি একটি ফল বড় বড় ডেগের ন্যায়। (তিরমিযী) ইস্‌মাইল ইবনে আইয়াশ (র)....আবূ উমামাহ বাহেলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন 'তোমাদের যে কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে চলিতে চলিতে 'তূবা' এর নিকট যাইবে অতঃপর তাহার জন্য উহার পাপড়ীসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং সে উহার যে কোন একটি পছন্দ করিবে, সাদা, লাল, হলুদ, কালো যাহা ইচ্ছা উহা সে নির্বাচন করিয়া লইবে।

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জরীর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তূবা বেহেশতের একটি গাছ, আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, আমার বান্দার পছন্দ মত জিনিস তাহার নিকট ফেলিতে থাক, অতঃপর গাছটি জিনসহ ঘোড়া, লাগামসহ উট এবং তাহার ইচ্ছামত কাপড় বর্ষণ করিতে থাকিবে। ইবনে জরীর (র) ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র) হইতে এখানে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার নাম তূবা সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে থাকিবে তবুও উহার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারিবে না। গাছটি উন্মুক্ত বাগানের ন্যায় স্বজীব হইবে, উহার পাতাসমূহ মনোরম হইবে, উহার শাখাসমূহ আম্বরের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হইবে, উহার প্রস্তরসমূহ ইয়াকুত হইবে। উহার মাটি কর্পুর হইবে এবং কাদা হইবে মিসক উহার মুল হইতে দুধ ও শরাবের নহর প্রবাহিত হইবে। উহার নীচে বেহেশতবাসীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উত্তম উট লইয়া আসিবে যাহার লাগাম হইবে স্বর্ণের উহার মুখমন্ডলী হইবে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল। উহার পশম রেশমের ন্যায় কোমল উহার হাওদা, তক্তা হইবে ইয়াকুতের যাহা স্বর্ণ খচিত হইবে মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় দ্বারা উহা সজ্জিত হইবে। এই ধরনের উট তাহারা বেহেশতবাসীদের নিকট পেশ করিবে এবং তাহারা বলিবে আমাদের প্রতিপালক তাহার সহিত সাক্ষাত ও সালাম করিবার জন্য এই সাওয়ারীসহ আপনাদের নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা উক্ত সাওয়ারীতে আরোহণ করিবেন, উহা পাখী হইতেও অধিক দ্রুত চলিতে থাকিবে। গদী হইতে উহা অধিক নরম হইবে বেহেশতীগণ পরস্পর একে অন্যের সহিত আলাপ

করিতে করিতে চলিবে। অথচ এক উটের কর্ণ অন্য উটের কর্ণকে স্পর্শও করিবে না আর না কোনটির পশ্চাদভাগকে স্পর্শ করিবে। চলার পথে কোন গাছ পড়িলে উহা আপনা আপনই সরিয়া যাইবে যেন কোন সাথীর তার অন্য সাথী হইতে পৃথক হইতে না হয়। অবশেষে তাহার পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তাঁহার পর্দা সরাইয়া দিবেন তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইবেন যখন তাহারা আল্লাহকে দেখিতে পাইবেন তখন বলিবে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ اِلَيْكَ السَّلَامِ وَحَقٌّ لَكَ اَلْجَلَالُ اَنَا السَّلَامُ وَعَنِى السَّلَامِ وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ رَحْمَتِى وَمُحَبَّتِى الخ আমি সালাম এবং আমার পক্ষ হইতেই তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয় তোমাদের প্রতি আমার দয়া ও অনুগ্রহ নিশ্চিত হইয়াছে হে আমার বান্দাগণ! তোমাদিগকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। তোমরা আমাকে না দেখিয়াই আমাকে ভয় করিয়া চলিয়াছ এবং আমার নির্দেশ পালন করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবেন,"হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার সঠিক ইবাদত করিতে পারি নাই যেমন করা উচিৎ ছিল। আপনার মর্যাদার প্রতি যে সম্মান করা উচিৎ ছিল আমরা তাহা করিতে পারি নাই। অতএব হে আল্লাহ। আপনি আমাদিগকে আপনার সম্মুখে একবার সিজদা করিতে অনুমতি দান করুন। আল্লাহ বলিবেন ইহা ইবাদতের স্থান নহে ইহা তো সুখ ভোগ ও আয়েশ আরামের স্থান। আমি ইবাদতের কষ্ট তোমাদের ওপর হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমার নিকট চাও তোমরা যে যাহা চাহিবে আমি উহা দান করিব।

অতঃপর তাহারা চাহিতে থাকিবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চাইতে কম চাইবে, সে বলিবে হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন দুনিয়ার মানুষ উহা লইয়া বহু হিংসা প্রতিহিংসার মগ্ন ছিল, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহার আদী-অন্ত সব কিছুই আমাকে দান করুন, ইহা শুনিয়া আল্লাহ বলিবেন, তুমি তোমার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক কম জিনিসের প্রার্থনা করিয়াছ। আচ্ছা, উহা তোমাকে দান করা হইল। অতঃপর তাহাদের অন্তরে সে সকল জিনিসের কল্পনাও হয় নাই তিনি তাহাও তাহাদিগকে দান করিবেন, এখন আল্লাহ তাহাদিগকে যা দান করিবেন উহাতে তাহাদের মনের সকল চাহিদা মিটিয়া যাইবে। এখানে তাহারা যাহা লাভ করিবেন উহার মধ্যে থাকিবে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া যাহার প্রতি চারটি ঘোড়ার ইয়াকুতের তৈরী ও খাট পালংক রাখা হইবে প্রত্যেক খাটের ওপর স্বর্ণের তৈরী তাবু (قبه) হইবে এবং উহার ওপর বেহেশতের বিছানা হইবে। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট দুই দুই জন সুন্দরী রমনী থাকিবে যাহারা বেহেশতের পোশাক পরিহিতা হইবেন তাহারা বেহেশতের সর্বপ্রকার রং এবং সর্বপ্রকার সুগন্ধিযুক্তা হইবে। তাহাদের চেহারা এতই উজ্জ্বল হইবে যে তাবুর বাহির হইতে মনে হইবে যে তাহারা তাবুর ভিতরে নহে,

তাবুর বাহিরেই বসিয়া আছে। তাহাদের পায়ের গোছা এতই স্বচ্ছ হইবে যে গোছার ভিতরের মগজও দেখা যাইবে যেন উহা পায়ের গোছার ওপর রেখাবিশিষ্ট লাল ইয়াকৃত প্রস্তর। তাহাদের সকলেই নিজের সম্পর্কে ধারণা করিবে তিনি যেন সূর্য সমতুল্য এবং তাহার সাথী পাথর সমতুল্য। তাহারা বেহেশতবাসীর নিকট যাইবে তাহাকে অভিনন্দন জানাইবে এবং তাহার সহিত আলিঙ্গন করিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা এই কথা জানিতাম না যে আপনার ন্যায় এত উত্তম লোক আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদিগকে নির্দেশ দিবেন অতঃপর তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া বেহেশতে ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে পৌঁছাইয়া যাইবে। এই রেওয়ায়েতই ইবনে আবূ হাতিম ওহব ইবনে মুনাব্বহ হইতে তাহারা নিজস্ব সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় তিনি এতটুকু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন; তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর। অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবেন, অনেকগুলি তাঁবু (قبة) এবং মারজান ও মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘর যাহার দ্বারসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত এবং খাট নির্মিত ইয়াকুত পাথর হইতে। আর উহার বিছানা বিভিন্ন প্রকার রেশমের তৈরী এবং মিম্বরসমূহ নূরের তৈরী ঘরের দরজা ও আঙ্গিনা সূর্যের কিরণের ন্যায় হইতে নূর ও আলোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। আবার হঠাৎ তাহারা আলা ইল্লিয়্যীনে সুউচ্চ বালাখানা ও প্রসাদ দেখিতে পাইবেন যাহা সাদা ইয়াকৃতের নির্মিত সাদা রেশমের বিছানা পাতান যে বালাখানাটি লাল ইয়াকৃতের তৈরী উহাতে লাল বিছানা পাতান আর যে প্রাসাদটি সবুজ ইয়াকৃতের নির্মিত, উহাতে সবুজ বিছানা পাতান রহিয়াছে যে প্রাসাদটি হলুদ ইয়াকৃতের নির্মিত উহাতে হলুদ বিছানা পাতান রহিয়াছে, আর উহার দরজাসমূহ সবুজ যমাররদ পাথর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। উহার খুঁটি মূল্যমান পাথর দ্বারা নির্মিত এবং প্রাসাদের ছাদ মুক্তার দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেখানে তাহারা পৌঁছাবার সাথেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে তাহাদের জন্য সাদা ইয়াকৃতী ঘোড়া প্রস্তুত রহিয়াছে। বেহেশতের কচিকচি ছেলেরাই উহার সেবক হিসাবে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঘোড়ার লাগামও গাঢ় সাদা রৌপ্যের তৈয়ারী ইয়াকৃত ও মুক্তার হার দ্বারা সজ্জিত। উহার জিন রেশম দ্বারা প্রস্তত। অতঃপর তাহারা এই সকল ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বড় আনন্দ উল্লাসের সহিত বেহেশত ভ্রমণ করিবে। অবশেষে যখন তাহারা তাহাদের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে তখন তাহারা সেখানে ফিরিশ্তাদিগকে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। যাহারা এই সকল বেহেশতবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ মুসাফাহা ও তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা যখন তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তথায় তাহারা

তাদের সকল কাংখিত বস্তু মজুদ পাইবে। প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে তাহারা চারটি বাগান দেখিতে পাইবে উহার দুইট বাগানে ডালপালা বিশিষ্ট অগণিত সবুজ গাছপালা রহিয়াছে এবং দুইটি বাগানে বেশুমার ফল মূল রহিয়াছে। উভয় বাগানে উচ্ছলগতিতে প্রবাহমান দুইটি নহরও রহিয়াছে। উভয়টির মধ্যে জোড়া জোড়া ফল রহিয়াছে। সেখানে সুন্দরী রূপসী তরুণী তাঁবুর মধ্যে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা যখন নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভু যাহার ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমারা সত্য পাইয়াছ? তাহারা বলিবে জী হাঁ, হে আমাদের প্রভু? তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভুর পুরস্কারে কি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে জী হাঁ; হে আমাদের প্রতিপালক? আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তখন তিনি বলিবেন, আমার সন্তুষ্টির কারণেই তো তোমরা আমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ। আমাকে তোমরা দেখিতে পাইয়াছ এবং আমার ফিরিশ্তাগণ তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন, অতএব তোমরা ধন্য হও, তোমরা ধন্য হও। عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوۡذٍ অর্থাৎ আল্লাহর এই দান কখনো কমিবে না কখনো বন্ধ হইবে না। তখন তাহারা বলিবে সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরিভূত করিয়াছেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক চিরস্থায়ী বাসস্থানে আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন আর কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। আমাদের প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল এবং মর্যাদা দানকারী। এই রেওয়ায়েতটি গরীব অবশ্য ইহার অনুরূপ আরো রেওয়ায়েত রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বলিবেন তুমি আকাঙ্ক্ষা কর, তখন সে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকিবে কিন্তু এক পর্যায়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ নিজেই বলিবেন, তুমি অমুক জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর, অমুক জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর। এইভাবে তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন, তুমি যাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ উহার আরো দশগুণ বেশী তোমাকে আমি দান করিলাম।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদি-অন্ত মানব-দানব সকলেই এক বিশাল ময়দানে জমায়েত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থনানুসারে দান করি তবে আমার বিশাল সাম্রাজ্য হইতে ইহার কিছুই কমিবে না যেমন কোন সুচ সমুদ্রের পানি হইতে কম করিতে পারে না। খালেদ ইবনে মাদাম (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহা "তূবা" নামে পরিচিত উহাতে দুধের স্তন আছে। বেহেশতবাসীদের শিশুরা উহা হইতে

দুধ পান করিবে। যদি কোন নারী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে তবে সে বেহেশতের কোন এক নহরে ডুবাইতে থাকিবে অতঃপর কিয়ামতে চল্লিশ বৎসর বয়সী হইয়া উঠিবে।

(٣٠) كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩০. এইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে। উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি উহারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল তিনিই আমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তাহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনাকে আমি এই উম্মতের প্রতি প্রেরণ করিয়া لِتَتْلُوَعَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ। যেন তাহাদিগকে আমার অবতারিত ওহী পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন এবং রিসালাতের যে দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা পালন করিতে পারেন। যেমন আপনাকে এই উম্মতের নিকট প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কাফিরদের নিকটও আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল অতএব ইহারাও আপনাকে অমান্য করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। আর যেমন তাহাদের প্রতি আমি শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম যদি ইহারা আপনার কথা অমান্য করিয়াই চলে তবে ইহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীর্ণ হইবে অতএব ইহাদের অধিক সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ অন্যান্য রাসূলগণকে অমান্য করিবার অপরাধের অপেক্ষা আপনাকে অমান্য করিবার অপরাধ অধিক মারাত্মক। ইরশাদ হইয়াছে وَتَا اللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ "আল্লাহর কসম আপনার পূর্বেও আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।" আরো ইরশাদ হইয়াছে" لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا الخ – "আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে অমান্য করা হইয়াছে অতঃপর তাহারা তাহাদের অমান্য করিবার ও কষ্ট দেওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন এমন কি আল্লাহর সাহায্য সমাগত হইয়াছে। আপনার নিকট পূর্ববর্তী সে সকল রাসূলগণের সংবাদ তো অবশ্যই আসিয়াছে।" অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছি এবং পরিশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট

করিয়াছি। قَوْلُهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ অর্থাৎ এই উম্মত যাহাদের প্রতি আমি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা পরম করুণাময় আল্লাহকে অমান্য করে তাহারা আল্লাহর এই গুণবাচক নামকে স্বীকারই করিতে চায় না। এই কারণেই তাহারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এবং 'রাহমান ও রাহীম' কি তাহা আমরা জানি না, বলিয়া তাহারা ইহার ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিল। হযরত কাতাদাহ (র) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (বুখারী) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক যে নামেই তাহাকে ডাক আল্লাহর অনেক উত্তম নাম রহিয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হইল, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থ যে বিষয়টিকে তোমরা অস্বীকার করিতেছ আমি উহার প্রতি ঈমান রাখি ও উহা স্বীকার করি আল্লাহ প্রতিপালন ও তাহার একমাত্র উপাস্য হওয়ার গুণকে আমি স্বীকার করি। তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাহার ওপরই আমি সমস্ত ব্যাপারে ভরসা করি। এবং তাহার প্রতিই আমি প্রত্যাবর্তন করি তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার অধিকারী নহে।

(৩১) وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۟

৩১. যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতে থাকিবে। অথবা বিপর্যয় তাহাদিগের আশে পাশে আপতিত হইতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটিতে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রশংসা করিয়াছেন যাহা হযরত মহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে যাহা সমধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন কিতাব যদি এমন হইত যে উহার সাহায্যে পাহাড়কে উহার স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত কিংবা যমীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইত অথবা কবরসমূহের মধ্যে মৃতদের সহিত কথা বলা হইত তবে এই কুরআন ছিল ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী যোগ্য কারণ, কুরআনের মধ্যে যে অপ্রতিদ্বন্ধ ভাষার মাধুর্য ও লালিত্ব ও মহত্ব রহিয়াছে, অথবা পৃথিবীর মানব-দানব যাহার প্রতিদ্বন্ধিতা করিতে এবং উহার একটি ছোট্ট সূরার ন্যায় সূরা রচনা করিয়া পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এই মহান গ্রন্থ দ্বারাই উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সকল মুশরিকরা উহা স্বীকার করিয়া লইতে চায় না। بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا আসল কথা হইল সমস্ত জিনিসের এখতিয়ার হইল একমাত্র আল্লাহর। অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই সংঘটিত হইবে আর যাহা ইচ্ছা করিবেন না তাহা সংঘটিত হইতে পারিবে না। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিবেন সে হেদায়াত লাভ করিবে তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারিবে না আর যাহাকে গুমরাহ করিবেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারিবে না।

কুরআন শব্দটি কোন কোন সময় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতিও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কারণ ইহার আভিধানিক অর্থ হইল একত্রিত করা। ইমাম আহমদ (র) আব্দুর রায্যাক আমাদের নিকট....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর উপর কুরআন এতই সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তিনি সাওয়ারীর উপর জিন বাঁধিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া কুরআন পাঠ করিতে শুরু করিতেন কিন্তু জিন বাঁধা হইবার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া শেষ করিতেন। হযরত দাউদ (আ) স্বীয় হাতের উপার্জন দ্বারাই জীবন যাপন করিতেন উপরে কুরআন দ্বারা যাবুর গ্রন্থ বুঝান হইয়াছে।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মু'মিনগণকি এখনো ইহা হইতে নিরাশ হয় নাই যে সমস্ত ঈমান আনিবে না। তাহাদের জানা উচিৎ যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হইতে পারে না। وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকেই তিনি হেদায়াত দান করিতেন। পবিত্র কুরআন এই মহান গ্রন্থ যদি উহা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হইত তবে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতএব এই কুরআন অপেক্ষা বড় মু'জিযা আর কি হইতে পারে? মানুষের অন্তরে এই মহান গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী আর কোন বস্তু হইতে পারে না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে মু'জিযা দান করা হইয়াছিল যাহার প্রতি মানুষ ঈমান আনিয়াছে আর আল্লাহ তা'আলা

আমাকে যে মু'জিযা দান করিয়াছেন, তাহা হইল ওহী যাহা আমার প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন, আমি আশা করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক বেশী হইবে।" অর্থাৎ প্রতেক নবীর মু'জিযা তাহার ইন্তেকালের পরপরই শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আল-কুরআন চিরদিন সত্যের দলীল হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে উহার বিস্ময় কোন দিন শেষ হইবে না বার বার পাঠ করিবার পরও উহা পুরাতন বলিয়া ধারণা হয় না। উলামায়ে কিরাম উহার গভীর সমুদ্রে ডুবিয়াও পরিতৃপ্ত হন না। সত্য ও বাতিলের মাঝে উহা পার্থক্য সৃষ্টিকারী। উহা কোন উপহাসের বস্তু নহে। যে কোন পরাক্রমশালী রাজা বাদশাহ উহাকে পরিত্যক্ত করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন আর যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কোথাও হেদায়ত অন্বেষণ করিবে আল্লাহ তাহাকে গুমরাহ করিয়া দিবেন।

ইবনে আবূ হাতিম উমর ইবনে হামান (রা)....আতীয়্যাহ ইবনে আওফী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি তাহাকে وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ এর আফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিল যদি মক্কার পাহাড়সমূহ সরাইয়া দেওয়া হয় এবং এখানের সমস্ত জমি চাষাবাদের উপযোগী হইয়া যায় কিংবা যেমন হযরত সুলায়মান (আ) তার উম্মতের জন্য যমীন খনন করিয়া দিতেন আপনিও যদি আমাদের জন্য যমীন খনন করিয়া দেন অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিয়া দিতেন আপনিও যদি মৃতকে জীবিত করিয়া দেন তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন। রাবী বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই হাদীস কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস, সা'বী, কাতাদাহ্, সাওরী এবং আরো অনেক হইতে আয়াতের শানে নুযূল ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, যদি কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইত তবে কুরআন দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইত। কিন্তু সবকিছুর ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। অতএব তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু সংঘটিত হইতে পারে না। بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা যাহা দাবী করিতেছে উহার কিছু করা হইবে যাহা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহার ইচ্ছা করিবেন না। ইবনে ইসহাক (র) স্বীয় সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিয়াম اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন,মু'মিনগণ কি ইহা জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর স্থানে اَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পড়িয়াছেন অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি ইহা স্পষ্ট নহে যে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন। আবুল আলীয়াহ (র) বলেন, মু'মিনগণ কাফিরদের

হেদায়াত গ্রহণ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন। قَوْلُهُ وَلَايَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ কাফিরদের অমান্য করিবার কারণে ইহকালেই তাহাদের উপর বিপদ চাপিয়া থাকিবে কিংবা তাহাদের জনপদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। যেন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী বহু জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আরো ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُوْنَ

তাহারা কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে না যে আমি যমীনকে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি ইহার পরও কি তাহারা বিজয়ী বলিয়া ধারণা করিতেছে? হযরত কাতাদাহ হযরত হাসান (র) হইতে اَوْ تَحِلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন। তাহাদের জনপদের নিকটবর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইবে। আল্লাহর বাণীর ভাবভঙ্গিতে এই অর্থই স্পষ্ট। আবূ দাউদ তায়ালসী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আয়াতের মধ্যে قَارِعَةٌ অর্থ سَرِيَّةٌ অর্থাৎ ছোট সেনাদল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সেনাদলসহ তাহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ করবেন। حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ এমনকি মক্কা বিজয় হইবে। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর ও মুজাহিদ (র) এক বর্ণনায় এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ এর ব্যাখ্যা করেন, "তাহাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর আসমানী আযাব তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইবে اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উপর আক্রমণ করিবেন।" মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, قاعة অর্থ আল্লাহর শাস্তি এবং وَعداللہ অর্থ মক্কা বিজয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন وعداللہ অর্থ কিয়ামত দিবস।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁহার রাসূলের ও তাহার অনুসারীগণের সাহায্য করিবার যে, ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি উহা খেলাফ করেন না। لَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ আল্লাহকে তাঁহার রাসূলের সহিত ওয়াদা খিলাফকারী অবশ্যই মনে করিবেন না। আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী ও শাস্তি প্রদানকারী।

(৩২) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ قف فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম। তাহার পর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি?

তাফসীর ঃ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অমান্য করিয়াছিল তাহাদের অমান্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া কষ্ট দেয়া হইয়াছিল। অতএব এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আপনার জন্য অনুকরণীয় বিষয় রহিয়াছে। فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি। আপনি কি জানেন যে কি ভাবে তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি আসিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অনেক জনপদের লোকজনকে আমি অবকাশ দিয়াছি তাহারা ছিল অত্যাচারী, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দান করেন, অতঃপর যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ পড়িলেন। আপনার প্রতিপালক যখন যালেম সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এইরূপই হইয়া থাকে। তাহার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক কঠিন।

(৩৩) اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি ইহাদিগের অক্ষম ইলাহগুলির মত অথচ উহারা আল্লাহর বহু শরীক করিয়াছে। বল, উহাদিগের পরিচয় চাও তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হইতে এমন কিছুর সংবাদ তাহাকে দিতে দাও, যাহা তিনি জানেন না। না উহাদিগের ছলনা উহাদিগের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং উহারা সৎপথ হইতে নিবৃত্ত হয়। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ অর্থাৎ যিনি সকল মানুষের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণ করিতেছে ভাল মন্দ যে যাহা করিতেছে তিনি সবই জানেন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَمَاتَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ قُرْاٰنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আপনি যেকোন অবস্থায় থাকুন, আর কুরআনের যাহা কিছু পাঠ করুন আর তোমরা যে কাজই কর না কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি (ইউনুস-৬১)। وَلاَتَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا গাছের যে পাতাটাই পড়ুক না কেন আল্লাহ তাহা জানেন وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ যমীনের সকল প্রাণীর রুজীর দায়িত্ব আল্লাহর উপর অর্পিত। তিনি প্রত্যেকের বাসস্থান ও কবরস্থান জানেন। সব কিছুই স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهٖ وَهُوَمُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ তোমাদের মধ্যে যে কেহ চুপে কথা বলে আর যে উচ্চস্বরে কথা বলে আর যে রাতের অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে আর যে দিনের আলোতে চলিতে থাকে আল্লাহর নিকট সবই সমান। يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى তিনি গোপন অতিগোপন সবই জানেন। وَهُوَمَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ তোমরা যেখানে থাক তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ উহা দেখেন। আচ্ছা, বলতো যিনি এই সমস্ত গুণের অধিকারী তাহার সহিত সেই সকল মূর্তিকে কি তুলনা করা চলে যাহার পূজা তাহারা করিতেছে। অথচ সেই সকল মূর্তি না শ্রবণ করিতে পারে না দেখিতে পারে, না তাহারা কোন জ্ঞানের অধিকারী এবং না তাহারা নিজেদের ও তাহাদের উপাসকদের কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম। قَوْلُهٗ وَقَدْ جَعَلُوا اللّٰهِ شُرَكَآءَ কাফিরা আল্লাহর সহিত অন্যান্য মূর্তিকে শরীক বানাইয়াছে এবং তাহাদের উপাসনা করিতেছে। قُلْ سَمُّوْهُمْ আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তাহাদের নাম বলতো যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতেছ। তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরিচয় করিতে পারিবে। আসলে তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। এই কারণেই আল্লাহ বলেন اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَالاَ يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই যদি তাহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিত তবে তো আল্লাহ অবশ্যই জানিতেন, কারণ তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন নহে। তবে তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস জানাইতেছ যাহা তিনি জানেন না? اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন ظَنٌّ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ ধারণা করিয়া কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কথা বলা। যাহ্‌হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন ظَاهِرٌ مِّنَ الْقَوْلِ এর অর্থ বাতিল কথা। অর্থাৎ তোমরা এই সমস্ত মূর্তি পূজা

এই ধারণা করিয়া করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের উপকার করিবে। এবং এই কারণেই তোমরা উহাদিগকে ইলাহ বলিয়া নাম রাখিয়াছ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ الخ অর্থাৎ, ইহা শুধু নামই মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রাখিয়া লইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইহার জন্য কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করিয়া চলে। নিঃসন্দেহে তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়া পৌছিয়াছে। بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ বরং কাফিরদের ফেরেব তাহাদের জন্য বড় সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের গুমরাহী ও দিনে রাতে উহার প্রতি মানুষকে আহবান করা তাহাদের গর্বের বিষয় হইয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ আমি তাহাদের জন্য তাহাদের শয়তান সাথী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। অতঃপর তাহারা তাহাদের গুমরাহী ও অসৎ কার্যকলাপকে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া দিয়াছে। وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ যাহারা صَا কে যবর দিয়া পড়েন তাহাদের মতে অর্থ হইল, আর কাফিররা মানুষকে রাসূলের সঠিক পথের অনুসরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর যাহারা পেশ দিয়া পড়েন তাঁহাদের মতে অর্থ হইল, তাহাদের গুমরাহী তাহাদের নিকট সজ্জিত হওয়ার কারণে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে। وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন, তাহাকে কেহ পথ দেখাইতে পারে না। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا যাহাকে আল্লাহ ফিৎনায় নিক্ষেপ করিতে চান, আপনি আল্লাহর এই কাজে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার রাখেন না (মাইদা-৪১)। إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ যদিও আপনি তাহাদের হেদায়াতের প্রতি লোভ করেন কিন্তু আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

(٣٤) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

(٣٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖۗ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ○

৩৪. উহাদিগের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো আরো কঠোর এবং আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদিগের কেহ নাই।

৩৫. মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার উপমা এই রূপ— উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যাহারা মুক্তাকী ইহা তাহাদিগের কর্মফল এবং কাফিরদিগের কর্ম ফল অগ্নি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি ও সৎলোকদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের অবস্থা এবং তাহাদের কুফর ও শিরকের কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا। মুসলমানদের হাতে হত্যা ও বন্দি হইয়া এই দুনিয়ার জীবনেই তাহাদের শাস্তি হইবে। وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ দুনিয়ার এই শাস্তি ও লাঞ্ছনার পর পরকালের শাস্তি আরো অনেক গুণ কঠিন হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় হালকা।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন দুনিয়ার শাস্তি অস্থায়ী এবং একদিন ইহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু পরকালের শাস্তির কোন শেষ নাই। উহা অসীম ও চিরস্থায়ী। দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সত্তুর গুণ অধিক উত্তাপ। পরকালের বন্ধনেরও কোন কল্পনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ لَّا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ সেদিনে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ন্যায় শাস্তি আর কেহ দিবে না আর না তাহার ন্যায় কঠিন শক্ত বন্ধন আর কেহ বাধিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا। যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا زَفِيْرًا দূর হইতে যখন দেখিবে তখন তাহারা উহার ক্রোধ ও ভয়ানক গর্জন শুনিতে পাইবে। وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا যখন তাহাদিগকে দোযখের সংকির্ণ স্থানে বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে। لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُرًا وَّاحِدًا وَادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا আর তোমরা একটি মৃত্যু কামনা করিও না বরং তোমরা বহু মৃত্যু কামনা কর। قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيْرًا হে নবী।! আপনি বলিয়া দিন এই দারুন শাস্তি ভোগ করা ভাল না মুত্তাকীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হইয়াছে উহা ভাল? উহা তাহাদের প্রতিদান ও ঠিকানা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৎলোকদের জন্য প্রতিদানের উল্লেখ করিয়া বলেন مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ মুত্তাকীদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করা হইয়াছে

উহার অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য হইল تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ উহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতের চতুর্দিকে বেহেশতবাসীগণ যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা প্রবাহিত করিতে পারিবে। যেমন এরশাদ হইয়াছে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ মুত্তাকীদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট হইল, উহাতে এমন নহর থাকিবে যাহার পানি নষ্ট হইবে না এমন দুধের নহর থাকিবে যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। এমন শরাবের ঝর্ণা থাকিবে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদ বৃদ্ধি করিবে উহা পানে কেহ মাতালও হইবে না আর অশ্লীল কথাও বলিবে না। এবং সেখানে থাকিবে নানা প্রকার ফলমূল ও আল্লাহর পক্ষ হইতে ক্ষমা। قَوْلُهُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে যে ফলমূল ও খাদ্য সামগ্রি থাকিবে উহা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যখন নবী করীম (সা) সূর্য গ্রহণের সালাত পড়িতেছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমরা সালাতের মধ্যে কি যেন ধরিতে দেখিলাম? অতঃপর দেখিতে পাইলাম আপনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন আমি বেহেশ্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং সেখান হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিবার ইচ্ছা করিলাম যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে সারা জীবন উহা হইতে তোমরা খাইতে পারিতে।

হাফিয আবূ ইয়া'লা (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "একবার আমরা যোহরের সালাত পড়িতেছিলাম হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলাম। অতঃপর তিনি কিছু ধরিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন সালাম শেষ হইল তখন উবাই ইবনে কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সালাতের মধ্যে আপনি এমন এক কাজ করিয়াছেন যাহা আমরা আপনাকে কখনো করিতে দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জাসহ পেশ করা হইয়াছিল। অতঃপর আমি উহার একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিতে চাহিলাম কিন্তু বাধার সৃষ্টি হইল। যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে আসমান যমীনের সমস্ত সৃষ্টিজীব উহা হইতে খাইলেও উহা শেষ হইত না। মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ও উৎবা ইবনে আব্দ সুলামী হইতে বর্ণিত, একদা একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-কে বেহেশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহাতে কি আঙ্গুর আছে। তিনি বলিরেন, হাঁ অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, কতবড় ছড়া হইবে? তিনি বলিলেন, এতবড় ছড়া হইবে যে যদি একটি কাল কাক এক মাস যাবৎ যতদূর উড়িতে পারে যতদূর পর্যন্ত উহা বিস্তৃত থাকিবে। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বেহেশতবাসী যখন বেহেশতের ফল ছিঁড়িবে তখন সাথে সাথেই আর একটি ফল তথায় লাগিয়া যাইবে। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশতবাসীগণ পানাহার করিবে, কিন্তু না তাহারা থুথু ফেলিবে না নাক হইতে ময়লা বাহির হইবে। আর না তাহারা পেশাব পায়খানা করিবে। মিসকের ন্যায় সুগন্ধি বিশিষ্ট ঘাম বাহির হইবে এবং উহা উহাতেই তাহাদের খাবার হজম হইয়া যাইবে। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে সেচ্ছায় চলিতে থাকে অনুরূপভাবে তাহাদের মুখ দিয়া তাসবীহ তাকদীস নির্গত হইতে থাকিবে। (মুসলিম) ইমাম আহমদ ও নাসায়ী....যায়েদ ইব্‌নে আরকাম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল কাসেম! (সা) আপনি তো বলিয়া থাকেন যে বেহেশতবাসীগণ পানাহার করিবে। তিনি বলিলেন, হাঁ সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশত মানুষের পানাহার ও স্ত্রী মিলনের শক্তি দান করা হইবে।" লোকটি বলিল যে ব্যক্তি পানাহার করে তাহার পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এই ময়লা হইলে কেমন হইবে? তিনি বলিলেন এমন হইবে না, বরং ঘামের আকারে সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু ঘাম হইবে মিসক সমতুল সুগন্ধি। (আহমদ ও নাসায়ী) হাসান ইব্‌নে আরাফাহ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে বেহেশতের যে পাখীর প্রতি তুমি তাকাইবে উহা সাথে সাথেই ভুনা হইয়া তোমার নিকট পেশ হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর যখন সে আহার শেষ করিবে পুনরায় উহা আল্লাহর নির্দেশে পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لاَمَقْطُوْعَةٍ وَلاَمَمْنُوْعَةٍ অর্থাৎ, বেহেশতে অসংখ্য ফলমূল থাকিবে যাহা না ফুরাইবে আর না উহা ভক্ষণ করিতে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে। وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلاً উহার ছায়া নিকটে ঝাকিয়া থাকিবে। এবং উহার ফল তাহাদের নাগালের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করিব যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা সদা সেখানে অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে আমি দীর্ঘ ছায়ায় অবস্থান করাইব।

বুখারী মুসলিমের এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় অতিদ্রুত

ঘোড়ায় আরোহণকারী একশত বৎসর চলিয়াও উহার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ পাঠ করিলেন।

পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ স্থানে বেহেশত ও দোযখের আলোচনা আল্লাহ তা'আলা একই স্থানে করিয়াছেন, যেন মানুষ বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং দোযখের শাস্তি হইতে ভীত হয়। আল্লাহ তা'আলা এখানে এই কারণেই বেহেশতের অবস্থা আলোচনা করিবার পর ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ عُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ দোযখবাসীরা ও বেহেশবাসীগণ সমান হইবে না, বেহেশতবাসীগণই হইবে সফল। দামেশকের খতীব বিলাল ইব্‌নে সা'দ তাহার এক খুতবায় বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের নিকট কি কোন সংবাদ দাতা এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে যে, তোমাদের কোন আমল কবূল করা হইয়াছে কিংবা কোন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে"? তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইয়াছে আর তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না। আল্লাহর কসম যদি তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায়ই দান করিতেন তবে তোমরা নেককাজ করিতে অস্থির হইয়া পড়িতে। আল্লাহর ইবাদত কি শুধু দুনিয়ার ধনসমূহ লাভের জন্য করিতে চাও— বেহেশতের প্রতি কি তোমাদের কোন উৎসাহ নাই যাহার খাদ্য-সামগ্রি চিরস্থায়ী। (ইবনে আব হাতিম)

(٣٦) وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ۝

(٣٧) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

৩৬. আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায় কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল আমি তো আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছ। আমি তাহারই প্রতি আহ্বান করি এবং তাহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭. এবং এই ভাবেই আমি উহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক নির্দেশ আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদিগের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ অর্থাৎ যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহারা কিতাবের নির্দেশ মাফিক আমল করে তাহারা তো يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ আপনার প্রতি নাযিল কৃত পবিত্র কুরআন দ্বারা আনন্দিত হয়, কারণ তাহাদের কিতাবেই উহার সুসংবাদ ও উহার সত্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ الاية অর্থাৎ যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহারা উহার সঠিকভাবে পাঠ করে— তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ও আল-কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে اٰمِنُوْا اَوْ لَا تُؤْمِنُوْنَ .... اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا حَقًّا হে কুরাইশগোত্র! তোমরা ঈমান আন কিংবা না আন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব যাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারী হইয়া যায়। কারণ তাহাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল এবং রাসূল প্রেরণের সেই ওয়াদা পূর্ণ হইতে দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয়। এবং তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতাবকে মানিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা তাহার ওয়াদা খেলাফ করা হইতে পবিত্র। وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহর দরবারে শুকরানার সিজদা করে এবং আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়। قَوْلُهٗ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ অবশ্য এই দলের কোন কোন লোক আপনার প্রতি অবতারিত ওহীর কিছু কিছু অস্বীকার করে। মুজাহিদ (র) বলেন, الاحزاب দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বুঝান হইয়াছে। مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ অর্থাৎ আপনার প্রতি যে মহাসত্য অবতীর্ণ হইয়াছে উহার কিছু মান্য করে আর কিছু অমান্য করে। কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ (র) এইরূপ তাফসীর করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ আরো ইরশাদ হইয়াছে قَوْلُهٗ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهٖ আপনি ঘোষণা করুন আমাকে তো কেবল আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকে শরীক না করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেমন আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এই নির্দেশই দেয়া হইয়াছিল। اِلَيْهِ اَدْعُوْا তাঁহার পথের দিকেই আমি মানুষকে আহ্বান করিতেছি। وَاِلَيْهِ مَاٰبِ এবং তাঁহার নিকট আমার আশ্রয় স্থল ও আমার ঠিকানা। وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا যেমন আপনার পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আরবী ভাষায় মযবুত কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছি এবং অন্যান্যের উপর এই কিতাব দ্বারা আপনাকে মর্যাদা দান করিয়াছি।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ অগ্র ও পশ্চাৎ দিক হইতে উহার সহিত বাতিল আসিয়া মিলিত হইতে পারে না উহা কৌশলী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আসমানী ইলম সমাগত হইবার পরও যদি আপনি তাহাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর পাকড়াও হইতে আপনার সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী কাহাকেও পাইবেন না। যাহারা আলেম, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত ও তাহার মত-পথ সম্পর্কে অবগত তাহাদের কোন গুমরাহীর পথাবলম্বন করিবার ব্যাপারে ইহা মস্তবড় ধমক।

(٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

(٣٩) يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ○

৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দিয়াছিলাম। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দশন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

৩৯. আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এবং তাহারই নিকট আছে কিতাবের মূল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) যেমন আপনি একজন মানুষ, আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে আপনার পূর্বে বহু রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহারাও মানুষই ছিলেন, তাহারাও আপনার ন্যায় পানাহার করিতেন এবং বাজারেও চলাফিরা করিতেন। তাহাদেরও স্ত্রী-পুত্র এবং সন্তান-সন্তুতিও ছিল। قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ অতএব আপনি ঘোষণা করুন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী অবতীর্ণ হয়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন অবশ্য আমি রোযা রাখি এবং ইফতারও করি রাতের বেলা উঠিয়া সালাত পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি গোস্ত খাই এবং বিবাহও করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে।

ঈমাম আহমদ (র)....আবূ আইয়ুব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "চারটি জিনিস আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত, আতর ব্যবহার করা, বিবাহ করা, মিসওয়াক করা ও মেন্দি ব্যবহার করা। আবূ ঈসা তিরমিযী

(র)....আবূ আইয়ুব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি বলেন, যে সূত্রে আবূ সিমাকের উল্লেখ নাই উহা অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থ কোন রাসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন ও অলৌকিক কিছু পেশ করিতে পারেন বরং অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটাইবার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন এবং যাহা ইচ্ছা হুকুম দেন । لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট সময় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিমাণ আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রহিয়াছে। اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ "আপনার কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীনে যাহা কিছু আছে সবই জানেন। সব কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।" যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাবের জন্য আল্লাহর নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। এবং উহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও নির্ধারিত আছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَمْحُوْا اللّٰهُ مَايَشَاءُ উহা হইতে আল্লাহ যাহা কিছু মিটাইয়া দেন এমন কি কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত পূর্বের সমস্ত কিতাবই তিনি রহিত করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরাম অবশ্য يَمْحُوْا اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মত বিরোধ করিয়াছেন, সাওরী, অকী ও হুশাইম ইবনে আবূ লায়লা (র)...হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা সারা বৎসরের যাবতীয় বিষয় ঠিক করিয়া দেন অতঃপর উহাতে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তিনি অপরিবর্তিত রাখেন। অবশ্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার মধ্যে তিনি কোন পরিবর্তন করেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, يَمْحُوْا اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহার মধ্যে পরিবর্তন করেন কিন্তু জীবন-মৃত্যু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেন না। মানসূর (র) বলেন, আমি একবার মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের কেহ কেহ যে এই দু'আ করিয়া থাকে, হে আল্লাহ! আমার নাম যদি সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে উহা আপনি অবশিষ্ট রাখুন। আর যদি দুর্ভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি উহা মিটাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। ইহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন ইহা তো একটি ভাল দু'আ? এক বৎসর কিংবা কিছু বেশী দিন পরে আমার পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পুনরায় তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করিলাম তখন তিনি إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র লাইলাতুল কদরে সারা বৎসরে যে রিযিক কিংবা মুসীবত অবতীর্ণ হইবে উহার ফায়সালা করেন। অতঃপর উহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, কিন্তু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কোন পরিবর্তন তিনি করেন না।

আ'মাশ (র) আবূ ওয়ায়েল শকীক ইবনে সালামাহ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি অধিকাংশ সময়ে এই দু'আ করিতেন হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে উহা মিঠাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যদি সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে আমার নাম লিখিয়া থাকেন তবে উহা অবশিষ্ট রাখুন। আপনিই যাহা ইচ্ছা উহা মিটাইয়া থাকেন আর যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। আর আপনার নিকটই মূল কিতাব রহিয়াছে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দু'আ করিতেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার জন্য দুর্ভাগ্য কিংবা গুনাহ লিখিয়া থাকেন তবে উহা মিটাইয়া দিন আপনি যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। উম্মুল কিতাব আপনার কাছেই রহিয়াছে। আপনি উহা সৌভাগ্য ও ক্ষমা দ্বারা পরিবর্তন করুন।

হাম্মাদ (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনিও এই দু'আ করিতেন। শরীফ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)....হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকিত তবে কিয়ামত পর্যন্ত কি কি সংঘটিত হইবে আমি তার সবই আপনাকে জানাইয়া দিতাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আয়াতটি? তিনি বলেন يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

এই সমস্ত রেওয়ায়েতের সার হইল, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু ভাগ্য-লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন উহার কিছু মিটাইয়া দেওয়া হয় আর কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়। এই রেওয়ায়েত দ্বারাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দা তাহার গুনাহের কারণে রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় আর তাকদীর কেবল দু'আই রদ করিতে পারে। আর নেকী ছাড়া বয়স বৃদ্ধি পায় না। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ ও সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া রাখিবার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়। অন্য একটি রেওয়ায়েতে

বর্ণিত, আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ও তাকদীরের সংঘাত ঘটে। ইবনে জরীর (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট যে লওহে মাহফুয আছে উহা সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত এবং পাঁচ শত বৎসরের রাস্তায় বিস্তৃত। উহার দুইটি ইয়াকূতের মলাট রহিয়াছে উহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রতি দিন তিন শত ষাট বার লক্ষ্য করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে রহিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। লায়েস ইবনে সা'দ (র).... আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন রাতের তিন পহর অবশিষ্ট থাকিতে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে লওহে মাহফুয খোলা হয়। এবং উহার প্রথম পহরেই আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে মিটাইয়া ফেলেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। ইবনে জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কালবী (র) يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ الخ প্রসংগে বলেন, আল্লাহ রিযিকের কিছু মিটাইয়া দেন এবং কিছু অবশিষ্ট রাখেন। অনুরূপভাবে বয়সও তিনি কম করেন এবং বৃদ্ধি করেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করল আপনার নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছে কে? তখন তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রবাব (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সকল কথাই লিপিবদ্ধ করা হয় অবশেষ বৃহস্পতিবার আসিলে যাহাতে কোন সওয়াব ও আযাব নাই উহা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন আমি খাইয়াছি, আমি প্রবেশ করিয়াছি, আমি বাহির হইয়াছি এবং এই প্রকারের সত্য কথা। এবং যে সমস্ত কাজে ও কথায় সওয়াব কিংবা আযাব হয় উহা অবশিষ্ট রাখা হয়। ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন কিতাবটি মোট দুই খান একখান হইতে আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া দেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন এবং অপর কিতাব খানি হইল মূল কিতাব যাহা আল্লাহর নিকট থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ প্রসংগে বলেন, যে ব্যক্তি কিছু কাল যাবৎ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিয়োজিত ছিল, অতঃপর সে গুনায় লিপ্ত হইয়া গুমরাহ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে আল্লাহ তাহার নেক আমল মিটাইয়া দেন। আর যে ব্যক্তি কিছু কাল গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার জন্য সৎকাজ করাই পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল অতএব সে আল্লাহর ইবাদত করিতে করিতেই মৃত্যুবরণ করিবে। এই ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার নেক কাজ অবশিষ্ট রাখা হয়। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত উদ্ধৃত আয়াতটি এই আয়াতের يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন আর

যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হযরত আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এবং উহা রহিত করিয়া দেন। আর যাহা ইচ্ছা তিনি অবশিষ্ট রাখেন। অতএব উহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনা। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ আয়াতটি وَمَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا এর অনুরূপ আয়াত। অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তিনি মানসুখ ও রহিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখিয়া দেন। ইবনে আবূ নজীহ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যখন مَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অবতীর্ণ হইল, তখন কুরাইশ কাফিররা বলিল, "মুহাম্মদকে দেখিতেছি যে, সে কোন জিনিসেরই মালিক নয়।" কাজ হইতে অবসর হইয়া গিয়াছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তাহাদিগকে ভীত ও ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ "আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাহার জন্য নতুন যে কোন নির্দেশ দিতে পারি এবং নতুন যে কোন ফয়সালা আমি রমযানে করিয়া থাকি। অতঃপর যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া ফেলি এবং যাহা ইচ্ছা অপরিবর্তীত রাখি।" অর্থাৎ, মানুষের রিযিক, বিপদ, মুসীবত এবং নিয়ামতসমূহ ও তাহাদের জন্য যাহা কিছু বিতরণ করা হয় উহার মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন করেন, নতুন কোন ফায়সালা দান করেন কিংবা পূর্বের ফায়সালা বহাল রাখেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ এর অর্থ হইল যাহার মৃত্যু আসে সে চলিয়া যায় এবং যাহার মৃত্যু দূরে তাহার জীবন-তরী মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত চলিতে থাকে। আবূ জা'ফর ইবনে জবীর (র)ও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ তাহার নিকট উম্মুল কিতাব রহিয়াছে অর্থাৎ হালাল হারাম রহিয়াছে। কাতাদাহ ইহার অর্থ করেন, তাহার নিকট মূল কিতাব রহিয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একখানি কিতাব আছে। সুলাইদ ইবনে দাউদ (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক বার তিনি হযরত কা'ব এর নিকট اُمُّ الْكِتَابِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল আল্লাহর জ্ঞান অর্থাৎ তিনি কি কি সৃষ্টি করিবেন, আর কি কি সৃষ্টি করিয়াছেন আর আল্লাহর বান্দারা কি কি কাজ করিবে উহা সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে اُمُّ الْكِتَابِ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার সেই ইলমকে বলিলেন তুমি কিতাবে রূপান্তিত হয়ে যাও। অতঃপর উহা কিতাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইবনে জুরাইজ (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উম্মুল কিতাব অর্থ যিকির।

(٤٠) وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ٥

(٤١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥

৪০. উহাদিগকে যে শাস্তি কথা বলি, তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা যদি ইহার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাইয়াই দেই তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ।

৪১. উহারা কি দেখে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ আদেশ করেন তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনার শত্রুদিগকে আপনার সম্মুখেই দুনিয়াতে শাস্তি দান করি কিংবা শাস্তির পূর্বেই আপনাকে মৃত্যু দান করি তবে ইহাতে আপনার তো কোন লাভ নাই। আপনার কাজ তো আল্লাহর দাও'আত পৌঁছাইয়া দেওয়া আর তাহা আপনি রীতিমতই পালন করিয়াছেন। وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ আর আমার দায়িত্ব হইল তাহাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব লওয়া ও তাহাদিগকে তাহাদের কাজের শাস্তি দেওয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ "আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দানকারী, তাহাদের ওপর আপনি দারোগা নহেন। অবশ্য যে আপনার উপদেশ হইতে বিমুখ হইবে এবং কুফর করিবে, আল্লাহ তাহাকে অতি বড় শাস্তি দান করিবেন। আমার নিকট তাহাদের অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতঃপর আমি তাহাদের হিসাব লইব।"

وَقَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা কি ইহা দেখিতে পাইতেছে না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য একের পর এক ভুখন্ডের ওপর বিজয় দান করিতেছি। অপর এক রেওয়াতে তিনি বলেন, তাহারা কি দেখিতেছে না যে, বড় বড় জন পদের এক

প্রান্ত বিধ্বস্ত হইয়া বড় বড় গহবরে পরিণত হইতেছে এবং অপর এক প্রান্ত আবাদ হইতেছে। ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, চতুর্দিকে সংকুচিত করিবার অর্থ হইল ধ্বংস করিয়া দেওয়া। হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মুশারিকদের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার করা। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "জনপদের বাসিন্দাদের ক্ষতি হওয়া ও উহার বরকত কমিয়া যাওয়া।"

মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও ফলমূলের ক্ষতি হওয়া এবং যমীন ধ্বংস হওয়া। শা'বী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল মানুষ ও তাহাদের বাগানের ফলমূল নষ্ট হইয়া যাওয়া। যমীন ছোট হইয়া যাওয়া ইহার অর্থ নহে। হযরত ইকরিমাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন তিনি বলেন, যদি যমীন সংকীর্ণ হইত তাহা হইলে তো মানুষের জন্য একটি ছোট কুড়ে ঘর নির্মাণ করাও সম্ভব হইত না। বরং ইহার অর্থ মানুষের মৃত্যু বরণ করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "জনপদের উলামা ফুকাহা ও সৎলোকদের মৃত্যুর কারণে জনপদের নষ্ট হইয়া যাওয়া।" মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হাফিয ইবনে আসাকির (র) আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয আবুল কাসেম মিসরী এর আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ মুহাম্মদ তালহা ইবনে আসাদ আলমুররী দামেস্কি আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আবূ বকর আজেরী পবিত্র মক্কায় কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন তিনি বলেন, আহমদ ইবন গযাল আমাদের নিকট কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

اَلْاَرْضُ تَحْيَا اِذاَ مَا عَاشَ عَالِمُهَا + مَتٰى يُمِت عَالِمٌ عَنْهَا يَمُتْ طَرَفٌ

كَالْاَرْضَ تَحْيَا اِذَامَا الْعَنَتَ حَلَّ بِهَا + وَاِنْ اَبٰى عَادَ فِىْ اِكْتَارِ فِيْهَا التَّلَفِ

অর্থাৎ যতকাল আলেম কোন ভুখণ্ডে জীবিত থাকেন সে ভূ-খণ্ডও স্বজীব থাকে। আর যখন আলেমের মৃত্যু হইয়া যায় তখন সেই অঞ্চলটি নির্জীব হইয়া পড়ে। যেমন বৃষ্টি বর্ষিত হইলে যমীন স্বজীব হয়। আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত না হয়, তবে তথায় ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম। অর্থাৎ একের পর এক জনপদে শিরকের উপর ইসলামের বিজয় লাভ। وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى এরও অনুরূপ ব্যাখ্যা। ইবনে জরীর এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন।

(٤٢) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

৪২. উহাদিগের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ার। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং কাফিরগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী কাফিররা তাহাদের রাসূলগণের সহিত ফেরেববাজী করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাঁহাদের দেশ হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ফেরেববজীর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুত্তাকী ও খোদাভীরুদের জন্য পরকালের পুরস্কার নির্ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

আর যখন আপনার যামানার কাফিররা আপনাকে গ্রেফতার করিবার কিংবা হত্যা করিবার কিংবা দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা ফেরেবব্‌বাজী করিতেছিল, আল্লাহও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিতেছিলেন। আর বলুনতো, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম কৌশলী আর কে"? আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ তাহারা ফেরেবাজীতে লিপ্ত আর আমিও তাহাদের ফেরেববাজীর জন্য শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি। অথচ, তাহারা টেরও পাইতেছে না।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا -

তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি তাহা আপনি দেখুন আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের সমস্ত কওমকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। তাহাদের যুলমের সাক্ষ্য বহনকারী বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত। অতএব যে যাহা কিছু করিতেছে তাহাও তিনি জানেন এবং তিনি উহার পুরস্কার ও শাস্তি দান করিবেন। وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ এক ক্বিরাতে এখানে কাফির পড়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরকালের শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য নির্ধারিত কাফিরদের জন্য,

না রাসূলগণ ও তাহাদের অনুসারীদের জন্য, তাহা তাহারা শীর্ঘই জানিতে পারিবে। অর্থাৎ তাহাদের জন্য কখনো না। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি কেবল রাসূলগণ ও তাহাদের অনুসারীদের ভাগ্যে নির্ধারিত। আলহামদু লিল্লাহ!

(٤٣) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ○

৪৩. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে তুমি আল্লাহর প্রেরিত নহ। বল আল্লাহ এবং যাহাদিগের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তাহারা আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! (সা) এই কাফিরদল আপনাকে অমান্য করিয়া বলেন لَسْتَ مُرْسَلًا "আপনি নবী নহেন।" অর্থাৎ আপনাকে আমি নবী বানাইয়া প্রেরণ করি নাই। قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ আপনি বলুন আমার ও তোমাদের উপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, আল্লাহর পক্ষ হইতে রিসালাতের যে দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তাহা আমি যথারীতি পালন করিয়াছি কিনা এবং তোমরা আমার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ করিতেছ উভয়ের উপর আল্লাহকে সাক্ষী হিসাবে আমি যথেষ্ট মনে করি। قَوْلُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা মুজাহিদ (র)-এর মন্তব্য। কিন্তু বক্তব্যটি বড় দুর্বল। কারণ আয়াতটি হইতেছে মক্কী আর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম (রা) মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, যাহাদের কিতাবের জ্ঞান আছে তাহাদের দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, সালমান তামীম দারী ছিলেন তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এক রেওয়াত অনুসারে মুজাহিদ (রা) বলেন, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ দ্বারা এখানে আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝান হইয়াছে এইকথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে আয়াতটি মক্কী এবং তিনি وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ পড়িতেন অর্থাৎ মীমকে যেরসহ পড়িতেন। অর্থ হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে। মুজাহিদ এবং হাসান বসরীও অনুরূপ পড়িতেন।

ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (র)ও অনুরূপ কিরাত পড়িতেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতে বিশুদ্ধ নহে। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসমাদ গ্রন্থে....ইবনে উমর (রা) হইতে

মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাও যয়ীফ এবং বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হইল وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ এর মধ্যে مَنْ শব্দটি اِسْمِ جِنْسِ (জাতি বাচক বিশেষ্য) আহলে কিতাবের সমস্ত উলামা ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী তাহাদের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ পাইয়াছে যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَسِعَتْ رَحْمَتِى كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

আমার রহমত যাবতীয় বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আমি উহা সেই সমস্ত লোকের জন্য লিখিয়া রাখিব যাহারা আল্লাহকে ভয় করে ও যাকাত আদায় করে। আর যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমার সেই উম্মী রাসূলের অনুসরণ করে। তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যেও যাহার গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ এই কথাও কি তাহার সত্য হওয়ার জন্য প্রমাণ নহে যে তাহাকে বনী ইসরাঈলের আলেমগণ জানেন? এই ধরনের আরো প্রমাণ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে যে বনী ইসরাঈলের আমেলগণ তাহাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর রিসালাত ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) হইতে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত যে তিনি মক্কায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

হাফিয আবূ নু'আইন ইসফাহানী (র) তাহার সুপসিদ্ধ 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী....আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি ইয়াহূদী আলেমদের নিকট বলিলেন একবার আমি ইচ্ছা করিলাম যে আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মসজিদে সময় কাটাইব। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি যখন, মক্কায় পৌঁছালেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় অবস্থান করতেছিলেন তাহারা যখন হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মিনায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নও

কি। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি বলিলাম জী হাঁ, তিনি বলিলেন, তুমি নিকটে আস, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁহার নিকটে পৌছালাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে আব্দুল্লাহ! তাওরাতে কি তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ হিসাবে উল্লেখ পাও নাই? তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি আল্লাহর পরিচয় দান করুন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ আপনি বলুন, আল্লাহ একক তিনি বে-নিয়ায। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।" অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনায় রওনা হইয়া গেলেন, এবং ইসলাম গোপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলেন, তখন আমি একটি খেজুর গাছের মাথায় খেজুর পাড়িতেছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর আগমন ঘটিলেও তো তুমি গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতে না। ব্যাপার কি? তখন আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে হযরত মূসা (আ) ইবনে ইমরান (আ)-এর নবুয়াত হইতেও অধিক বেশী খুশী হইয়াছি।

সূরা ইবরাহীম

মক্কী ৫২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ ۝

(٢) اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ
مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ۝

(٣) الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

১. আলিফ-লাম-রা এই কিতাব। ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে তাহার পথে, তিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।

২. আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য।

৩. তাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রধান্য দেয়। মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হইতে এবং আল্লাহ্র পথ বক্র করিতে চাহে উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের প্রারম্ভে যে সমস্ত মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে উহা সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্রন্থ যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ। যাহা সারা জাহানের সর্বোত্তম রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন। لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্রন্থ আপনার প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে যেন আপনি ইহা দ্বারা গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদিগকে আলোর দিকে টানিয়া আনিতে পারেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ الاية অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু যিনি তাহাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিক বাহির করেন। আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত যাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারসমূহের দিকে বাহির করে। তিনি আরো ইরশাদ করেন هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ তিনি তাঁহার বান্দার উপর স্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিকে বাহির করেন। قَوْلُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে যাহাদের ভাগ্যে হেদায়াত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার নির্দেশেই তিনি তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে দিক দর্শন করিবেন। اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ মহা প্রতাপশালী-সত্তার পথের দিকে যাহার ইচ্ছাকে না প্রতিশোধ করা যায় আর না তাহার উপর কেহ বিজয়ী হইতে পারে। তিনিই সকলের উপর বিজয়ী اَلْحَمِيْدِ তিনি তাঁহার সকল কার্যকলাপে আদেশ নিষেধে প্রশংসিত এবং তাহার সকল সংবাদে সত্যবাদী قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আপনি বলিয়াদিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রাসূল হিসাবে প্রেরিত যাহার জন্য আসমান ও যমীনের সাম্রাজ্য রহিয়াছে। وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) যেহেতু তাহারা আপনার কথা অমান্য করিতেছে এই কারণে, কিয়ামতে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির বড়ই অনিষ্টি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিত এবং পরকালকে বাদ দিয়া কেবল পার্থিব জীবনের জন্য তাহারা কাজ করিত। এবং আখিরাতকে তাহারা তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া দিত। وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুসারীদিগকে আল্লাহ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিত وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا আর বস্তুতঃ

আল্লাহর রাহ সঠিক সরল হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উহাতে বক্রতা পছন্দ করিত। অথচ, বিরোধীদের এই তৎপরতা উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা এই ব্যাপারে মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। অতঃপর এই পরিস্থিতে তাহাদের নিকট হইতে সংশোধনের কোন আশা করা যাইতে পারে না।

(٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়াই পাঠাইয়াছি। তিনি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহর বান্দাদের সহিত ইহা তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি বিভিন্ন কওমের নিকট এমন সকল রাসূল পাঠাইয়াছেন যাঁহারা তাহাদের ভাষায়ই কথা বলিতেন যেন তাহারা তাহাদের মনের ইচ্ছা এবং আল্লাহর যে বাণীসহ তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের কওমকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। যেমন ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার কওমের ভাষার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ প্রত্যেক কওমকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ কায়েম করিবার পর তিনি যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি সত্যের প্রতি হেদায়াত দান করেন। وَهُوَ الْعَزِيْزُ অর্থাৎ তিনি পরম প্রতাপশালী তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অস্তিত্ব লাভ করে এবং যাহার তিনি ইচ্ছা করেন না তাহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। اَلْحَكِيْمُ। তিনি পরম কৌশলী। অতঃপর যে ব্যক্তি গুমরাহির যোগ্য তাহাকে তিনি গুমরাহ করেন। আর যে হেদায়াত পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। পূর্ব হইতেই আল্লাহর এই নিয়ম রহিয়াছে যে তিনি প্রত্যেক নবীকেই তিনি তাঁহার উম্মতের ভাষায়ই আল্লাহর বাণী পৌঁছাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছে। স্বীয় ভাষাভাষী ব্যতীত আর কোন কওমের প্রতি কোন নবীকে তিনি প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাহার ব্যাপক রিসালাতের মাধ্যমে সকল মানুষের প্রতি রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমাকে পাঁচটি বিশেষ জিনিস দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। (১) এক মাস দূরত্বের পথে আমার ভীতি বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। (২) যমীনকে আমার

সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। (৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারো জন্য হালাল করা হয় নাই। (৪) আমাকে শাফাআতের অধিকার দান করা হইয়াছে। (৫) পূর্বে কোন নবীকে কেবল তাহার নিজের কওমের নিকট প্রেরণ করা হইত। আর আমাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন সূত্রের আরো অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

(৫) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। এবং বলিয়াছিলাম তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর। এবং উহাদিগকে আল্লাহর দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও। ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) মানবকুলের হেদায়াতের জন্য এবং তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর প্রতি আহ্বান করিবার জন্য যেমন আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ)-কেও বনী ইসরাঈলের নিকট আমার অনেক নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। মুজাহিদ (র) বলেন মূসা (আ)-এর নিদর্শন ও মু'জিযার সংখ্যা ছিলো মোট নয়টি। أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ অর্থাৎ আমি তাহাকে এইভাবে নির্দেশ দিয়াছিলাম যে আপনি আপনার কওমকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আনুন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কল্যাণের প্রতি ডাকুন যেন তাহারা গুমরাহির ও বর্বতার অন্ধকার হইতে হেদায়াতের আলো ও ঈমানের জ্যোতির দিকে বাহির হইয়া আসে। وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের অত্যাচার অবিচার ও তাহার কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া ও তাহাদের শত্রু হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়া নদীর মধ্য দিয়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিয়া মেঘ মালার সাহায্যে তাহাদের জন্য ছায়া দান করিয়া এবং মান্না ও সালওয়া তাহাদের উপর অবতীর্ণ করিয়া ইহা ছাড়া আরো যে অনেক নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনি বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দান করুন। হযরত মুজাহিদ কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি....উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) وَذَكِّرْهُمْ

بِاَيّٰمِ اللّٰهِ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে নসীহত করুন। ইবনে জরীর ইবনে আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবনে আবান হইতে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পুত্র আব্দুল্লাহ মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَوْلُهٗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের হাত হইতে মুক্তি দান এবং তাহারা যে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি ভোগ করিতে ছিল তাহা হইতে পবিত্রাণ দানের মধ্যে বিপদে ধৈর্যধারণকারী ও মুখে শোকরকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রা) সেই বান্দা বড় ভাল যে কোন বিপদে পতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করে এবং যখন তাহাকে নিয়ামত দান করা হয় তখন শোকর করে। অপর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনের ব্যাপারটাই বড় আশ্চার্যজনক আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যে কোন ফয়সালা করেন উহাতে তাহার জন্য কল্যাণ নিশ্চিত থাকে। যদি কোন কষ্টে পতিত হইয়া সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাহার পক্ষে কল্যাণকর আর যদি সুখী হইয়া শোকর করে তবে উহাও তাহার পক্ষে কল্যাণকর।

(٦) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

(٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ۝

(٨) وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝

৬. স্মরণ কর মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে তাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তোমাদিগের পুত্রগণকে যবাহ করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা

৭. স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।

৮. মূসা বলিয়াছিল তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সেই সময় সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার কওমকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ফিরআউনের বংশধর হইতে এবং তাহাদের শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছিল এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহর অতি বড় নিয়ামত। হযরত মূসা (আ) এই সমস্ত নিয়ামত উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন। وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি বড় পরীক্ষা রহিয়াছে। এবং তোমরা উহার শোকর আদায় করিতে অক্ষম। কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীর করেন, ফিরআউনের বংশধর তোমাদের সহিত যে আচারণ করিত উহাতে তোমাদের জন্য বড় পরীক্ষা রহিয়াছে। এখানে উভয় তাফসীর-ই উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আর তাহাদিগকে আমি ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক যখন তাহার ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদিগকে অবগত করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন। এখানে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, যখন তোমাদের প্রতিপালক তাহার ইয্যত ও প্রতাপের কসম খাইয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আর যখন আপনার প্রতিপালক এই কসম খাইয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত নবী পাঠাইতে থাকিবেন। قَوْلُهُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ "যদি তোমরা আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে অবশ্যই আমার নিয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দিব। وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নিয়ামতের না শোকরী কর অর্থাৎ উহা গোপন করিয়া রাখ উহা অস্বীকার কর তবে اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে ও না শোকরীর কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত বান্দার গুনাহর কারণে তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করা হয়। মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়া একজন ভিক্ষুক অতিক্রম করিল তিনি তাহাকে একটি খেজুর দান করিলেন কিন্তু সে উহাতে অসন্তুষ্ট হইল এবং উহা গ্রহণ করিল না অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে

তিনি তাহাকেও একটি খেজুর দান করিলেন, সে উহা গ্রহণ করিয়া খুশিতে বলিল, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে চল্লিশ দিরহাম দেওয়ার জন্য হুকুম করিলেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একদা একজন ভিক্ষুক আসিল অতঃপর তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে আদেশ করিলেন কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। রাবী বলেন, অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট আসিলে তাহাকে তিনি একটি খেজুর দিতে হুকুম করিলেন তখন সে বলিল। সোবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইহা একটি দান! তখন তিনি একটি বাদীকে বলিলেন, "তুমি উম্মে সালমার নিকট গিয়া তাহার নিকট যে চল্লিশ দিরহাম রহিয়াছে উহা তাহাকে দান কর। হাদীসটি শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের রাবী উমারাহ ইব্‌ন যা-যানকে ইমাম ইবনে হাব্বান, ইমাম আহমদ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (র) নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে মায়ীন (র) বলেন, লোকটি সালেহ ও সৎ। আবূ যুরআহ বলেন, তাহার বর্ণনায় ক্ষতির কিছু নাই। আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস লেখা যাইতে পারে। কিন্তু দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, অনেক সময় লোকটি হাদীস বর্ণনায় ইয্‌তিরাব (اِضْطِرَابٌ) করেন। ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, তিনি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, তিনি এমন গুরুত্বপূর্ণ রাবী নহেন। দারে কুতনী (র) তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আবূ আদী বলেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। তাহার হাদীস লেখা যাইতে পারে। قَوْلُهُ وَقَالَ مُوسَى اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের শোকর হইতে বে-নিয়ায, তিনি প্রশংসিত। যদিও কেহ তাহার না শোকরী করুক না কেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْكُمْ যদি তোমরা না শোকরী কর তবে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই তিনি তোমাদের শোকর হইতে বে-নিয়ায। قَوْلُهُ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ অতঃপর তাহারা কুফর করিল ও বিমুখ হইল, আর আল্লাহ তা'আলা বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির ন্যায় অন্তরবিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় অন্তর বিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই হ্রাস করিতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত তোমাদের মানব-দানব সকলেই এক বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে আমার নিকট তাহাদের আরাধনা পেশ করে অতঃপর আমি তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করিয়া দেই, তবে উহা আমার সাম্রাজ্য হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক কম করিত না কোন সমুদ্র হইতে একটি সুঁচ কম করে।

আল্লাহ পবিত্র তিনি বে-নিয়ায ও প্রশংসিত।

(٩) اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۛ
وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ
بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৯. তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নূহের সম্প্রদায়ের আদের ও সামূদের এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের? উহাদিগের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রাসূল আসিয়াছিল উহারা উহাদিগের হাত উহাদিগের মুখে স্থাপন করিত এবং বলিত যাহাসহ তোমরা প্রেরীত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা তাহাদিগকে আহবান করিতেছ।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, ইহা হযরত মূসা (আ)-এর কওমের জন্য তাহার অবশিষ্ট উপদেশ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ যে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) সে শাস্তির উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) যাহা বলিয়াছেন উহা সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় মূসা (আ)-এর নসীহত পূর্বেই শেষ হইয়াছে। এখন হইতে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে নতুনভাবে সম্বোধন করিয়াছেন। এই কথাও বলা হইয়াছে যে, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি ইহা হযরত মূসা (আ)-এর নসীহত হইত তবে অবশ্যই উভয় ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইত। সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর কওম, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক জাতির

ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল যাহাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ তাহাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও মুজিযাসহ আগমন করিয়াছিলেন। ইবনে ইস্হাক (র) আমর ইবনে মায়মূন হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে لَا يَعْلَمُهُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা বংশ পরিচয় দান করিয়া থাকেন তাহারা ভুল বলেন, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর বলেন, মু'আদ ইবনে আদনান এর পরে বংশ পরিচয় দান করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা পাই নাই। قَوْلُهُ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ মত বিরোধ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহারা নবীগণকে উপদেশ দান হইতে নীরব করিবার জন্য তাহারা নবীগণের মুখের প্রতি ইশারা করিত। কেহ কেহ বলেন, কাফিররা নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিজেরাই নিজেদের মুখের উপর হাত রাখিত। কেহ কেহ বলেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিররা নবীগণের জওয়াবদান হইতে অক্ষম হইয়া মুখে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিত। হযরত মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়া স্বীয় মুখ দ্বারা তাহাদের বক্তব্যকে রদ করিয়া দিত। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে فِي অব্যয়টি بَا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলিয়া থাকে أَدْخَلَكَ اللّٰهُ بِالْجَنَّةِ অর্থাৎ أَدْخَلَكَ اللّٰهُ فِي الْجَنَّةِ কবি বলেন ঃ

وَأَرْغَبُ فِيْهَا عَنْ لَقِيْطٍ وَرَهْطِهِ + وَلٰكِنَّنِيْ عَنْ سَنْبِسٍ لَسْتُ أَرْغَبُ

উক্ত কাব্যাংশে أَرْغَبُ فِيْهَا বাক্যটি أَرْغَبُ بِهَا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর পরবর্তী বাক্যটি দ্বারা উহার তাফসীর মুজাহিদের কথারই সমর্থন করে। قَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ এই আয়াত যেন পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল....আব্দুল্লাহ হইতে فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন কাফিররা রাগের বশীভূত হইয়া তাহাদের আঙ্গুল কাটিত। শু'বা (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আস্লাম (র) ও এই তাফসীর পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ দ্বারা উপরোক্ত তাফসীরের পক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন। আওফী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যখন কাফিররা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিত, তখন তাহারা আশ্চার্যান্বিত হইত এবং মুখে

হাত দিয়া ফিরিয়া যাইত। আর তাহারা বলিত, "অবশ্যই আমরা সেই বস্তুকে অস্বীকার করি যাহাসহ তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহারা বলিত, যাহা লইয়া তোমরা আগমন করিয়াছ আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে এই সম্পর্কে বড় সন্দেহ রহিয়াছে।

(١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتُونَا
بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ○

(١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ
عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

(١٢) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ
مَا اٰذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

১০. উহাদিগের রাসূলগণ বলিয়াছিল, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য। উহারা বলিত তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১. উহাদিগের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত সত্য বটে আমরা তোমাদিগের মত মানুষই বটে কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদিগের কাজ নহে। মু'মিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

১২. আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফির এবং রাসূলগণের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের রাসূলগণ যখন কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবার জন্য তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন اَفِى اللّٰهُ شَكٌّ অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? মানুষের সৃষ্টিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রকাশ্য প্রমাণ মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই তাহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বিদ্যমান। ফিৎরাতে সালীমাহ ও সুষ্ঠুজ্ঞান তাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন সময়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই রাসূলগণ তাহাদিগকে আল্লাহর জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশ করিয়া বলেন, فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হইলেন তিনি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে সৃষ্ট বস্তু এবং উহা আদীকাল হইতে অবিদ্যমান ছিলনা বরং পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইয়াছে অতএব উহার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। আর তিনিই হইলেন আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা সকলের মা'বূদ ও সকলের মালিক। اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ এর অপর একটি অর্থ ইহাও হইতে পারে, আল্লাহর উপাস্য হওয়া সম্পর্কে এবং কেবল মাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য ইহা সম্পর্কে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনিই সকলেই সৃষ্টিকর্তা অতএব কেবল তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য।

অধিকাংশ লোক আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে কিন্তু অন্যান্য এমন কিছু বস্তুকেও পূজা করে যাহাদের সম্পর্কে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা তাহাদের উপকার করিতে পারে কিংবা আল্লাহর নৈকট্যলাভে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে। তাহাদিগকে তাহাদের রাসূলগণ আরো বলিলেন, يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদিগকে পরকালে তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এই জন্যই তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি যেন একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন। وَاَنْ تَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ আর যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর অতঃপর তোমরা তাহার নিকট তওবা কর তবে তিনি তোমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম দ্রব্য দান করিবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে তাহার মর্যাদা দান করিবেন (হূদ-৩)। অতঃপর রাসূলগণের উম্মতরা প্রথম বক্তব্যটি মানিয়া লইয়া তাহাদের রিসালাত সম্পর্কে আপত্তি

করিয়া বলিল, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তোমরা তো আমাদের মত মানুষই অর্থাৎ কেবল তোমাদের কথাই উপর বিশ্বাস করিয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব কি করিয়া। অথচ তোমাদের পক্ষ হইতে আমরা কোন মু'জিযা দেখিতে পারি নাই। فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন প্রকাশ্য মু'জিযা পেশ কর। قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কথাই সত্য যে আমরা তোমাদের মত মানুষ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা রিসালাত ও নবুওয়াত দ্বারা তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ অর্থাৎ তোমাদের কামনানুযায়ী মু'জিযা পেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ অবশ্য যদি আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া উহার নির্দেশ প্রদান করেন তবেই উহা সম্ভব। وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিৎ। অতঃপর রাসূলগণ বলেন وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করিতে আমাদের বাধা কোথায়। অথচ তিনি আমাদিগকে সঠিক ও সর্বাধিক স্পষ্ট পথ দেখাইয়াছেন وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُوْنَا তোমরা আমাদিগকে অন্যায় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে যাতনা দিতেছ তাহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণা করিব। وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ আর আল্লাহ উপরই সকল ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিৎ।

(١٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(١٤) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ

(١٥) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۙ

(١٦) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ

(١٧) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ

১৩. কাফিরগণ উহাদিগের রাসূলগণকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিব অথবা তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অতঃপর রাসূলগণকে তাহাদিগের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করিলেন। যালিমদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব।

১৪. উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই ইহা তাহাদিগের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।

১৫. উহারা বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্যত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হইল।

১৬. উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হইবে গলিত পুঁজ।

১৭. যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সবদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কাফিররা তাহাদের রাসূলগণকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার যে ধমক দিয়াছিল আল্লাহ তা'আলা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন হযরত শু'আইব (আ) এর কওম তাঁহাকে বলিয়াছিল لَنُخْرِجَنَّكُمْ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا الاية হে শু'আইব! "আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনবসতি হইতে বাহির করিয়া দিব"। অনুরূপভাবে হযরত লূত (আ)-এর কওম তাঁহাকে বলিয়াছিল اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ "তোমরা লুত এর বংশধরকে তোমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দাও" কুরাইশ মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا- তাহারা তো এই দেশে আপনাকে পতনের দিতে ঠেলিয়া দিতে চাইয়াছিল যেন আপনাকে তাহারা সেখান হইতে বহিষ্কার করিতে পারে তখন আপনার পিছনে অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেহ থাকিত না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ আর কাফিররা যখন আপনার সহিত ফেরেববাজী করিতেছিল, আপনাকে কয়েদ করিবার জন্য কিংবা আপনাকে হত্য করিবার জন্য কিংবা আপনাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য। তাহারা ফেরেববাজী করিতেছিল এবং আল্লাহও তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য কৌশল করিতেছিলেন" অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে সাহায্য করিলেন এবং তাহাকে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কা হইতে তাঁহাকে বাহির

করিবার পর মদীনায় তাঁহার অনেক সাহায্যকারী এবং তাঁহার রাহে জিহাদ করিবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত তৈয়ার করিয়া দিলেন। এবং ক্রমশ তাঁহাকে উন্নতি দান করিতে লাগিলেন এমনকি যে মক্কা শরীফ হইতে মুশরিকরা তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিল সেখানে তাঁহাকে বিজয়ী করিলেন ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর শত্রুদের সকল পরিকল্পনা ধুলিস্যাত করিয়া দিলেন। ফলে দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অতি অল্প কালেই পৃথিবীর সকল দ্বীনের উপর তাহার কালেমা ও দ্বীন বিজয়ী হইল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ "অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, আমরা অবশ্যই তাহাদের পরে তোমাদিগকে যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ- আমার প্রেরিত বান্দাদের আমার ফয়সালার পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এবং আমার সৈন্যগণই বিজয়ী হইবেন (সাফ্ফাত-১৭১-১৭২)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন। كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ "আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ তা'আলা পরম শক্তিশালী ও সম্মানের অধিকারী।" আরো ইরশাদ হইয়াছে। لَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اِنَّ الْاَرْضَ الخ যিকিরের পর আমি যাবূর গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে যমীনের উপর আমার নেক বান্দাগণই কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। وَقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ হযরত মূসা তাহার কওমকে বলিলেন, "তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর; যমীন আল্লাহর; তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তিনি উহার ওয়ারিশ করিয়া দেন। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট"। তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ يُسْتَضْعَفُوْنَ فِىْ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاۤئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ -

"যমীনের দুর্বল লোকদিগকে আমি মাশরিক ও মাগরিরের অধিকারী করিয়াছি যেখানে আমি বরকত দান করিয়াছি আর বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আমার উত্তম ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে আর ফিরাউন ও তাহার কওমকে এবং তাহাদের

কৃতকর্ম সবই ধুলিস্যাত করিয়া দিয়াছি।" قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ অর্থাৎ এই ওয়াদা হইল তাহার জন্য যে কিয়ামতের দিনে আমার সম্মুখে দন্ডায়মান হইবার ভয় করে এবং আমার শাস্তি ও আযাবকে ভয় করে। যেমন তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى যে ব্যক্তি অহংকার করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় দোযখই তাহার আশ্রয়স্থল। ইরশাদ হইয়াছে وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হইবার ভয় করে তাহার জন্য দুইটি বাগান রহিয়াছে। قَوْلُهُ وَاسْتَفْتَحُوْا অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের কওমের উপর বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাসূলগণের কওম বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে আল্লাহ যদি ইহা সত্য হয় এবং আপনার নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন অতি কঠিন শাস্তি দান করুন। এখানে এই সম্ভাবনাও আছে যে এক দিকে কাফিররা এরূপ বলিতেছিল অপরদিকে রাসূলগণও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন—যেমন বদর যুদ্ধের দিনে কাফিররা আল্লাহর নিকট বিজয়ের প্রার্থনা করিতেছিল অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)ও বিজয় এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলেন اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "যদি তোমরা বিজয় চাহিতেছিলে তবে তোমাদের নিকট তাহা সমাগত হইয়াছে। যদি এখনো তোমরা বিরত থাক তবে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম" وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ অর্থাৎ প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি এবং হক ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী বঞ্চিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ প্রত্যেক অহংকারী কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর যে ভাল ও কল্যাণকর কাজ হইতে নিষেধ করে, সীমা অতিক্রম করে সন্দেহ পোষণ করে, যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে, অতএব তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর (ক্বাফ-২৪-২৬)। হাদীস শরীফে বর্ণিত, কিয়ামতের দিনে জাহান্নামকে আনা হইবে অতঃপর সে সমস্ত মখলূককে জানাইয়া দিবে, "আমাকে প্রত্যেক অহংকারী ও হটকারী ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে।" যখন সকল নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ও ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা

করিতে থাকিবে তখন অহংকারীদের প্রত্যেকেই বঞ্চিত লাঞ্ছিত হইবে। قَوْلُهُ ومن وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ তাহাদের সম্মুখে হইবে জাহান্নাম। وَّرَاءِ শব্দটির অর্থ এখানে সম্মুখ যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا আর তাহাদের সম্মুখে একজন যালেম বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা অধিকার করিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَكَانَ اَمَامَهُم مَلِكٌ পড়িতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর সম্মুখে জাহান্নাম থাকিবে সে জাহান্নাম তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য প্রতিক্ষায় থাকিবে। সেখানে সে চিরদিন অবস্থান করিবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে সেই জাহান্নামের সম্মুখেই পেশ করা হইবে অবশেষে উহাই তাহার ঠিকানা হইবে। وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে তাহাকে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে (সোয়াদ-৫৭)। একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অপরটি অত্যধিক শীতল ও দুর্গন্ধময়। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে هٰذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (রা) বলেন صديد অর্থ পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত বস্তু। কাতাদাহ (র) বলেন যখমীর মাংস ও চামড়া হইতে যে পানি নির্গত হয় উহাকে صَدِيْدٍ বলা হয়। এক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝ যায় যে কাফিরের পেট হইতে যে রক্ত মিশ্রিম পুঁজ বাহির হইবে উহাকে صَدِيْدٍ কথা বলা হয়। শাহর ইবনে হাওশাব আসমা বিনতে ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি বলিলেন, দোযখবাসীদের শরীর হইতে নির্গত পুঁজ ও রক্ত। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন....আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, পুঁজ মিশ্রিত রক্ত দোযখবাসীর নিকট পেশ করা হইলে তাহার অত্যধিক কষ্ট হইবে যখন তাহার আরো নিকটে পেশ করা হইবে তখন উহা তাহার মুখের চামড়া জ্বালাইয়া দিবে এবং তাহার মাথার চামড়া খুলিয়া পড়িবে। সে উহা পান করিলে তাহার সমস্ত নাড়ী ভুঁড়ী টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং মলদ্বার দ্বারা বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ - অর্থাৎ তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করান হইবে অতঃপর উহা তাহাদের নাড়ী-ভুঁড়িসমূহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ আর যদি তাহারা পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে গলিত তামার ন্যায় পানি দ্বারা তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে যাহা তাহাদের মুখমন্ডল জ্বালাইয়া ফেলিবে। হযরত ইবনে জরীর (র) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র)

বাকীয়্যাহ ইবনে ওয়ালিদ সূত্রে সাফওয়ান ইবনে আমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهُ يَتَجَرَّعُهُ অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্ত বড়ই কষ্ট করিয়া এক এক ঢোক করিয়া গিলিতে থাকিবে। কিন্তু উহা মুখে দিতেই একজন ফিরিশ্তা লোহার হাতুড়ী দিয়া তাহাকে আঘাত করিবে যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ অর্থাৎ তাহাদের জন্য লোহার হাতুড়ি থাকিবে। وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ অর্থাৎ উহার স্বাদ ও গন্ধ খারাপ হওয়ার কারণে এবং অত্যধিক উত্তপ্ত অথবা অত্যধিক ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে গলা দিয়ে পেটে সহজে যাইতে চাহিবে না। وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ আর চতুর্দিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিতে থাকিবে। অর্থাৎ তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যথীত ও দুঃখিত হইবে। উমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, তাহার সমস্ত হাড় রগ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের জোড়াসমূহ ব্যথিত হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন তাহার চুলের গোড়াও ব্যথিত হইবে। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন, শরীরের সমস্ত লোমকূপ ব্যথিত হইবে। ইবনে জরীর (র) وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহার সম্মুখ দিয়ে তাহার পশ্চাৎভাগ দিয়ে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত তাহার ডান দিক হইতে, তাহার বাম দিক হইতে তাহার উপর হইতে ও নীচ হইতে মৃত্যু আসিবে এবং তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নানা প্রকার শাস্তি দিতে থাকিবেন কিন্তু যদি সেখানে মৃত্যু হইত তবে উহার এক শাস্তিই তাহার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তাহার মৃত্যু আসিবে না। কারণ ইরশাদ হইয়াছে لَايُقْضَى عَلَيْهِمْ يَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا অর্থাৎ তাহাদের উপর মৃত্যুর ফয়সালাও করা হইবে না যে তাহাদের মৃত্যু আসিতে পারে আর তাহাদের শাস্তিও সহজ করা হইবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, সমস্ত দোযখীকে যে সমস্ত শাস্তি দান করা হইবে মৃত্যুর ফয়সালা হইলে তাহার একটি শাস্তিই মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কিন্তু তাহার মৃত্যু হইবে না বরং চিরদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَيَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ সর্বদিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অথচ, তাহার মৃত্যু হইবে না। قوله ومن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ এই শাস্তির পর তাহার সম্মুখে আরো কঠিন আরো ভয়ানক আরো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে যেমন আল্লাহ যাক্কূম গাছ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ

অর্থাৎ— যাক্কুম জাহান্নামের মূল হইতে বাহির হয় তাহা যেন শয়তানের মাথা তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহারা ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি পান করিবে অবশেষে দোযখের আগুনের মধ্যে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে। আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদই প্রদান করিয়াছেন যে জাহান্নামীরা কখনো যাক্কূম ফল খাইবে কখনো ফুটন্ত পানি পান করিবে, কখনো তাহাদিগকে দোযখের আগুনের মধ্যে প্রজ্বলিত করা হইবে। আল্লাহ ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

এই হইল সেই জাহান্নাম অপরাধীরা ইহাকে অস্বীকার করিত। জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্যে তাহারা ঘুরিতে থাকিবে (রহমান-৪৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

যাক্কূম গাছ গুনাহগারদের খাদ্য যাহা গলিত তামার ন্যায় উহা পেটের মধ্যে গিয়া গরম পানির ন্যায় উৎলাইতে থাকিবে তাহার সম্পর্কে বলা হইবে, উহাকে পাকড়াও কর এবং জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। তাহাকে আরো বলা হইবে, তুমি উহার স্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো তোমার ধারণায় বড় প্রতাপের অধিকারী ও কৌশলী ছিলে। ইহাই হইল সেই শাস্তি যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

বাম হাতে আমল নামা ধারণকারী ব্যক্তিরা কতই না খারাপ বাম তহাতে আমল নামাধারী ব্যক্তিরা। অর্থাৎ তাহারা আগুন ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে অবস্থান করিবে এবং ধোঁয়ার ছায়ায় বসবাস করিবে যাহা না শীতল হইবে আর না আরামদায়ক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

هَذَا وَ اِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادِ هَذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ -

অহংকারীদের জন্য অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা অর্থাৎ জাহান্নাম যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে উহা হইল অত্যন্ত জঘন্য আশ্রয়স্থল। এই বিপদের সহিত তাহাদিগকে আরো বলা হইবে তোমরা ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক অর্থাৎ গরম পানি পুঁজ এবং এই ধরনের অন্যান্য আরো শাস্তি ভোগ করিতে থাক। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহাদের উপর নানা প্রকার শাস্তি হইবে বলিয়া বুঝা যায়।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

(১৮) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের উপমা তাহাদিগের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের প্রচন্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদিগের কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাতে ঘোর বিভ্রান্তি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের উপমা পেশ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে এবং রাসূলগণকে অমান্য করে এবং দুর্বল ভিত্তির উপর তাহাদের আমলসমূহের সৌধ রচনা করে ফলে কঠিন প্রয়োজনের সময়ে উহা ভাংগিয়া পড়িয়াছে এবং উহার ফল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যখন কাফিররা তাহাদের আমলের সওয়াব ও প্রতিদান চাহিবে তখন তাহারা উহার প্রতিদান হইতে ঠিক তদ্রূপ বঞ্চিত হইবে যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ছাই উড়িয়া যায় এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অনুরূপভাবে যে দুর্বল ভিত্তির উপর তাহারা তাহাদের আমলের সৌধ গড়িয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে এবং তাহারা উহার কোন সুফল ভোগ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا অর্থাৎ "আমি তাহাদের আমলসমূহকে ধুলি কণার ন্যায় বিফল করিয়া দিয়াছি।" আরো ইরশাদ হইয়াছে مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- এই পার্থিব জীবনে তাহারা যাহা কিছু ব্যয় করে উহার উপমা হইল সেই অগ্নিকুন্ডলির ন্যায় যাহা কোন যালেম কওমের ক্ষেতে পৌঁছাইয়া উহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই তাহারাই তাহাদের সত্তার উপর যুলুম করিয়াছে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْاصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِفَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍمِمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া তোমাদের সদকাসমূহকে নষ্ট করিও না যেমন কেহ রিয়া ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে অথচ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না তাহার উপমা হইল সেই পাথরের ন্যায় যাহার উপর কিছু মাটি রহিয়াছে কিন্তু বৃষ্টির পানিতে উহা ধুইয়া ফেলিয়াছে ফরে উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছে উহার লাভ করিতে তাহারা সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। قَوْلُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيْدُ ইহাই হইল চরম গুমরাহী অর্থাৎ কোন ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলীর সৌধ নির্মাণ করা ফলে যখন তাহাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভের প্রতি সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া ইহাই হইল চরম গুমরাহী।

(١٩) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ

(٢٠) وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারে।

২০. এবং ইহা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নহে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামতের দিনে সকল মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন কারণ, তিনিই মানুষ অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড মাখলূখ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি এই

সুউচ্চ সুপ্রশস্ত ও বিশাল আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চলমান ও স্থির সর্বপ্রকার নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি অন্যান্য নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন আর এই বিশাল যমীনকে যিনি সৃষ্টি করিয়া উহাকে সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জল-স্থল পাহাড়-পর্বত মরুভূমি বিশাল ময়দান ও সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করিয়াছেন গাছপালা ও বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তু নানা রংগে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নহেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

তাহারা কি দেখে নাই যে আল্লাহ তা'আলা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই। তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই সক্ষম নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (আলক্বাফ-৩৩)।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ - وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ - قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ - اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ -اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ - اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

মানুষ কি দেখিতে পাইতেছেনা যে আমি তাহাকে এক ফোঁটা পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে ঝগড়াকারী সাজিয়া বসিয়াছে। আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া বসিয়াছে। সে বলে, হাড়গুলো যখন পচিয়া যাইবে তখন উহা কে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যিনি উহা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন এবং তিনি যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন সৃষ্টি করিয়াছে এবং অকস্মাৎ তোমরা তাহা হইতে আগুন সংগ্রহ করিয়া থাক। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের ন্যায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই তিনিই বড় সৃষ্টিকর্তা এবং বড়ই পরিজ্ঞাত। যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার নির্দেশ হইতেছে যে, হইয়া যা, অতঃপর তাহা হইয়া যায়। সুতরাং সে মহা সত্তা বড় পবিত্র যাহার ইখাতিয়ারে যাবতীয় জিনিসের কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং তাঁহারই দরবারে তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (ইয়াসিন-৭৭-৮৩)। قَوْلُهٗ اِنْ يَّشَاْ

يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন না কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করিতে পারেন যাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না আর ইহা আল্লাহর জন্য কঠিন নহে, আর অসম্ভবও নহে রবং ইহা তাহার পক্ষে সহজ। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ তোমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করিবেন অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে হইতে যে ব্যক্তি দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে তবে আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্যলোক সৃষ্টি করিবেন আল্লাহ তা'আলা ইহার উপর ক্ষমতাবান।

(٢١) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۝

২১. সকলে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেই। যাহারা অহংকার করিত তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদিগের অনুসারী ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছু মাত্র রক্ষা করিতে পারিবে ? উহারা বলিবে আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখানে আমাদিগের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিযাছেন وَبَرَزُوا তাহারা সৎ-অসৎ সকলেই এক বিশ্বাস সমতল ভূমিতে মহান প্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে একত্রিত হইয়া দন্ডায়মান হইবে। فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا অতঃপর দুর্বল ও অধীনস্থ লোকেরা তাহাদের নেতাদিগকে যাহারা অহংকার করিয়া আল্লাহর ইবাদত হইতে এবং রাসূলগণের আনুসরণ করিতে বিরত রহিয়াছে বলিবে إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরা তো তোমাদের অধীনস্থ ছিলাম তোমরা যে নির্দেশ করিতে আমরা তাহাই পালন করিতাম

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ যেমন তোমরা পূর্বে আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলে আজ তোমাদের সেই ওয়াদা অনুসারে আল্লাহর আযাব হইতে কিছু আযাব কি দূর করিয়া দিবে? তখন সেই নেতারা বলিবে لَوْهَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন তবে আমরাও তোমাদিগকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ও তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে এবং কাফিরদের উপর শাস্তির বাণীই ঘটিয়া গিয়াছে। سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ আজ আমরা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, আমরা চাই অস্থির হইয়া পড়ি কিংবা ধৈর্য্যধারণ করি উভয়টিই আমাদের পক্ষে সমান ইহা হইতে মুক্তি পাইবার কোনই উপায় নাই।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, দোযখবাসীরা পরস্পরে বলিতে থাকিবে বেহেশতবাসীগণ ক্রন্দন করিয়াই বেহেশতের সুখ শান্তি লাভ করিয়াছে তোমরা আস আমরাও আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করি তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি করি অতঃপর তাহারাও ক্রন্দন করিতে থাকিবে এবং কাকুতি-মিনতি করিবে কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনের কোনই ফল হইবে না দেখিয়া, তাহারা বলিবে বেহেশতবাসীগণ ধৈর্যধারণ করিয়া বেহেশতের সুখ শান্তি লাভ করিয়াছে, অতএব আস, আমরাও ধৈর্যধারণ করি অতঃপর তাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইবে না দেখিয়া তাহারা বলিবে سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا الاية (ইবনে কাছীর (র) বলেন দোযখীদের এই কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা দোযখের মধ্যেই সংঘটিত হইবে ইহাই যাহের। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ -

আর তাহারা যখন দোযখে ঝগড়া করিবে অতঃপর দুর্বল অধীনস্থ লোকেরা অহংকারী নেতাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদেরই অধীনস্থ ছিলাম, আর কি তোমরা দোযখের শাস্তি হইতে একটুও রক্ষা করিতে পারিবে? তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা সকলেই উহার মধ্যে অবস্থান করিব আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের সম্পর্কে ফয়সালা সম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَاتَعْلَمُوْنَ وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ— তিনি বলিবেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত মানুষ ও জ্বিনদের সহিত দোযখে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল প্রবেশ করিবে তখনই সে অন্য দলকে অভিশাপ দিবে। যখন তাহারা সকলেই একত্রিত হইবে তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলিবে, তাহারা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন। তিনি বলিবেন, সকলেরই দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। কিন্তু তোমরা জান না। আর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে আমাদের উপর তোমাদের কোন অধিক মর্যাদা নাই অতএব তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

رَبَّنَآ اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের অনুসরণ করিয়াছিলাম তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাহাদের প্রতি বড় রকমের অভিশাপ অবতীর্ণ করুন। এই সকল কাফিররা কিয়ামতের ময়দানেও ঝগড়া করিবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ - قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ - وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلاَلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর যদি আপনি যালেমদিগকে তখন দেখিতেন, যখন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান থাকিবে তখন তাহাদের একজন অপরজনের সহিত ঝগড়া করিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা অহংকারী কাফিরদিগকে বলিবে তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ হইতে বাধা দিয়াছিলাম? যখন তোমাদের নিকট উহা সমাগত হইয়াছিল। বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। দুর্বল লোকেরা তখন অহংকারীদিগকে বলিবে বরং দিবারাত্রের মকর এবং আল্লাহর সহিত কুফর ও শিরক

করিবার জন্য তোমাদের নির্দেশেই বিভ্রান্ত হইয়াছি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা চুপে চুপে অনুতপ্ত হইবে। আমি কাফিরদের গলায় আগুনের তাওক লাগাইয়া দিব আর তাহারা তাহাদের কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিবে (সাবা-৩১-৩৩)।

(٢٢) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢٣) وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

২২. যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করি ও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। যালিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।

২৩. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে সমস্ত বান্দাদের বিচার কার্য শেষ হইয়া যাইবে মু'মিনদিগকে জান্নাতে দাখিল করা হইবে এবং কাফিরদিগকে জাহান্নামে তখন শয়তান তাহার আনুসারীদিগকে যে ভাষণ দান করিবে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। ইবলীস তাহার অনুসারীদের দুঃখ বেদনা ও অনুতাপ-অনুশোচনা আরো অধিক বৃদ্ধি করিবার জন্য এই ভাষণ দান করিবে, اِنَّ اللّٰهَ

وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের মাধ্যমে ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অনুসরণ করিলেই তোমরা শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে এবং শান্তি লাভ করিতে পারিবে এই ওয়াদা ছিল চরম সত্য। কিন্তু আমি তোমাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা আমি ভংগ করিয়াছি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا

সে তাহাদের সহিত ওয়াদা করে ও তাহাদিগকে মিথ্যা আশান্বিত করে আর শয়তান তাহাদের সহিত কেবল ধোকার ওয়াদাই করে। অতঃপর শয়তান বলিবে وَمَاكَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ তোমাদের উপর আমার তো কোন ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি তো কোন প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করি নাই। اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ অবশ্য আমি তোমাদিগকে কেবল আহ্বানই করিয়াছি কোন দলীল প্রমাণ পেশ করি নাই। অথচ রাসূলগণ তাহাদের আনিত বিষয়ের দলীল-প্রমাণসমূহ তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছ আর সেই কারণেই তোমরা আজ এই আযাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ অতএব তোমরা আজ আমাকে তিরস্কার করিও না। وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের সত্তাকেই তিরস্কার কর। কারণ তোমরা দলীল-প্রমাণসমূহের বিরোধিতা করিয়া অপরাধ করিয়াছ আর বাতিলের প্রতি আমার কেবল আহ্বানের কারণে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়াছ। مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ আজ আমি তোমাদের কোনই উপকার করিতে পারিব না আর না তোমাদিগকে মুক্তিদান করিতে পারিব। وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ আর না তোমরা আমার কোন উপকার করিতে পারিবে আর না শাস্তি হইতে মুক্তিদান করিতে পারিবে। اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমি তোমাদের শিরকের কারণে অস্বীকার করি। হযরত ইবনে জরীর (র) ইহার তাফসীর করেন, আমি আল্লাহর শরীক হওয়াকে অস্বীকার করি। এই তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَيَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا عَنْ عِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ— সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে হইতে পারে? যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যাকে সাড়া দিবে না। আর তাহারা তো তাহার ডাক সম্পর্কেই অনবগত। যখন মানুষ একত্রিত করা হইবে তখন তাহারাই তাহাদের উপাসকদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের উপসনা অস্বীকার করিবে (আহক্বাফ-৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কখনো নহে অতিসত্বর তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে قَوْلُهُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ সত্য হইতে বিরত থাকিবার ও বাতিলের অনুসরণের ব্যাপারে যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। আয়াতের অগ্রপশ্চাৎ দ্বারা বুঝা যায় যে ইবলীস তাহার উক্ত ভাষণ দোযখে প্রবেশ করিবার পরে দান করিবে যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ইবনে আবূ হাতিম ও আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ (র) হইতে ইবনে জরীরের এক রেওয়াতে বর্ণিত। ইবনে আবূ হাতিম (র)....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে যখন একত্রিত করা হইবে অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বিচার করিবেন। তাহাদের বিচার শেষ হইলে মু'মিনগণ বলিবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিচার শেষ করিয়াছেন এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? অতঃপর তাহারা বলিবে তোমরা সকলে হযরত আদম (আ)-এর নিকট চল হযরত নূহ ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আ)-এর উল্লেখ করা হইবে। হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিলেই তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলিয়া দিতেছি। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট দন্ডায়মান হইবার অনুমতি দান করিবেন। অতঃপর আমার মজলিস হইতে সর্বোত্তম সুগন্ধি নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো শুঁখিয়া দেখে নাই। আমি আমার প্রতিপালনের নিকট আসিলে তিনি আমাকে সুপারিশ করিতে অনুমতি দান করিবেন। এবং আমার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত আমাকে নূর দান করিবেন। অতঃপর কাফিররা বলিবে মু'মিনগণও তাহাদের সুপারিশকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? সে লোকটি তো ইবলীস ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না, যে আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা ইবলীসের নিকট আসিয়া বলিবে মু'মিনগণ তো তাহাদের সুপারিশকারীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। উঠ তুমি আমাদের জন্য সুপারিশ কর। কারণ, তুমিই আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিলে। তখন সে দন্ডায়মান হইবে এবং তাহার মজলিস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো শুঁখে নাই। তখন

সে কাফিরদিগকে বলিবে وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّاقُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ ইবনে আবূ হাতিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুবারক (র)....উকবাহ (রা) হইতে হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) বলেন, দোযখবাসীরা যখন سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ বলিবে "আমরা অধৈর্য হই কিংবা ধৈর্যধারণ করি উভয়টাই আমাদের জন্য সমান। আমাদের মুক্তির কোন উপায় নাই" তখন ইবলীস বলিবে اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহিত সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা যখন ইবলীসের এইকথা শ্রবণ করিবে তখন তাহারা স্বীয় সত্তাকে অপছন্দ করিবে তখন তাহাদিগকে ঘোষণা করা হইবে لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হইতেছিল এবং তোমরা উহা অমান্য করিতেছিলে তখন আল্লাহ তা'আলা আরো বহুগুণ বেশী তোমাদিগকে অপছন্দ করিতেন যতটুকু না অপছন্দ তোমরা করিতেছ। আমির শা'বী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোকের সম্মুখে দুই ব্যক্তি ভাষণ দান করিবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তুমি কি মানুষকে এই কথা বলিয়াছিলে যে আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ব্যতীত দুইজন ইলাহ মানিয়া লও, ... আল্লাহ বলিবেন। আজকের দিন সত্যবাদীদের জন্য তাহাদের সত্যই উপকারী প্রমাণিত হইবে।

তিনি বলেন, সেই দিন ইবালীসও দন্ডায়মান হইয়া বলিবে مَاكَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ আমার তো আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আমি তো কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম অতঃপর তোমরা উহাতে সাড়া দিয়াছিলে।

আল্লাহ তা'আলা অসৎলোকদের অশুভ পরিণতি ও তাহাদের শাস্তির ও লাঞ্ছনার এবং ইবলীসের ভাষণের উল্লেখ করিয়া সৎলোকদের শুভ পরিণতির উল্লেখ করিয়া বরেন, وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করা হইবে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা যেমন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করিবে خَالِدِيْنَ فِيْهَا তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস

করিবে তাহারা স্থানান্তরিত হইবে না। بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ বেহেশতে তাহাদের অভিবাদন হইবে "সালাম" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ যখন তাহারা বেহেশতের নিকট পৌঁছাইবে 'বেহেশতের দ্বারসমূহ তখন উন্মুক্ত থাকিবে বেহেশতের খাযেন বলিবে আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আর ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে আর তাহারা বলিবেন তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا আর তথায় তাহারা সালাম ও সম্বর্ধনার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আর সেখানে তাহাদের দু'আ হইবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং স্বাগত সম্বর্ধনা হইবে সালাম এর মাধ্যমে।

(٢٤) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

(٢٥) تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۣاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃর ও যাহার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত।

২৫. যাহা প্রত্যেক মৌসুমে তাহার ফল দান করে তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

২৬. কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

তাফসীর ঃ হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, উহা হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত প্রদান করা। এবং كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ পবিত্র গাছের মত। এই পবিত্র গাছ

হইল মুমিন أَصْلُهَا ثَابِتٌ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মু'মিনের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দ্বারা মু'মিনের আমল আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়। হযরত যাহ্হাক (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর। ইকরিমাহ, মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যেন "পবিত্র বাণীর শাখা" দ্বারা মু'মিনের আমল তাহার পবিত্র কথা ও সৎকাজ উদ্দেশ্য। মু'মিন খেজুর গাছ সমতুল্য, সদাসর্বদা সকালে বিকালে তাহার নেক আমল আসমানে উঠান হয়। সুদ্দী (র) মুররাহ হইতে যিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ মু'মিন খেজুর গাছ সমতুল্য।

হযরত শু'বা (র) মু'আবিয়াহ ইবনে কুররাহ হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, পবিত্র গাছ দ্বারা খেজুর গাছ উদ্দেশ্য। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ শু'আইব ইবনে হারহাব হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি খেজুরের ছড়া আনা হইলে তিনি مَثَلًا كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা হইল খেজুর গাছ। অত্র সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও হযরত আনাস (রা) হইতে ইহা মওকূফরূপে বর্ণিত। হযরত মাসরূক, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সায়িদ ইবনে জুবাইর যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)....হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা বল সেই গাছটি কোন গাছ যাহার সহিত কোন মু'মিনকে উপমিত করা যায়? শীত ও গ্রীষ্মে যাহার পাতা ঝরিয়া পড়ে না এবং প্রত্যেক মৌসুমে ফলদান করে? হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন আমি মনে মনে ভাবিলাম উহা তো খেজুর ছাড়া অন্য কোন গাছ নহে। কিন্তু হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-কে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি কিছু বলা সমীচীন মনে করিলাম না। যখন তাহারা কেহ কিছু বলিলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল খেজুর গাছ যখন আমরা সকালে উঠিয়া পড়িলাম তখন আমি হযরত উমর (রা)-কে বলিলাম, আব্বা! আমি মনে মনে ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। তখন তিনি বলিলেন, তুমি বলিলে না কেন? আমি বলিলাম, আপনাদিগকে নীরব থাকিবে দেখিয়াই আমি কিছু কথা বলা ভাল মনে করি নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি এই জবাব দিলে ইহা হইত আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।

ইমাম আহমদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....আমি হযরত ইবনে উমর (রা) এর সহিত মদীনা পর্যন্ত সফর সাথী হইয়াছিলাম কিন্তু এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে তিনি একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় খেজুর গাছের আঠা আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন কোন কোন গাছ এমন আছে যাহার সহিত মুমিনকে উপমিত করা যায়। আমার ইচ্ছা হইল যে আমি এই বলিয়া ফেলি যে সে গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু সমবেত সকলের ছোট বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম) মালেক ও আব্দুল আমীন (র) আব্দুল্লাহ ইবন দীনার হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন কোন একটি গাছ এমন আছে যাহার পাতা ঝরেনা উহা হইল মু'মিনের মত। রাবী বলেন, অতঃপর সকরের চিন্তা জংগলের গাছপালা সমূহের প্রতি নিবদ্ধ হইল। কিন্তু আমি সাথে সাথে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু আমার বলিতে লজ্জা হইল। এমন সময় নবী করীম (সা) নিজেই বলিলেন যে গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি বলিল ইহা রাসূলুল্লাহ! ধনী লোকেরাই তো সমস্ত সওয়াব লুটপাট করিয়া লইয়া গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা বলতো যদি কেহ দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়া তাহার উপর আরোহণ করে তবে কি সে আসমান পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হইবে? আমি তোমাদিগকে কি এমন আমল বলিয়া দিব না যাহার মূল যমীনে এবং শাখা আসমানে বিস্তৃত। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল ইহা রাসূলাল্লাহ! সে গাছটি কি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক সালাতের পর দশবার করিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ ও দশবার করিয়া আল হামদুলিল্লাহ বলিবে। যমীনে উহার মূল মযবুত ও আসমানে উহার শাখা বিস্তৃত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা হইল বেহেশতের একটি গাছ। تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ কেহ কেহ ইহার তাফসীর করিয়াছে, সকালে সন্ধায় ফল দান করে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক ছয় মাস পরে, কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক সাত মাস পরে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রতি এক বছর পর ফল দান করে। কিন্তু মু'মিনের উপমা এমন গাছের সহিত হওয়া সমীচীন যে গাছে শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে সদা সর্বদা ফল পাওয়া যায়। মু'মিনের নেক আমল ও দিনে রাতে সকল সময়ে আসমানে চড়িতে থাকে। بِإِذْنِ رَبِّهَا অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে উক্ত গাছের ফল অনেক হয় সুন্দর হয় এবং পূর্ণ ও সুস্বাদু হয়। وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ আল্লাহ্ অত্র আয়াত কাফিরের কুফরকে যাহার কোন সঠিক ভিত্তি নাই গাছের সহিত উপমিত করিয়াছেন। শু'বা (র)....আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত গাছটি হইল হানজালা গাছ। হাফিয আবূ বকর বয্যার (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন তিনি مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ প্রসংগে বলেন অত্র আয়াতে পবিত্র গাছের দ্বারা খেজুর গাছ বুঝান হইয়াছে। আর مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ এবং মধ্যে অপবিত্র গাছ দ্বারা হানজালা গাছ বুঝান হইয়াছে। অতঃপর তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে মওকূফরূপেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম (র)....হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ পড়িয়া বলেন ইহা হইল হানজালা গাছ। রাবী বলেন, অতঃপর ইহা সম্পর্কে আমি আবুল আলী য়াহ্হাক বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। ইবনে জবীর (র) হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইয়া'লা (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন গাসসান (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খেজুরের ছড়া আনা হইলে তখন তিনি مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِى اُكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا পাঠ করিয়া বলিলেন এই গাছটি হইল খেজুর গাছ। আর مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ পাঠ করিয়া বলিলেন অত্র আয়াতে উল্লেখিত গাছটি হইল হানজালা গাছ। রাবী শু'আইব (র) বলেন অতঃপর হাদীসটি সম্পর্কে আমি আবুল আলীয়াহকে সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। قَوْلُهُ اِجْتُثَّتْ অর্থাৎ যাহা উৎপাটিত করা হইয়াছে مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ যমীনে উহার কোন স্থায়িত্ব নাই। অনুরূপভাবে কুফরের কোন মযবুত বুনিয়াদ ও স্থায়িত্ব নাই. এবং উহার কোন শাখা প্রশাখাও নাই। আর না কাফিরের কোন আমল আসমানে উঠান হয় আর না উহা আল্লাহর দরবারে গৃহিত হয়।

(٢٧) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ ۝

২৭. যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল অলীদ.... বারা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর অর্থ ইহাই। ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ মু'আবীয়াহ (র)....বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানায়ার সালাত পড়িবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। অতঃপর আমরা কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইলাম তখন পর্যন্ত তাহাকে করবে দাফন করা হয় নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) বসিয়া পড়িলেন আমরা তাঁহার চতুর্দিকে নীরবে বসিয়া রহিলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (র) এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল যাহার সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, তোমরা কবরের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এই কথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন মানুষ যখন তাহার জীবনের শেষ প্রান্তে ও আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে উপনিত হয় তখন আসমান হইতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইবে যেন তাহাদের মুখমন্ডল সূর্যের ন্যায় দিপ্ত। তাহাদের সঙ্গে বেহেশতের কাফন ও বেহেশ্তের সুগন্ধি থাকে। তাহার নিকট তাহারা ততদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া বসিয়া থাকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। অতঃপর তাহার নিকট হযরত আযরাঈল ফিরিশ্তা আগমন করেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলেন, হে পবিত্র আত্মা আল্লাহর ক্ষমা ও তাহার সন্তুষ্টির প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শরীর হইতে তাহার আত্মা ঠিক তদ্রূপ সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন পানির মশক হইতে পানির কাত্রা বাহির হইয়া আসে। হযরত আযরাঈল যখন তাহার রূহ কবয করেন তখন পার্শ্ববর্তী ফিরিশ্তাগণ সাথে সাথেই তাহার হাত হইতে উহা লইয়া যায় এবং এক মুহূর্তও তাহার হাতে রাখে না। অতঃপর তাহারা উক্ত কাফন ও সুগন্ধি রাখিয়া দেয় এবং উহা হইতে পৃথিবীর সর্বোত্তম মিশকের সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকে। অতঃপর তাহারা উহাকে লইয়া আসমানে আরোহণ করে এবং উর্ধ্ব গগনে ফিরিশ্তাদের যে কোন দলের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তাহারা উৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করে ইহা কাহার পবিত্র রূহ। তাহারা সর্বোত্তম নাম লইয়া বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। এইরূপে তাহারা উক্ত রূহ লইয়া প্রথম আসমানে পৌঁছাইয়া আসমানের দ্বার খুলিতে বলিলে আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর উক্ত আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে লইয়া পরবর্তী আসমান পর্যন্ত গিয়া বিদায় সম্বর্ধনা জানায়— এইভাবে প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে স্বাগত জানায় ও বিদায় সম্বর্ধনা জানায় অবশেষে সপ্তম আসমানে পৌঁছাইলে আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখিয়া রাখ। এবং তাহাকে যমীনে ফিরাইয়া দাও। কারণ আমি উহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতএব যমীনে উহাকে ফিরাইয়া দিব এবং যমীন হইতেই উহাকে পুনরায় উঠাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর পুনরায় তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করিবে অতঃপর তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসিবে এবং তাহাকে বসাইবে অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপালক কে? সে বলিবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? সে বলিবে আমার ধর্ম ইসলাম। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের মাঝে যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখন সে বলিবে তিনি হইতেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তুমি উহা কিরূপে জানিতে পারিয়াছ? তখন সে বলিবে আমি আল্লাহ প্রেরিত কিতাব পাঠ করিয়াছি আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

অতঃপর একজন ঘোষক আসমান হইতে ঘোষণা করিবে "আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে অতএব বেহেশত হইতে উহার জন্য বিছানা বিছাও এবং বেহেশতের দিকে তাহার জন্য একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর বেহেশত হইতে তাহার নিকট বায়ু ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে এবং যতদূরে তাহার দৃষ্টি পৌঁছাইবে ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করা হইবে। তখন তাহার নিকট এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটিবে যাহার মুখমন্ডল সুন্দর তাহার পোশাক উত্তম এবং তাহার সুগন্ধিও উত্তম। লোকটি তাহাকে বলিবে তুমি সন্তুষ্ট হও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে? আপনার চেহারা দ্বারা কল্যাণই কল্যাণ অনুভব করা যাইতেছে। লোকটি বলিবে আমি তোমার সৎ কৃতকর্ম। তখন সে অস্থির হইয়া বলিবে হে আমার প্রতিপালক আপনি কিয়ামত কায়েম করুন। আপনি কিয়ামত কায়েম করুন! আমি আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে এবং আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে পদার্পণ করিবে তখন তাহার নিকট আসমান হইতে বিভীষিকাপূর্ণ কালো চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা সেই স্থান ঘিরিয়া অবস্থান করিবে তাহাদের হাতে একটি নেকড়া থাকিবে। অতঃপর মালাকুল মওতের

আগমন ঘটিবে এবং তাহার মাথার নিকট বসিবে। এবং বলিবে হে খবীস আত্মা আল্লাহর ক্রোধ ও গোস্সার প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহার আত্মা শরীরে ছড়াইয়া পড়িবে অতঃপর জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইবে যেমন চামড়া জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা হয়। শরীর হইতে বাহির করিবার পর আর এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হাতে থাকিবে না বরং সে নেকড়ায় পেচান হইবে। ইহা হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইবে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ আর কিছু হইতে পারে না। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ উহা লইয়া ঊর্ধ্বগগনে আরোহণ করিবে এবং যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহারা উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এই খবীস আত্মা কাহার? তখন তাহার সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম উল্লেখ করিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এইভাবে তাহারা প্রথম আসমানের নিকট পৌঁছাইয়া যাইবে। অতঃপর যখন তাহারা আসমানের দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করিবে তখন উহা খোলা হইবে না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তেলওয়াত করিলেন,

لَا يُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

"তাহাদের জন্য আসমানের দ্বারসমূহ খোলা হইবে না আর তাহারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না উট সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্লাহ বলিবেন তাহার আমলনামা যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে ছিজ্জীন নামক স্থানে লিখিয়া রাখ। অতঃপর তাহার আত্মা সজোরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়া হইবে। রাসূলুল্লহ (সা) তখন এই আয়াত পড়িলেন وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করে সে যেন আসমান হইতে পড়িয়া গেল অতঃপর কোন পাখী তাহাকে ছো মারিয়া ধরিল কিংবা ঝঞ্ঝা বায়ু তাহাকে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করিল"। অতঃপর তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করে। তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাকে প্রশ্ন করে তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলিবে, হায়! হায়। আমি তো জানিনা। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? তখনও সে বলিবে, হায় হায়! আমি তো জানি না। পুনরায় তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের নিকট যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখনও সে বলিবে হায়! হায়!! আমি তো জানিনা। তখন আসমান হইতে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে আমার এই বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে।

অতএব তাহার জন্য দোযখের বিছানা বিছাইয়া দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর তাহার নিকট দোযখের অগ্নি-বায়ু ও তাহার উত্তাপ

আসিতে থাকিবে। তাহার কবর সংকীর্ণ হইবে এবং পাঁজড়ের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। তাহার নিকট কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট কুৎসিত পোশাক বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে এই অকল্যাণকর বস্তু দ্বারা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা হইল সেই দিন যেই দিনের তোমার নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল। অতঃপর লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তোমার মুখমন্ডলতো অকল্যাণ বহন করিতেছে। তখন সে বলিবে আমি তোমার খারাপ ও অসৎ আমল। তখন লোকটি বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না। ইমাম আবূ দাউদ (র) আ'মাশ (র) হইতে এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) মিনহাল ইবনে অমর হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুর রায্যাক (রা)....বাব ইবনে আযিব হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত জানাযার সালাত পড়িতে বাহির হইলাম, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যখন মু'মিনের রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হয় তখন আসমান ও যমীনের মাঝে অবস্থিত সমস্ত ফিরিশ্তা এবং আসমানের সমস্ত ফিরিশ্তা তাহার জন্য রহমতের দু'আ করিতে থাকে। আর তাহার প্রবেশের জন্য আসমানের সমস্ত দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্বারে অবস্থানরত ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিতে থাকে যে মুমিনের রূহ লইয়া যেন তাহাদের দ্বার দিয়ে আসমানে প্রবেশ করা হয়। হাদীসটি শেষভাগে বর্ণিত অতঃপর তাহার উপর একজন অন্ধ বধির ও বোবা ব্যক্তিকে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। আর তাহার হাতে এমন একটি হাতুড়ী থাকিবে যে তাহা দ্বারা যদি কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয় তবে উহাও মাটিতে পরিণত হইবে। অতঃপর তাহাকে আঘাত করা হইলে সে মাটিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহাকে আবার এক আঘাত মারা হইবে, যাহার কারণে সে এমন চিৎকার করিবে যে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকলেই তাহার চিৎকার শুনিতে পাইবে। হযরত বারা (রা) বলেন অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আগুনের একটি বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইবে।

সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত বারা (রা) হইতে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন উক্ত আয়াতে কবর আযাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাসউদ (রা)....হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘটে তখন তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? তখন সে

বলিবে আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম ও আমার নবী মুহাম্মদ (সা) ইহা বলিয়া হযরত আব্দুল্লাহ এই আয়াত পাঠ করিলেন يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ। ইমাম আব্দ ইবনে হুমাইদ (রা) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন? কোন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাহার সাথী সংগী যখন ফিরিয়া আসে সে কিন্তু তাহাদের জুতার শব্দ শুনিতে পায় তখন দুইজন ফিরিশ্‌তা তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বসাইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জবাব দান করিবে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তখন তাহাকে বলা হইবে তুমি দোযখে তোমার ঠিকানাটি একটু দেখিয়া লও. ইহার পরিবর্তে আল্লাহ বেহেশতে তোমার জন্য ঠিকানা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "অতঃপর সে তাহার উভয় ঠিকানা দেখিবে। রাবী হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহার কবর সত্তুর হাত প্রশস্ত করা হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা মনোরম ও সবুজ থাকিবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি আব্দ ইবনে হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসায়ী ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ মুআদ্দাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াহয়া ইবনে সায়ীদ (র)....হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতে শুনিয়াছি এই উম্মতকে কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হইবে যখন কোন মু'মিনকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাহার সাথীরা চলিয়া আসে তখন একজন কঠিন ফিরিশ্‌তা আগমন করিবে। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? মু'মিন ব্যক্তি তো উত্তর করে তিনি আল্লাহ রাসূল ও তাঁহার বান্দা। অতঃপর উক্ত ফিরিশ্‌তা তাহাকে বলে দোযখে তোমার ঠিকানাটি তুমি দেখিয়া লও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। এবং উহার পরিবর্তে বেহেশতে তোমাকে স্থান দান করিয়াছেন। অতঃপর সে উভয় স্থান দেখিয়া লইবে। তখন মু'মিন বলিবে আমাকে ছাড়িয়া দিন এই মহা আনন্দের সংবাদটি আমার পরিবর্গকে দান করি। তাহাকে বলা হইবে তুমি এখন এখানেই অবস্থান কর। আর মুনাফিক ব্যক্তি যখন তাহার সাথীরা তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইবে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? সে বলে আমি কিছুই জানি না মানুষ যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হয় তুমি জান আর নাই জান ইহা তোমার ঠিকানা। বেহেশতে তোমার যে স্থান ছিল আল্লাহ তাহার

পরিবর্তে দোযখের এই ঠিকানা তোমার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, দুনিয়ার যে যেই অবস্থায় ছিল প্রত্যেককেই তাহার যেই অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে মুমিন ঈমানের সহিত এবং মুনাফিককে নিফাকের সহিত। হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক বিশুদ্ধ। অবশ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র)....হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,"হে লোক সকল! কবরে এই উম্মতের বড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন কোন মানুষকে দাফন করা হয় আর সাথীরা তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে তখন একজন ফিরিশ্তা লোহার হাতুড়ী লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহাকে বসাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে; যদি সে মু'মিন হয় তবে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ফিরিশ্তা বলিবে তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া দিবে এবং তাহাকে বলিবে যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের সহিত কুফর করিতে তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা। কিন্তু তুমি যখন ঈমান আনিয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা এই কথা বলিয়া বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিবে। বেহেশতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সে উঠিয়া বেহেশতে যাইতে চাহিবে কিন্তু তাহাকে বলিবে এখন তুমি এখানেই অবস্থান কর। তখন তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি সে কাফির কিংবা মুনাফিক হয় তবে তাহাকেও প্রশ্ন করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? তখন সে বলিবে, আমি কিছু জানি না, মানুষকে বলিতে শুনিতাম সুতরাং আমিও তাহাদের সহিত বলিতাম তখন উক্ত ফিরিশ্তা তাহাকে বলিবে তুমি কিছুই জান না তেলাওয়াতও কর নাই আর হেদায়াতও লাভ কর নাই। অতঃপর বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিবে, যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা কিন্তু তুমি যখন আল্লাহর সহিত কুফর করিয়াছ সুতরাং তিনি তোমার স্থান পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন ইহা বলিয়া দোযখের দিকে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দিবে এবং হাতুড়ী দিয়ে এমন জোরে আঘাত করিবে যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহার চিৎকার শ্রবণ করিবে। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ যাহার নিকট কোন

ফিরিশ্‌তা হাতুড়ী লইয়া দন্ডায়মান হইবে তাহার অন্তর তো বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ। উক্ত হাদীসের সূত্রটিও বিশুদ্ধ। সূত্রের রাবী আব্বাদ ইবনে রাশেদ তামীম হইতে ইমাম বুখারীও রেওয়ায়েত করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ তাহাকে দুর্বল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন কোন লোক মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হয়। অতঃপর যদি সে সৎ লোক হয় তবে তাহার রূহকে বলেন, "হে পবিত্র রূহ তুমি বাহির হইয়া আস। তুমি একটি পবিত্র শরীরে ছিলে। তুমি প্রশংসিত হইয়া বাহির হইয়া আস। তুমি আনন্দময় জীবন ও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর যিনি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত নহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, উক্ত রূহকে এই রূপভাবে বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হয় আসমানের নিকটবর্তী হইলে আসমানের দ্বার খুলিয়ার জন্য বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়। রূহটি কাহার? বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ বলেন অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, পবিত্র রূহকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। উহা একটি পবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। প্রশংসিত হইয়া প্রবেশ কর এবং আনন্দময় জীবনের আল্লাহর রিযিকের ও এমন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ গ্রহণ কর যিনি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত নহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে এইরূপই কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি সেই আসমানে পৌছাইবে যেখানে আল্লাহ অবস্থান করেন। আর লোকটি যদি অসৎ হয় তবে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে বলিবেন, 'হে খবীস আত্মা! তুমি যাহা একটি অপবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন তুমি নিন্দিত হইয়া আস। উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্তের এবং আরো এই প্রকার অনেক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহাকে এইরূপ কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হইবে। আসমানের নিকটবর্তী হইলে তথায় অবস্থানকারী ফিরিশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন এই ব্যক্তিকে? বলা হইবে "অমুক" তখন তাহারা বলিবেন অপবিত্র খবীস আত্মাকে যাহা অপবিত্র শরীরের মধ্যে ছিল আমরা স্বাগত জানাইতে পারি না। তুমি নিন্দিত লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া যাও। আসমানের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না।

অতঃপর তাহাকে আসমান হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাকে কবরে আনা হইবে। সৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে অতঃপর তাহাকে তদ্রূপ প্রশ্ন করা হইবে, যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অসৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে। অতঃপর তাহাকে তদ্রূপ প্রশ্ন করা হইবে যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজা (র) আবু যি'ব (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যখন কোন মুমিন বান্দার রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হয় তখন দুইজন ফিরিশ্তা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে লইয়া উপরে আরোহণ করেন। হাদীসের একজন রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত রূহে মুগন্ধিযুক্ত হওয়ার উল্লেখ করেন এবং মুশরিকের কথাও উল্লেখ করেন। রাবী বলেন আসমানে অবস্থানকারী উক্ত রূহকে দেখিয়া বলিবে যমীন হইতে পবিত্র রূহ আগমন করিয়াছে। তোমার প্রতি এবং যেই শরীরে তুমি অবস্থান করিয়াছিলে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত করুন। অতঃপর তাহাকে আল্লাহর নিটক লইয়া যাওয়া হইবে। অতঃপর নির্দেশ হইবে, তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। উক্ত হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যখন কোন কাফিরের রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হইবে হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তাহার দুর্গন্ধময় ও তাহার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ারও উল্লেখ করেন। তাহার সম্পর্কে আসমানবাসী ফিরিশ্তাগণ বলিবে "অপবিত্র রূহ যাহা যমীন হইতে আসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে নির্দেশ হইবে তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই কথা উল্লেখ করিবার সময় জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার চাদর নাকের উপরে টানিয়া দিলেন।

ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উমর ইবনে মুহাম্মদ হামদানী.... (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন, মু'মিনের রূহ যখন কবজ করা হয় তখন একটি সাদা রেশমের কাপড়সহ রহমতের ফিরিশ্তা আগমন করেন। তখন তাহারা বলেন, তুমি আল্লাহর রিযিকের প্রতি বাহির হইয়া আস। তখন উক্ত রূহ অত্যধিক সুগন্ধি মিসকের সুগন্ধি ছড়াইয়া বাহির হয়। ফিরিশ্তাগণ উহা শুঁকিতে শুঁকিতে একজন অপরজনের হাতে অর্পণ করে। এইরূপে তাহারা আসমানের দরজার নিকট উপস্থিত হইবেন। আসমানের ফিরিশ্তাগণ বলেন যমীন হইতে এই কি চমৎকার সুগন্ধি আসিয়াছে এবং প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্তা এইরূপ বলিতে থাকেন। অবশেষে মু'মিনদের রূহসমূহের নিকট যখন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা বিদেশ হইতে আগত অপনজনের সাক্ষাতে যেমন

পরস্পরে আনন্দিত হয় অনুরূপ আনন্দিত হইবে। তাহাদের কিছু লোক দুনিয়ার বিশেষ বিশেষ লোকের অবস্থা জানিতে চাইলে অন্যান্যরা বলিবে, তাহাকে বিশ্রাম করিতে দাও। কিন্তু উক্ত রূহ জওয়াবে বলিবে সেতো মারা গিয়াছে, সে তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তখন তাহারা বলিবে, তাহা হইলে সে হাবীয়াহ্ দোযখের অধিবাসী হইয়াছে। আর কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণ একটি নেকড়া লইয়া আসে এবং তাহারা বলিবে, "তোমরা আল্লাহর গজবের প্রতি বাহির হইয়া আস। অতঃপর সর্বাধিক দুর্গন্ধময় মৃতের দুর্গন্ধসহ বাহির হইবে অতঃপর তাহাকে যমীনের দরজায় লইয়া যাওয়া হইবে।

হাম্মাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। অমুকের অবস্থা কি? অমুকের অবস্থা কি? অমুক মেয়ের অবস্থা কি? উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন; যখন কাফিরের রূহ কবজ করা হয় এবং তাহাকে লইয়া যমীনের দ্বারে পৌঁছা হয় যমীনের দারোগা বলে এত ভীষণ দুর্গন্ধ তো আর কখনো শুঁকিতে হয় নাই। অতঃপর তাহাকে যমীনের সর্বাধিক নিম্নস্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত কাতাদাহ (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মু'মিনের রূহসমূহ 'জাবিয়াইন' নামক স্থানে এবং কাফিরের রূহ হাযরা মওতের 'বরহুত' নামক স্থানে একত্রিত করা হয়। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়।

হাফিয আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে খলফ (র).... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন তাহার নিকট কাল ও ভয়ার্তচক্ষু বিশিষ্ট দুইজন ফিরিশ্তা আগমন করেন একজনকে নকীর ও অপরকে মুনকার বলা হয়। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? অতঃপর সে যাহা কিছু বলিত তাহাই বলে অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তখন তাহারা বলে আমরাও এই কথা জানিতাম যে, তুমি ইহাই বলিবে। অতঃপর তাহার কবর সত্তুর হাত দীর্ঘ ও সত্তুর হাত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এবং উহা আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে তখন সে বলে আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে এবং তাহাদিগকে খবর দিতে চাই। তখন ফিরিশ্তাদ্বয় তাহাকে বলে এখন তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানেই নব

দুলালের নিদ্রা গ্রহণ কর যাহাকে কেবল তাহার সর্বাধিক প্রিয়জন জাগ্রত করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলে আমি মানুষকে যাহা বলিতে শুনতাম আমিও তাহাই বলিতাম। আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তাহারা বলে তুমি যে এইকথা বলিবে তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম। অতঃপর মাটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাহাকে চাপিয়া ধর অতঃপর মাটি তাহাকে এমনভাবেই চাপিয়া ধরে যে, তাহার পাঁজরের হাতগুলির একটি অপরটি মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান গরীব। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ। পাঠ করিয়া বলেন, যখন মু'মিনকে কবরে প্রশ্ন করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী কে? তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম ও আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, অতঃপর আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আসিয়াছি ও তাহার কথা পালন করিয়াছি। তখন তাহাকে বলা হয় তুমি সত্য বলিয়াছ। এই সত্যের উপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ ইহার উপর তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও হাসান ইবনে মুহাম্মদ.....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ মৃত ব্যক্তি তোমাদের পাদুকার শব্দও শুনিতে পায় যখন তোমরা তাহাকে দাফন করিয়া ফিরিয়া আস। যদি সে মুমিন হয় তবে তাহার সালাত তাহার মাথার নিকট উপস্থিত হয় তাহার যাকাত তাহার দান দিকে সাওম তাহার বাম দিকে এবং তাহার অন্যান্য নেক আমল যেমন সদকা আত্মীয়তার বন্ধন এবং মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার তাহার উভয় পায়ের নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহার মাথার নিকট যখন কোন ফিরিশ্‌তা আসে তখন তাহার সালাত বলে, "এই দিকে কোন প্রবেশ পথ নাই" যখন ডান দিকে আসে তখন তাহার যাকাত বলে, "এইদিকে কোন প্রবেশ পথ নাই" বাম দিক হইতে আসিলে সাওম বলে, "এইদিকেও কোন প্রবেশ পথ নাই।' দুই পায়ের নিকট দিকে আসিলে তাহার অন্যান্য সৎকাজ বলে "এই দিক দিয়াও কোন প্রবেশ পথ নাই।" অতঃপর তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। তখন মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হইতেছে। এমন সময় তাহাকে বলা হয় আমরা তোমার নিকট যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি

উহার উত্তর দাও। তখন সে বলে আগে আমাকে সালাত পড়িতে দাও। তখন তাহাকে বলা হইবে তুমি সালাত পড়িতে পারিবে, আগে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন সে বলে তোমরা আমার নিকট কি প্রশ্ন করিবে? তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, এই যে ব্যক্তি তোমাদের মাঝে ছিলেন, তাহার সম্পর্কে তোমরা কি বলিতে, এবং তাঁহার সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দান করিতে? তখন সে জিজ্ঞাসা করে, "হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তখন বলা হয় হাঁ, অতঃপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল যিনি আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া আগমন করিয়াছেন অতএব আমরা উহা সত্য বলিয়া মানিয়াছি। তখন তাহাকে বলা হয়, এই বিশ্বাসের উপর পরিচালিত হইয়াই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ উহার উপরই তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ। এবং আল্লাহ চাহেন ইহার উপরই তোমাকে আবার জীবত করা হইবে। অতঃপর তাহার কবরকে সত্তুর হাত প্রশস্ত করা হয়। উহাকে আলোকিত করা হয় এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য উহার মধ্যে যে নিয়ামতরাজী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন উহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। উহা দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। অতঃপর পবিত্র রূহসমূহের মধ্যে তাহার রূহকে রাখিয়া দেওয়া হয়। সবুজ রংগের পাখির ন্যায় সে বেহেশতের গাছে ঝুলিতে থাকিবে এবং তাহার শরীরকে মাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় যে মাটি দ্বারা তাহাকে প্রথম সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

ইহার মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে হাব্বান (র) মু'তামির ইবনে হাব্বান এর সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ওমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাফিরের জওয়াব ও তাহার শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বায্যার (র) বলেন, সায়ীদ ইবনে বাহর করাতীসী (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হইলে সে তাহার সুখ শান্তির সামগ্রি দেখিয়া তাহার শরীর হইতে আত্মা বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষা করে আর আল্লাহ তা'আলাও তাহার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। মু'মিনের রূহ আসমানে লইয়া যাওয়া হইলে অন্যান্য মু'মিনের রূহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং দুনিয়ায় তাহাদের পরিচিত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যখন সে বলে যে আমি অমুককে দুনিয়ায় দেখিয়া আসিয়াছি তখন উহা তাহাদের ভাল লাগে। আর যদি সে এই কথা বলে যে সে তো মারা গিয়াছে তখন তাহারা আফসোস করিয়া বলে, "আমাদের নিকট তো তাহাকে আনা হয় নাই।" মু'মিনকে তাহার কবরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে,

আমার প্রতিপালক, আল্লাহ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার নবী কে? সে বলে হযরত মুহাম্মদ (সা) আমার নবী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর তাহার কবরে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহাকে বলা হয় তুমি তোমার স্থান দেখিয়া লও। আর যদি সে আল্লাহর শত্রু হয় তবে মৃত্যুকালে আযাব ও শাস্তি দেখিয়া তাহার আত্মা বাহির হইতে চাহিবে না। আল্লাহ তা'আলাও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। অতঃপর যখন তাহাকে কবরে বসাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমি জানি না। তাহাকে বলা হয়, তুমি জান না। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এমন জোরে তাহাকে আঘাত করা হয় যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহা শুনিতে পারে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় তুমি সাঁপে দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ঘুমাইয়া থাক। রাবী বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, اَلْمَنْهُوْشُ। অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যাহাকে সাঁপ কিংবা অন্য কোন প্রাণী দংশন করে। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়। রাবী বলেন, আলীদ ইবনে মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন হুসাইন ইবনে মুসান্না (র)...: আসমা বিনতে সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, "যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয় তখন তাহার সালাত সাওম তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। এবং সালাত সাওম ফিরিশ্তাকে ফিরাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বসিতে বলা হইলে সে বসিয়া পড়ে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা) সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পকে? ফিরিশ্তা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা)। তখন সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল। ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করে তুমি কি ভাবে জানিতে পারিয়াছ। তুমি কি তাঁহার যামানা পাইয়াছিলে? তখনও সে বলিবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফিরিশ্তা বলে এই বিশ্বাসের ওপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ" এবং ইহার উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করিয়াছ। আর ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। যদি সে কাফির কিংবা ফাজের হয় তখন সরাসরি ফিরিশ্তা তাহার নিকট আসিবে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। অতঃপর উক্ত ফিরিশ্তা তাহাকে বসাইয়া দিবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে? মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে? সে বলে আল্লাহর কসম আমি কিছুই জানিনা। মানুষ যাহা কিছু বলিত আমিও তাহাই

বলিতাম। তখন ফিরিশ্‌তা বলে, তুমি এই বিশ্বাসের উপরই জীবন যাপন করিয়াছ, এই বিশ্বাসের উপরই তোমার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই বিশ্বাসের উপর তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহার নিকট এমন এক প্রাণী প্রেরণ করা হয়, যাহার হাতে একটি লাঠি থাকিবে এবং উহা দ্বারা সে তাহাকে স্বজোরে আঘাত করিবে। উক্ত ফিরিশ্‌তা বধির হইবে এই কারণে তাহার কোন শব্দ শুনিতে পরিবে না আর তাহার প্রতি কোন প্রকার দয়াও করিবে না। আওফী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন কোন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্‌তাগণ আগমন করিয়া তাহাকে সালাম করে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করে। যখন তাহার মৃত্যু ঘটে তখন তাহারা তাহার জানাযার সহিত চলিতে থাকে এবং পরে অন্যান্য লোকের সহিত তাহার জানাযায় সালাতে শরীক হয়। তাহাকে দাফন করা হইলে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার রাসূল কে? সে বলে মুহাম্মদ (সা) আমার রাসূল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সাক্ষ্য দান কর? সে বলে, আমি সাক্ষ্য দান করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দান করি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রাসূল। অতঃপর যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা জন্য কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর কাফিরের মৃত্যু সমাগত হইলে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে মারিতে শুরু করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ অর্থাৎ কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করিতে থাকেন। অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয় তখন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে ইহার কোন উত্তর করিবে না। এবং আল্লাহর নামই সে ভুলিয়া যায় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল? তখনও সে কোন উত্তর করিবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ আর অনুরূপভাবে আল্লাহ যালেমদিগকে গুমরাহ করিয়া দেন। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম আযদী (র)....আবূ কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মু'মিনের মৃত্যুর পর তাহাকে দাফন করা হইলে কবরে তাহাকে বসাইয়া দিয়া

জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, "আল্লাহ" তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নবী কে? সে বলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" এই কথা তাহাকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, "যদি তুমি ভ্রান্ত হইতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান হইত ইহার প্রতি তুমি তাকাইয়া দেখ। অতঃপর তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং তাহাকে বলা হয় যেহেতু তুমি সরল সঠিক পথে পরিচালিত হইয়াছ, অতএব ইহা তোমার বাসস্থান তুমি ইহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। আর যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে তখন তাহাকে কবরে বসাইয়া প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী কে? সে বলে আমি তো কিছুই জানি না। আমি মানুষকে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, তুমি কিছু জানিতে না। তখন বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, তুমি যদি সঠিক পথে চলিতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান হইত। তুমি ইহার দিকে একটু তাকাইয়া দেয়। অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর তাহাকে বলা হয় যেহেতু তুমি পথভ্রষ্ট হইয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা। অতএব ইহার প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ এর মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুর রায্যাক (র) মামার (র) হইতে তিনি ইবনে তাউস (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পার্থিব জীবনে মু'মিনকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই আকীদার উপর কায়েম রাখেন। আর فِى الْاٰخِرَةِ। অর্থাৎ কবরে প্রশ্নকালেও তাহাকে এই আকীদা হইতে বিচ্যুত করেন না। কাতাদাহ (র) বলেন, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা নেক ও সৎকাজের উপর তাহাকে কায়েম রাখেন এবং মৃত্যুর পর কবরে ও। পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। আর আব্দুল্লাহ হাকীম তিরমিযী তাহার "নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমার পিতা....আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন মদীনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি গতরাত্রে একটি আশ্চার্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, আমি দেখি কি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির নিকট তাহার রূহ কবজের জন্য মালাকুল মওত আসিয়াছে, তখন তাহার পিতা-মাতার প্রতি তাহার সদাচারণ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মালাকুল মওতকে ফিরাইয়া দিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে

পাইলাম যে কবরের আযাব তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার অজু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল। আর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে শয়তান তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু আল্লাহর যিকির আসিয়া তাহাকে মুক্তি দান করিল। আমার উম্মতের আর ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম আযাবের ফিরিশ্‌তা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার সালাত আসিয়া তাহাকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে পিপাসায় তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছে যখনই সে হাউজের নিকট যায়, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহার সাওম আসিয়া তাহাকে তাহার পানি পান করাইল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে নবীগণ চক্র করিয়া বসিয়া আছেন এবং এই লোকটি যে চক্রের নিকট বসিতে চায় তাহারা তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয় তখন তাহার জনাবতের গোসল আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পার্শে বসাইয়া দিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার সম্মুখে অন্ধকার তাহার পিছনে অন্ধকার, তাহার ডান দিকে অন্ধকার, তাহার বাম দিকে অন্ধকার, তাহার উপরে অন্ধকার তাহার নীচে অন্ধার, এবং সে অস্থির। এমন সময় তাহার হজ্জ ও উমরাহ আসিয়া তাহাকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া তাহাকে নূর ও আলোর মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিলাম যে সে মু'মিনদের সহিত কথা বলিতেছে অথচ তাহারা তাহার সহিত কথা বলিতেছে না এমন সময়ে তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক আসিয়া তাহাদিগকে বলিল হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা ইহার সহিত কথা বল অতঃপর তাহারা কথা বলিল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম তাহার মুখমন্ডল তাহার হাত দ্বারা আগুনের ফুলকী হইতে বাচাইতেছে এমন সময় তাহার দান-খয়রাত আসিয়া তাহার সম্মুখে আবরণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মাথার উপরে ছায়া হইল। আমার উম্মতকে এমনও দেখিলাম যে তাহার চতুর্দিক হইতে আযাবের ফিরিশ্‌তা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ আসিয়া তাহাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া রহমতের ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার এক উম্মতকে এমনও দেখিলাম যে, তাহার উভয় হাঁটুদ্বয়ের মাঝে মাথা উপুড় করিয়া বসিয়া আছে এবং আল্লাহও তাহার মাঝে এক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এমন সময় তাহার সদ্ব্যবহার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আল্লাহর নিকট পৌছায়া দিল। আর এক ব্যক্তিকে এমনও দেখিতে পাইলাম যে তাহার বাম দিক হইতে তাহার আমল নামা আসিতেছে এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার ভয় আসিয়া তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে

উঠাইয়া দিল। এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার আমলের ওজন হালকা হইয়া গিয়াছে অতঃপর তাহার শিশু সন্তানরা আসিয়া তাহার আমলনামা ভারী করিয়া দিল। আমার এক উম্মতকে দেখিলাম যে জাহান্নামের পাড়ে দাঁড়াইয়া আছে অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তাহার কম্পন তাহাকে উদ্ধার করিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য উপুড় করা হইয়াছে। এমন সময় আল্লাহর ভয়ে তাহার অশ্রু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিল। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম সে পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার সুধারণা আসিলে তাহার কম্পন থামিয়া গেল এবং পুলসিরাত পার হইয়া গেল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে সে পুলসিরাতের উপর একবার হামাগুড়ি খাইতেছে আবার কিছু সময় হুছট খাইয়া চলিতেছে এমন সময় আমার উপর তাহার দরূদ শরীফ পাঠ আসিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দিল এবং পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম যে বেহেশতের দরজার নিকটবর্তী হইয়াছে অতঃপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এমন সময় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত" আসিল এবং দরজা খুলিয়া গেল। এবং তাহাকে বেহেশতে দালিখ করিয়া দিল। ইমাম কুরতুবী হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা একটি বিরাট হাদীস ইহার মধ্যে বিশেষ আমলসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাকে মানুষ বিশেষ বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। তিনি তাহার "আত্তায়কিরাহ" নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী এই সম্পর্কে আরো একটি আশ্চার্যজনক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে ইবরাহীম বক্‌রী (র)....তামীমদারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার বন্ধুর নিকট যাও এবং তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আস। তাঁহাকে আমি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় পরীক্ষা করিয়াছি এবং সর্বাবস্থায়ই তাহাকে আমি সেই অবস্থায়ই পাইয়াছি যাহা আমি পছন্দ করি। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস, আমি তাহাকে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি দান কবির। অতঃপর মালাকুল মওত তাহার নিকট যায় তাহার সহিত আরো পাঁচশত ফিরিশ্‌তা থাকে যাহারা বেহেশতের সুগন্ধি ও কাফনের কাপড় সাথে লইয়া যায়। তাহাদের কাছে ফুলের গুচ্ছ থাকে উহার মাথায় বিশ প্রকার রংগের ফুল থাকে এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধি থাকে। তাহাদের নিকট সাদা রেশমের কাপড় থাকে যাহা মিসক এর সুগন্ধি মিশ্রিত থাকে। অতঃপর মালাকুল মওত আসিয়া উক্ত ব্যক্তির শিয়রে বসেন এবং অন্যান্য ফিরিশ্‌তা তাহাকে ঘিরিয়া বসেন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার একএকটি

অংগের উপর হাত রাখেন এবং রেশমের কাপড় তাহার মুখের নীচে রাখেন। তাহার জন্য বেহেশতের একটি দরজা উন্মুক্ত করা হয় অতঃপর ছোট শিশু কাঁদিলে যেমন তাহাকে বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সান্ত্বনা দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহাকে বেহেশতের স্ত্রীলোক দ্বারা কখনো উহার বিভিন্ন ফলমূল দ্বারা আবার কখনো উহার পোশাক পরিচ্ছেদ দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। বেহেশতের স্ত্রীলোকগণ তখন হাসিয়া হাসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন তাহার রূহ বাহির হইয়া পড়ে। বুরসানী তাহার বর্ণনায় বলেন তখন তাহার রূহ তাহার পছন্দনীয় বস্তুর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে চাহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মালাকুল মওত তাহাকে বলেন হে পবিত্র রূহ। তুমি কণ্টকবিহীন বরই, সাজান কলা, প্রশস্ত ছায়া প্রবাহিত পানির প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহার সহিত মায়েরা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করে মালাকুল মওত তাহার সহিত উহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা প্রকাশ করে। মালাকুল মওত ইহা জানেন যে এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা অতএব যদি সে সামান্য কষ্টও আমার দ্বারা ভোগ করে তবে তাহার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। অতএব তাহার রূহ ঠিক তদ্রূপ বাহির করা হয় যেমন আটা হইতে চুল বাহির করা হয়। এই প্রকার মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ অর্থাৎ এই সকল লোক হইল তাহারা, যাহাদের রূহ পবিত্র ফিরিশ্তাগণ কবজ করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ যদি সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সুখ-সাচ্ছন্দের জীবন লাভ করিবে অর্থাৎ আরামের মৃত্যু হইবে এবং পরবর্তীতে সুখের জীবন যাপন করিবে এবং এবং দুনিয়ার জীবনের মুকাবিলায় সুখ সাচ্ছন্দের বেহেশত লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন রূহ তাহার শরীর হইতে কবজ করা হয় তখন সে তাহার শরীরকে বলে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তুমি আমাকে লইয়া আল্লাহর ইবাদত পালনে ব্যস্ত হইতে এবং আল্লাহর নাফরমানী করিতে আমাকে লইয়া বিলম্ব করিতে। তুমিও মুক্তিলাভ করিয়াছ এবং আমাকেও মুক্তিদান করিয়াছ। তখন শরীরও তাহার রূহকে অনুরূপ কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন যে যমীনে সে ইবাদত করিত সেই যমীন এবং আসমানের যেই দরজা দিয়া তাহার আমল উপরে উঠান হইত এবং যে দরজা দিয়া তাহার রিযিক অবতীর্ণ হইত তাহারা চল্লিশ দিন যাবৎ কাঁদিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মওতের ফিরিশ্তা যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন পাঁচশত ফিরিশ্তা

তাহার শরীরের নিকট দন্ডায়মান হয় এবং তাহাকে গোসল দেওয়ার সময় মানুষে তাহার শরীর পাল্টাইবার পূর্বেই তাহারা তাহার শরীর পাল্টাইয়া দেয়। এবং তাহাকে গোসলদানে শরীক হয়। মানুষের কাফন পরিধান করাইবার পূর্বেই তাহারা তাহাকে কাফন পরিধান করায়। মানুষের সুগন্ধি লাগাইবার পূর্বে তাহারা তাহাকে সুগন্ধি লাগায়। এবং তাহার বাড়ীর দরজা হইতে কবর পর্যন্ত দুই সারিতে সারিবদ্ধ হইয়া তাহার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে করিতে তাহার প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইবলীস এত জোরে চিৎকার করে যেন তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। তখন সে তাহার লশকরকে বলে, আরে এই ব্যক্তি কিভাবে তোমাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল? তখন তাহারা বলে, এইব্যক্তি নিষ্পাপ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা যখন তাহার রূহ লইয়া আসমানে আরোহণ করেন, তখন জিবরীল (আ) সত্তুর হাজার ফিরিশ্‌তাসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাহার রূহ লইয়া যখন আরশের নিকট পৌছায় তখন সে সিজদায় অবনত নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে বলেন, আমার বান্দার রূহ লইয়া তুমি কাটাবিহিন বরই সাজান কলা প্রশস্ত ছায়া ও প্রবাহিত পানির মধ্যে রাখিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয়, তখন তাহার নিকট তাহার সালাত আসিয়া তাহার ডানদিকে উপস্থিত হয় তাহার সাওম আসিয়া তাহার বাম দিকে, কুরআন আসিয়া তাহার মাথার নিকট সালাতের জন্য তাহার পদ চালনা তাহার পায়ের নিকট দাঁড়ায়। তাহার ধৈর্যধারণ কবরের এক পার্শে দন্ডায়মান হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট কিছু আযাব প্রেরণ করেন অতঃপর উহা যখন তাহার ডানদিকে আসে তখন তাহার সালাত উহাকে বাধা দিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সদা তাহার জীবনকে সৎ কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছে এখন সে একটু আরাম করিতেছে। অতঃপর বামদিক হইতে আযাব আসিবে তখন তাহার সাওমও অনুরূপ বলিবে। তাহার মাথার দিক হইতে আসিলে কুরআন ও যিকিরও অনুরূপ কথা বলিয়া উহাকে বিদায় দিবে। তাহার পায়ের নিকট দিয়ে আসিলে সালাতের জন্য তাহার পদচালনা উহাকে অনুরূপ বলিয়া বিদায় দিবে। মোটকথা যেই দিক হইতেই উহা তাহার নিকট পৌছাবার চেষ্টা করিবে সেই দিক হইতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আযাব যখন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে তখন, তাহার ধৈর্য অন্যান্য আমল সমূহকে বলিবে, আমি দেখিতেছিলাম যে, তোমরা আযাব হটাইয়া দিতে পার কিনা তোমরা অক্ষম হইলে অবশ্য আমি উহাকে বিতাড়িত করিতে যত্নবান হইতাম। তোমারই যখন উহাকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছ

তখন আমি পুলসিরাত ও মীযানের নিকট তাহার কাজে আসিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আল্লাহ তা'আলা এমন দুইজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিবেন যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় এবং তাহার স্বর বজ্রের ন্যায়, তাহাদের দাঁত সিংহের ন্যায় তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আগুনের ফুলকির ন্যায়, তাহাদের চুল তাহাদের পায়ের নীচে ঝুলন্ত। তাহাদের উভয় কাঁধের মাঝে এত এত দুরত্ব। মায়া মমতা তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত করা হইয়াছে, তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপর জনকে বলা হয় নকীর। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এত ওজনী হাতুড়ী হইবে যে রবীআহ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সকলে মিলিয়া উহা উঠাইতে চাহিলেও উহা উত্তোলন করা সম্ভব নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহারা দাফনকৃত ব্যক্তিকে বসিতে বলিবে অতঃপর সে সোজা হইয়া বসিবে। তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পৌঁছাবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? রাবী বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের যে বর্ণনা দিলেন এমন অস্থায় কে আছে, যে কথা বলিতে সক্ষম হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ

রাবী বলেন, তখন সে উত্তর করিবে আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর ফিরিশ্‌তাদ্বয় বলে, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহারা তাহার কবরকে সম্মুখে চল্লিশ হাত তাহার ডান দিকে চল্লিশ হাত, তাহার বামদিকে চল্লিশ হাত তাহার পিছন দিকে চল্লিশ হাত তাহার মাথার দিকে চল্লিশ হাত প্রশস্ত করিয়া দিবেন। তিনি বলেন, মোট দুইশত হাত প্রশস্ত করা হইবে। বুরসানী বলেন, আমার ধারণা চল্লিশ হাত পর্যন্ত উহার বেষ্টনী হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর ফিরিশ্‌তাদ্বয়, তাহাকে বলেন, তুমি উপরের দিকে তাকাও, তখন দেখা যাইবে যে তাহার উপরে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে। তাহারা তখন আরো বলে, তুমি আল্লাহর বন্ধু। যেহেতু তুমি আল্লাহর হুকুমের অনুগত্য করিয়াছ, এই কারণে ইহাই তোমার বাসস্থান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, 'তখন সে এতই আনন্দ লাভ করিবে যে চিরদিন তাহার অন্তরে উহা বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি

নীচের দিকে তাকাও, তখন সে নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে দোযখের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে, তখন ফিরিশ্‌তাদ্বয় বলিবে, হে আল্লাহর বন্ধু। তুমি চিরদিনের জন্য ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই মুহূর্তেও তাহার অন্তরে এমন আনন্দ অনুভব করিবে যাহা চিরদিন তাহার অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে। রাবী বলেন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বেহেশতের দিকে তাহার জন্য সাতাত্তরটি দরজা উন্মুক্ত করা হইবে। উহা দ্বারা বেহেশতের স্নিগ্ধ হাওয়া তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার শত্রুর নিকট যাও এবং তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহাকে আমি প্রচুর নিয়াতম দান করিয়াছি কিন্তু সে কেবল আমার অবাধ্যতা করিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। অতঃপর মালাকুম মওত সর্বাধিক ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার রূহ কবজ করিতে যান। তাহার বারটি চক্ষু থাকে এবং বহু কাটা বিশিষ্ট জাহান্নামের একটি শীখ থাকে। পাঁচশত ফিরিশ্‌তাও তাহার সাথে যাবে। প্রত্যেকের নিকট জাহান্নামের আংগার ও আগুনের চাবুক যাকে। মালাকুল মওত সেই শীখ দ্বারা তাহাকে সজোরে এমন আঘাত করিবে যে তাহার সমস্ত কাঁটাগুলী তাহার শরীরে, তাহার লোমকুপ ও তাঁহার নখের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ফিরিশ্‌তা তাহাকে মুড়াইতে থাকেন। অতঃপর পায়ের নখের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন। অতঃপর তাহাকে তাহার গোড়ালীর, উপর নিক্ষেপ করে। এই সময় আল্লাহর দুশমন বেহুশ হইয়া পড়ে এবং মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেয়। অতঃপর ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখ মন্ডলে ও তাহার পিঠে আঘাত করেন এবং তাহাকে সজোরে চাপিয়া ধরেন আর তাহার পায়ের গোড়ালী হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার দুই হাটুর উপর নিক্ষেপ করেন। এই সময়ও আল্লাহর এই শত্রু বেহুশ হইয়া পড়ে অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে বসাইয়া দেয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখমন্ডলে ও পিঠে আঘাত করেন এবং তাহার হাটুদ্বয়ের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার কোমরে নিক্ষেপ করে এই সময়ও আল্লাহর শত্রু বেহুশ হইয়া পড়ে। অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহার মুখমন্ডলে ও তাহার পিঠে সেই চাবুক দ্বারা আঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মালাকুল মওত পূর্বের ন্যায় তাহার রূহ কোমর হইতে টানিয়া বুকের ওপর নিক্ষেপ করেন অতঃপর তাহার হলকে নিক্ষেপ করেন এবং আল্লাহর এই দুশমন পূর্বের ন্যায় বেহুশ হয় এবং তাহাকে বসাইয়া তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হইতে থাকে। অতঃপর

ফিরিশ্তাগণ তাহার মুখের নীচে আগুনের আংগার ও জাহান্নামের তামা রাখিয়া দেয়। তখন মালাকুল মওত তাহাকে বলেন, হে অভিশপ্ত রূহ। আগুন, উত্তপ্ত পানি ধোঁয়ার ছায়ার দিকে বাহির হইয়া আস, যাহা আরামদায়কও নহে এবং ঠান্ডাও নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন মালাকুল মওত যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন রূহ তাহার শরীরকে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে বড় খারাপ বিনিময় দান করুন, তুমি আমাকে লইয়া তাহার অবাধ্যতা করিবার জন্য বড়ই অস্থির হইতে অথচ, তাহার প্রতি আনুগত্য করিবার ব্যাপারে বড়ই অবহেলা করিতে। তুমি তো ধ্বংস হইয়াছ আর আমাকেও ধ্বংস করিয়াছ। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ তাহাকে বলিবে যে তাহার এক আদম সন্তানকে দোযখের ঘাটে লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন তাহাকে দাফন করা হয় তখন তাহার কবরকে বড়ই সংকুচিত করা হয়। এমনকি তাহার পাঁজরের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ডান দিকের হাড়গুলি বাম দিকের আর বামদিকের হাড়গুলি ডানদিকে প্রবেশ করে। তিনি বলেন তাহার নিকট উটের গলার ন্যায় উঁচু তলা বিশিষ্ট কাল সর্প প্রেরণ করা হয়। সর্পগুলি তাহার দুই কান ও দুই পায়ের বৃদ্ধাংগুলি দংশন করিতে ও কাটিতে থাকে এমন কি তাহাকে কাটিতে কাটিতে তাহার মধ্য ভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট এমন দুইজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুৎতের ন্যায় তাহাদের স্বর বজ্রের ন্যায়। তাহাদের দাঁত বড় বড় সিংহের ন্যায় এবং তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস আগুনের ফুলকীর ন্যায় উত্তপ্ত। তাহাদের চুল পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলন্ত। তাহাদের উভয় কাঁধের মাঝে এত এত দূরত্ব। তাহাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশমাত্র নাই। তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার ও অপরজনকে বলা হয় নকীর। প্রত্যেকের হাতে একটি একটি হাতুড়ী থাকিবে। যদি রবীআহ ও মুযার গোত্রের সকলে মিলিয়াও উহা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে তবে উহা উত্তোলন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বসিতে বলিলে সে বসিয়া পড়ে। তখন তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি। তোমার নবী কে? সে বলে, আমি তো জানি না। তাহারা বলে, তুমি জানিতে না আর তেলাওয়াতও করিতে না। অতঃপর তাহারা তাহাকে এমন জোরে আঘাত করে যে উহার ফলে কবরে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। অতঃপর তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে বলে, তুমি তোমার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা। তখন সে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবে যে, বেহেশতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা তাহাকে বলে, "হে আল্লাহর শত্রু। তুমি আল্লাহর আনুগত্য করিলে ইহাই হইতে তোমার বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, এই সময় সে এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কখনো উহা তাহার অন্তর হইতে বিচ্ছেদ হইবে না।

তিনি বলেন, তখন তাহাকে নীচের দিকে তাকাইতে বলা হইবে অতঃপর সে নীচের দিকে তাকাইয়া দোযখের দিকে একটি দরজা খোলা দেখিতে পায়। তখন ফিরিশ্‌তাদ্বয় তাহাকে বলে, হে আল্লাহর শত্রু। যেহেতু তুমি আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছ, কাজেই ইহাই তোমার বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, এই সময়েও তাহার অন্তর এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কোন দিন আর উহা বিচ্ছিন্ন হইবে না। রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাহার জন্য দোযখের দিকে সাতাত্তুরটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ সকল দরজাসমূহ দ্বারা উহার উত্তাপ ও আগ্নীবায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। যাবৎ না কিয়ামত কায়েম হইবে। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। হযরত আনাস (রা) হইতে ইয়াযীদ রুক্কাশী অনেক মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের মতে একজন দুর্জয় রাবী। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ইবরাহীম ইবন মূসা রাযী (রা)....হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন তখন তিনি তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তিনি বলিতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর মযবুত থাকিবার জন্য দু'আ কর কারণ, তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর ইবন মারদুয়াহ (র) وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে যাহ্‌হাক (র) এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একদিন দীর্ঘ হাদীস গরীব সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ٥

(٢٩) جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ٥

(٣٠) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ٥

২৮. তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উহারা উহাদের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।

২৯. জাহান্নামে যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে কত নিকট এই আবাসস্থল।

৩০. এবং উহারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, ভোগ করিয়া লও পরিণামে অগ্নিই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন স্থল।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এর মধ্যে اَلَمْ تَرَ এর অর্থ اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থাৎ, আপনি কি জানেন না? যেমন اَلَمْ تَرَ كَيْفَ এবং اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا এর মধ্যেও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। اَلْبَوَارُ অর্থ ধ্বংস, بَارَيَبُوْرُ হইতে নির্গত। قَوْمًا بُوْرًا অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন তাহারা হইল মাক্কার কাফির। আওফী (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসংগে বলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা হইল, জাবালাই ইবন আয়হাম ও তাহার অনুসারীরা যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া রূমে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) হইতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হইল প্রথম মতটি। অবশ্য আয়াতের মর্ম সকল কাফিরকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানবজাতির জন্য রহমত ও নিয়ামত হিসাবে তাঁহাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর যে তাহার দাও'আত গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার অনুসরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যে তাহার দাও'আত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও না-শোকরী করিয়াছে সে দোযখে প্রবেশ করিবে। হযরত আলী (র) হইতেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রথম মতের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....ইবনুল কাওয়া হইতে বর্ণিত যে তিনি একবার হযরত আলী (রা) এর নিকট اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ এর তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বলিলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা হইল, বদর যুদ্ধে আগত কুরাইশ কাফির দল। মুনযির ইবন শাযান (র)....আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার হযরত আলী (রা)-র নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মু'মিনীন। যাহারা আল্লাহর নাশোকরী করিয়া তাহার নিয়ামত পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহে

ঠেলিয়া দিয়াছে সেই সফল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন কুরাইশ মুনাফিক দল। ইবনে আবূ হাতিম (রা)....ইবনে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, কেহ কি আমার নিকট কুরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ যদি কুরআন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন লোককে জানিতাম তবে আমি অবশ্যই তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম যদিও সমুদ্রের অপরকূলে সে অবস্থান করুক না কেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে কাওয়া দন্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা কুফর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত বদলাইয়াছে তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল, কুরাইশ গোত্রের মুশরিকরা তাহারা ঈমানের নিয়ামতের বদলে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে। এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সুদ্দী (রহ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুসলিম আল মুস্তাওফা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি চরম অপরাধী শাখা গোত্র বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহ গোত্র বদরের যুদ্ধে তাহার বংশের লোকদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহ উহোদ যুদ্ধে তাহার কওমকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ধ্বংসের ঘর বলিয়া জাহান্নাম বুঝান হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....আমর ইবন মুররাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি হযরত আলী (রা)-কে وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি ফাজের বংশ অর্থাৎ বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছু সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। আবূ ইস্‌হাক (র) আমর ইবন মুররাহ (র) হইতে তিনি হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে সুফিয়ান সাওরী (র)....হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের বংশ বনু মুগীরাহ বনু উমাইয়্যাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে কিছুদিন যাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। হামযাহ যাইয়াত (র) আমর ইবন মুররাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। أَلَمْ تَرَ

اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ এর মধ্যে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে তিনি বলিলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের গোষ্ঠী। একগোষ্ঠী আমার মামুর গোষ্ঠী এবং অপর গোষ্ঠী তোমার চাচার গোষ্ঠী যাহারা আমার মামুর গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর যাহারা তোমার চাচার গোষ্ঠী আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত ঢিল দিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, তাহারা হইল, কুরাইশ কাফিরদল যাহারা বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। মালেক (র) নাফে (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। قوله وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ তাহারা আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারিত করিয়াছে তাহারা তাহাদের পূজা করে এবং অন্যান্য মানুষকেও উহার প্রতি আহ্বান করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া বলেন قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যতদিন সক্ষম হও দুনিয়ার সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাক। فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ অবশেষে দোযখের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। দোযখই হইবে তোমাদের শেষ বাসস্থান যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ আমি তোমাদিগকে কিছুদিন সুখ ভোগ করিতে দিব অবশেষে কঠিন শাস্তির দিকে তোমাদিগকে ঠেলিয়া দিব। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ। দুনিয়া অতি সামান্য সুখ ভোগের বস্তু অবশেষে আমার নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর তাহাদের কর্মকান্ডের দরুন তাহাদিগকে আমি কঠিন শাস্তি দান করিব।

(٣١) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

৩১. আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে বল, সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে—সেই দিনের পূর্বে যে দিন ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার আনুগত্য করিবার, তাঁহার হক আদায় করিবার এবং তাঁহার মখলূকের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাহারা যেন সালাত কায়েম করে ইহা হইল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও তাহার প্রতি দাসত্বের প্রকাশ। আর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে যাকাত আদায় করে,

নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করে এবং অনাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করে। সালাত কায়েম করা এর অর্থ হইল, সালাতের সময় মত সালাত আদায় করা উহার সীমার সংরক্ষণ করা উহার সঠিকভাবে রুকূ সিজদা করা ও খুশু খুযূ এর সহিত নিবিষ্ট হওয়া। আল্লাহ তা'আলা যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে পূর্ণ ইখলাসের সহিত গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা ও উহার প্রতি উৎসাহিত হওয়া। مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ অর্থাৎ কিয়ামত আসিবার পূর্বে। لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ সেইদিনে কাহারো মুক্তির বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার মাল গ্রহণ করা হইবে না। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا আজ না তো তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় গ্রহণ করা হইবে আর না কাফিরদের নিকট হইতে। قَوْلُهُ وَلَا خِلَالٌ ইবনে জরীর বলেন, কিয়ামতের দিনে কোন বন্ধুর বন্ধুত্ব যাহা আযাব ও শাস্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারে উপকারী প্রমাণিত হইবে না। সেখানে কেবল ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করা হইবে। خِلَالٌ শব্দটি মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন বলা হইয়া থাকে خَالَلْتُ فُلَانًا فَأَنَا أُخَالُهُ مُخَالَةً وَخِلَالًا আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

صَرَفْتُ الْهَوَى عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى + وَلَسْتُ بِمَقْلِيِّ الْخِلَالِ وَلَا قَالِي

কাতাদাহ (র) বলেন, দুনিয়ায় ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হয় এবং একজন অপর জনের দ্বারা উপকৃত হয় পারস্পারিক বন্ধুত্ব করিয়াও উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিৎ কেমন লোকের সহিত সে বন্ধুত্ব করিতেছে। যদি ভাল ও সৎ লোক হয় তবে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী করা উচিৎ নচেৎ বন্ধুত্ব ছিন্ন করিবে। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে কিয়ামতের দিনে কেহ সারা জগতের স্বর্ণ রৌপ্যও যদি দান করে তবুও উহা তাহার জন্য উপকারী হইবে না। সেখানে কোন প্রকার দান-দক্ষিণা ও সুপারিশ কাজে আসিবে না। যদি না সে ঈমানদার হয়।

ইরশাদ হইয়াছে,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

সেই দিনকে ভয় কর যেই দিনে কেহ কাহারো কোন উপকার করিতে পারিবে না। কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না আর না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আমি যে রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেইদিন সমাগত হইবার পূর্বে যে দিনে না কোন ক্রয় বিক্রয় চলিবে না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে। আর কাফিররা হইল অত্যাচারী, যালিম।

(٣٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۚ

(٣٣) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ

(٣٤) وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۚ

৩২. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাদ্বারা তোমাদিগকে জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। যিনি নৌযানকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিবরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে।

৩৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

৩৪. এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাহার নিয়ামতসমূহ গণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য আসমানসমূহকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনকে সৃষ্ট করিয়াছেন বিছানার ন্যায়। وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى তিনি আসমান হইতে পানি অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর উহা দ্বারা নানা প্রকার গাছ পাতা ও তরুলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন রংগে বিভিন্ন আকৃতিতে, পৃথক পৃথক স্বাদে গন্ধে ও বিভিন্ন উপকার বিশিষ্ট ফলমূল ও ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনি জাহাজসমূহকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানির উপর ভাসমানবস্থায় চলিতে পারে এমন প্রকৃতিতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমুদ্রকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এমনিভাবে যে জাহাজসমূহকে উহার পিঠের উপর বহন করিতে পারে। যেন বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক লোকেরা একদেশ হইতে অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। এবং এক দেশের পণ্য অন্যদেশে বহন করিতে পারে। তিনি তোমাদের জন্য নহরসমূহকে কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। উহার সাহায্যে যমীন সেচ করিয়া ফসল ও রিযিক উৎপন্ন করা হয়। উহার পানি পান করা হয় এবং জীব-জন্তুকেও পান করান হয়। وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ আর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্যকে এক নিয়মে দিবা-রাত্রে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাহারা কখনো ক্লান্ত হয় না। لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَاالَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ সূর্যের জন্যও সম্ভব নহে যে উহা চন্দ্রের গতি পথে চলিয়া উহার সহিত সংঘর্ষ ঘটাক আর না রাত দিনের পূর্বে আগমন করিতে পারে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ اِلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

সূর্য ও চন্দ্র একের পর একটি উদিত হয় রাত্রের আগমন ঘটিলে দিন চলিয়া যায় এবং দিন আসিলে রাত বিলুপ্ত হয় কখনো রাত বড় হয় এবং দিন ছোট। আবার কখনো বড় রাত ছোট হইয়া যায়

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اِلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارِ

তিনিই রাতের অংশকে দিনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন আবার দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। মনে রাখিবে, তিনি শক্তিধর মহা ক্ষমাকারী।

وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ তোমরা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ও আলাপ আলোচনায় যে সমস্ত বস্তুর মুখাপেক্ষি আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার সব কিছুই দান করিয়াছেন। ছলফের কোন উলামা বলিয়াছেন, যাহা তোমরা আল্লাহর নিকট

প্রার্থনা করিয়াছ আর যাহা প্রার্থনা কর নাই সব কিছুই তিনি দান করিয়াছেন। কেহ কেহ কিরাত শাস্ত্রের কোন কোন আলেম এইরূপ পড়িয়াছেন وَآتَاكُمْ مِنْ كُلٍّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَمَالَمْ تَسْأَلُوهُ

قَوْلُهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهُ যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর তবে উহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহার নিয়ামত গণনা করিবার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার সঠিক শোকর আদায় করিতে পারিবার তো প্রশ্নই উঠে না। যেমন তলক ইবনে হাবীব বলিয়াছেন, বান্দা যাহা বহন করিতে পারে আল্লাহর হক উহা হইতে অনেক ভারী। এবং বান্দা যাহা গণনা করিতে পারে আল্লাহর নিয়ামত উহা হইতে অনেক বেশী। অতএব তোমরা সকাল সন্ধ্যায় তওবা করিতে তাক। বুখারী শরীফে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিতেন, হে আল্লাহ। আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা আমাদের প্রশংসা যথেষ্ট নহে। উহা হইতে আমরা বে-পরোয়াও নাহি। হে আমাদের প্রতিপালক! হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইবনে আবুল হারেস (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে মানবজাতির জন্য তিনটি খাতা বাহির করা হইবে—একটি খাতায় তাহার নেক আমল থাকিবে, একটিতে তাহার গুনাহ্সমূহ আর একটিতে তাহার প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার ক্ষুদ্রতম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, তোমার নেক আমল দ্বারা ইহার মূল্য দান কর। অতঃপর সে তাহার সম্পূর্ণ নেক আমল দিয়াও উহার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবে না। অতঃপর এক পার্শে দাঁড়াইয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের কসম, আমি ইহার পূর্ণ মূল্য দিতে অক্ষম। অথচ তাহার গুনাহর খাতা এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ামতের খাতা তো পড়িয়াই রহিল। অতঃপর যদি আল্লাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে বলিবেন, আমি তোমার নেকী বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এবং তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিলাম। রাবী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, আমার নিয়ামতসমূহ তোমাকে কোন বিনিময় ছাড়াই দান করিয়া দিলাম। হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল। বর্ণিত আছে, একবার হযরত দাউদ (আ) বলিলেন, হে আমার রব। আমি আপনার নিয়ামতের শোক্র আদায় করিব কিভাবে? অথচ, আপনার নিয়ামতের শোকর করাও তো আমার প্রতি আপনার একটি নিয়ামত। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে দাউদ। এখনই তুমি আমার শোকর করিতে পারিলে। অর্থাৎ যখন তুমি শোকর আদায় করিবার ব্যাপারে স্বীয় অক্ষমতার কথা স্বীকার করিলে তখনই তুমি সঠিক শোকর আদায় করিলে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যাহার অপরিসীম

নিয়ামতসমূহের একটির নিয়ামতের শোকর করিতে হইলেও নতুন আর একটি নিয়ামত ব্যতিত উহা সম্ভব নহে। কবি বলেন

لَوْكُلُّ جَارِحَةٍ مِّنِّيْ لَهَا لُغَةٌ تُثْنِيْ عَلَيْكَ بِمَا اَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لَكَانَ مَازَادَ
شُكْرِيْ اِذْشَكَرْتَ بِهٖ + اِلَيْكَ فِى الْاِحْسَانِ وَالْمِنَنِ

অর্থাৎ যদি আমার প্রতি অংগে একটি করিয়া জিহ্বা হয় এবং উহা আপনার নিয়ামতের শোকর করিতে থাকে তবুও উহার শোকর আদায় করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। আপনার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

(٣٥) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝

(٣٦) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৫. স্মরণ কর ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও।

৩৬. হে আমার প্রতিপালক এই সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, পবিত্র মক্কা শহরকে সর্বপ্রথম শিরক হইতে পবিত্র করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যই তৈয়ার করা হইয়াছিল। আর ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) শিরক হইতে মুক্ত ছিলেন। এবং তিনি পবিত্র মক্কার নিরাপত্তার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে বলেন رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই নগরীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই দু'আকে কবূল করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَاهُ حَرَمًا اٰمِنًا তাহারা কি দেখে না যে আমি পবিত্র মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اٰيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র মক্কায় অবস্থিত ঘর যাহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও দিক দর্শনকারী। উহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে এবং মাকামে ইবরাহীমও রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا হে আমার রব। আপনি এই নগরীকে আপদ মুক্ত করিয়া দিন। এখানে اَلْبَلَدَ শব্দটির পূর্বে اَلِفْ لاَمْ আসিয়া এই কথার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন যে এই নামেই শহর যেই শহরের জন্য পূর্বেও একবার দু'আ করিয়াছিলেন আর এই দু'আ কাবাগৃহ নির্মাণ করিবার পর করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বলিলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ যাবতীয় প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় ইসমাঈল ও ইস্হাকের ন্যায় সন্তান দান করিয়াছেন। আর ইহা জানা কথা যে, ইসমাঈল ইসহাক (আ) হইতে তের বৎসরের বড়। হযরত ইবরাহীম পূর্বে যখন হযরত ইসমাঈল ও তাহার মাতাকে লইয়া মক্কার এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তখনো তিনি একবার এই দু'আ করিয়াছিলেন। رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا সূরা 'বাক্বারাহ' -এর মধ্যে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ, প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর পক্ষে উচিত, সে যেন নিজের জন্য এবং তাহার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার পর এই মূর্তিসমূহের ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মূর্তিসমূহ দ্বারা বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তিনি উহার পূজা হইতে বিরত রহিয়াছেন এবং যাহারা উহার উপাসনা করে তাহাদিগকে তিনি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা হইলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ যদি আপনি তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে তাহারা আপনারই দাস আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাহাও করিতে পারেন। আপনি তো মহা শক্তিমান ও মহাকৌশলী। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে শাস্তি দান ও ক্ষমা করার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে অহব (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) এর কথা رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ এবং হযরত ঈসা (আ)-এর কথা اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ পাঠ করিলেন, অতঃপর তিনি তাহার হাত উত্তোলন করিয়া

আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে বললেন, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন"? অতঃপর জিবরীল (আ) তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার কারণ বলিয়া দিলেন। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রন্দনের কারণ বলিলে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, হে জিবরীল, তুমি আবার মুহাম্মদ (সা) এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আপনাকে কষ্টে দিব না।

(٣٧) رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদিগের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায়—তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই জন্য যে উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদিগের রিযিকের ব্যবস্থা করাও। যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত দু'আ দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি হযরত হাযেরা (আ) ও তাহার সন্তান হইতে বিদায়কালে যে দু'আ করিয়াছিলেন উপরোক্ত দু'আ তাহার পরে করিয়াছিলেন। প্রথম দু'আ করিয়াছিলেন বায়তুল্লাহ নির্মাণ করিবার পূর্বে এর পরবর্তী দু'আ করিয়াছেন বায়তুল্লাহ নির্মাণের পরে, যেন আল্লাহর ঘরের প্রতি মানুষের উৎসাহ ও উহার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই তিনি عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ বলিয়াছেন, قَوْلُهٗ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ইবনে জরীর (র) বলেন, محرم শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক। অর্থাৎ আমি সম্মানিত ঘরের নিকট আমার সন্তানকে আবাদ করিয়াছি যেন তাহারা উহার নিকট সালাত কায়েম করিতে সক্ষম হয়। فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ হযরত ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অত্র আয়াতে যদি اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ। এর স্থানে اَفْـِٕدَةً النَّاسِ বলিতেন তবে পারস্য রূম এবং ইয়াহূদী নাসারা সকলের অন্তরসমূহ বায়তুল্লাহর প্রতি ঝুকিয়া পড়িত। কিন্তু مِنَ النَّاسِ

"মানুষের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরসমূহ বলিবার কারণে কেবল মুসলমানদিগকেই খাস করা হইয়াছে। قَوْلُهٗ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ তাহাদিগকে আপনি নানা প্রকার ফলফলাদি রিযিক হিসাবে দান করুন, যেন উহা তাহাদের ইবাদত করিবার জন্য সহায়ক হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অত্র দু'আ কবূল করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا "আমি কি তোমাদিগকে একটি সম্মানিত ও নিরাপদ স্থানে আবাদ করি নাই। যেখানে আমার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার ফল-ফলাদি আমদানী করা হয়।" আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় অনুগ্রহ তাহার রহমত ও বরকত যে, যে পবিত্র মক্কার কোথাও কোন গাছপালা নাই অথচ, চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফল-ফলাদী তথায় জমা হয়। ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর বরকত ব্যতিত আর কি হইতে পারে?

(٣٨) رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

(٣٩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

(٤٠) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

(٤١) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা প্রকাশ করি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আপনার নিকট গোপন থাকে না।

৩৯. প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকে।

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদিগের মধ্যে হইতেও। হে আমাদিগের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবূল কর।

৪১. হে আমাদের প্রতিপালক যেইদিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করিও।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি এই দু'আ করিয়াছেন رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ অর্থাৎ এই মক্কানগরীদের জন্য আমি আমার অন্তরে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছি তাহা আপনি জানেন। আর তাহা হইল আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিবার ও ইসলামের ইচ্ছা। আপনি তো প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বস্তুই জানেন। আসমান যমীনের কোন বস্তুই তো আপনার নিকট গোপন নহে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যে সন্তান দান করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করিয়া বলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ আল্লাহ তা'আলার নিকট যে ব্যক্তি দু'আ করে তিনি তাহার দু'আ কবূল করেন আমি যে তাহার নিকট সন্তান লাভের জন্য দু'আ করিয়াছি তিনি তাহা কবূল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন رَبِّ اَجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সালাত কায়েম করিবার ও উহার হিফাযত করিবার এবং উহার সীমারেখা সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা দান করুন। وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ এবং আমার সন্তান-সন্তুতিদিগকেও এই তাওফীক দান করুন। رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ হে আমাদের রব! যাহা কিছু আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি আপনি উহা কবূল করুন। رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ এখানে কেহ কেহ وَلِوَالِدَىَّ এর ى সর্বনামটিকে একবচন পড়িয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন, যখন তাঁহার নিকট এই কথা স্পষ্ট হইয়াছিল না যে, তাঁহার পিতা আল্লার শত্রু। وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ আর যেই দিনে আপনি আপনার বান্দাদের হিসাব লইয়া তাহাদের কর্মের ভাল মন্দের বিনিময় দান করিবেন সেই দিনে আমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন।

(٤٢) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۥ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝

(٤٣) مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَاۤءٌ ۝

৪২. তুমি কখনও মনে করিওনা যে যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদিগের চক্ষু হইবে স্থির।

৪৩. ভীত বিহ্বলচিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ছুটাছুটি করিবে নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে শূন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহম্মদ (সা) এই যালিমরা যে কর্মকান্ড করিতেছে উহার শাস্তি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আপনি মনে করিবেন না যে তিনি তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। বরং তিনি তাহাদের সমস্ত কর্মকান্ড এক একটা করিয়া গণনা করিয়া রাখিয়াছেন إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ। আর্থাৎ "যেই দিনের বিভীষিকার দরুন সমস্ত চক্ষুসমূহ খুলিয়া থাকিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শাস্তি সেই দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া রাখিতেছেন" অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিভাবে তাহাদের কবর হইতে উঠাইবেন এবং কিয়ামতের ময়দানে তাহারা কত ব্যস্ততার সহিত দৌড়াইতে থাকিবে উহার উল্লেখ করিয়া বলেন مُهْطِعِينَ তাহারা কবর হইতে উঠিয়া দৌড়াইতে থাকিবে যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ আহ্বানকারীর প্রতি তাহারা দৌড়াইতে থাকিবে। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ....وَعَنَتِ الْوُجُوهُ الخ যে দিন তাহারা আহ্বানকারীর আহ্বানের অনুসরণ করিবে যাহাতে কোন বক্রতা থাকিবে না। সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا যেইদিন তাহারা কবর হইতে দোড়াইতে দৌড়াইতে বাহির হইবে। قَوْلُهُ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কবর হইতে উপরের দিকে মাথা উঠাইয়া দৌড়াইতে থাকিবে لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ। অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠে বিভীষিকার দরুন তাহারা চিন্তা ও ভয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাহারা তাহাদের পলক মারিবে না বরং তাহারা চক্ষু খুলিয়া দোড়াইতে থাকিবে। আল্লাহ আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ। ভিষণ বিভীষিকার কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ শূন্য হইয়া পড়িবে। হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "তাহাদের অন্তরের স্থান শূন্য হইয়া পড়িবে" কারণ ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর স্থানান্তরিত হইয়া হলকের নিকট আসিয়া যাইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর নষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন কিছুই সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা উহাতে থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন,

(٤٤) وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ
اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا
اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ

(٤٥) وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا
بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ○

(٤٦) وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○

৪৪. যে দিন তাহাদিগের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না, যে তোমাদিগের পতন নাই।

৪৫. অথচ তোমরা বাস করিতে তাহাদিগের বাসভূমিতে যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।

৪৬. উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহর নিকট উহাদিগের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিল না যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী কাফের যালিমদের সম্পর্কে খরব দিয়াছেন যাহারা তাহাদের আযাব অবতীর্ণ হইবার সময় বলিবে رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে অল্প সময়ের অবকাশ দান করুন, আমরা আপনার আহ্বান গ্রহণ করিব এবং আপনার প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করিব। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ অবশেষে যখন তাহাদের কাহারো নিকট মৃত্যু সমাগত হইবে তখন সে বলিবে, হে

আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ হে ঈমানদারগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ যেন তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া না দেয়। আল্লাহ্ তাহাদের কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন, وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ যখন অপরাধীরা তাহাদের মাথা ঝুকাইয়া থাকিবে যদি তখন আপনি তাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا যখন তাহাদিগকে আগুনের উপর দন্ডায়মান করিয়া রাখা হইবে অতঃপর তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ অস্বীকার না করিতাম সে সময় যদি আপনি তাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا আর তাহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিবেন, أَوَلَمْ تَكُوْنُوْا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ তোমরা পূর্বে কি কসম খাইয়া এই কথা বলিতে না যে তোমরা যে সুখ সাচ্ছন্দে নিমজ্জিত রহিয়াছ উহার অবসান ঘটিবে না। আর পরকাল বলিয়া কোন কিছু নাই আর তোমাদের কোন বিচার আচারও হইবে না। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ এর তাফসীর করেন, "তোমরা দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে পাড়ি দিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ তাহারা খুব শক্ত কসম খাইয়া বলিত, যাহার মৃত্যু ঘটিবে আল্লাহ্ তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন না।

وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী যালিমদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা উহা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছে ইহা সত্ত্বেও তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ কর নাই এবং সেই শাস্তির কোন ছাপও তোমাদের অন্তরে রেখাপাত করে নাই حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

শু'বা (র) হযরত আলী (রা)....হইতে وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে দুইটি শকুনের বাচ্চা ধরিয়া লালন পালন করিয়াছিল, অতঃপর ধাপে ধাপে শকুন দুইটি বড় হইল, এবং মোটাতাজা হইল অতঃপর সে শকুন দুইটির দুই পাও তাহার তখতের সহিত বাঁধিয়া দিল এবং অন্য একজন লোকের সহিত সে তখতে বসিল অতঃপর একটি লাঠির মাথায় গোস্ত বাধিয়া দিল এবং লাঠিটি উপরের দিকে

তুলিয়া ধরিল। শকুন দুইটি গোস্ত খাইবার লোভে তখতসহ উপরের দিকে উড়িতে লাগিল লোকটি তাহার সংগীকে বলিল, বল, কি কি দেখিতে পাইতেছ! সে বলিল আমি তো অমুক অমুক জিনিস দেখিতে পাইতেছি। এমনকি সে বলিল গোটা দুনিয়াকে আমি একটি মাছির ন্যায় দেখিতেছি। অতঃপর লোকটি তাহার লাঠি নীচু করিল, তখন শকুন দুইটিও নীচের দিকে ছুটিল এবং দুনিয়ায় অবতরণ করিল। ইহা হইল তাহাদের ফেরেববাজী যাহা দ্বারা তাহাদের পক্ষে পাহাড়কে স্থানান্তিত করা সম্ভবপর মনে করা হইত। এবং وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ দ্বারা তাহাদের এই ফেরেববাজীর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। আবূ ইসহাক বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ এর কিরাতে এইরূপ পড়া হইয়া থাকে অর্থাৎ وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, উবাই ইবনে কা'ব এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও এইরূপ পড়িতেন। হযরত আলী (রা) এর কিরাতও অনুরূপ ছিল। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল (র).... হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইক্‌রিমাহ (রা) হইতে বর্ণিত, উক্ত ঘটনাটি কিনআন এর অধিপতি নমরূদ এর সহিত ঘটিয়াছিল। সে এইভাবেই আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। কিবতী সম্রাট ফিরাউনও অনুরূপ পন্থাবলম্বন করিয়া আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। বলুন্দ মিনার নির্মাণ করিয়া আসমান বিজয় করিবার ভূত তাহার কাঁধে চাপিয়াছিল কিন্তু তাহারা কেহই ইহাতে সক্ষম হয় নাই এবং লাঞ্ছিত অপমানিত ও ধিকৃত হইয়াছিল। হযরত মুজাহিদ (র) অত্র ঘটনাটি বুখ্‌ত নাছর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, সে যখন আরোহণ করিতে করিতে এত ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল যে পৃথিবী তাহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল এমন সময় সে একটি বিকট শব্দ শুনিতে পাইল হে অহংকারী! তুমি কোথায় যাইতে চাও। ইহা শুনিয়া সে ভীত হইল, অতঃপর সে পুনরায় একই শব্দ শুনিতে পাইল তখন সে তাহার বর্শা নীচু করিল এবং শকুনও নীচের দিকে ধাবিত হইল। উহার বিকট শব্দে পাহাড়ও ভীত হইল এবং ইহার অনুভূতিতে মনে হইল যেন পাহাড়ও তাহার স্থান ত্যাগ করিবে। وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি لَتَزُوْلُ مِنْهُ الْجِبَالُ এর প্রথম লামকে যবর সহ এবং শেষে লামকে পেশ সহ পড়িতেন। অর্থাৎ لَتَزُوْلُ পড়িতেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিযাছেন, ইহার অর্থ হইল مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ তাহাদের ফেরেববাজী দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা সম্ভব নহে। হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ তাফসীর

করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর সহিত যে শিরক ও কুফর করিতেছে উহা দ্বারা পাহাড় সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে আর উহা কাহার কোন ক্ষতিও করিতে পারে না। উহাতে কেবল মাত্র তাহাদেরই অশুভ পরিণতি ডাকিয়া আনিবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, "আমি বলি, উপরোক্ত আয়াত এই আয়াতের সাদৃশ্য وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ تَخْرِقَ فِى الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولاً আপনি অহংকার ভরে যমীনের উপর হাটিবেন না, আপনি না তো যমীন চিরিয়া ফেলিতে পারিবেন আর না পাহাড়ের মত বুলন্দ হইতে পাবিবেন। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যাহা আলী ইবন তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইল وَاِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ তাহাদের শিরক যেন পাহাড়কে স্থানান্তরিত করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন تَكَادُالسَّمٰوٰتِ اِنْ يَّتَفَطَّرْنَ مِنْهُ আসমান সমূহ যেন ইহা ফাঁটিয়া যাইবে। যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

(٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۞

(٤٨) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

৪৭. তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক।

৪৮. যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশ মন্ডল এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহর সুম্মুখে যিনি এক পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার ওয়াদা মযবুত করিবার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন فَلَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهُ مُخْلِفُ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁহার রাসূলগণের সহিত ওয়াদা খেলাফকারী মনে করিবেন না। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবনেও তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং পরকালেও তাহাদের সাহায্য করিবেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বড়ই ক্ষমতাবান তিনি যাহা ইচ্ছা করেন কেহ তাহাতে বাঁধা প্রদান করিতে পারে না আর যাহারা তাহাকে অমান্য করে তিনি তাহাদের নিকট হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন এবং শাস্তি প্রদান করিবেন فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ সেই দিনে অমান্যকারীদের জন্য বড়ই অকল্যাণ হইবে। এই কারণে তিনি বলেন,

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা সেই দিন বাস্তবায়ীত হইবে যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিচিত আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিবে। বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আবূ হাযিম (র) সাহ্ল ইবন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষকে সাদা পরিষ্কার যমীনে একত্রিত করা হইবে যাহা গোলাকার ময়দার ন্যায় হইবে এবং কোথাও কোন চিহ্ন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ আদী (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত আয়েশা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, পুল সিরাতের উপর। হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম একা ইমাম বুখারী ব্যতীত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ দাউদ ইবন আবূ হিন্দ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আফফান (র)....হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, এই সূত্রে মাস্রূক এর উল্লেখ নাই। কাতাদাহ (র) হাস্সান ইবনে বিলাল মুযানী (র) সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! সেই দিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা কেহ কোন দিন করে নাই। সেইদিন মানুষ পুল সিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাবীব ইবন আবূ আমরাহ (র)....হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ এর তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, জাহান্নামের পিঠের উপর। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে তিনি يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেহ করে নাই অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! সেই দিন তাহারা পুলসিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাসান (র)....হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে

চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লোকটি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিল উহা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলাই আমাকে উহার জ্ঞান দান করিয়া দিলেন। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর তাবারী (র) বলেন, ইবনে আওফ (র)....আবূ আইয়ুব আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, একবার একজন ইয়াহূদী আলেম নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ইরশাদ করিয়াছেন, আচ্ছা বলুন তো আল্লাহর সমস্ত মখলূক তখন কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহারা সব আল্লাহর মেহমান হইবে অতএব তাহার নিকট যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে কোন অসুবিধা ঘটিবে না। ইবনে আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ মারিয়াম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শু'বা (র).... আমর ইবনে মায়মূন হইতে বর্ণনা করেন যে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন পৃথিবীটি সেই দিন সাদা পরিষ্কার গোলাকার ময়দার মত হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে। কিয়ামতের মাঠের সবকিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে এবং ঘোষকের ঘোষণা সকলের কর্ণকুহরে পৌঁছাইবে। সকলেই উলংগ ও খালি পা হইবে ঠিক যেমন তাহারা তাহাদের জন্মলগ্নে ছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সমস্ত লোক দন্ডায়মান হইবে এবং মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামের মধ্যে তাহারা অবস্থান করিবে। অন্য এক সূত্রে ইমাম শু'বা (র)....হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অনুরূপভাবে আসিম (র) যিরর (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ জা'ফর বযযার (র)....হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবীকে এমন এক পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে। অতঃপর রাবী বলেন, হাদীসটি জরীর ইবনে আইয়ুব (র) ব্যতিত আর কেহ মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে হাদীসটি মাযবুত নহে। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ কুরাইব (র)....যায়েদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাস করিলেন তোমরা জান কি আমি কি কারণে লোক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন, আমি يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করিয়াছি—কিয়ামতের দিনে পৃথিবীটি চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। অতঃপর প্রেরিত লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, কিয়ামতের দিনে পৃথিবী ময়দার ন্যায় সাদা হইবে। (ইয়াহূদীদের বিশ্বাসও ইহাই) হযরত আলী (রা) ইবনে আব্বাস (রা) আনাস ইবনে মালেক ও মুজাহিদ ইবনে জরীর (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে কিয়ামতের দিন পৃথিবী চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, পৃথিবী চাঁদী ও আসমানসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইবে। হযরত রবী (র) আবুল আলীয়াহ (র) হইতে তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে। আবূ মা'শার (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণনা করেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবী রুটিতে রূপান্তরিত হইবে ঈমানদার লোকেরা পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া খাইবে। অকী (র) উমর ইবনে বিশর হামদানী (র) তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ الخ এর তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ যমীন রুটির রূপ ধারণ করিবে এবং মুমিন ব্যক্তি তাহার পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া আহার করিবে। আ'মাশ (র) খয়সাম (র) হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপর দিকে বেহেশত অবস্থিত হইবে এবং বেহেশতের যুবতী নারী ও পানপাত্রসমূহ দেখা যাইবে মানুষ তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামে হাবু ডুবু খাইবে কিন্তু তখন পর্যন্ত বিচার শুরু হইবে না। আ'মাশ (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপরদিকে জান্নাত অবস্থিত হইবে এবং জান্নাতের যুবতী নারী ও লুটা সমূহ দেখা যাইবে। যাহার হাতে আব্দুল্লাহর প্রাণ তাহার প্রথম তো মানুষ ঘর্মাক্ত হইয়া পাও পর্যন্ত থাকিবে। পরে বৃদ্ধি পাইতে উহা নাক পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে অথচ, তখনও বিচার শুরু হইবে না। লোকেরা জিজ্ঞাস করিল হে আবূ আব্দুর রহমান! ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন বিভীষিকা পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার কারণে। আবূ জা'ফর রাযী (র) রবী ইবনে আনাস (র) হইতে তিনি কা'ব (র) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ الخ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে সমুদ্রের স্থান আগুনে পরিপূর্ণ হইবে এবং পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত কেবল গাজী কিংবা হাজী কিংবা উমরাহ পালনকারী সমুদ্র সফর করিবে কারণ, সমুদ্রের নীচে আগুন কিংবা বলিয়াছেন আগুনের নীচে সমুদ্র। শিংগা ফুৎকার সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, পৃথিবীকে ভিন্ন পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে এবং আসমানসমূহকে ভিন্ন আসমানে পরিণত করা হইবে আর উকাযী চামড়ার ন্যায় উহাকে টানিয়া প্রশস্ত করা হইবে, উহাতে কোন প্রকার উচু নীচু ও বক্রতা থাকিবে

না। অতঃপর একই গর্জনে সমস্ত মাখলূক নতুন যমীনে একত্রিত হইবে। قَوْلُهُ بَرَزُوْا অর্থাৎ সমস্ত মখলূক কবর হইতে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইবে। الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মহা পরক্রমশালী।

(٤٩) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

(٥٠) سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

(٥١) لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে শৃংখলিত অবস্থায়।

৫০. উহাদিগের জামা হইতে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদিগের মুখমন্ডল।

৫১. ইহা এই জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে এবং আসমানসমূহ ও পরিবর্তীত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মাখলূক আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে তখন, হে মুহাম্মদ! (সা) অপরাধীদিগকে তাহাদের কুফর ও ফাসাদের কারণে পরস্পর একে অপরের সহিত জড়িত দেখিবেন প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধী পরস্পরে একে অন্যের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ। "যালিম ও তাহাদের জুড়ীর লোকদিগকে একত্রিত কর" আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ যখন সমস্ত লোকদিগকে শ্রেণীমত একত্রিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে জড়সড় করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ অত্র আয়াতেও اَصْفَاد শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অর্থ اَصْفَادِ বেড়ী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আ'মাশ আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র) এই অর্থই করিয়াছেন এবং এই অর্থই প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ কবি আমর ইবনে কুলসূম বলেন,

قَابُوْا بِالثِّيَابِ وَبِالسَّبَايَا + وَاُبْنَا بِالْمُلُوْكِ مُصَفَّدِيْنَا

উক্ত কবিতাংশে مُصَفَّدٌ শব্দ "বেড়ীতে আবদ্ধ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

قَوْلُهُ سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ অর্থাৎ তাহারা যে পোশাক পরিধান করিবে আল-কাতরার তৈয়ারী হইবে। ইহা দ্বারা উটের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন এইটি এমন বস্তু যাহাতে আগুন অতিদ্রুত ধরিয়া যায়। قِطْرَانٍ শব্দটিকে قَافٌ কে যবর ও طَا কে যের এবং সকূনদিয়া পড়া যায় এবং قَافٌ কে যের এবং طَا কে সকূন দিয়াও পড়া হইয়া থাকে। আবু'ন নজম বলেন

كَانَ قِطْرَانًا اِذَا تَلَاهَا + تَرْمِىْ بِهِ الرِّيْحُ اِلٰى مَجْرِهَا

অত্র কবিতাংশে قِطْرَانًا এর قَافٌ কে যের ও طَا কে সকূন দিয়া পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قِطْرَانٍ বিগলিত তামাকে বলা হয়। سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ অর্থাৎ অত্যধিক গরম তামা তাহাদের পোশাক হইবে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান ও কাতাদাহ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। قَوْلُهُ وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ অগ্নি তাহাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত অগ্নিশিখা বুলন্দ হইবে এবং উহার মধ্যে তাহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িবে (মু'মিনূন-১০৪)। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক (র).... আবূ মালেক আশ'আরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি জাহেলী অভ্যাস রহিয়াছে— যাহা তাহারা ত্যাগ করিবে না, (১) বংশ গৌরব (২) বংশে অপবাদ (৩) নক্ষত্রের সাহায্যে পানি প্রার্থনা করা। (৪) মৃতের উপর নূহা করা (বিলাপ করা) রোদনকারীণী স্ত্রীলোক যদি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আলকাতরার পায়জামা ও খুজলীর জামা পরিধান করান হইবে। হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ উমামাহ (রা) হইতে কাসেম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, রোদনকারীণী স্ত্রীলোক তওবা না করিলে বেহেশত ও দোযখের মাঝে অবস্থিত পথে দাড় করান হইবে। আর পায়জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি তাহার মুখমন্ডলকে আবৃত করিবে। قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ যেন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আত্মাকে তাহার কর্মফল দান করিতে পারেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا যেন অন্যায়কারীদিগকে তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন। اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এখানে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে অত্র আয়াতের মর্ম اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ এর মর্মের অনুরূপ হয়। আয়াতের অর্থ হইল মানুষের জন্য তাহাদের বিচারকাল নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহারা গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত

হইয়া হক গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে। اَنَّ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এর আর এক অর্থ ইহাও হইতে পারে বিচারকালে তিনি দ্রুত বিচার সম্পন্ন করিবেন। কারণ তাহার নিকট তো আর কোন কিছু গোপন নহে তিনি তো সব কিছু জানেন। আল্লাহর সমস্ত মখলূক তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দিক হইতে এক ব্যক্তির ন্যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ-

হযরত মুজাহিদ (র) سَرِيْعُ الْحِسَابِ এর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য উল্লেখিত উভয় অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(٥٢) هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৫২. ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই কুরআন মানবকুলের জন্য পয়গাম। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই কুরআন দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতে পারি আর যাহাদের নিকট ইহার পয়গাম পৌছাইয়াছে তাহাদিগকেও। অর্থাৎ ইহা গোটা মানব ও দানব সকলের জন্য হেদায়াতের পয়গাম। যেমন সূরার প্রারম্ভে ইরশাদ হইয়াছে الٓرٰ - كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ "আলিফ-লা-ম-রা, আপনার প্রতি এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করিয়াছি যেন, আপনি মানবকুলকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে টানিয়া আনিতে পারেন। وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ আর ইহা দ্বারা যেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা যেন ইহার সাহায্যে উপদেশ গ্রহণ করে وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাওহীদের যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে তাহা জানিতে পারে। وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ আর জ্ঞানী লোকেরা যেন ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা ২০১৩-২০১৪ প্র/৩০২(উ) ৫,২৫০

Contents

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ